দশম বর্ষ।

১০ম ভাগ। } বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩০২ সাল। { ১ম স্তবক।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীযুক্ত হরিগোপাল বসু ও সম্পাদক।

কলিকাতা,

২০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, "কালিকা যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০২ সাল।

বেদব্যাস

দশম বর্ষ।

১০ম ভাগ। } বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩০২ সাল। { ১ম স্তবক।

গঙ্গা-মাহাত্ম্য।

কোন বস্তুই সকলের পক্ষে সমান নয়। যে আলোক দিবান্ধের পক্ষে নিষ্প্রয়োজনীয় সে আলোক আমাদের পক্ষেই উত্তম। ভোগীর নিকট যে কোর্ম্মা কোপ্তা, কটলেট্ উপাদেয় বলিয়া আদৃত, যোগীর নিকট সেই বস্তুই কুকুরের খাদ্য বিধায় পরিহৃত। বালকের যাহা বাঞ্ছনীয়, বৃদ্ধের তাহা পরিহরণীয়, যাহা অসাধুর সুখকর, তাহাই সাধুর অতি অকিঞ্চিৎকর। যাহা বিধর্ম্মীর দর্শনে খড়, দড়ী, মাটী, তাহাই উপাসকের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী আদ্যাশক্তি, গুরু অন্যের নিকট মানব, কিন্তু শিষ্যের নিকট তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। সাধারণ জ্ঞানে যে মানব মাংসপিণ্ডময় জীব, সেই মানব জ্ঞানীর সদাশিব। সেইরূপ অভক্তের চক্ষুতে যে গঙ্গা জলপ্রায় নদী, বিল, খাল, ভক্তের চক্ষুতে সেই ধর্ম্মদ্রবী,—মুক্তির সম্বল। অভক্তের ভাবনায় বস্তুর অন্যভাব হয় না; অভক্তের সংসর্গে শিক্ষানবীশ ভক্তের এবং ভক্তিভাবাপন্নেরও চিত্ত বিচলিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীর কথার আলোচনা

করিতে প্রস্তুত হইলাম। যিনি প্রকৃত ভক্ত, তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে গঙ্গাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়, অন্তের পক্ষে আপ্ত শাস্ত্র বাক্য প্রশস্ত প্রমাণ।

যে গচ্ছন্তি স্বতো গঙ্গাং পরাংশ্চ প্রেরয়ন্তি যে।
ইহতে সর্ব্বভোগানান্তে বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ ॥

অনুবাদ—(যে) নিজে গঙ্গা যায়, কিম্বা পরকে পাঠায়।
ইহ সুখভোগ ক'রে বিষ্ণুপুরে যায় ॥

স্বভাবতঃ এরূপ শাস্ত্রের উপর সাধারণের ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে। কেননা আজকাল এমন লোক নাই যে জীবনের মধ্যে গঙ্গাস্নান করে নাই। কৈ! সুখভোগ বড় বেশী কাহারও ভাগ্যে ঘটিতে দেখি না। সকলেই শোক তাপে দগ্ধ হইতে দেখা যায়। এ পুরের কথা যখন অসঙ্গত তখন সে পুরের কথা অসঙ্গত হইবে, তাহাতে চিত্র কি ?

গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ স্বপন্ ধ্যায়ন্ জাগ্রদ্ ভুঞ্জন্ শ্বসন্ বদন্।
যঃ স্মরেৎ সততং গঙ্গাং সচ মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
ভবনানি বিচিত্রাণি বিচিত্রাভরণাঃ স্ত্রিয়ঃ।
আরোগ্য বিত্ত সম্পত্তি গঙ্গাস্মরণজং ফলং।

অনুবাদ—কি গমনে কি অসনে অথবা শয়নে।
চিন্তনে কি জাগরণে পানে বা ভোজনে ॥
নিশ্বাস প্রশ্বাসে কিম্বা কথোপকথনে।
যে স্মরে সতত গঙ্গা, মুক্ত সে বন্ধনে ॥
গঙ্গার স্মরণে ফল—বিচিত্র ভবন।
নীরোগ, সম্পৎ ভার্য্যা—বিচিত্রাভরণ ॥

হরি! হরি! গঙ্গাস্নানে নীরোগ হওয়া দূরে থাক, যেই স্নান, সেই দিন জ্বর—যেন বাক্যও অর্থের ন্যায় নিত্য সম্বন্ধ, ভার্য্যা সম্পৎ তথৈবচ। আবার বিষম কথা শুনুন্।

স্নান মাত্রেণ গঙ্গায়াং পাপং ব্রহ্মবধাদিকং।
দুরাধর্ষং কথং যান্তি চিন্তয়েদ্ যো বদেদপি ॥
তস্মাহং প্রদদে পাপং কোটি ব্রহ্ম বধোদ্ভবং।
স্তুতিবাদ মিমং মত্বা কুম্ভী পাকেষু পচ্যতে ॥

অনুবাদ—গঙ্গা স্নান মাত্রে ব্রহ্মবধ আদি পাপ;
কেন যায়? যেবা করে চিন্তা ও আলাপ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মবধ পাপ তার হয়।
অর্থবাদ বিবেচনে নরক নিশ্চয়॥

গঙ্গায় স্নান করিলে পাপ কেন যায়? একথা চিন্তা করিলে, মুখে বলিলেও পাপ। যেমন পুলিশ, শাসনে দড়, কার্য্যতঃ জড়। অকাতরে কত লোক কাতার দিয়া স্নান করিতেছে, যদি তাহাতে পাপ ক্ষয়, তবে কেন তাহারা এ ক্লেশ বহুল সংসারে বাস করে। কেনই বা অর্থের তরে দ্বারে দ্বারে মধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করে? কেনই বা জরাজীর্ণ শীর্ণ শরীরে রোগে কষ্ট ভোগ করে? ইত্যাদি বিরুদ্ধ যুক্তি বাদে অধমাধিকারীর গঙ্গার প্রতি অভক্তি হইতে পারে। এই অনিষ্টাশঙ্কায় এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। এ সম্বন্ধে একটী হরপার্ব্বতী সংবাদ পাঠককে অগ্রে উপহার দি—

একদা স্বেচ্ছাবিহারী হরপার্ব্বতী মণিকর্ণিকায় উপস্থিত। পার্ব্বতী বলিলেন, দেব! আজ অর্দ্ধোদয় যোগ। বহুলোক গঙ্গাস্নানে সমবেত হইয়াছে। এই সকল পাপী গঙ্গাস্নানে পূতাত্মা হইলে ভূভার লাঘব হইবে। হর বলিলেন—দেবি? এরা গঙ্গাস্নান করিতে আসে নাই কেহ আমোদ করিতে,কেহ ধর্ম্মাহঙ্কার প্রকাশ করিতে কেহ বা অন্যান্য কারণে আসিয়াছে। সকলে যদি গঙ্গাস্নানে আসে, তবে ভারতে এত ক্লেশ কেন? পার্ব্বতী বলিলেন—বিলক্ষণ! এরা অর্থ ব্যয় করিয়া এত আয়াস করিয়া কেবল মজা দেখিতে আসিয়াছে। তোমার কথা শুনিতে চাইনে।

হর বলিলেন—চণ্ডি! তবে পরীক্ষা কর। অনন্তর হর মুমূর্ষুপ্রায় গলৎ-কুষ্ঠ গ্রস্তহইলেন। পার্ব্বতী তাঁহার আদেশক্রমে ষোড়শী যুবতী হইয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে কুষ্ঠী পতির শুশ্রূষায় আসক্তা হইলেন। সকলে তাঁহার অলোকসাধারণ রূপ লাবণ্য দেখিয়া এবং সেই বয়সে তাদৃশ-পতিভক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া বিস্মিত হইল। তিনি ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুষ্ঠীর যেন মৃত্যু হইল। পার্ব্বতী ক্ষণকাল যেন শোকে অধীরা হইলেন কর্ত্তব্য বুদ্ধিবলে পতির সৎকার আশয়ে অপরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন—পাপী যেন আমার পতিকে স্পর্শ না

করেন। তা'হলে আমার তেজে তিনি দগ্ধ হইবেন। সকলেই পাপী, অতএব কেহই সৎকারের সহায়তা করিতে সাহসী হইল না। যুবতী কাঁদিয়া সকলের নিকট ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে জনৈক যুবক বলিল—আমি তোমার পতির সৎকার করিব। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। যুবতী বলিলেন—তুমি পাপী না পুণ্যবান্? যাত্রী বলিল—সম্প্রতি আমি পাপী। অর্দ্ধোদয় যোগে স্নান করিলেই অপাপী হইব। তখন তোমার পতির সৎকার করিব। অনন্তর অর্দ্ধোদয় যোগ হইল। যুবক তৎক্ষণাৎ ভাবশুদ্ধ হইয়া ভক্তিভরে ভাগীরথীনীরে মগ্ন হইলেন। হরপার্ব্বতীও অন্তর্হিত হইলেন।

হর বলিলেন—পার্ব্বতি! সহস্র সহস্র লোক মধ্যে ঐ এক ব্যক্তি কেবল গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছে। আর সব প্রতারক। এখন দেখা যাক—এ গঙ্গাস্নান কিরূপ?

যো লুব্ধঃ পিশুনঃ ক্রূরো নাস্তিকো বিষয়াত্মকঃ।
সর্ব্বতীর্থেষ্বপি স্নাতঃ পাপো মলিন এব সঃ।

অনুবাদ—যে জন পিশুন ক্রূর, নাস্তিক ও ভোগী।
তীর্থস্নানে (ও) মলিন সে, হয় পাপ ভাগী॥

পিণ্ডদানং তপঃ শৌচং তীর্থ সেবা শ্রুতঃ তথা।
সর্ব্বাণ্যেতান্যতীর্থানি যদি ভাবো ন নির্ম্মলঃ।

অনুবাদ—পিণ্ডদান, তপশ্চর্য্যা শৌচকার্য্যচয়।
তীর্থসেবা, শাস্ত্রজ্ঞান, যাহা কিছু হয়॥
তীর্থে যদি কর তুমি, তথাপি বিফল।
তোমার মানস যদি না হয় নির্ম্মল॥

প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অহঙ্কারবিমুক্তশ্চ সতীর্থ ফলমশ্নুতে॥
অকল্কো নিরারম্ভো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বসঙ্গৈর্যঃ সতীর্থফলমশ্নুতে॥

অনুবাদ—নাহি করে প্রতিগ্রহ, সন্তুষ্ট সদায়।
অহঙ্কার-বিরহিত, তীর্থফল পায়॥

দাম্ভিকতা নাহি করে, নাহি অর্থার্জ্জন।
লঘুপাক বস্তুজাত, করে যে ভোজন॥
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় যেবা সদা করে জয়।
সর্ব্বাসক্তি বিমুক্ত সে তীর্থফল পায়॥
হস্ত, পাদ, মন যার, সুসংযত হয়।
বিদ্যাতপ কীর্ত্তিবান্, তীর্থফল পায়॥

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি ইতিকর্ত্তব্যতা তীর্থযাত্রীর পক্ষে অভিহিত হইয়াছে, তাহাও কর্ত্তব্য। তাহার মধ্যে কতকগুলি সরূপ-নির্ব্বাহক অঙ্গ, আর কতকগুলি প্রধানের পুষ্টিকারক। স্বরূপনির্ব্বাহক অঙ্গগুলি না করিলে কর্ম্ম জন্য ফল আদৌ হয় না। পূর্ব্বোক্ত অঙ্গগুলি সরূপনির্ব্বাহক অঙ্গ, তাহার অভাবে ফল হয় না।

আজ কাল হিন্দু সম্প্রদায় দিন দিন ভক্তিশূন্য হইতেছেন। গঙ্গাও অন্তর্দ্ধানের চেষ্টায় আছেন। বলুন দেখি, গঙ্গা অন্তর্হিত হইলে কি তাঁহার জল একেবারে শুষ্ক হইবে। বস্তুতঃ জল থাকিবে কিন্তু গঙ্গার পবিত্রতার কারণ-শক্তি অন্তর্হিত হইবে।

অভক্ত জলে স্নান করে, গঙ্গায় করে না। ভক্ত গঙ্গায় স্নান করেন। গঙ্গা গাঙ্গেয় জলে অধিষ্ঠাত্রী, সমস্ত বস্তুতেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, এ কথা প্রস্তাবান্তরে সমর্থিত হইবে। গঙ্গাদেবী অভক্তের স্পর্শভয়ে অন্তর্হিত হন। ভক্তের সকাশে আবির্ভূত হন। এ অন্তর্দ্ধান ও তিরোধানের কারণ আমাদেরই হৃদ্গত ভাবশুদ্ধি ও অশুদ্ধি। তাই অভক্ত যৎকালে স্নান করে, তৎকালে পার্শ্বচরভূত যাট্ হাজার বিঘ্নবৃন্দ ধর্ম্মদ্রবী ভাগিরথীকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করে, স্নানাধার জল হইতে তাঁহাকে অন্তর্হিত করিয়া দেয়। অভক্ত কেবল জলে স্নান করে। তাহার বাহ্যমল জলস্পর্শে বিদূরিত হয় বটে কিন্তু অন্তর্গত মল যেমন তেমনি থাকে। এই কথায় সাধক প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত স্কন্দ-পুরাণের বচন যথা—

ষষ্টিবিঘ্নসহস্রাণি গঙ্গা রক্ষন্তি সর্ব্বদা।
নিবারয়ন্ত্যভক্তাশ্চ পাপকর্ম্মরতা-স্তথা॥

সর্ব্বদা ষাট হাজার বিঘ্ন গঙ্গাকে রক্ষা করিতেছে। পাপরত অভক্ত

স্নান করিতে গেলে তাহারা তাহাদিগকে নিবারণ করে, গঙ্গার নিকট যাইতে দেয় না। ইহার সমসেবক বচন আরও আছে, বাহুল্যভয়ে লিখিলাম না।

গঙ্গাস্নানে ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত সাধিত হইতে পারে। স্থানমাহাত্ম্যে নির্ম্মল-চিত্তে ধর্ম্মবুদ্ধি হয়, অন্তরুদ্ধ ভক্তির স্ফুরণ হয়। তবে চিত্ত নিতান্ত অনির্ম্মল থাকিলে কিছুতেই কিছু হয় না। যাহার বুদ্ধি আছে, ধারণা শক্তি আছে, সে যদি লেখা পড়া শিক্ষা করে, তবে তাহার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু যাহার বুদ্ধির ঘর শূন্য, তাহার বিদ্যার অভাব কিছুতেই পূরণ হয় না। সেইরূপ যাহার হৃদয়ে ভক্তিভাব গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহারই ভক্তি স্থান মাহাত্ম্যে স্ফুরিত হয়। কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র। পূর্ব্বে তথায় অনেক ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়ায় অথবা অন্যান্য কারণে সে স্থান অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্মো-দ্দীপক শক্তি সম্পন্ন। তাই তথায় সহসা ধর্ম্মবুদ্ধির স্ফুরণ হয়। "সমবেতা যুযুৎসবঃ" কুরু ও পাণ্ডব যুদ্ধেচ্ছু হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া-ছেন। অর্জ্জুন বাটী হইতে যুদ্ধ করিব—এই সঙ্কল্প করিয়া আগমন করিয়া-ছিলেন। স্থান মাহাত্ম্যে তাঁহার সে বুদ্ধি অন্তর্হিত হইল, তাহার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইল। ধর্ম্মবুদ্ধির ও যুদ্ধবুদ্ধির পরস্পর বিবাদ বাধিল। এই তুমুল সংগ্রামে উভয়ের বলাবল পরীক্ষিত হয়। যুদ্ধবুদ্ধি ধর্ম্ম-বুদ্ধির নিকট পরাস্ত হইল। তথায় ধর্ম্মবুদ্ধির জয়ের কোন আশা ছিল না। ধর্ম্মবুদ্ধি নিঃসহায়। যুদ্ধবুদ্ধি ধনুঃ, শর, কবচ, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পাদাতি প্রভৃতি সহায় সম্পন্ন। বিশেষতঃ সম্মুখে শত্রু বর্ত্তমান। কেবল স্থান মাহা-ত্ম্যেই ধর্ম্মবুদ্ধির জয় হইল। তাই অর্জ্জুন "ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীম্বভূব হ।" আমি যুদ্ধ করিব না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলেন। ধর্ম্মবুদ্ধি-শূন্য দুর্য্যোধনের মনে ধর্ম্মভাব উদিত হইল না। অতএব স্থান মাহাত্ম্যে গঙ্গাভক্তের গঙ্গাস্নানে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা নিতান্ত অযুক্ত নয়।

জলে স্নান করিলে কিছুমাত্র ফল হয় না—এমন নয়। তবে সে ফল অতি অকিঞ্চিৎকর। বীরোচিত বস্ত্র পরিধান করিয়া চাবুক হাতে করিলে সাদীর ভাব মনে উদয় হয়। কেশ সম্মার্জ্জন ও দিব্য বস্ত্র পরিধান করিলে বিলাসিভাবের আবির্ভাব হয়। তিলকধারী হইয়া নামাবলি স্কন্ধে দোদুল্য-মান করিলে মনে গুরুভাবের বিকাশ হয়। বাবাজী বলিয়া ডাকিলেই বাং-

সল্যভাবের উদয় হয়। সেইরূপ আমি দাম্ভিক, বিষয়ী, ক্রূরকর্ম্মা, পরস্বাপ-হারী প্রভৃতি মলিন স্বভাব সম্পন্ন হইলেও স্নান করিতে যখন ভাগিরথীতীরে দণ্ডায়মান হই, তখন এ অধমের মনেও চকিত চকিত প্রায় ভক্তি-ভাবের অবছায়া দেখা দেয়। সেই ছায়াগত ভক্তিতে আমার কিঞ্চিৎ পাপ নষ্ট হইতে পারে। বারম্বার সেইরূপ নকল করিতে আসল আসিয়া উপস্থিতও হইতে পারে। তাই লোকে বলে সৎকর্ম্মের নকলও ভাল। শাস্ত্রও বলেন

"অনুক্ত্বাপি বচঃ কিঞ্চিৎ কৃতং ভবতি কর্ম্মণা।"

মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়াও কেবল কর্ম্মের দ্বারা পূজাদির অভিনয় করিলেও কর্ম্ম কৃত হয় অর্থাৎ কর্ম্ম জন্য কিঞ্চিৎ ফল হয়।

নট প্রকৃতি এমন লোক আছে, যাহারা শত সহস্রবার তীর্থযাত্রী হইলেও ভক্তিভাব মনে স্থান দেয় না। কৃত্রিমভাবে তাহাদের হৃদয় আবৃত থাকে। নট অভিনয়ক্ষেত্রে মুখে ধ্রুবচরিত্রের অভিনয়ে ভক্তিরসের ফোয়ারা আবিষ্কার করে। কার্য্যতঃও যেন ভক্তিভরে গদ্গদ হইয়া মাতোয়ারা হয়। কিন্তু রঙ্গ-ভূমি পরিহার করিয়াই স্বভাবসুলভ রঙ্গরসে জীবন মলিন করে। তাদৃশ লোকের গঙ্গাস্নানে ফল হয় কি না গঙ্গাই বলিতে পারেন। ভাগিরথীর করুণা অপার। তিনি অভক্তেরও প্রক্ষিপ্ত অস্থি ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাহার সদ্গতির ব্যবস্থা করেন। সেই সময় তাঁহার নিকট ভক্তাভক্তের সমান দাবী। কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতামাতা অভক্ত পুত্রেরও ন্যায্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করেন না। তাই বলি মা! এ ভক্তিহীন অধমও যেন চরমে তোমার কৃপা-কণা হইতে বঞ্চিত না হয়।

ভক্তি।

এক বস্তু স্থান বিশেষে বিশেষ বিশেষ নাম ধারণ করে, এক জল সরোবর, পারাবার; বিল, খাল—প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয়। স্থান মাহাত্ম্যে বস্তুর বলাবল ও গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। সেইরূপ একই ভালবাসা পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় আখ্যাত হয় পিতা মাতা গুরুজন প্রভৃতির প্রতি ভালবাসার নাম ভক্তি; পুত্রের প্রতি ভালবাসার নাম স্নেহ। পতি-পত্নীর ভালবাসার নাম প্রেম। সুহৃদের প্রতি ভালবাসা নাম সৌহার্দ্দ আমরা জগৎ আদর্শ করিয়া ঈশ্বরকে ভাল বাসি; তাই কেহ ঈশ্বরকে সখি-ভাবে, কেহ বৎসলভাবে কেহ বা প্রেমিকভাবে দেখেন। যে ধাপে উঠিলে ঈশ্বরকে সখিভাবিতে দেখিতে পারা যায়, আমরা অদ্যাপি সে ধাপে উঠিতে পারি নাই। পিতামাতার ন্যায় তাঁহার জন্য জনকভাব দেখিয়া ভক্তিভাবে ভাল বাসিতে শিখিয়াছি। পিতামাতাকে ভক্তি করি কেন? পুত্রকে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে স্নেহ করি কেন? ইহারও যে যুক্তি, ঈশ্বরে ভক্তি করার সেই যুক্তি।

পানীয় জলের জন্য উদপান, বাসনাদি মার্জ্জনার জন্য গর্ত্ত, স্নানের জন্য সরোবর, বিদেশ গমনের জন্য নদী—এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের জন্য পৃথক পৃথক জলাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করা অপেক্ষা এমন জলাশয়ের ধারে বাস করা ভাল; যাহার দ্বারা আমাদের সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে। কার্য্যের গৌরব স্বীকার নির্বুদ্ধির পরিচায়ক। বুদ্ধিমান্ কার্য্যের লাঘবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অভীষ্ট লাভ করেন।

স্ত্রী, পুত্র, দুহিতা, দৌহিত্র প্রভৃতি স্বজনকে পৃথক্ পৃথক্ ভাল বাসিবার জন্য চিত্ত পৃথক্‌রূপে বিচলিত করা অপেক্ষা কেবল ঈশ্বরের জন্য বিচলিত

হওয়া ভাল। সেই বিচলনে সমস্ত বিচলিত হয়। ঈশ্বর ভালবাসা যাবতীয় ভালবাসার সহিত অভেদাবস্থায় থাকে। যেমন ঈশ্বর জ্ঞাত হইলে আর কিছু অজ্ঞাত থাকে না, ঈশ্বর মত হইলে আর কিছু অমত থাকে না, ঈশ্বর তর্কিত হইলে আর কিছু অতর্কিত থাকে না; * সেইরূপ, ঈশ্বরকে ভাল-বাসিতে জানিলে আর কিছু ভালবাসিতে অবশিষ্ট থাকে না। সহোদর-বর্গের সহিত সদ্ব্যবহার না করিলে পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করা হয় না, সদ্ব্যবহারমূলক ভক্তিরও সম্মান রক্ষা হয় না। পিতামাতাও সেরূপ সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হন না। যিনি পিতাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার অগ্রে সহোদরের সহিত সদ্ব্যবহার শিখিতে হয়। জগৎপিতার সম্বন্ধেও এই নিয়ম। তাঁহাকে ভালবাসিতে হইলে জীবমাত্রেরই সহিত সদ্ব্যবহার করিতে হয়। তাই পাতঞ্জলদর্শন বলিতেছেন। "মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাম্ সুখদুঃখপুণ্যা-পুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনামিতি।" পরের সুখে সুখী হইলে, পরের দুঃখে দুঃখী হইলে, পরের অনুষ্ঠিত পুণ্যকার্য্যে হর্ষ প্রকাশ করিলে ও পরের পাপাচরণে উপেক্ষা করিলে—পরের সুখে ইর্ষা না করিলে, পরের দুঃখে আমোদ অনুভব না করিলে, পরের পুণ্যকার্য্যে বিদ্বিষ্টভাব অবলম্বন না করিলে, পরে পাপকার্য্য করিতেছে নিজে তাহার অনুকরণ না করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়। চিত্ত প্রসন্ন হইলে ভক্তি স্বতঃ স্ফুরিত হয়।

ভক্তি অন্তরের বস্তু। হৃদয় মন্দিরের অমূল্য কহিনুররত্ন। এ রত্ন চোরে চুরি করিতে পারে না।—বিতরণেও বিতরিত হয় না। বরং ব্যবহারে ইহা পুষ্ট হয়। অভ্যাস সুলভ সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মে ইহার কেশাগ্রস্পর্শ করা যায় না। তিলকে ভক্ততিলক হওয়া যায় না। মুখে "হরি হরি" করিলে ভক্তির মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। অনেকে ভাবিতে পারেন, আমরা যথাশক্তি আরাধনা করি, ঈশ্বর মানি ও শ্রদ্ধা করি, অতএব আমি ঈশ্বর ভক্ত। একটু বিবেক শক্তি পরিচালনা করিলে বেশ বুঝা যায়, এ আরাধনায় এ মানার ও এ শ্রদ্ধার গভীরতা অসীম! দুঃখে পিতাকে প্রিয় সম্ভাষণ

---

* যেনাশ্রুত 'শ্রুত' ভবতি, অমতমতং অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাতমিতি ছান্দোগ্য।

করিলে এবং চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্যরূপা—উপাদেয় বস্তু ভোজন করাইলে পিতৃভক্ত হয় না। যে পিতার সমস্ত আদেশ অকপট চিত্তে শিরোধার্য্য করে, তাহার ন্যায় অন্যায় বিচার না করে, পিতার সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করে, পিতার ভালবাসার সহিত সমস্ত ভালবাসার সামঞ্জস্য করে, পিতার মতের অবিরোধে ইন্দ্রিয় পরিচালনা করে, পিতার মননে আত্মমন ডুবাইয়া দেয়, সেই পুত্রই ভক্তিমান্। সেইরূপ যে সর্ব্বদা শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বর আদেশ প্রতিপালন করে, যাহার "হৃদয়" ঈশ্বরপ্রেমের ঘোরে বিভোর থাকে, যাহার "কর্ণ" ঈশ্বরকীর্ত্তিকীর্ত্তন শুনিতে ভালবাসে, যাহার "চক্ষু" ঈশ্বরের রূপ দেখিতে ব্যগ্র হয়, যাহার "নাসিকা" ঈশ্বরের অর্চ্চনায় উপহৃত পুষ্পের সৌরভে প্রমোদ লাভ করে, যাহার "ত্বক্" ঈশ্বরভক্তের চরণরেণুস্পর্শে কৃতার্থতা লাভ করে, যাহার রসনা ঈশ্বরের নিবেদিত নৈবেদ্যের রসাস্বাদনে চরিতার্থ হয় এবং যাহার "মন" ঈশ্বরে,—মননে, নিদিধ্যাসনে নিযুক্ত থাকিতে ভাল বাসে, সেই প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্ ও ভক্তিমান্। ভাসা ২ বাহ্য ক্রিয়ায় ঈশ্বর মানাও হয় না, ভক্তি ও করা হয় না। বল দেখি, রাজভক্ত কে? রাজাকে কেবল ভয় করিলে রাজভক্ত হয় না। যে রাজার আদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করে না, রাজার আজ্ঞায় প্রতিবাদ করে না, রাজার সন্তোষ কায়মনোবাক্যে সম্পাদন করে, সেই যথার্থ রাজভক্ত।

এখন বলিতে পার, ঈশ্বরের আদেশ কি? তাঁহার কার্য্য কি? এবং তিনি কিসে সন্তুষ্ট থাকেন? হিন্দু বলেন, শাস্ত্রোক্ত বিধিবাক্যই ঈশ্বরের আদেশ। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় বলেন, বাইবেলের উপদেশ ঈশ্বরের অদেশ। এইরূপ সকলের স্ব স্ব ধর্ম্মের শাসনকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমরা ঘোর মূর্খ,—কাহার কথায় বিশ্বাস করি। আমি কাহারও কথায় বিশ্বাস করিতে বলিতে পারি না। অথবা সকলের কথায় বিশ্বাস করিতে বলি। এ বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্য দর্শনশাস্ত্রের কুটতর্ক আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। সরলভাবে বিবচনা করিলে সমগ্র বিশদ হইবে। তুমি ভৃত্য ঈশ্বর প্রভু। তুমি অধীন, তিনি স্বাধীন্। ভৃত্যের জীবিকার ভার প্রভুর উপর, প্রভুর কার্য্যের ভার ভৃত্যের উপর অর্পিত আছে। অতএব তুমি প্রভুর কার্য্যের জন্য জীবন উৎসর্গ কর। আপনার কার্য্য করিলে প্রভু অসন্তুষ্ট

হইতে পারেন। আহার বিহারও তোমার কার্য্য ভাবিও না। উহাও প্রভুর উপর অর্পণ কর। প্রভুর কার্য্য সাধিতে প্রভুর প্রসাদে উদর পূর্ণ কর। প্রবল কর্ত্তব্য স্রোতে আপন কামনা ডুবাইয়া দেও। প্রভুর অনুরোধে দার পরিগ্রহ করিতে পার। স্বয়ং এবং পরিণতা স্ত্রী—উভয়ে মিলিয়া পরস্পরের সহায়তায় প্রভুর কার্য্য ভাল হইবে ভাবিয়া বিবাহ কর, দম্পতির প্রেমের পুতলি পুত্রের দ্বারা প্রভুর কার্য্য সাধনরূপ মুখ্য প্রয়োজনের জন্য স্ত্রী সহবাস করিতে পার। যাঁহাদের প্রসাদে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিতেছি, সেই পিতৃলোকের ঋণ মোচনের উপায় পুত্র; অতএব পুত্রোৎপাদনও প্রভুর কার্য্য। পুত্র না হইলে প্রভুর সৃষ্টি থাকে কৈ? পুত্রোৎপাদনে ইন্দ্রিয়ের সুখ, প্রসাদভোজনে রসনায় সুখ, প্রভুর কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রবণের সুখ—ইত্যাদি অবান্তর ঐহিক সুখ তোমার অযত্নসুলভ। বিষ হউক, বা অমৃত হউক, যাহা তোমার ভোজ্যরূপে ব্যবহৃত হইবে প্রভুকে নিবেদন না করিয়া উদরসাৎ করিও না, দেখিবে তাহাতেও তোমার প্রভুর তুষ্টি সম্পাদন হইবে।

সন্ধ্যাদি অথবা নেমাজ প্রভৃতি যে কোন উপাসনা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি পূর্ব্বক মনের অচল অটুট বিশ্বাসের সহিত অনুষ্ঠান কর, তাহাতেই ঈশ্বর প্রসাদ লাভ করা যাইতে পার। সাবধান। বিশ্বাসের ভিত্তি যেন দৃঢ় হয়, নতুবা ভোগবাসনা ব্যত্যায় তোমার সাধের বিশ্বাসের এমারৎ ভাঙিয়া চুরমার হইবে।

আমি হিন্দু, হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য প্রপঞ্চ করিতে হইলে পরিবার প্রতিপালন করা হয় না—এরূপ ভাবনা দূর হইতে পরিহার কর। এইটী আমার কাজ, এইটি প্রভুর কাজ এরূপ কার্য্যের পৃথক অস্তিতা স্বীকার করিও না। প্রভুর অন্নে ক্ষুধা নিবৃত্তি কর, প্রভুরদেয় বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ কর, প্রভুর কৃপায় বিপৎ হইতে মুক্তিলাভ কর, তবে কেন প্রভুর অন্ন খাইয়া প্রভুর বস্ত্র পরিয়া অবিপন্নাবস্থায় আত্ম কাজ কর। তুমি যদি চতুর হও, তবে আত্মকাজের পৃথক অস্তিতা স্বীকার করিও না। প্রভুর কার্য্যের অন্তরালে আপন কার্য্য মিটাইয়া দেও। হঠাৎ বোধ হয় না যে তোমার কার্য্য করিতেছ। প্রভুর উপাসনার জন্য অঙ্গুরীয়ক ধারণ কর, প্রভুর উদ্দেশে বলয় ধারণ

কর, নূতন বস্ত্র পরিধান কর, চন্দন চর্চ্চিত হইয়া শরীরের শোভা সম্পাদন কর। প্রভুর আহারের জন্য উপাদেয় আহার্য্য আহরণ কর। প্রভুর সেবার জন্য অর্থোপার্জ্জন কর। এবং নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠান কর। প্রভুর কার্য্য বহুল! সমস্ত খুঁটিয়া করিতে পারিব না, ভাবিয়া বীত-শ্রদ্ধ হইও না। পক্ষপাতশূন্য প্রভু প্রসন্ন হইয়া তোমার কার্য্যভার কমাইয়া দিবেন। প্রভুভক্তভৃত্যের চিরকাল বাগানের কুলির ন্যায় গতর খাটাইতে হয় না। এই উত্তমাধিকারী ভক্তের অনেক নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম করিতে হয় না। অতএব উক্ত হইয়াছে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচারাচ্ছাস্ত্রযন্ত্রেণ যন্ত্রিতঃ।
নির্গতোঽসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী॥

অর্থাৎ—এত দিন তুমি শাস্ত্র যন্ত্রে যন্ত্রিত ছিলে, এখন যদি পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরীর ন্যায় মুক্ত হইতে ইচ্ছা হয়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পার, ইচ্ছা না হয়, করিও না। (এখন তুমি পেন্‌সেন পাইবার উপযুক্ত)

প্রভুর আদেশ অপেক্ষা করিয়া যে ভৃত্য নিষ্ক্রিয় থাকে, সে মূর্খ। প্রভুর তৃপ্তি হইবে বিবেচনায় আপন মনোমত অনেক কার্য্য করিতে হয়। কতক বা লোকের কথায় করা হয়! তাহার কৃত কর্ম্ম তাঁহার অভিপ্রেত হইতেও পারে, না হইতেও পারে। মনে কর, যজ্ঞার্থে প্রাণিবধ,—ইহা যে প্রভুরই নিতান্ত অভিপ্রেত, তাহা নহে, তবে তোমার যেমন প্রবৃত্তি, তেমনি ব্যবস্থা "যদন্নঃ পুরুষা রাজং! স্তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ।" রজোগুণের উপকরণ ব্যতীত তোমার হৃদয়ের রজোগুণানুরঞ্জিত ভক্তির উদ্রেক হইবে কেন? তোমার হৃদয়ে সাত্বিক গুণের লেশ মাত্র নাই। সাত্বিক যজ্ঞে অন্তরুদ্ধ সাত্বিকীভক্তির বিকাশ হইবে কেন? প্রসঙ্গক্রমে মেধ্য পশুরও উপকার করা হয়। কুক্কুর, শৃগালের উৎসব এই দেহ দেবকার্য্যে ব্যয়িত হওয়ায় যজ্ঞীয় পশুর সদ্‌গতি হয় শ্রুতি বলেন, "তেস্থ সজ্ঞপনস্থ নবা উবেত তত্র শ্রেকে ভরিয়্যসি দেবান্ ইন্দসি পক্ষিভিরিত্যাদি।" ফল কথা, ভাল কার্য্য হউক, আর মন্দ কার্য্য হউক, আর সুন্দর কার্য্য হউক, যদি আপনার অস্তিতা লোপ করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে কার্য্য ভাবিয়া সম্পাদন কর, তাহা হইলে তাহার কৈফিয়ৎ দিতে

হইবে না। এবং তিনি তাহাতেই প্রীত হন। তাই ভক্ত প্রাণের কপাট খুলিয়া হৃষীকেশকে দেখাইতেছেন।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা-নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

একদা ভক্ত একবার প্রাণের আবরণ উন্মোচন করিয়া বলিয়াছেন—

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনং॥

তুমি জগতের মা আমিও জগৎ ছাড়া নাই। অতএব তুমি আমারও মা। তা'ই বলি, হে জগন্মাতঃ! প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন, সায়ং কাল হইতে পূর্ব্বাহ্ন—চব্বিশ ঘণ্টায় সৎ, অসৎ- যা' কিছু করি, তাহাই তোমার পূজা। আমার জন্য আমি কিছু করি না! তোমার জন্য কার্য্যকরি, অতএব তুমিই সে কার্য্যের ফলভাগী।

ভক্তের প্রাণের গাথা শুনিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার আসন টলিল। নারদ দেখিয়া শুনিয়া অবাক্। নারদ বলিলেন, সে কি ঠাকুর তুমি যোগীর ধন—যোগগম্য। শতসহস্র বৎসর তপশ্চরণ করিয়াও অনেক জন্মেও তোমায় লাভ করিতে পারে না। আজ কিনা ন-গণ্য এক জন ভক্ত ভক্তিভরে বারেক ডাকিল আর থাকিতে পারিলে না? ছি! তোমার লীলা, তুমিই বোঝ।

ভগবান্ সহাস্য বদনে নারদকে বলিলেন,—

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

নারদ! আমি বৈকুণ্ঠধামে বাস করি না, যোগিগণের হৃদয়েও বাস করি না। আমার ভক্তগণ যেখানে আমার গুণগান করেন, অথবা ডাকেন সেই খানেই আমি উপস্থিত থাকি।

ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তশরীরে আবিষ্ট হইয়া বলিলেন; বৎস বর গ্রহণ কর।

ভক্ত হাসিয়া বলিলেন, বরদ! তুমি কি বর দিবা? আমি বণিক নই যে, তোমার সহিত ভক্তির বিনিময় করিব।

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো!
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশলএব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ভাগবত।

তাৎপর্য্য—মনে কর একধারে অতিসামান্য ধান্য আছে এবং অপর ধারে স্তূপাকার তুষের (চিটের) গাদা আছে, কিন্তু লোকে বেশী দেখিয়া, বেশী ফল পাইব ভাবিয়া তুষের গাদায় যদি অবঘাত করে, তাহা হইলে যেমন তুষের ফল তুষ ব্যতীত আর কিছু হয় না। সেইরূপ হে প্রভো! যে ব্যক্তি ভক্তি বিষয়ে উদাসীন হইয়া জ্ঞানলাভের জন্য কেবল শ্রবণ মননাদি করিয়া ক্লিষ্ট হয়, তাহাদের সেই ক্লেশবহুল বৈধ-কার্য্যের ফল কেবল ক্লেশ হয়। অতএব প্রভো! ভক্তির যখন এত প্রশংসা তখন।

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্! পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপং।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরেঽপি
তৎপাদাম্ভোরুহগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

হে ভগবন্। প্রাক্তনকর্ম্মের ফল যাহা হয়, হউক। আমার কিন্তু ধর্ম্মে আস্থা নাই। ধর্ম্মের ফল ধনেও আস্থা নাই। ধনের ফল কাম্যবস্তুর উপভোগেও আস্থা নাই। আস্থা কেবল ভক্তিতে অতএব প্রার্থনা করি—জন্ম জন্মান্তরেও যেন তোমার পাদ পদ্মে অচলা ভক্তি থাকে।

আবার বলি।

ন কাময়ে নাথ! তদপ্যহং কচিৎ
ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্ত হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ॥

তুমি যখন জগতের নাথ; তখন তুমি সমস্তই দিতে পার, তাই বলি

হে নাথ! আমি মুক্তি চাই না—যে মুক্তিতে তোমার চরণ পদ্মের মধুরসে যাতোয়ারা হওয়া যায় না। অতএব এই বর দেও--যেন আমার সহস্র সহস্র কর্ণ হয়। সেই সহস্র সহস্র কর্ণে ভক্তের হৃদয় হইতে গলিত, মুখ হইতে বিনির্গত তোমার চরণযুগলের কীর্ত্তন প্রাণ ভরিয়া শ্রবণ করিয়া যেন পরিতৃপ্ত হই। দুইটীমাত্র কর্ণে শুনিয়া প্রসন্তপ্ত প্রাণের নিবৃত্তি হয় না।

অনন্তর ভক্ত ভগবানের বরে দিব্য সহস্র কর্ণে নাদবিন্দুধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। সেই নাদবিন্দু ধ্বনির প্রতিধ্বনি কোকিলের কলকণ্ঠে, কাকের বিষমকণ্ঠে বাতাসের হিল্লোলে, জলের কল্লোলে, ভক্ত হৃদয়ে ধ্বনিত হইল, তখন ভক্তের ভাবপ্রবাহ শান্তিসমুদ্রের উদ্দেশে চলিতে লাগিলে।

ধর্ম্ম-আন্দোলন না হুজুগ্।

কেন এমন হইল! যাহা এত তেজ, এত গর্ব্ব, এত স্পর্দ্ধার সহিত আরম্ভ করা হইয়াছিল, যাহার বেগে বাঙ্গালার তাবৎ বিধর্ম্ম প্রচার ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে গীতা-ভাগবদাদি গ্রন্থ বিরাজ করিতেছেন, যাহার তীব্র তাড়নায় বাঙ্গালার অনেক পোক্তপাপাসক্তপদস্থ বৃদ্ধ আবার সৎপথে—আচারের পথে বিচরণ করিতেছে, যাহা অনেক অনুতপ্ত দুঃখীকে শান্তিবারি দানে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, সেই আর্য্যধর্ম্মান্দোলন এমন নিস্তেজ—নিস্প্রভ হইল কেন? সেই ধর্ম্মাগাথার সপ্তম সুর কেন এমন জড়তার খাদে মিশিয়া যাইতেছে—কেন এত অবসাদ—কেন এত বৈরাগ্য? কি-জানি—কেন? বাঙ্গালীর চরিত্রের বিশ্লেষণ করিলে কি ইহার প্রকৃত তথ্য পাওয়া যাইবে? অথবা অবস্থাবাদের অবতারণা করিয়া যুক্তিতর্কের ভস্মস্তূপে সব পুরুষকার ঢাকিয়া রাখিতে হইবে? কে বলিবে বাঙ্গালীর অদৃষ্ট কেন এমন—এমন আশু উৎসাহকর-আশাপূর্ণ এবং পরিণাম বিশুষ্ক ও আশাবিরহিত! বড় আশায় বুক বাঁধিয়া বড় উৎসাহে জোর করিয়া জীবনের সুখ সম্পদের মোহিনীছায়া দেশ-হিতৈষণার অন্তরালে লুকাইয়া, অনেক কোমল প্রাণ হৃদয়বান, ধর্ম্মপিপাসু এই আন্দোলনের সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এখন তাহারা কোথায়? কেন দলাদলির এবং সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ কোটরে মুখ লুকাইয়া বসিয়া আছেন! ভারতে কি ইতি পূর্ব্বে ধর্ম্মের সরস্বতী অন্তঃসলিলা বহিতেছিলেন না? পূর্ব্বে কি বাঙ্গালায় ইহা হইতেও স্নিগ্ধকর, ইহা হইতেও আনন্দবর্দ্ধক ভক্তিশীকর-

সম্পৃক্ত ধর্ম্মের মলয়মারুত প্রবাহিত হইত না? হইত বৈ কি। তবে দেশে অনেক সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছিল, ধর্ম্মের নামে অনেক পাপাচরণ হইতেছিল, যোগের নামে অনেক সদ্বৃত্তি মথিত হইতেছিল, ভক্তির দোহাই দিয়া প্রবঞ্চনা প্রশ্রয় পাইতেছিল, বাঙ্গালী একে একশত হইয়াছিলেন; তাহার উপর বৈদেশিক উষ্ণ বায়ু আসিয়া অনাচারে এবং কদাচারে দেশীয় প্রকৃতি মলিন করিতেছিল, তাই সাধুর সাধুতার বিমল জ্যোৎস্না প্রস্ফুটিত রাখিবার জন্য, সতীর সতীত্ব বজায় রাখিবার জন্য ভগবানের কৃপাশীর্ব্বাদে বাঙ্গালায় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচার-প্রবর্ত্তনা। তাই গৃহে গৃহে আজ হরিনামের মাধুর্য্য ছড়াইয়া পড়িতেছে। পাপ যাইবে পুণ্য আসিবে, প্রবঞ্চনা নষ্ট হইবে, পবিত্রতা অখণ্ড থাকিবে, বিচ্ছেদ গিয়া মিলন হইবে— এই না ধর্ম্ম প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্য। ধর্ম্মের মাহাত্ম্যও ত তাই।

বহুদিনের কথা, শৈশবের কুঝ্‌টিকার ভিতর হইতে একটু ২ ছায়া ২ মতন সকল ঘটনা মনে পড়ে। যখন মুঙ্গেরে শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন কঠোর চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া, ইংরাজী নকলে ইংরাজী প্রথা-মত বিহারে হিন্দুধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ করেন; তখন দয়ানন্দ সরস্বতীর সংস্কৃত বক্তৃতার বড় ধুম, দয়ানন্দী আর্য্য সমাজের কৈশোর অবস্থা। আর ব্রাহ্ম-সমাজের বিষম যৌবন জোয়ার, কেশব বাবুর মুঙ্গেরের বিচিত্র লীলা, বক্তৃতার বিচিত্র মোহিনী শক্তি এবং ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপার। তখন ইংরাজী-ঘোরাল চক্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য তাবৎ দানবী প্রথা উৎসাহের সহিত অবলম্বন করিতেছিলেন। তখন দেশের সবই খারাপ, বিলাতের সবই ভাল। এই কারণে তখন দেশের পরিণামদর্শী বিজ্ঞ এবং প্রবীণ সাধুগণ কাতর নেত্রে আকাশ পথে ভগবানের প্রতীক্ষায় তাকাইয়াছিলেন। সেই দুর্দ্দিনে রেলের সামান্য অর্দ্ধ শিক্ষিত একজন কর্ম্মচারী গুরুর আশীর্ব্বাদে, শত হস্তির বল পাইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কত লোকে কত কথা বলিল, কত বিদ্রূপ করিল; শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন, পবিত্র তেজে তেজস্বী, সে সকল ব্যঙ্গশ্লেষ উপেক্ষা করিয়া পার্ব্বত্য নদী প্রবাহের অনিবার্য্য গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভগবান তখন একমাত্র সহায় এবং সম্বল রূপে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে

তাঁহারি আচার্য্যরূপে জুটাইয়া দিলেন—মণি কাঞ্চনের সংযোগ হইল। বড় আশা হইল বুঝিবা ভক্তি এবং জ্ঞানের সম্মিলনে দেশে সদ্ধর্ম্ম কল্পলতিকার বীজ উপ্ত হইবে। অনেকটা হইলও তাই। অর্থপিপাসু-ব্যবসায়পূর্ণ-প্রবঞ্চনা প্লাবিত কলিকাতা মহানগরীও আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ হইল। "নবজীবন" সঞ্জীবিত হইয়া পুরাতন কথা নূতন সাজে সজ্জিত করিয়া ছড়াইতে লাগিলেন, প্রচার সদ্ধর্ম্মযুক্তি প্রচারিত করিল। আর পাশ্চাত্য-ব্যবহারের অশুচিকীর্ষা যুবক সমাজে তত প্রবল রহিল না, তেমন আহারে অনাচার দৃষ্টি-গোচর হয় না। মনে হইল এমনিই ধীরে ধীরে পবিত্রতার উষার রক্তিম ছটা ভারতাকাশে প্রকাশিত হইবে। আশাও তাহাই আশাবাণীর সহিত কানে কানে বলিয়া দিল। এই সময়ে "বেদব্যাসের" আবির্ভাব। এই দশবৎসর বেদব্যাস ম্লেচ্ছ এবং পৈশাচ শক্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু বাহাদুরী বাঙ্গালীর হাত তালিতে! রাজধাণীর হাততালির করকা শব্দে, বাহবার হুহুঙ্কার ধ্বনিতে পবিত্র প্রকৃতি মলিন হইতে লাগিল। যেখানে স্বাতন্ত্রের এবং বিচ্ছেদের সম্ভাবনা স্বপ্নেও মনে স্থান দিই নাই সেই খানে দলাদলির ভাব সূচীমুখে প্রবেশ করিল। বুজরুকী, ওস্তাদী, ভণ্ডামী উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। ক্রমে দেখিতেছি প্রবঞ্চনা রাক্ষসী শতমুখী হইয়া শতমুখব্যাদন করিয়া দেশকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।

বাঙ্গালায় হিন্দুয়ানীর ঝোঁক উঠিল, হিন্দু হওয়া ফ্যাসান হইল, শিখা সূত্র বাহিরে রাখিয়া দশজনকে দেখান রীতি হইল, একাদশীর ধুম পড়িয়া গেল। বড় বড় এম এ, বি, এ, ডি এল, রায়চাঁদী প্রেমচাঁদী বিদ্যারণ্যগণ হিন্দু কবুলাইলেন; দু দিন দশদিন সন্ধ্যা বন্দনাও করিতে লাগিলেন, কিন্তু যাঁহারা আজন্ম "ওঁ বিষ্ণু" আওড়ান নাই, আকণ্ঠ ইংরাজী ভাবে ইংরাজী ভাষায় পরিপূর্ণ, তাঁহাদের দু দিনের ঝোঁকের জোয়ার মন্দা পড়িলে সন্ধ্যা বন্দনা ছাড়িয়া গেল, অথচ যে হিন্দু সেই হিন্দুই কবলাইতে লাগিলেন। মিথ্যা স্তূপের উপর আর একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা প্রেত আসিয়া চাপিয়া বসিল। যিনি চিরকাল সুরা এবং গোস্ত খাইয়া পাপজীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন, যাঁহার জন্য তুষানল প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা, তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া টিকি রাখিয়া হিন্দুর চাঁই হইলেন। কত উষ্ণ মস্তিষ্ক যুবক চস্‌মার ফাঁকে

ধর্ম্মের শোভা দেখিতে লাগিলেন। প্রবঞ্চনার উষর ভূমিতে প্রবঞ্চনার বালুকাস্তূপ খাড়া হইল।

শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন অগ্রেই কুমার উপাধি-ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, তদুপরি পরিব্রাজকের ব্যাধি আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি শিক্ষিত শিষ্য বাড়াইতে লাগিলেন, তাহাদের প্রলম্বিত শিখা দোলনের ঘটায় কলিকাতা প্রায় উড়ের দেশ হইয়া দাঁড়াইল। সাষ্টাঙ্গপ্রণাম, নেত্রনীরের অবিরত প্রস্রবণ, চন্দন তিলকের কপাল জোড়া বিকাশ, বাল্যাশ্রম এবং সুনীতি সভার প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবর্ষা এবং সদালোচনী সভার সৎকথার ফুৎকার এবম্বিধ ব্যাপার চারিদিকে দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল পাপ ও প্রবঞ্চনা বুঝি এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশ হইতে শীঘ্রই পেন্সন লন। কিন্তু হায়রে হাততালি! প্রবঞ্চনা ও হাততালির মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া বিলাত যাওয়া বাসনা ত্যাগ করিলেন। কুক্ষণে "বঙ্গবাসীতে" প্রকাশিত হইল কুমার বাহাদুর শশধর তর্কচূড়ামণির অনুগত প্রিয় শিষ্য। যিনি দেশবিজয়ী দিগ্বিজয়ী তাঁহার শিষ্য হওয়া ভাল লাগিল না। অন্য দিকে খোদ বেদব্যাস সম্পাদক মহাশয় যিনি কলিকাতার আন্দোলনের সর্ব্ব প্রধান পাণ্ডা—কি জানি কোথায় কি কল টিপিলেন। যে দুইটি পুষ্প এক বৃন্তে ফুটিয়াছিল, যাহার সৌরভে দেশ মাতোয়ারা হইয়াছিল, তাহার একটি ঝরিয়া পড়িল, অপরটি পরিম্লান জ্যোতি হইয়া মুখ লুকাইয়া রহিল। যদি বিযুক্ত হইল ত কেন তাহারা শুকাইয়া গেল না; যদি শুকাইল না ত কেন মুক হইয়া রহিল না,—এমন করিয়া ভাগে ভাগে দেশে দেশে কেন স্পর্দ্ধার ও ঈর্ষার ভাব ছড়াইতে লাগিল। যে সাগর মন্থনে অমৃতোদ্গীরণ হইবে তাহা হইতে এত হলাহল কেন আসিল! যদি এত বিষ ত নীলকণ্ঠের অবতারণা কেন হইল না?

যাহারা কখন দেশের সুখ্যাতি শুনে নাই, কখনও আর্য্যধর্ম্মের বিজয়-গাথা গীত করে নাই, তাহারা দেশের কথা, ধর্ম্মের কথা সুললিত ভাষায় শ্রবণ করিয়া একেবারে আকুল হইয়া পড়িল। ভক্তির আতিশয্য হেতু তাহারা একেবারে অন্ধ হইল—একেবারে দিগ্‌বিদিগজ্ঞান শূন্য হইল! সকলেই যাহার তাহার কাছে সপত্নীক মন্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল। যে

দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রী দূরে পরিত্যজ্যা, যে দেশের সাধকে স্ত্রীকে নরকের দ্বার বলে, যে দেশের নীতি শাস্ত্রে কণ্যা সমর্থা হইলে একান্তে পিতৃসকাশেও যাইতে নিষিদ্ধ, সেই দেশে ধর্ম্মের নামে স্ত্রী পুরুষ একাকার হইয়া গুরু-সেবা করিতে লাগিলেন। অসামাজিক এবং অনৈতিক ব্যবহারে দেশে একটা নিন্দার রোল বাজিয়া উঠিল! যাহা অতি গোপনীয়, অতি সাবধানে কর্ত্তব্য, সেই সব সাধনার কথা লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল, যাহা দ্বাদশবার্ষিকী ব্রহ্মচর্য্যের পর করিতে হয়, যাহাতে পদে পদে পদ স্খলনের ভয়, তাহাই টেড়ীকাটা, ছড়িধরা, দাড়ীঝোলা, ঘড়ী গোঁজা বিলাসী বাবুদের কার্য্য হইল—সকলেই ক্রিয়াশীল হইলেন। সামান্য দুই একটা চুট্‌কি সিদ্ধি সাধন করিয়া সকলেই যোগী হইলেন। কেহ কেহ বা রেলের গাড়ির ভাড়ার মত পঞ্চমুদ্রা লইয়া, টিকিট দিয়া, ব্রহ্মবিদ্যা দিলেন—ব্রহ্ম দর্শন করাইলেন। কেহ কেহ আবার বৈষ্ণবী কুহকজালের পরিধির মধ্যে নিরীহ-গোবেচারীদের স্বস্তিক আবদ্ধ করিয়া, প্রেম বিস্তারের ছলে রাসলীলার সিদ্ধক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিতেছেন এবং নীচ স্বার্থের উদ্দীপনায় দানবেরও অসাধ্য কার্য্য সাধনে স্বয়ং সিদ্ধ হইতেছেন। উৎকট তান্ত্রিক সিদ্ধি সকল যে সে অবলম্বন করিল। সদ্‌গুরু নাই, সৎপথে দেখাইতে সাধুসঙ্গ নাই, সংযম নাই, সরলতা নাই অথচ ধর্ম্মের দুর্গম পথে সকলেই চলিল। অনধিকারীর অনধিকৃত বিষয় চর্চ্চা করিলে যেমন পতন নিশ্চয় তেমনি পুণ্যের নামে অনেকেই পাপের পঙ্কিল পথে দৌড়িতে লাগিল। যাহাদের শৈশবে ব্রহ্মচর্য্যের দারুণ নিগড়ে চরিত্র সংযত নহে, ত্যাগের দিগ্‌দাহীতেজে লোভ-মোহ বিশুষ্ক নহে; ইংরাজীস্কুলে পাঠ করিয়া ইংরাজী মেজাজে "স্কৌলিক" গুপ্ত বিদ্যায় সিদ্ধ হস্ত ও সফল মনোরথ হইয়া ক্রমে চক্ষু জ্যোতিহীন, হৃদয় বলহীন, মেধা বৃত্তিহীন, জঠরাগ্নি তেজ-হীন করিয়া এক অপূর্ব্ব জীব রূপে কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। এবং ব্যবসায়ী ধর্ম্মপ্রচারকগণ উপন্যাসের "গেল রে—ধর রে" ভাষায় আর্য্যশাস্ত্রের কঠিন আরণ্যক তত্ত্ব সকল তাহাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে গুঁজিয়া দিতে উদ্যোগী হইলেন। ফলে অনেক প্রলম্বকেশ, গৈরীকধারী, সূর্প-নখ, চসমাযুক্ত নবীন সন্ন্যাসীর উদয় হইল। আর তরল চিত্ত, উদ্‌ভ্রান্তমতি,

হিষ্টিরীয়া-রোগী কামিনীগণ তাহাদের কাছে দলে দলে সৎকথা শুনিতে আসিতে লাগিলেন। হাত বুলাইয়া মাথা নাড়িয়া গোপনে বসিয়া মন্ত্রশিষ্যা (!) করিয়া তাহাদের রোগ আরাম হইল—লোক বিশেষের বাহাদুরী বাহিরিল। আর সয়তান তাহাদের জন্য নরকের পথ সুমার্জ্জিত ও সুপরিষ্কৃত করিয়া রাখিল। কাহাকে বলি, কাহার মুখ পানে তাকাইয়া আশাপথ চাহিয়া থাকি? দেখিতেছি যাহার ভক্তির তোড়ে নয়নের ফোয়ারা খুলিয়া যায়, যে হরি হরি বলিতে দশাগ্রস্ত হয়, সেও কামিনী কাঞ্চনের বড় তদ্বির করে। হায় রে! কেন এ পাশ্চাত্য বিলাস আমাদের দেশে আম্‌দানী হইয়াছিল? আমরা বিলাসী না হইয়া খ্রীষ্টান হইলেও ত ভাল ছিল, বঙ্গোপসাগরের অতল জলে ডুবিয়া মরিলেত আরও ভাল হইত; হিন্দু নাম জগতের বিশাল বক্ষ হইতে মুছিয়া যাইলে অধিকতর শুভ হইত। কেন এমন হইল! এ পৈশাচিক দানব প্রকৃতি কেন আমাদের বেড়িল?

বৈষ্ণবগণের শত শত শাখা প্রশাখা, শাক্তগণের অগণিত সম্প্রদায়, শৈবদিগের আত্মবিচ্ছেদ এবং অন্যান্য নানাবিধ উপধর্ম্ম হিন্দু সমাজকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল, কত প্রকারের ম্লেচ্ছাচার দেশে প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সকল উচ্ছেদ করিবার জন্য, বৈদিক অসম্প্রদায়িক সত্য ধর্ম্মের বিমল জ্যোৎস্না দেশে বিস্তার করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার ধর্ম্ম প্রচার ব্যবস্থা। যেখানে অনিয়ম ছিল তথায় নিয়মের প্রচার, যে স্থলে রাগ দেষ মনোমালিন্য ছিল সেইক্ষেত্রে একতা এবং সদ্ভাব অঙ্কুরিত করিবার জন্য পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ সংসার সুখকে তুচ্ছ করিয়া, পিতৃমাতৃ আদেশ দূরে রাখিয়া, চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থ বদ্ধ পরিকর হন। পুণ্য দিন অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে যে ধর্ম্মের পসরা মাথায় লইয়া তিনি ভিক্ষুকের বেশে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছিলেন, তাহা কি এখনও তাঁহার মাথার উপরে রাখিয়াছেন, এখনও কি সেই পসরা লইয়াই তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আছেন? দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে তাঁহার প্রচারের গুণে দেশে একটা নূতন ধর্ম্মের দল তৈয়ার হইতেছে, মনে হয় তাঁহার গুরু গিরির প্রভাবে দলে দলে

শিক্ষিত বালকগণ এক নূতন নেড়া-নেড়ীর দল সৃষ্টি করিতেছে। সন্ধ্যা আহ্নিক নাই, দান ধ্যান নাই, সংযম সাধুতা নাই, দেবতা "ব্রাহ্মণে" শ্রদ্ধা নাই, অথচ সব যোগী। অথচ ব্রাহ্মণকে উচ্ছিষ্ট ও পদধূলি দেওয়া আছে, স্ত্রী পুরুষে মাখামাখী আছে, আরও কত কি আছে, ধর্ম্মের নামে কত কি হইতেছে—কে তাহা নির্ণয় করিয়া বলিবে? তবে যদি আমাদের কেহ ঘাঁটা-ইতে সাহসী হন তখন সে নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা যাইবে।

কি জানি কি হইবে? ধর্ম্মের নামে কেন এত অধার্ম্মিকের সৃষ্টি হইতেছে, ভক্তির নামে কেন এত ভাক্ত দেখা দিতেছে, সাধুতার আচ্ছাদনে কেন এত পাপ দেশকে পঙ্কিল করিতেছে? এ কি কলির প্রভাব! না আমাদের বুদ্ধির দোষেই এমন হইল। ব্রাহ্মসমাজ হীনপ্রভ আত্মবিচ্ছিন্ন, দয়ানন্দ আর্য্যসমাজও তদ্বৎ, হিন্দু সমাজ ভণ্ডের রঙ্গভূমি, চাটুকারের বিলাস-ক্ষেত্র, লম্পটের নাট্যশালা—সকলি সমান! যে ত্যাগের অগ্নিকণায় পৃথিবী জ্বলিয়া যায়, যে বৈরাগ্যের প্রভাবে নরকের ক্লেদ উড়িয়া যায়, যে সত্যের দুন্দুভী ধ্বনিতে পিশাচের রোল ডুবিয়া যায়, সে ত্যাগ সে বৈরাগ্য, সে সত্য প্রিয়তা—কোথায় যাইলে, কাহার পদানত হইলে পুনরায় সে "সত্য এবং বৈরাগ্যের" জ্যোতি হৃদয়ে বিকশিত হইবে। হায় বিধি! যে সংসার ছাড়িল, ইন্দ্রিয় সুখ বিসর্জ্জন দিল, সে কেন আবার ঘর দুয়ার বাঁধে, সে কেন আবার শিষ্যা-শিষ্যের সংখ্যা বাড়ায়, সে কেন বিলাসে গা-ভাসান দেয়—যে সংযম শিখাইবে সে কেন কামিনী পরিবৃত হইয়া রাস-লীলা ব্যাখ্যা করে। মা! তুমি কেন এমন হইয়াছ—তুমি হিন্দু কুলাঙ্গনা তোমার পতিসেবাই ত ধর্ম্ম, তুমি তাহা ছাড়িয়া কেন এমন হইলে? এ চঞ্চলার বেশ ত্যাগ কর মা—চিরদুঃখী আমরা, তোমরা সাধ্বী থাকিলে আধপেটা খাইয়াও সুখে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইন্দ্রিয় তত্ত্ব।

যে আমাদিগকে শুক্তিতে রজত দেখায়, যে আমাদিগকে প্রতিশব্দে শব্দান্তর শুনায় যে আমাদিগকে পিত্তদোষ বশতঃ শর্করায় তিক্তরসের উপলব্ধি করায়—ইত্যাদি প্রকারে যাহারা অবস্তুতে ভাল করায়, এ হেন ইন্দ্রিয়গণের পরিচয় দিতে আজ এ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম, বিশ্বাস—পরিচিত ব্যক্তিকে প্রতারণা করিতে পারিবে না।

ইন্দ্রিয়ের বিনা সাহায্যে কোন জ্ঞান বা ক্রিয়া হয় না। ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও ক্রিয়ার সাধন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও আস্বাদন—এই পঞ্চ জ্ঞানের সাধন বলিয়া চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বচন, আদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দক্রিয়া এই পঞ্চ মাত্র কর্ম্ম। বাগাদি এই পঞ্চ কর্ম্মের সাধন বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে অভিহিত। যাহা দর্শনাদির ব্যাপ্য, তাহার নাম বিষয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ। যে যাহা করে, তাহা তাহার বিষয়, চক্ষুরূপ দর্শন করে বলিয়া চক্ষুর বিষয় রূপ। এইরূপ কর্ণের বিষয় শব্দ, নাসিকার বিষয় গন্ধ, ত্বকের বিষয় স্পর্শ ও জিহ্বার বিষয় আস্বাদ। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বক্তব্য, আদাতব্য, গন্তব্য, ত্যক্তব্য ও আনন্দয়িতব্য। বাগিন্দ্রিয় বাক্য বলে, তাই বক্তব্য তাহার বিষয়। হস্ত আদান করে, তাই আদাতব্য বস্তু তাহার বি ষয়। পাদ গমন করে, একারণ গন্তব্য দেশ তাহার বিষয়। পায়ু মলত্যাগ করে সুতরাং ত্যক্তব্য (মল) তাহার বিষয়, উপস্থ আনন্দের উপায়, তাই আনন্দয়িতব্য তাহার বিষয়। পঞ্চ

জ্ঞান ও পঞ্চ কর্ম্মের অতিরিক্ত জ্ঞান ও কর্ম্ম না থাকায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পঞ্চ সংখ্যা হইয়াছে।

রূপাদি গুণপদার্থ, গুণদ্রব্য গত। দ্রব্য মাত্রই গুণে প্রত্যক্ষ হয়। মনে কর, আমি পদ্ম দেখিতেছি, সে সময় পদ্মে পদ্মত্ব দেখিতেছ, বলিতে পার না। অবশ্যই বলিতে হইবে পদ্মগত পদ্মের রূপ দেখিতেছ, পদ্মের সমস্ত দেখিবার শক্তি চক্ষুর নাই। পদ্মের গন্ধাদি দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় নয়, ঘ্রাণের সময় বলিতে হয় পদ্মের গুণ গন্ধের আঘ্রাণ করিতেছি, স্পর্শাদির সময়ও এইরূপ উহ্য করিয়া লইতে হইবে। বস্তু মাত্রই গুণে প্রত্যক্ষ হয়। তবে ধর্ম্মী ও ধর্ম্মের অভেদ কল্পনায় বস্তুর প্রত্যক্ষতাও স্বীকার করা যাইতে পারে। রূপাদি পঞ্চ বিষয়ের আশ্রয় পঞ্চভূত, তাহার মধ্যে রূপের আশ্রয় তেজ, রসের আধার জল, গন্ধের আশ্রয় বায়ু, শব্দের আশ্রয় আকাশ, সমস্ত ভূত পঞ্চীকৃত অর্থাৎ পরস্পর মিশ্রিত বিধায় প্রত্যেক ভূতেই সমস্ত গুণের উপলব্ধি হইতে পারে, উৎপত্তি বাচক ভূ ধাতুর উপর ত প্রত্যয়ের দ্বারা ভূত শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব ভূত শব্দের অর্থ জাত, যাহা প্রথমে উৎপন্ন। যাবতীয় বস্তুর প্রকৃতি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম,। তাই যাবতীয় বস্তুর কারণ ভূতের সংখ্যা পঞ্চ হইয়াছে, ন্যায়মতে ভূ ধাতুর অর্থ সত্তা অর্থাৎ বর্ত্তমানতা।—যাহা পরমাণুরূপে বা অন্যাকারে নিযুক্ত বর্ত্তমান থাকে। কখন সেই পরমাণু সংশ্লিষ্ট থাকে, কখন বিশ্লিষ্ট থাকে। তাই ক্ষিত্যাদি ভূত। সহজ কথায় বলি—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের আধারের নাম ভূত, এ লক্ষণে কোন আপত্তি উত্থিত হইতে পারে না। ন্যায়মতে আকাশ নিত্য। কেননা তাঁহারা বলেন, আকাশের সৃষ্টি বুদ্ধির অবিষয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না। বেশ বুঝা যায়; কিন্তু আকাশ ছিল না, তবে কি ছিল? সে শূন্য কিসে পূর্ণ ছিল? ইত্যাদি যুক্তি বলে আকাশের অনিত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। বৈদান্তীরা বলেন পরমাত্মার পরম শক্তিতে শূন্য পূর্ণ ছিল। আমরা পঞ্চভূতের সংসারে থাকি। পঞ্চভৌতিক ইন্দ্রিয়ের পঞ্চভূত প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং পঞ্চভৌতিক মনের দ্বারা মনন করি। অতএব পঞ্চভূতময় ইন্দ্রিয়ে ও মনের দ্বারা পঞ্চভূতাতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় পদার্থের ধারণা করিবা কিরূপে?

দেখাইবার যদি বস্তু হইত দেখাইয়া দিতাম সৃষ্টির পূর্ব্বে সে অবকাশ কিসে নিরবকাশ ছিল। ছান্দোগ্যোপনিষদের মতে তেজ, অপ ও অন্ন (পৃথিবী) এই তিনটী ভূত। ভাষ্যকার পরমগুরু শঙ্করাচার্য্য তথায় ত্রিভূত পঞ্চভূতের উপলক্ষণ স্বীকার করিয়াছেন।

পরম কারুণিক ভগবান্ শরীরবর্ত্তী ইন্দ্রিয় বর্গের বড় সুন্দর সমাবেশ করিয়াছেন। ভাবিলে কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হয়। হস্তদ্বয় পার্শ্বদ্বয়ে সমাবিষ্ট, নতুবা চলিবার সময় দুই হস্তদ্বারা বায়ুতে ভর দেওয়া ঘটিত না। অথচ তাহা সর্ব্বত্র পরিচালিত হইতে পারে। দৃষ্টিপূত স্থানে গমন করিতে হয় তাই পাদদ্বয় অগ্রভোবিহারী। এক চক্ষু, এক কর্ণ ও এক নাসিকার দ্বারা দুই পার্শ্বের বিষয়গ্রহ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না বিধায়, ভগবান্ দুই চক্ষু, দুই কর্ণ ও দুই নাসিকা দিয়াছেন। অথচ দুই চক্ষুতে একই দর্শন হয়, দুই কর্ণে একই শব্দ শুনা যায়, দুই নাসিকায় একই গন্ধ আঘ্রাত হয়। কারণ দুইটি জ্ঞান এক সময়ে হয় না! একজন ব্যক্তি তাহার একটি মন। সে মন ঠিক এক সময়ে দুজনের (দুই চক্ষুর বা দুই নাসিকা দিয়া) নিকট যাইতে পারিবে কেন? গৃহ সহস্র দ্বারময় হইলেও এক সময়ে একজন এক দ্বার দিয়াই বহির্গত হইতে পারে। দ্বারান্তরের নিকটও যাইতে পারে না। যে সময়ে যে দ্বার দিয়া বাহির হইলে সুবিধা হয়, তখন সেই দ্বার দিয়া বহির্গত হয়। এক সময়ে এক নাসিকার নিকট আতরপূর্ণ শিশি ধর, অপর নাসিকার ধারে বিষ্ঠাপূর্ণ পাত্র ধর, এক সময়ে সুগন্ধি ও দুর্গন্ধের উপলব্ধি হইবে না। মন অতি সূক্ষ্ম, নিরবয়ব বস্তু। তাই তাহার এক অংশে দর্শন, অপর অংশে শ্রবণ জ্ঞান হয় না। অতএব ভাষা পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে।

"অযৌগপদ্যাজ্জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহোচ্যতে।"

জ্ঞানের অযোগপদ্যহেতু মনের অণুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এক হস্তে দুই পার্শ্বের কার্য্য চলে না। এক পদে চলা যায় না; তাই উক্ত দুটি কর্ম্মেন্দ্রিয় দুটি দুটি। জিহ্বা পায়ূপস্থাদি প্রত্যেকে এক, উহাদের দ্বৈতভাবের আবশ্যকতা নাই।

মনে কর সম্মুখে আহার্য্য বস্তু উপস্থিত। শরীর ধারণার উপযোগী আহারের প্রয়োজন। সে আহার প্রীতিপ্রদ কিনা পরীক্ষা করা উচিত।

কিন্তু সে পরীক্ষার জন্য বিশেষ আয়াস করিতে হয় না। প্রথমে চাক্ষুষ পরীক্ষা কর সে বস্তু তোমার উপযুক্ত কিনা। পরে শীতল বা উষ্ণ বস্তু তোমার অনুকূল, আদানকালে হস্তের দ্বারা সে পরীক্ষা আপনাপনি সম্পন্ন হয়। ঘ্রাণের দ্বারা অবিলম্বে সুগন্ধ বা দুর্গন্ধের পরীক্ষা কর অবশেষে জিহ্বার স্বাদের পরীক্ষান্তে স্বকার্য্য সাধন কর। এতগুলি জ্ঞান অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতর্কিতভাবে নিষ্পন্ন হয়। জিহ্বার পরীক্ষার একটু বিশেষ আছে। যদি জিহ্বায় প্রলেপ পড়ে, তবে প্রকৃত রসাস্বাদ হয় না। এই জন্য রোগে আহারে রুচি হয় না। স্বেচ্ছাকিঙ্কর হইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেও বিকৃত স্বাদ অনুভূত হয়। জিহ্বার প্রলেপের দ্বারা অনুকূল আহার্য্য স্থির করা যাইতে পারে। যদি দেখ, জিহ্বা শাকপত্রবৎ প্রভাশালী, তবে বায়ুর অনুলোমকারক আহার কর। যদি হরিদ্রাক্ত হয়, তবে পিত্তোপশমক বস্তুই পথ্য। আর যদি দেখ, প্রলেপ শুক্ল, তবে শ্লেষ্মার নাশক বস্তুই তোমার হিতকর বুঝিতে হইবে। ইত্যাদি বিষয় ভাব প্রকাশ গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। অতএব জিহ্বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভোজ্য ভোজন করা উচিত। ইন্দ্রিয়ের সংস্থান ও অবস্থা 'এই ইঙ্গিতের অনুমাপক। যদি নাসিকা পশ্চাদ্ভাগে সমাহিত হইত, তাহা হইলে শিরোবেষ্টনপূর্ব্বক আঘ্রাণাদি করিয়া উদরসাৎ করিতে হইত। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ও এইরূপ বিপরীত অবস্থানে অসুবিধা ঘটিত; তাই করুণাময় যথাযুক্ত অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার দেখ কি চমৎকার! পায়ু (মলদ্বার) পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। বিসৃষ্ট মলের দুর্গন্ধের আঘ্রাণ জনিত চিত্তের প্রতিকূলবেদন সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে হয় না। যে এইরূপ বিচিত্র শিল্পের শিল্পী স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, তাহার ন্যায় অদূরদর্শী দ্বিতীয় নাই। এক্ষণে ইন্দ্রিয়বর্গের উপাদানকারণ শাস্ত্র সহকৃত যুক্তির দ্বারা সমর্থন করি। বেদান্ত মতে ইন্দ্রিয় ভৌতিক বস্তু।

তমঃ প্রধান প্রকৃতে স্তদ্ভোগায়েশ্বরেচ্ছয়া
বিয়ৎ পবন তেজোম্বুভুবো ভূতানি জজ্ঞিরে।
সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদীন্দ্রিয় পঞ্চকম্।
শ্রোত্রত্বাক্ষিরসন ঘ্রাণাখ্যমুপজায়তে॥ পঞ্চদশী

অনুবাদ—তমঃপ্রধান প্রকৃতি ইহাতে ঈশ্বরেচ্ছায় জীবের অদৃষ্টভোগের

জন্য আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। সেই পঞ্চভূতের সত্বাংশে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, অক্ষি, রসনা ও ঘ্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে।

নভস সকাসাৎ শ্রোত্রং বাগদ্বে করণে সমুৎপন্নে। বায়ু সকাসাৎ ত্বক্ পাণী দ্বে করণে সমুৎপন্নে, তেজঃ সকাশাৎ চক্ষুঃপাদৌ দ্বে করণে সমুৎপন্নে, উদক্ সকাশাৎ রসনোপস্থে দ্বেকরণে সমুৎপন্নে, পৃথিবী সকাশাৎ ঘ্রাণ পায়ু দ্বে করণে সমুৎপন্নে।

মন অন্তরেয় ইন্দ্রিয়। বেদান্তমতে অন্তরেন্দ্রিয় চারিভাগে বিভক্ত—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। মনঃ প্রভৃতি যখন ইন্দ্রিয় তখন উঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ অসাধারণ বিষয় থাকা আবশ্যক, অতএব বেদান্ত পরিভাষার উক্ত হইয়াছে—

"মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তঃ করণমান্তরং।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণ বিষয়া ইমে॥

অর্থাৎ মনের বিষয় সংশয়, বুদ্ধির বিষয় নিশ্চয়, অহঙ্কারের বিষয় গর্ব্ব, চিত্তের বিষয় স্মরণ। অন্তকরণে এই জ্ঞানচতুষ্টয়ের উদয় ব্যতিত জ্ঞানান্তর হইতে পারেনা। সমস্ত জ্ঞান এই জ্ঞানচতুষ্টয়ের অন্তর্গত। যেমন সমস্ত পার্থিব বস্তু পঞ্চভূতের অন্তভুক্ত। এতাবতা পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় চতুষ্টয় মিলিত হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়। কিন্তু ঐ চতুর্দ্ধা বিভক্ত অন্তঃকরণকে এক ভাবিলে একাদশ ইন্দ্রিয় হয়। এই মনের উপাদাণ কারণসম্বন্ধে বেদান্ত পরিভাযায় উক্ত হইয়াছে।——

এতেভ্যো সত্বগুনোপেতৈঃ পঞ্চভূতৈ র্মিলি-
তৈর্মনোবুদ্ধিরহঙ্কার চিত্তানি জায়ন্তে।

সত্ব গুনোপেত মিলিত পঞ্চভূত হইতে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তরূপ অন্তঃ-করণ সমুৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চদশীও বলেন

তৈরন্তঃকরণং সর্ব্বৈ র্বৃত্তিভেদেন তদ্বিধা।
মনো বিমর্ষরূপংস্যাৎ বুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা॥

সেই সমস্ত ভূতের সত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ হইয়াছে। সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদ দুইপ্রকার,—বিমর্ষস্বভাব মন ও নিশ্চয় স্বভাব বুদ্ধি। অনন্তর অন্তঃকরণকে মন বলিয়া উল্লেখ করিব।

ইন্দ্রিয়গণ যে ভৌতিক, তাহার সুন্দর যুক্তিও আছে। বাচস্পতি ব্যাপ্তি করিয়াছেন —

যস্য..যন্নিয়মেনাবভাসকং তত্তদ্গুণবৎপ্রকৃতিকং যথা রূপাধিব্যঞ্জকরূপবৎ প্রকৃতিকো দীপ ইতি। অর্থাৎ যে বস্তু যে প্রকৃতির হয়, সেই বস্তু সেইরূপ বস্তুর প্রকাশক হয়। যেমন প্রদীপ। প্রদীপ রূপবান্ তেজঃ পদার্থ, তাই প্রদীপ রূপবান্ বস্তুর প্রকাশ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তেজের গুণ রূপ। চক্ষু তেজঃপ্রধান বস্তু দেখিতে পায়, অন্ধকারের বস্তু দেখিতে পায় না, কেন না তাহাতে তাদৃশ তেজ নাই। যদি চক্ষু তৈজসিক বস্তু না হইত, তাহা হইলে অন্ধকারের বস্তু বেশ দেখিতে পাইত।

স্বজাতি বস্তু স্বজাতি বস্তুর আকর্ষণ করে, ইহা আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। যেমন জলে জল মিশ্রিত হয়। শুষ্ক কাষ্ঠে তৈজসিক অংশ বেশী থাকে, তাই শুষ্ক কাষ্ঠ শীঘ্র অগ্নি আকর্ষণ করে। কর্ণ আকাশের বিকার বলিয়া কর্ণ আকাশের গুণ শব্দগ্রহণ করে। নাসিকা ক্ষিতির বিকার বিধায় ক্ষিতির গুণ গন্ধ আহ্বান করে। ত্বক্ বায়ুর বিকার, বায়ুর গুণ রস অতএব ত্বকে স্পর্শেন্দ্রিয় সম্পাদিত হয়। জীহ্বা জলের বিকার, সুতরাং জলের গুণজিহ্বার দ্বারা আস্বাদিত হয়। শাঙ্খ্য মতে মনঃ প্রভৃতি আহঙ্কারিকতত্ত্ব, ইহার আলোচনা অধ্যাত্মতত্ত্বে করিব। ন্যায়মতে মন পদার্থান্তর।

মনই দেখে, মনই শুনে, মনই সব করে। ইন্দ্রিয় মনের দ্বার স্বরূপ। দ্বারভেদে জ্ঞান ও কার্য্যের আকার ভিন্ন হয়। যেমন একই পীত জল দ্বারভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। যখন পায়ু হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার নাম মুত্র। যখন লোমকূপ হইতে নির্গত হয় তখন তাহার নাম ঘর্ম্ম। যখন নাসিকা হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার নাম শ্লেষ্ম। যখন মুখ হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার নাম নিষ্ঠীবন এবং যখন ক্ষত হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার নাম লোহিত। সেইরূপ একই মন চক্ষুর সহায়তায় দর্শন, কর্ণের সহায়তায় শ্রবণ, ত্বকের সম্পর্কে স্পর্শ, এবং জিহ্বার সহায়তায় রস আস্বাদন করে। মনই দর্শনাদির কর্ত্তা বলিলেও অসঙ্গত হয় না। মনের উপর আর একজন (আত্মা) আছে বলিয়া মনকে তাদৃশ আসন দেওয়া যায় না। মন চক্ষুরাদির

দ্বার দিয়া কখন বাহিরে গিয়া স্বকার্য্য সাধন কখন বা ঘরে বসিয়া বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়া দ্বারদেশে কর্ত্তব্য পালন করে।

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় ঘটেররূপ ঘটেই সমবায় সম্বন্ধে সমবেত থাকে, সমবেত রূপ স্বাশ্রয় ঘট পরিত্যাগ করিতে পারে না। গন্ধ যেমন প্রতি অণুতে থাকে, রূপ যদি সেরূপ অণুতে২ থাকিত, তবে নিয়ত বিশ্লিষ্ট পরমাণু বায়ুর সংযোগে চক্ষুর নিকট আনিত। প্রত্যক্ষও চক্ষুর উপর হইত। পুরোবর্ত্তী ঘটাদি বস্তুর নিকট সে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভাণ হইত না। কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে, মনই দর্শন কালে দর্শনীয় বস্তুর নিকট যায়।

বড়ই বিষম কথা; মন স্বাশ্রয় পরিহার পূর্ব্বক ঘটদর্শন কালে ঘটের নিকট যাইয়া থাকে। অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন অগ্নি ব্যতীত অন্যত্র সংক্রান্ত হয় না, সেইরূপ মনের অন্যত্র গমন আপাতত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। প্রণিধান করিলে এ আপত্তি অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবে। ধর্ম্ম ধর্ম্মী-পরিহার করিতে পারি না, সত্য; কিন্তু মন কাহার ধর্ম্ম বলিবে—দেহের, না মনের? এ দেহাবশানেও যখন মনের আস্তিত্ব যুক্তিবলে স্বীকার করিতে হয়, তখন মন দেহের ধর্ম্ম বলিতে পার না? মন আত্মারও ধর্ম্ম হইতে পারে না; কেননা সুষুপ্তিকালে আত্মার সহিত মানসিক সংযোগ ধ্বংস হয়। তদা মন আত্মা ছাড়িয়া পুরীততা নাড়ীতে বিশ্রাম করে।

অনেকে বলিতে পারেন, বিষয় দেশে মনের যাওয়ার প্রয়োজন কি? প্রদীপ যেমন একপ্রান্তে থাকিয়া সমস্ত গৃহ আলোকিত করে, সেইরূপ মন স্বস্থানে থাকিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে পারে। ফলতঃ কেহই একস্থানে থাকিয়া অন্যস্থানের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। প্রসিদ্ধ কার্য্যকারণের সামানাধিকার্য্য ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি হয় না। এক গ্রামে ঢোঁক পড়িলে গ্রামান্তরে শিরঃপীড়া হয় না। প্রদীপের কথা বলি। প্রভা প্রদীপের শক্তি নয়। প্রদীপও প্রভা এক জাতীয় বস্তু। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

নিবিড়াবয়বংহি তেজোদ্রব্যং প্রদীপঃ। প্রবিরলাবয়বংহি তেজো দ্রব্যং প্রভা।

অর্থাৎ যে তেজের অবয়ব (পরমাণু) ঘন সংশ্লিষ্ট, তাহার নাম প্রদীপ।

আর যে তেজের অবয়ব বিশ্লিষ্ট (ছড়ান) হয়, তাহার নাম প্রভা। প্রভা প্রদীপ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া ঘটপটাদি দেশে গমন করত প্রকাশ করে, তুমি যাহাকে প্রদীপ প্রদীপ্ত করিতেছে, ভাবিতেছ তাহারই প্রভায় প্রদীপ্ত করিতেছে ভাবা উচিত। তুমি আপত্তি করিতে পার, যদি প্রদীপও প্রভা ভিন্ন বস্তু হয় তবে প্রদীপনির্ব্বাণ হইলে প্রভা প্রকাশ পায় না কেন? তাহার কারণ— প্রভা অতি তীব্র ভাবে প্রদীপ হইতে বিশ্লিষ্ট হয় এবং তৎক্ষণাৎ স্বকারণ বায়ুতে লীন হয়। এত অল্প সময়ে নির্গত হয় ও বায়ুতে লীন হয়, যে সময়ের নির্দ্ধারণ কেহ করিতে পারে না। ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীয়মাণ প্রদীপের দেহ তৈলে পূরিত হয়। নিয়তই নূতন নূতন প্রভা নির্গত হওয়ায় উহার লয় সাধারণ ধীষণার অগোচর। তাই প্রদীপের অভাবে প্রভার অভাব হয়। অতএব প্রদীপের দৃষ্টান্তে অভীষ্ট সাধন করিতে পারা যায় না।

আর এক আপত্তি—প্রভা যেমন প্রদীপ হইতে একবার বিশ্লিষ্ট হইলে আর সংশ্লিষ্ট হয় না। মনও সেইরূপ একবার বিষয় দেশে গত হইলে পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সংশ্লিষ্ট হয় কেন? সুষুপ্তিকালের প্রত্যাবর্ত্তনের যে হেতু, ইহারও সেই হেতু। সুষুপ্তি কালে আত্মার সহিত মন বিযুক্ত থাকে। সুষুপ্তি কালের অনন্তর প্রবুদ্ধাবস্থায় অদৃষ্ট ভোগের জন্য যেমন মনের সহিত মিল হয়, সেইরূপ এখানেও পুনর্মিলন হইয়া থাকে।

বেদান্ত পরিভাষায় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের এইরূপ লিখিত আছে।

> যথা তত্র তড়াগাদিকংছিদ্রান্নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারন্।
> প্রবিশ্য তদ্বদেব চতুষ্কোণাদ্যাকারং ভবতি তথা
> তৈজসমন্তঃ করণমপি চক্ষুরাদি দ্বারা নির্গত্য ঘটাদি-
> বিষয় দেশং গত্বা ঘটাদিবিষয়াকারেণ পরিণমতে।
> স এব পরিণামো বৃত্তিরুচ্যতে।

যেমন কোন তড়াগের জল ছিদ্র হইতে নির্গত হইয়া প্রণালী বহিয়া ক্ষেত্রে পতিত হয়। যদি পতিত স্থান চতুষ্কোণাদি হয়, তবে জলও চতুষ্কোণ হয়। তাদৃশ তেজঃ স্বভাব অন্তঃকরণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নির্গত হইয়া বিষয় দেশে গমন করত ঘটাদির আকার ধারণ করে। চিত্তের সেই পরিণামের (অবস্থার) নাম বৃত্তি। চিত্তের তাদৃশ আকার হয় বলিয়া আমরা স্মরণ

স্থলে মনে তাদৃশ রূপের অনুসরণ করিতে পারি। চাক্ষুষ জ্ঞানের স্থলে মন বিষয় দেশে গমন করে, এই হেতু চাক্ষুষ জ্ঞানের ভাণ বিষয়দেশে হইয়া থাকে। স্পর্শ, আস্বাদ ও আঘ্রাণস্থলে মন ইন্দ্রিয়গত হয়। তাই স্পর্শ, আস্বাদ ও আঘ্রাণের জ্ঞান ইন্দ্রিয় সমীপে হইয়া থাকে।

এখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের কথা বলি। শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ দুই প্রকার। যথা—ভাষাপরিচ্ছেদে

শব্দোধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ, মৃদঙ্গাদিভবো ধ্বনিঃ।
কণ্ঠসংযোগাদি জন্যা বর্ণাস্তে কাদয়োমতাঃ।

ভাষা পরিচ্ছেদ।

শব্দ দ্বিবিধ—ধ্বনিরূপ ও বর্ণরূপ। মৃদঙ্গাদিসমুদ্ভূত, শব্দের নাম ধ্বনি। কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতির সংযোগ জন্য শব্দের নাম বর্ণ। সে বর্ণ ককারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত ও অকারাদি বিসর্গান্ত পঞ্চাশৎ।

"সর্ব্বঃ শব্দো নভো বৃত্তিঃ শ্রোত্রোৎপন্নস্তু গৃহ্যতে।

সমস্ত শব্দ আকাশে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান। কিন্তু যে শব্দ শ্রোত্রে উৎপন্ন হয়, তাহারই জ্ঞান হয়। দূরস্থ শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয় গোচর হয় না, কেননা কার্য্যকারণের ব্যাধিকরণতার কার্য্য জন্মে না, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিরূপে শব্দ শ্রোত্রে উৎপন্ন?

বীচিতরঙ্গন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তু কীর্ত্তিতা।
কদম্বকোরকন্যায়াদুৎপত্তিঃ কস্যচিন্মতে।

ভাষা পরিচ্ছেদ।

বীচিতরঙ্গ ন্যায়ে শব্দের উৎপত্তি হয়। কাহারও মতে কদম্ব কোরক ন্যায়ে শব্দের উৎপত্তি হয়। মৃদঙ্গাদি দেশে অথবা কণ্ঠাদি দেশে প্রথমত শব্দ উৎপন্ন হয়। পশ্চাৎ সে প্রথম শব্দ হইতে মৃদঙ্গাদি দেশের কিম্বা কণ্ঠাদি দেশের বাহিরে তদ্রূপ অবান্তর শব্দের উৎপত্তি হয়। দ্বিতীয় শব্দের বহির্দ্দেশ আবার তৃতীয় শব্দের উৎপত্তি হয়, এই ক্রমে শব্দান্তরের উৎপত্তি হয়। যেমন প্রথম তরঙ্গে দ্বিতীয় তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয়তরঙ্গে তৃতীয়-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, এইরূপ ক্রমিক তরঙ্গের উৎপত্তির নাম বীচিতরঙ্গ। এইরূপ বীচিতরঙ্গন্যায়ে ক্রমিক প্রতিঘাতে জায়মান শব্দ কর্ণশষ্কুলী আঘাত করিলেই

শ্রবণ প্রত্যক্ষ হয়। অথবা কেহ বলেন যেমন কদম্ব কোরক একেবারে দশদিকে বিকশিত হয়, সেইরূপে একশব্দ দশদিকে বিকাশ পাইয়া কর্ণপটহকে আঘাত করিলে তাহার উপলব্ধি হয়। বেদান্ত মতে শ্রবণেন্দ্রিয় দর্শেনেন্দ্রিয়ের ন্যায় বিষয় দেশে গমন করে, তাই বিষয়দেশে জ্ঞানের ভাণ হইয়া থাকে। অতএব বেদান্ত পরিভাষায় উক্ত হইয়াছে——

"সর্ব্বাণি চেন্দ্রিয়াণি স্ব স্ব বিষয় সংযুক্ত্যান্যেব প্রত্যক্ষ জ্ঞানং জনয়ন্তি। তত্র ঘ্রাণ রসনত্বগাত্মকাণীন্দ্রিয়াণি স্বস্থানাস্থিতন্যেব গন্ধ রসস্পর্শোপলব্ধান্ জনয়ন্তি। চক্ষুশ্রোত্রে তু স্বতএব বিষয়দেশং গত্বা স্ব স্ব বিষয়ং গৃহ্নীতঃ।"

সমস্ত ইন্দ্রিয় স্ব স্ব বিষয় সংযুক্ত হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায়। তাহার মধ্যে ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বক্ স্বস্থানেস্থিত হইয়াই গন্ধ, রস ও স্পর্শের জ্ঞান জন্মায়। চক্ষু ও কর্ণ নিজে বিষয় দেশে গমন পুর্ব্বক দর্শন ও শ্রবণ জন্মায়। এই জন্যই ভেরী শব্দ কর্ণের নিকট শ্রুত হয় না, বিষয়দেশে শ্রুত হয়। ফলতঃ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা জ্ঞানশীর্ষক প্রবন্ধে করিব।

ইন্দ্রিয়গণ প্রায়শ বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি করে। কিন্তু কখন কখন অন্তর বিষয় ও প্রত্যক্ষ করে। প্রাণবায়ৌ জঠরাগ্নৌ জল পানেনহন্নভক্ষণে। ব্যজ্যন্তে হ্যান্তরাস্পর্শামীলনে চান্তরংতমঃ॥ উদ্গারে রসগন্ধৌ চেত্যক্ষাণামান্তরগ্রহঃ। কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া রাখিলে ও প্রাণ বায়ু ও জঠরাগ্নি ইহাতে যে শব্দ উত্থাপিত হয়, তাহা শ্রবন করা যায়। জল পান অন্নভক্ষণকালে অন্তরে অন্তরে স্পর্শ অনুভূত হয়। চক্ষু মুদ্রিত করিলেও অন্তরে এক প্রকার অন্ধকার পরিলক্ষিত হয়। উদ্গার উঠিলে জিহ্বার স্বাদ এবং নাসিকার গন্ধ উপলব্ধ হয়।

অধ্যাত্ম-তত্ত্ব।

যে যাহার আপ্ত, সে তাহার পরামর্শানুসারে চলিয়া থাকে। সাধারণতঃ স্বদেশবাসী, স্বগ্রামবাসী আত্মীয়বর্গ, পুত্রাদি উত্তরোত্তর আপ্ত বলিয়া প্রতীত। ততোধিক আপ্ত সুখদুঃখাদি সমস্ত বিষয়ের অর্দ্ধভাগিনী পত্নী। পত্নী-অপেক্ষা স্বশরীরশায়ী ইন্দ্রিয়বর্গ আপ্ত; সেই কারণ অধিক সময়ে আমরা ইন্দ্রিয়-বর্গের প্ররোচনায় সংসার নির্ব্বাহ করি। চক্ষু যাহা দেখায়, তাহাই দেখি, কর্ণ যাহা শুনায়, তাহাই শুনি, ঘ্রাণ যাহা আঘ্রাণ করায়, তাহাই আঘ্রাণ করি, ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা করি না। এই আপ্তোপনীত চাক্ষুষাদিজ্ঞান সাধারণের অতি আদরের ধন। যদি কেহ এ হেন চাক্ষুষাদি জ্ঞানের ব্যভি-চার প্রদর্শনে বদ্ধপরিকর হয়, তবে নিজে সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া সহসা বিশ্বাস স্থাপিত হয় না। কেবল বিবেক-চসমা চোকে দিলে এই আসন্ন প্রতিবেশী ইন্দ্রিয়বর্গের অনাপ্ততা পরিলক্ষিত হয়।

অতি শুভ্র শঙ্খ পিত্তদোষবশতঃ পীতবর্ণ অনুভূত হয়। স্থাণু (মুড়া গাছ) দূরতানিবন্ধন প্রাণী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আকাশ দৃষ্টিশক্তির লাঘবতা প্রযুক্ত নীলবর্ণ বোধ হয়। কষায়িত রসনায় পীত জল রাসায়নিক সংযোগে মধুর ন্যায় উপলব্ধি হয়। বাষ্পীয় যান যখন চলিতে থাকে, তখন সেই চলনে শরীর সচল হয়, দৃষ্টিও সচল হয়। সেই সচল দৃষ্টিতে অচল বৃক্ষাদিও সচল বলিয়া বোধ হয়। অনুমান, এই সমস্ত জ্ঞানের ভ্রান্তি, এবং ইন্দ্রিয়গণের অনাপ্ততা প্রমাণ করিয়া দেয়। অতএব অনুমানের সাধন মনই সমধিক আপ্ত; তাই মন যাহা বলে, তাই করি। মনই আমাদের পরিচালক, ইষ্টা-নিষ্টের বিধাতা, সুখদুঃখের নিয়ন্তা সর্ব্বে-সর্ব্বা। মনের মত মনোমত অন্তরঙ্গ

আর নাই। মনীষিগণ মনঃপ্রসাদ-লব্ধ অনুমান-প্রমাণবলে পরলোক ও পরমেশ্বর স্বীকার করেন।

পরলোক প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণের কারণ ইন্দ্রিয়গণ পঞ্চভূতের বিকার। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটি মাত্র ভূত। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। তাহার মধ্যে চক্ষু তেজ হইতে, কর্ণ আকাশ হইতে, নাসিকা পৃথিবী হইতে ত্বক্, বায়ু হইতে এবং জিহ্বা জল হইতে উৎপন্ন। এই পৃথিবীতে ভৌতিক অংশে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি, এখানেই তাহার স্থিতি, পরিশেষে এইখানেই তাহার লয়। পরলোকে তাহার স্থিতি নাই, পরলোকে গমনে তাহার শক্তি নাই; কার্য্যতঃ পরলোক-বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। স্বীয় উপাদান-কারণ পঞ্চভূত লইয়া তাহার সহবাস, সুলভ অভিজ্ঞতা। তাহাও আবার বর্ত্তমান বিষয় লইয়া। ভূত ভবিষ্যৎ কালে তাহার কার্য্যকারিতা নাই। যাহা বর্ত্তমান, সম্মুখবর্ত্তী, চক্ষু তাহাই দেখিয়া থাকে, কর্ণ তাহাই শুনিয়া থাকে, ঘ্রাণ তাহাই আঘ্রাণ করে, ত্বক্ তাহাই স্পর্শ করে আর রসনা সেই রস আস্বাদ করে; কাজেই ইন্দ্রিয়বর্গ ভূত ও ভবিষ্যৎ কিছুই অবগত নয়।

এই সিদ্ধান্তে স্বতই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, পরমেশ্বর এই জগতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রিতয়ে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্ব পদার্থে অনুস্যূত আছেন। তবে কেন তিনি সাধারণের প্রত্যক্ষ হন না? একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, পরমেশ্বর স্বভাবে সাধারণের প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারেন না।

জগতের এমনি একটু বস্তুশক্তি আছে যে, স্বজাতি বস্তু স্বজাতিবস্তুর আকর্ষক হয়, অর্থাৎ সজাতিতে সজাতি সম্বন্ধ হয়। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। পৃথিবীতে বৈদ্যুতিক্ তেজের অংশ আছে, বলিয়াই পৃথিবী বিদ্যুৎ আকর্ষণ করে। শুষ্ককাষ্ঠে তৈজসিক অংশ আছে বলিয়াই শুষ্ককাষ্ঠ অবিলম্বে অগ্নি আকর্ষণ করে। জলময় মেঘ জলস্তম্ভরূপে সমুদ্রাদি জলাশয়ের জল আকর্ষণ করে। যাহাতে যে বস্তু নাই, কদাপি তাহার আকর্ষণ হয় না, বরং বিপ্রকর্ষণ হইয়া থাকে। আমি যদি সাধু হই, তবেই তোমার সাধুতা আকর্ষণ

করিতে পারি। অসাধু হই, অসাধুতা আকর্ষণ করি। জীবন্মুক্ত মহাত্মারা আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তাই তাঁহাদের নিকট "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ"। আমরা আপনাকে পঞ্চভূতের বিকার জানি, তাই সমস্ত পঞ্চভূতময় দেখি।

চক্ষু তৈজসিক অংশে সমুদ্ভূত; অতএব চক্ষুতে তেজ আছে। তাই চক্ষু তেজঃপ্রধান পদার্থ প্রত্যক্ষ করে। চক্ষু অন্ধকারের বস্তু দেখিতে পায় না; কেন না তাহাতে তাদৃশ তেজ নাই। যদি চক্ষু তৈজসিক বস্তু না হইত, তবে অন্ধকার-বস্তু বেশ দেখিতে পাইত। নতুবা কর্ণ অন্ধকারের বস্তুর শব্দ শুনিতে পায়, নাসিকা অন্ধকারের গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারে, রসনা অন্ধকারাবৃত রসের আস্বাদন করিতে পারে, সেইরূপ চক্ষু অন্ধকারের বস্তু দেখিতে পায় না কেন? অবশ্যই বলিতে হইবে, চক্ষু যে জাতীয়, অন্ধকারের বস্তু সে জাতীয় নয় বলিয়াই পরস্পরের আকর্ষণ সাধিত হয় না। কর্ণ আকাশ-অংশে জাত, কর্ণে আকাশ আছে; তাই কর্ণ সজাতি আকাশের গুণ শব্দ স্বগোচর করিতে পারে। নাসিকা পার্থিব, তাই নাসিকা পৃথিবীর গন্ধ গুণ কেবল আঘ্রাণ করে। ত্বক্ বায়ুর বিকার, তাই বায়ুর গুণ স্পর্শ ত্বকের বিষয়। জিহ্বার অসাধারণ উপাদান জল, তাই জিহ্বা জলের গুণ রসের আস্বাদন করে। চক্ষু যদি তেজোময় না হইত, তবে কথনই চক্ষুতে কেবল তেজোময় পদার্থ প্রতিফলিত হইত না, এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়নিচয় সম্বন্ধেও বুঝিয়া লইতে হইবে। এখন দেখ, পরাৎপর পরমেশ্বর প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারেন কি না? বল দেখি, কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ করিব? চক্ষুর দ্বারা? দিব্য তেজে দীপ্ত পরমেশ্বরে ত ভৌতিক তেজ নাই যে, ভৌতিক চক্ষুতে সেরূপ দেখিয়া এরূপ সংশয় দূর করিব? তিনি আকাশ নন যে আকাশের গুণ শব্দ শুনিয়া প্রাণের আশার আশ মিটাইব? তিনি পার্থিব নন যে ঘ্রাণের দ্বারা সে গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সংসার-গন্ধ হইতে নিস্তার পাইব? তিনি বায়ু নন যে ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করিয়া ত্রিতাপ দূর করিব? তিনি জলীয় বস্তু নন যে রসনার দ্বারা সে রসের আস্বাদ করিয়া প্রিয়ার অধর-সুধারস বিস্মৃত হইব? ভূতেই ভূত দেখিতে পায়, মানুষে পায় না। সেইরূপ ন-ভূত ন-ভবিষ্যৎ সে অদ্ভুত বস্তু, এ ভূত বিকৃত নেত্রে দেখিতে পাইব কেন? তিনি পঞ্চ-ভূতাতিরিক্ত, তাঁহাতে পঞ্চ ভূতের ধর্ম্ম রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ নাই।

কাজেই তিনি রূপাদি-গ্রহণযোগ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় নন। অতএব পরমেশ্বরকে দেখিতে পান না ভাবিয়া পরমেশ্বর মানিব না যিনি বিবেচনা করেন, তিনি নিতান্ত অদূরদর্শী।

এতাবতা বলা হইল, ভৌতিক বস্তু চক্ষুরাদির বিষয়। যাহা ইন্দ্রিয়সাধ্য, তাহাই বিশ্বাস্য, যাহা অতীন্দ্রিয়, তাহা অবিশ্বাস্য—এরূপ অপসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বুদ্ধিমানের উচিত নয়। অনুমানের আশ্রয় ব্যতীত সংসার চলে না, একারণ অনুমানের অনুমতি লইয়া সাধারণে চলিয়া থাকে। অনুমানও একান্ত আপ্ত নয়, সেও মধ্যে মধ্যে বঞ্চনা করিয়া থাকে। এ সংসারে ক্রমশঃ অনেকেই বঞ্চনার অবসর অপেক্ষা করে। অনুমান প্রত্যক্ষজ্ঞানসাপেক্ষ। যদি দেখি, যেখানে ধূম, সেই খানেই বহ্নি, কুত্রাপি ব্যভিচার নাই, তবেই পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া অনুমান করিতে পারি, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"। প্রত্যক্ষকালে যে ব্যাপ্তি প্রভৃতির জ্ঞান সাধিত হয়, তাহাই অনুমানের প্রাণ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান যখন ভ্রমপ্রমা সাধারণ, তখন প্রত্যক্ষ-মূলক অনুমানপ্রমাণে ভ্রম-প্রমা ঘটিতে পারে। তাই বলিতেছি—অনুমানও একান্ত আপ্ত নয়। যেমন অগ্নি গৃহদাহক হইলেও অগ্নি কাহারও পরিহেয় নয়, সেইরূপ অনুমানে প্রমাদ ঘটিলেও অনুমান আমাদের অনুপাদেয় নয়। বিশেষতঃ প্রবৃত্তিভেদে অনুমান ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাহার একটি উদাহরণ দিই।—

সংসারে সকলেই সুখ চায়। সুখের ইচ্ছা আস্তিক নাস্তিক সাধারণ। কেহ কাহারও সুখের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় না। সকলেই আপন আপন সুখ চায়। কিন্তু সে আপনি কে? এই খানেই গোলক ধাঁধা। যিনি যে দ্বার দেখেন, ভাবেন, এই বুঝি সুখের সুপ্রশস্ত পথ। প্রকৃত পথ নির্ব্বাচন অনেকের অভিজ্ঞতার ফল। ফলতঃ স্বপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অনুকূল যুক্তিবলে নাস্তিক ভাবেন, আমি দর্শন করিয়া থাকি, অতএব দর্শনেন্দ্রিয় আমি। আমি শ্রবণ করি, এখানে শ্রবণযুগল আমি। আমি স্পর্শ করি, এখানে স্পর্শেন্দ্রিয় ত্বক্ আমি। আমি চলিয়া থাকি, এখানে চরণযুগল আমি। আমার শ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় কষ্ট অনুভব করি, অতএব প্রাণবায়ু আমি। প্রতি পদে আমির ছড়াছড়ি। যেমন বৃক্ষের ফল, মূল, পল্লব, শাখা ও

প্রকাণ্ড সমস্তই বৃক্ষ, সেইরূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, দেহ, নখ, লোম প্রভৃতি সমস্তই আমি। যথা—একটা পল্লবচ্ছেদে বৃক্ষের বৃক্ষত্ব নষ্ট হয় না, তথা একটা ইন্দ্রিয়ের অপচয়ে আমার আমিত্বের অপচয় হয় না। ফল কথা—নাস্তিক ভাবেন, পাঞ্চভৌতিক দেহ আমি; তাই তিনি কেবল দৈহিক উন্নতি সাধিতে ব্যগ্র। তিনি সুখের জন্য কেবল দৈহিক ব্যাপার অনুষ্ঠিত করেন।

আস্তিকের আমি বা আপনি (আত্মা) স্বতন্ত্র পদার্থ। আস্তিকের আমি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ প্রভৃতি দৈহিক কিছু নয়; তিনি যে কি, তাহা কেহ বলিয়া উঠিতে পারে না। শাস্ত্র বলেন, তিনি সচ্চিদানন্দ,—শরীরের সহিত তাঁহার সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই। তিনি পদ্মদলগত জলবৎ শরীরের মধ্যে ভাসমান। একটু টলিলে অমনি সর্ব্বনাশ। তিনি হৃষীকেশ, তাঁহার প্রসাদে ইন্দ্রিয়গণ স্বকার্য্য বা তাঁহারই কার্য্য করিয়া থাকে। তাই ভক্ত প্রাণের কথা বলিয়া থাকেন, "ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি।" এই ভেদবুদ্ধিই আস্তিক ও নাস্তিকের ভেদক।

চক্ষু অন্ধ হইলে, কর্ণ বধির হইলে ও যখন আমি দেখিতে বা শুনিতে পাই না, এইরূপে আমির ভান হয়, তখন আমি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। মুমূর্ষু অবস্থায় চক্ষুরাদিজনিত কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তৎকালে যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের লোপ হয়, তদ্রূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও লোপ হইয়া থাকে। বাহ্য অস্তিতা সত্ত্বেও আন্তরিক অস্তিতার লোপ হয়। তথাও যখন আমির উপলব্ধি হয়, তখন আমি একটি অনির্ব্বচনীয় শক্তিশালী বস্তুবিশেষ স্বীকার করিতে হইবে। লোকে বলে, রথ চলে; বস্তুতঃ রথের চলিবার শক্তি নাই। সারথি ও অশ্বের ব্যাপার রথে আরোপিত হয় মাত্র। সেইরূপ সাধারণের ধারণা নেত্র দর্শন করে, কর্ণ শ্রবণ করে, ফলতঃ উঁহাদের দর্শনাদি করিবার শক্তি নাই। মনই ইন্দ্রিয়দ্বার করিয়া জ্ঞানের সাধন হয়। মনঃসংযোগ ব্যতীত ইন্দ্রিয় স্বকার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। মনের ব্যাপারই ইন্দ্রিয়ে আরোপ হয়। মনের অধীন ইন্দ্রিয়; কিন্তু মন ইন্দ্রিয়ের অধীন নয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন "অন্যত্রমনা অভূম, নাশ্রৌষম্। অন্যত্রমনা অভূম, নাদর্শম্।" মন ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষভাবে আমি

সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি প্রকারে স্বতন্ত্ররূপে আমির উপলব্ধি করিয়া থাকে। অতএব অনেকে মনকে আত্মা বলিয়া অনুমান করে, বস্তুগত্যা মনও আত্মা নয়।

মন আত্মার সহিত অবিযুক্তভাবে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। যেমন প্রদীপ পদার্থান্তরের প্রকাশক হইয়াও আপনাকে প্রকাশ করে, মনও সেইরূপ অন্যের প্রকাশক অর্থাৎ অন্যের অস্তিতা প্রমাণ করিয়া দেয় এবং আপনাকেও প্রমাণ করে। মনের প্রমাণ-কর্ত্তা মন ভিন্ন আর কেহ নাই বলিয়া অনেকের মনকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়। মন যে আত্মা নয়, 'আমার' মন এই ভেদবুদ্ধিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, 'আমার আত্মাও এরূপ ভেদবুদ্ধি হয় বলিয়া কি আমাতে ও আত্মাতে ভেদ স্বীকার করিতে হইবে? বস্তুতঃ আমার আত্মা এরূপ প্রয়োগ ভ্রম-বিজৃম্ভিত। আমার আত্মা ও আমার আমি, একই কথা। আমার আমি, মাটির মাটি, অশ্বডিম্ববৎ নিরর্থক। অথবা উপাধি লইয়া ভেদ স্বীকার করা যাইতে পারে। মন ও আত্মা পৃথক্ বস্তু, এ কথা ক্রমশ স্পষ্ট হইবে। অগ্রে মনের কথা বলি।

"সাক্ষাৎকারে সুখাদীনাং করণং মন উচ্যতে।"

ভাষাপরিচ্ছেদঃ।

"যাহা সুখাদি সাক্ষাৎকারের হেতু, তাহার নাম মন, মন কর্ত্তা নয়, করণ কর্ত্তার কার্য্য করিয়া থাকে। কর্ত্তা করণবান্ স্বতন্ত্র পদার্থ। চাক্ষুষাদি জ্ঞানের সময় মনের করণতা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ। সুখাদি জ্ঞানের সময় মনের করণতা নিরপেক্ষ।

"অযৌগপদ্যাজ্‌জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহোচ্যতে।"

ভাষাপরিচ্ছেদঃ।

দুটি বা দুয়ের অধিক জ্ঞান ঠিক এক সময়ে স্বতন্ত্রভাবে সম্পন্ন হয় না; অতএব বলিতেছেন, জ্ঞানের অযৌগপদ্য হেতু মন অতি সূক্ষ্ম। মনকে অণু বলায় নিরবয়ব বলা হইল। তাই মন সাবয়ব দেহের সহিত বিলয় প্রাপ্ত হয় না, পরলোকে আত্মার সহচর হয়। বায়ু যেমন নিরাকার হইয়া স্বকার্য্য সাধনে অতি তৎপর, মন ততোধিক তৎপর। এক সময়ে মনে দুই বিষয়ের

ধারণা হয় না। মন যদি সর্ব্বশরীরব্যাপক হইত, তাহা হইলে ঠিক এক সময়ে চক্ষু মনের সহায়তায় দেখিতে পাইত, কর্ণ শুনিতে পাইত ও ঘ্রাণাদি স্বকার্য্য সাধন করিতে পারিত। মন সকল-ইন্দ্রিয়ব্যাপক নয়, সকল ইন্দ্রিয়ের নিকট এক সময়ে থাকে না; কাজেই সকলের কাজ এক সময়ে হয় না। অধিক কি বলিব? এক সময়ে দুটি চক্ষু দিয়া দুটি বস্তুর দর্শন জনিত দুটি জ্ঞান হয় না। একটি নাসিকারন্ধ্রের নিকট আতরের শিশি ধর, আর অপর নাসিকারন্ধ্রের নিকট বিষ্ঠাপূর্ণ পাত্র রক্ষা কর; দেখিবে, ঠিক একসময়ে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের জ্ঞান হইবে না। মনের যদি অবয়ব থাকিত, তবে এক অবয়বে চাক্ষুষ জ্ঞান, অবয়বান্তরে শ্রবণাদি জ্ঞান জন্মিতে পারিত। অপিচ, চক্ষু যেমন দুটি, কর্ণ যেমন দুটি, মন সেরূপ দুটি নয়, তাই মনের দুটি জ্ঞানও হয় না। মন একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মনের একটি বিশিষ্ট শক্তি আছে। তাহার বলে যখন যেখানে যাওয়া দরকার হয়, তৎক্ষণাৎ তথায় যায়, তিলমাত্র বিলম্ব করে না। চক্ষু দেখিবে, মন তৎক্ষণাৎ তথায় ছুটিল। শ্রবণ শুনিবে, মন অমনি তথায় হাজির। যখন ইন্দ্রিয়গণ অবসন্ন হইয়া পড়ে, অথবা ইন্দ্রিয়গণ যখন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করে, তখনও চঞ্চলপ্রকৃতি মন অচঞ্চল থাকিতে পারে না। তখন মন আপন ঘর অনুসন্ধান করে। সংস্কারের স্মৃতি পূর্ব্বানুভূত বস্তু লইয়া ব্যস্ত থাকে। যৎকালে স্মৃতি তাহাকে ছাড়িয়া যায়, সেই স্বপ্নাবস্থায় মন মেধ্যা নাড়ীতে বসিয়া অসম্বদ্ধ কল্পনা জল্পনা করে। স্বপ্ন যে মধ্যে মধ্যে সত্য হয়, তাহার কারণ "স্বপ্নতত্ত্বে" বলিবার ইচ্ছা আছে। আত্মার অধিষ্ঠানেই মনের এইরূপ শক্তির স্ফুরণ হয়। আত্ম-বিযুক্ত হইলে জড়বৎ অবস্থান করে। সুষুপ্তিকালে (স্বপ্নরহিত নিদ্রায়) আত্মার সহিত মনের সম্বন্ধ বিচ্যুত হয়। মন তখন নির্ব্ব্যাপার হইয়া পুরীততী নাড়ীতে অবস্থিতি করে।

বৈদান্তিকেরা বলেন, মন ভৌতিক পদার্থ। এই বিষয় বেদব্যাস পত্রিকায় সৃষ্টিবিষয়ক প্রস্তাবে বিস্তৃতরূপে লিখিবার ইচ্ছা আছে।

সাঙ্খ্যমতে মন আহঙ্কারিক তত্ত্ব। অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে মন সমুদ্ভূত। তাঁহারা বলেন, মনকে ভৌতিক পদার্থ স্বীকার করিতে হইলে ভৌতিক দেহের সহিত তাহার নাশ স্বীকার করা উচিত। কিন্তু দেহপাতেও মনের

পতন্ হয় না। মন মুক্তি পর্য্যন্ত আত্মার সহিত অবিযুক্তভাবে অবস্থান করে।

সাঙ্খ্যমতে মন অহংতত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন। এক্ষণে সংক্ষেপতঃ তাহার যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। অহংতত্ত্ব জানিতে হইলে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি জানা আবশ্যক; ততদূর জানাইবার সময় আজি নয়। সংক্ষেপতঃ এই বলি, অহংতত্ত্ব প্রকৃতিসংসৃষ্ট ঈশ্বরের মহত্তত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত। যে বস্তুতে মৃত্তিকার গুণ অনুভূত হয়, তাহা মৃত্তিকার বিকার স্থির করি; যাহাতে জলের দ্রবতা দেখি, তাহা জলের বিকার ভাবি এবং যাহাতে তৈজসিক গুণের উপলব্ধি হয়, তাহা তেজের বিকার স্থির করি। সেইরূপ যাহাতে অহং (আমি) বুদ্ধি হয়, তাহা অহঙ্কারের বিকার স্থির করা উচিত। এখন দেখ দেখি, অহং (আমি) বুদ্ধি কিসে হয়? ইন্দ্রিয়ে, দেহে ও মনে অহংবুদ্ধি হয়। যখন আমি (অহং) দেখি, আমি শুনি ইত্যাদি জ্ঞান হয়, তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে আমি বুদ্ধি হয়। আমাকে স্পর্শ কর না, যখন বলি, তখন ত্বকে অর্থাৎ দেহে অহংবুদ্ধি হয়। আর যখন ইচ্ছা করি ইত্যাদি জ্ঞান হয়, তখন বুঝিতে হইবে মনে অহংবুদ্ধি হইয়া থাকে; কেন না, ইহা মনের ধর্ম্ম, আত্মার নয়, এ কথা পরে বলিব। আপাততঃ ইন্দ্রিয়ে, দেহে ও মনে অহংবুদ্ধি হওয়ায় অহঙ্কারের বিকার বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। বিচারে ইন্দ্রিয়াদির বিকৃতিভাব নিরাকৃত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়ের বাহ্য আকার (চক্ষুরাদির অবয়বসংস্থান) ভৌতিক। যাহার বাহ্য আকার ভৌতিক, তাহার আন্তরিক আকারও ভৌতিক হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বাহ্য আকার যে উপাদানে গঠিত, আন্তরিক আকারও সেই উপাদানে গঠিত হইয়া থাকে; অতএব ইন্দ্রিয় ভূতের বিকার, অহঙ্কারের বিকার নয়। দেহাদিতেও অহংবুদ্ধি হইলেও এই যুক্তিবলে তাহাও অহঙ্কারের বিকার হইতে পারে না। তবে তাহাতে অহংবুদ্ধি হয় কেন?—এ সন্দেহ অনেকের মনে উদিত হইতে পারে। সংক্ষেপে সে কথার উত্তর দিই;—ইন্দ্রিয় ও দেহের সহিত মনের উৎপত্তি-সম্বন্ধ আছে। পরমাত্মা হইতে মহত্তত্ত্ব। তাহা হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, তাহা হইতে পঞ্চভূত এবং তাহা হইতে ভৌতিক দেহ মন, ইন্দ্রিয়াদি; অতএব ইন্দ্রিয় ও দেহের পিতামহ অহঙ্কারতত্ত্ব। পৌত্রে পিতামহের সাদৃশ্য

থাকায় লোকের ভ্রম হওয়া নিতান্ত মূঢ্যজ্ঞাবঞ্জক নয়; এই সংস্কার বশতঃ দেহে ও ইন্দ্রিয়ে আমিত্বের ভান হয়।

অবশেষে অহংবুদ্ধির আশ্রয় মনই কেবল অবশিষ্ট থাকিল। মনই নিরপেক্ষভাবে অহংতত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত। মনের ভৌতিকতা প্রত্যক্ষ ও অনুমান-জ্ঞানের অবিষয়, অতএব মন অহংতত্ত্বের বিকার। এইরূপ সাংখ্যকারের মনোগত মনোমত যুক্তি। কোন্ মত অভ্রান্ত, তাহা স্থির করা আমার অধিকারের বহির্ভূত, তবে এইমাত্র বলিতে পারি; বেদান্তমতই আমার নিকট অনুভববেদ্য বলিয়া বোধ হয়; এ কথা ইন্দ্রিয়তত্ত্বে বলিয়াছি। মনও ভৌতিক এ কথাও তথায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা-শ্রুতিহ্রীর্ধীর্ভী-
রিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি।

ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণবলে বৈদান্তিকেরা কামাদি মনের ধর্ম্ম স্বীকার করেন। ন্যায়মতে এ সমস্ত আত্মার ধর্ম্ম। বৈদান্তিকেরা বলেন, কামাদি যখন বুদ্ধিসত্তায় অনুভূত হয়, কেবল আত্মসত্তায় অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় অনুভূত হয় না, তখন কামাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে, আত্মার ধর্ম্ম স্বীকার করিতে পার না। আত্মার ধর্ম্ম হইলে সুষুপ্তি-অবস্থাকালীন অনুভূত হইত। অতএব স্মৃতিও বলেন।

"রাগেচ্ছা সুখদুঃখাদি সত্যাং বুদ্ধৌ প্রবর্ত্ততে।
সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্ বুদ্ধেস্তু নাত্মনি॥"

গীতায় ভগবদ্‌বাক্য, যথা—

"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতং॥"

পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, উভয়েন্দ্রিয় মন, পঞ্চ রূপাদি বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, খণ্ড জ্ঞান ও ধৈর্য্য, এ সমস্ত সবিকার ক্ষেত্র। নির্ব্বিকার ক্ষেত্রী নয়।

ইচ্ছা, কৃতি প্রভৃতি সমস্ত মনের ধর্ম্ম। মনই ইচ্ছা করে, মনেই কৃতির

উদয় হয়, মনই বিকৃত হয়। আত্মার বিকার নাই; অতএব আত্মা কিছু করেন না। মনের কর্ত্তৃত্ব আত্মায় আরোপিত হয়; তাই সাধারণে আত্মা কর্ত্তা বলিয়া ভ্রমে মুগ্ধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।—

"যথা ভ্রমরিকা দৃষ্ট্যা ভ্রাম্যতীব প্রতীয়তে।
চিত্তে কর্ত্তরি তত্রাত্মা কর্ত্তেবাহং ধিয়া স্মৃতঃ॥"

ভ্রান্ত দৃষ্টিতে যেমন অভ্রান্ত বৃক্ষাদি ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ভ্রান্ত দৃষ্টিতে অকর্ত্তা আত্মা কর্ত্তা বলিয়া বোধ হয়, বস্তুত মনই কর্ত্তা।

আমরা মন, বুদ্ধি ও চিত্তকে একপর্য্যায় বিবেচনা করি, কিন্তু বেদান্তমতে পর্য্যায় শব্দ নয়, ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ সাধন। যাহার দ্বারা কার্য্য সাধিত হয়, তাহার নাম ইন্দ্রিয়। জ্ঞানের সাধনের নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মসাধনের নাম কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরের কার্য্য সাধনের নাম অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ চারিভাগে বিভক্ত।

"মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরং।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥"

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই চারিভাগে অন্তঃকরণ বিভক্ত। এই চারিটি অন্তঃকরণের চারিটি বিষয়—সংশয় নিশ্চয় গর্ব্ব ও স্মরণ। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মিকা বৃত্তির (ব্যাপার) নাম মন, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির নাম বুদ্ধি, গর্ব্বাত্মিকা বৃত্তির নাম অহঙ্কার এবং স্মরণাত্মিকা বৃত্তির নাম চিত্ত। অগ্রে উক্ত হইয়াছে—

যদা তু সঙ্কল্পবিকল্পকৃত্যং তদা ভবেন্মন ইত্যভিখ্যম্।
স্যাদ্বুদ্ধিসংজ্ঞং চ যদা তু বেত্তি সুনিশ্চিতং সংশয়রূপহীনং।
অনুসন্ধানরূপং তচ্চিত্তং চ পরিকীর্ত্তিতং।
অহঙ্কৃত্যাত্মবৃত্ত্যা তু তদহঙ্কারতাং গতম্॥

যখন অন্তঃকরণ সংকল্প, বিকল্প করে, তখন তাহার নাম মন। যৎকালে সংশয়রহিত সুনিশ্চিত জ্ঞান হয়, তখন তাহার নাম বুদ্ধি। যখন অন্তঃকরণ অনুসন্ধানপর হয়, তখন তাহার নাম চিত্ত। আর যখন অন্তঃকরণে "আমি করি, আমি জানি" ইত্যাদি প্রকার অহংজ্ঞানের উদয় হয়, তখন

তাহার নাম অহঙ্কার হয়। সাধারণের ধারণা অন্তঃকরণে অনন্ত ভাবের উদয় হয়, বস্তুতঃ তাহা নয়। এই চারিটি ভাবের উদয় ব্যতীত ভাবান্তরের উপলব্ধি হয় না। অনন্তভাব এই চারি ভাবের প্রবাহে ডুবিয়া থাকে। লোকে কেবল ভ্রান্তভাবে বিবিধ ভাব ভাবে। অতএব সংশয়াদি বিষয়চতুষ্টয়-ভেদে শরীরের অন্তর্ব্বর্ত্তী মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় চারিটি। এতাবতা সর্ব্বসমেত চতুর্দ্দশটি ইন্দ্রিয় হইল। পূর্ব্বে যে মন বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অর্থ অন্তঃকরণ। ভবিষ্যতেও মন বলিয়া অন্তঃকরণের উল্লেখ করিব।

শান্তা ঘোরাস্তথা মূঢ়া মনসো বৃত্তয়স্ত্রিধা।
বৈরাগ্যং ক্ষান্তি-রৌদার্য্যমিত্যাদ্যাঃ শান্তবৃত্তয়ঃ।
তৃষ্ণা স্নেহো রাগলোভাবিত্যাদ্যা ঘোরবৃত্তয়ঃ।
সম্মোহো ভয়মিত্যাদ্যাঃ কথিতা মূঢ়বৃত্তয়ঃ॥

শান্তা, ঘোরা ও মূঢ়া নামে মনের (অন্তঃকরণের) তিনটি বৃত্তি আছে। বিষয়-বৈরাগ্য, ক্ষমা ও ঔদার্য্য প্রভৃতি শান্তা বৃত্তির প্রকৃতি। তৃষ্ণা, স্নেহ, অনুরাগ ও লোভ আদি বৃত্তির নাম ঘোরা। আর মোহ ও ভয় প্রভৃতি বৃত্তি মূঢ়া নামে অভিহিত হইয়াছে।

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির গুণে এই প্রকার বৃত্তি হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ। যেমন আমাদের দৈহিক প্রকৃতি বায়ু-পিত্ত-কফময়ী; কাহার ধাতু কফপ্রধান, কাহার ধাতু পিত্তপ্রধান, কাহার বা বায়ুপ্রধান, সেইরূপ আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু এই গুণত্রয়ে জড়িত। কাহারও মন সত্ত্বগুণে ভূষিত, কাহার মন রজোগুণে রঞ্জিত, কাহারও বা তমোগুণে মোহিত। ফল কথা, কি চেতনাবান্ কি অচেতন কেহ ইহার হাত হইতে নিস্তার পায় না। সাত্ত্বিক মনের বৃত্তির নাম শান্তা, রাজসিক মনের বৃত্তির নাম ঘোরা আর তামসিক মনের বৃত্তির নাম মূঢ়া। শান্তার কার্য্য চিত্তের অনুকূল-বেদন-প্রসন্নতাদি। ঘোরার কার্য্য কার্য্যোদ্যম আর মূঢ়ার কার্য্য চিত্তের প্রতিকূল বেদন, শোক, মোহ প্রভৃতি।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, পৃথিব্যাদি ভূতনিচয় সত্ত্বরজস্তমোময়। অতএব

কোন ভূত শান্ত, কোন ভূত ঘোর, ও কোন ভূত মূঢ় অর্থাৎ কেহ সুখের হেতু, কেহ দুঃখের হেতু, কেহ বা মোহাদির হেতু।

শান্তা ঘোরাস্তথা মূঢ়া বিশেষাস্তে চ তে স্মৃতাঃ।

বিষ্ণু পুরাণ।

পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ ভূত শান্ত, ঘোর ও মূঢ় এই বিশেষ গুণবিশিষ্ট।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সজাতি বস্তু সজাতিকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ যাহার যে প্রকৃতি, সেই সেই প্রকৃতির সহিত সংসর্গ করে। সাধু সাধুর সহিত সংসৃষ্ট হয়, মাতালে মাতালে সম্প্রীতি হয়। জড়গতও এই নিয়ম;— মনে কর, একটি ভাণ্ডে কিয়ৎ মৃত্তিকা, জল ও তৈল আছে। যদি তাহাতে পরে আর একটু মৃত্তিকা প্রক্ষেপ কর, তাহা হইলে ঐ মৃত্তিকা ভাণ্ডগত মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া জল বা তৈলে মিশ্রিত হয় না; কেন না, মৃত্তিকা মৃত্তিকাকেই আকর্ষণ করে। পক্ষান্তরে উহাতে তৈল বা জল দেও, তৈল তৈলে, জল জলে মিশিবে। বিপরীত স্বভাবে মিশিবে না। সেইরূপ ব্যক্তিগত আকর্ষণও সাধিত হয়। শান্তমনাঃ ঘোরমনাঃ ও মূঢ়মনাঃ এই তিন প্রকার লোক জগতে আছে। সমস্ত বস্তু শান্ত, ঘোর ও মূঢ়ধর্ম্মাক্রান্ত। শান্তমনাঃ মনুষ্য বস্তু দর্শনাদি করিয়া তাহার শান্ত গুণে শান্তি লাভ করেন। ঘোরমনাঃ ঘোর বস্তু দর্শনাদি করিয়া ঘোর বৃত্তির কার্য্যে প্রবৃত্তিমান্ ও স্পৃহাশালী হন। আর মূঢ়মনাঃ দর্শনাদি দ্বারা বস্তুগত মূঢ়ভাব আকর্ষণ করিয়া ভয়ে, ভাবনায়, বিস্ময়ে ও মোহে বিচেষ্ট হয়। তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি। মনে কর, জনৈক কুষ্ঠরোগী পথিমধ্যে পড়িয়া আছে। সেই বিপন্ন ব্যক্তিকে দেখিয়া শান্তমনা এই বিপৎসঙ্কুল সংসারের ক্লেশস্বভাব অনুভূত করিয়া বৈরাগ্য লাভ করেন। বৈরাগ্য শান্তিগুণের স্বভাব। ঘোরমনার মনে উদয় হয়, এ যৌবনকালে অর্থোপার্জ্জন করে নাই, আত্মীয়জনের সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই, তাই পথে পড়িয়া ক্লেশ পাইতেছে। আমি এই সময় সতর্ক হই। এই ভাবিয়া বিষয়তৃষ্ণায় কার্য্যে উৎসাহশীল হয়। উৎসাহ, অর্থার্জ্জন, তৃষ্ণা প্রভৃতি রজোগুণের কার্য্য, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মূঢ়মনাঃ সেই কুষ্ঠীকে দেখিয়া ভয়ে ও মোহে বিচেষ্ট হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়; ভাবে, আমারও বুঝি এই দশা ঘটিবে। এইরূপ বিসদৃশ ভাবের উদয়

হওয়ার কারণ পরস্পরের মানসিক বৃত্তিগত ভেদ ও উদ্বোধক বস্তুর গুণগত পার্থক্য। এই কারণেই উপাসনার অধিকারি-ভেদ বলিতে হইয়াছে। যাহা উত্তমাধিকারীর কর্ত্তব্য, তাহাই অধমাধিকারীর অকর্ত্তব্য, এ সমস্ত কথা বারান্তরে বলিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।
মহেশপুর।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

পদ্যগীতা।

প্রথম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে শুনহে সঞ্জয়
মৎপক্ষেরা আর পাণ্ডব-নিচয়
হ’য়ে সমবেত—সমর আশয়
করিলেন কিবা বলহ মোরে ॥ ১ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

হেরিয়া সজ্জিত হে নৃপ তখন—
—পাণ্ডবের সেনা-রাজা দুর্য্যোধন
আচার্য্য-সমীপে করিয়া গমন
এই কথাগুলি কহেন তাঁরে ॥ ২ ॥

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

তব শিষ্য গুরো দ্রুপদের সুত
পাণ্ডবগণের সেনা অগণিত
করিয়াছে ওই যাহা সুসজ্জিত
মহতী সে চমূ করুন্ দর্শন ॥ ৩ ॥

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বএব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

এই সেনাদলে মহা-বলবান্
ভীমার্জ্জুন সম বীর যুযুধান
বিরাট দ্রুপদ শৈব্য চেকিতান
বলী কাশিরাজ সুভদ্রার সুত
বিক্রম-সম্পন্ন যুধামন্যু আর
ধৃষ্টকেতু পঞ্চ পাণ্ডব-কুমার
মহারথী এঁরা বীর্য্যের আধার
উত্তমৌজা আদি সবে সমবেত ॥ ৪—৬ ॥

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

শ্রেষ্ঠ আমাদের যে বীর-নিকর
মম সৈন্যনেতা হে দ্বিজপ্রবর

তাহা আপনার করিতে গোচর
বর্ণিতেছি আমি হন অবগত ॥ ৭ ॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমিদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮ ॥

(রণজয়ী)—
দ্রোণী-কৃপ কর্ণ ভূরিশ্রবা আর
আপনি বিকর্ণ জাহ্নবী-কুমার ॥ ৮ ॥

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

মম প্রয়োজন সাধন কারণ
করেছেন যাঁরা স্বীয় প্রাণ পণ
শস্ত্রধারী নানা বীর সে এমন
আছেন অনেক কুশলী রণে ॥ ৯ ॥

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০ ॥

ভীষ্মের রক্ষিত মোদের এ বল
শত্রু সহ রণে যুঝিতে দুর্ব্বল
পরন্তু ভীমের চালিত যে দল
যুঝিতে সমর্থ হেন লয় মনে ॥ ১০ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিগোপাল বসু।
সরিষা—২৪ পরগণা।

দশম বর্ষ।

১০ম ভাগ। } আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস, ১৩০২ সাল। { ২য় স্তবক।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিগোপাল বসু
শ্রীযুক্ত সদানন্দ তত্ত্বনিধি ও সম্পাদক।

বিষয়। পৃষ্ঠা

জমিদার শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে
৭০নং সুকীয়া ষ্ট্রীট বেদব্যাস কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা,
২০নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, "কালিকা যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০২ সাল।

(হোমিওপ্যাথিমতে)

ওলাউঠা রোগের সরল চিকিৎসা।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হরনাথ রায় প্রণীত।

ওলাউঠা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় এরূপ পুস্তক পূর্ব্বে কখন প্রকাশিত হয় নাই। ভাষার সরলতায়, চিকিৎসা প্রণালীর নূতনত্বে ও ঔষধের অপূর্ব্ব নির্ব্বাচন প্রণালীতে এ পুস্তক অদ্বিতীয়। সামান্য বর্ণজ্ঞান মাত্র আছে এরূপ স্ত্রীলোকও ইহা অবলম্বনে সুপ্রণালীতে কলেরা রোগীর চিকিৎসা করিতে পারিবেন। যাবতীয় সংবাদ পত্র শতমুখে এ পুস্তকের সুখ্যাতি করিয়াছেন প্রত্যেক গৃহস্থের এ পুস্তক এক খানি করিয়া গৃহে রাখা কর্ত্তব্য। মূল্য ॥• আনা মাত্র।

শ্রীবিজয় কিশোর রায়।

৫ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা।

দশম বষ।

১০ম ভাগ। | আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস, ১৩০২ সাল। | ২য় স্তবক।

কন্যাদায়।

যাহা কর্ত্তব্য, যাহা না করিলে সমাজের নিকট দায়ী এবং ধর্ম্মের চক্ষে দোষী হইতে হয়, যাহা করিলে বড় বাহাদুরী নাই, না করিলে নিন্দা আছে—প্রত্যবায় আছে; এবং যে কর্ত্তব্যে সময় অসময় নির্ব্বাচন নাই, রোগ শোক জ্ঞান নাই, যেমন অবস্থায় থাক না কেন উহা সম্পন্ন করিতেই হইবে, যাহা অনিবার্য্য, অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাই হিন্দু-ব্যবস্থা-অনুযায়ী "দায়"। সমাজে থাকিলেই মনুষ্যকে অনেকগুলি ঋণভারগ্রস্ত হইতে হয়,—অনেকগুলি কার্য্যের বোঝা মাথায় লইতে হয়। নিজের শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, নিজের কষ্ট ও অপমান গ্রাহ্য না করিয়া, কেবল সমাজের মুখের প্রতি তাকাইয়া সমাজের মঙ্গল কামনায় হিন্দুকে অনেক কার্য্য করিতে হয়। সেই সকল কার্য্যের মধ্যে কন্যাকে সৎপাত্রস্থ করা হিন্দুর পক্ষে এক প্রধান এবং সুকঠিন কর্ম্ম। কেন না,যাহা যথাশাস্ত্র নিষ্পন্ন করিলে সমাজের মঙ্গল হইবে ও সমাজে সাধু প্রকৃতির

আবির্ভাব হইবে, পক্ষান্তরে যাহা অন্যায় এবং দানবী প্রথানুযায়ী ঘটাইলে সমাজের বিশেষ অমঙ্গল, সমাজ দানবের—পিশাচের লীলাক্ষেত্র হইবে, তাহা শত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও—এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও সর্ব্বকালে যথাশাস্ত্র কর্ত্তব্য। হিন্দু ইহা জানেন, আর্য্য ঋষিগণ হিন্দুকে এই কথা বুঝাইয়াছেন, সমাজ এত অধঃপতিত হইলেও এই ভাবে বিভোর আছে, তাই এখনও হিন্দুর কন্যার বিবাহে এত গোলমাল, এত দেখা শুনা।

পাশ্চাত্য ক্রূর শ্লীলবাদের ঘোরে পড়িয়া এখন আমরা পবিত্র পরিণয়-ব্যাপার কুৎসিত চক্ষে দেখিয়া থাকি। যাহাদ্বারা সৎপুত্র জন্ম লইবে, সুতরাং যাহা হইতে সমাজে সাধুতার স্রোত অবাধে প্রবাহিত থাকিবে, যাহার জন্য বংশ উজ্জ্বল, দেশ উজ্জ্বল হয়, এবং যাহা কত কষ্টের—কত যত্নের—কত তপস্যার ধন যাহার প্রসাদে সমাজে ও দেশে চিরস্থায়ী থাকিবে, সেই পরিণয়-ব্যাপার কুৎসিত কামের ও লালসার চক্ষে দেখিয়া আমরা সকল মাটি করিয়া ফেলিয়াছি। হিন্দু কামপত্নী গ্রহণ করেন না। হিন্দুর পত্নী সাধুপুত্রের জন্য; হিন্দুর সংসার কেবল ধর্ম্ম 'আচরণের জন্য। বিলাতের বিলাসের বাতাস দেশে প্রবাহিত করিয়া কেন এ পবিত্র যজ্ঞভূমিকে আমরা নষ্ট করিতেছি? সকলেই জানেন যে সমাজে অধিক সাধু জন্ম গ্রহণ করিলে সমাজের বিশেষ মঙ্গল। কিন্তু কেবল উপদেশ দিলে, কেবল বক্তৃতা ঝাড়িলে, কেবল প্রবন্ধের শিলাবৃষ্টি করিলে কখনই লোক সাধু হয় না। জন্মের সহিত সাধুতা গাঁথা থাকা চাই; পিতা মাতা সাধ্বী-প্রকৃতিযুক্ত হওয়া চাই; গৃহদ্বার সাধুতার ~~বিমল~~ জ্যোৎস্নায় আলোকিত হওয়া চাই; তবে বালক সাধু হইবে, তবে তাহার প্রকৃতি কাচের ন্যায় নির্ম্মল হইবে। বালক মাতৃস্তন্যের সহিত সাধুতার পীযূষধারা গ্রহণ করিবে, মাতৃমুখে কেবল স্নেহ পাইবে, পবিত্র ভালবাসার গালভরা হাসি খুঁজিবে, পিতামাতার ব্যবহারে স্বর্গীয় ভাবের বিকাশ দেখিবে—তবে সে সাধুভাব পূর্ণ হইবে।

আর্য্য ঋষিগণ জন্মবাদের এই গুহ্য মর্ম্ম অবগত ছিলেন, তাই কন্যার পিতার উপর গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন। লোহের পুনঃ পুনঃ সংস্কার অসম্ভব; মন্দ হইলেও পুরুষের প্রকৃতির উন্নতি এবং পুষ্টি হইতে পারে। কিন্তু স্ত্রী-প্রকৃতি—যাহা ক্ষীরসম পবিত্র অথচ সুকুমার, যাহা এক বিন্দু

অম্ল সংযোগে বিকৃত হইয়া যায়, তাহাকে অতি যত্নে—অতি সাবধানে রক্ষা করিতে হইবে। কন্যা সৎপাত্রস্থা হইলে সে দেবী—জগন্মাতা, স্বরূপিণী। কন্যা পাষণ্ডের অঙ্কশায়িনী হইলে, সে দেবী হইলেও পিশাচী—রাক্ষসী। এক কন্যা হইতে সহস্র সংসার নষ্ট হয়,—সহস্র মুখে নরকের হলাহল উদ্গীর্ণ করে। আবার সীতা-সাবিত্রীর ন্যায় কন্যা ত্রিভুবন ধন্য করিয়া থাকে। এই সকল কারণেই হিন্দুর কন্যার বিবাহ দুঃসাধ্য। হিন্দু কেবল দেখিবে না যে, শ্বশুরগৃহে কন্যার নিমিত্ত যাবৎ বিলাসের উপকরণ প্রস্তুত আছে কি না, সে স্বচ্ছল ও স্বচ্ছন্দে আছে কি না; দেখিবে না যে, কন্যা কেবল সালঙ্কৃতা—চীনাম্বরা—সোহাগিনী; দেখিবে না যে, কন্যা স্বামীর কেবল বিলাসের—রঙ্গের—রসের উপাদানমাত্র। পরন্তু হিন্দু দেখিবে, কন্যা সৎপাত্রস্থা, সৎকুলে ন্যস্তা, সাধুভাবে শিক্ষিতা; হিন্দু দেখিবে যে, কন্যা স্বামীর ধর্ম্মের কর্ম্মের—পুণ্যের সঙ্গিনী,—স্বামীর সহধর্ম্মিণী। ইহার জন্য যদি দারিদ্র্যকেও আলিঙ্গন করিতে হয়, তাহাও হিন্দুর স্বীকার্য্য। কিন্তু সে ভাব এখনও আছে কি? এখনও কি হিন্দু পিতা সাধু পাত্রের, প্রকৃত কুলীন পাত্রের খোঁজ করেন? সে ভাব নাই, সে খোঁজ যথারীতি হয় না, তাই না হিন্দুর কন্যার বিবাহে এত বিভ্রাট; তাই না হিন্দুপিতা সর্ব্বস্ব পণে কন্যাদান করিয়াও পশুকে—পিশাচকে জামাতা বোধে পূজা করিতেছেন? তাই না আজ এত গণ্ডগোল; এমন দেশব্যাপী অস্ফুট অথচ হৃদয়বিদারক "হাহা" ধ্বনি! তাই না এখন গৃহস্থের গৃহে কন্যা ভূমিষ্ঠা হইলে সকলের মুখ মলিন হয়, এমন কি, স্নেহময়ী মাতারও চক্ষে বিষাদের তপ্ত বারি-বিন্দু ফুটিয়া বাহির হয়! নিজেদের বুদ্ধির দোষে, শিক্ষার দোষে সে ধর্ম্মপ্রাণ কর্ত্তব্যপূর্ণ সমাজকে আমরা পায়ে ঠেলিয়াছি; বিলাসের ও ব্যসনের বিষম বায়ু সঞ্চালন সমাজ শরীর উষ্ণ করিয়াছি; এখন তাহার ফল ভোগের সময়। নিজেদের বুদ্ধির বড়াই আর না করিয়া—সমাজকে গালি না দিয়া, এখন জ্ঞানের, পবিত্রতার এবং ত্যাগের শীতল সলিল-সিঞ্চনে সকল শান্ত করিতে হইবে। বলাবলি—আঁটা-আঁটির হুজুগে কাজ নাই, এ মহাবিপদের সময় ধীরভাবে, স্বার্থ ভুলিয়া কার্য্য করিলে সকল দিক্ বজায় থাকিবে। তবে একবার দেখা কর্ত্তব্য, কি প্রকারে আমা-

দের এমন দুরবস্থা হইয়াছে—কন্যার বিবাহ এমন ব্যবসাদারী ব্যাপার হইয়াছে।

মন্বাদির কাল হইতেই দ্বিজাতিগণমধ্যে "ব্রাহ্ম-বিবাহের" খুব প্রশংসা চলিয়া আসিতেছে। নিষ্ঠাবান্ বৈদিক ব্রাহ্মণমাত্রেই ব্রাহ্ম বিবাহ করিতেন। ইহাতে কন্যাকে যথাশক্তি সালঙ্কৃতা করিয়া, যথোপযুক্ত দক্ষিণাসমেত পাত্রসাৎ করিতে হয়। হিন্দুসমাজে পুত্রকন্যা পিতার সামগ্রীর মধ্যে গণ্য, তিনি ইচ্ছা করিলে বেচিতে পারিবেন, রাখিতে পারিবেন। যতদিন পিতৃ-কর্ত্তৃত্বের অধীনে পুত্রকন্যা থাকিবে, ততদিন তাহাদের উপর অন্য কাহারও অধিকার নাই। সুতরাং বিবাহ-সংস্কার করিতে হইলে প্রথমে কন্যার পিতা কন্যাদান করিবেন ও প্রতিগৃহীতা সেই দান গ্রহণ করিবেন। কন্যার উপর পাত্রের স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে, কন্যা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনা হইবে, তবে তিনি তাহার সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারিবেন। প্রথমে পিতার সংসার হইতে কন্যাকে বরের সংসারজাৎ হইতে হইবে, তবে তাহার বিবাহ। তাই হিন্দুর চক্ষে কন্যাদান এক উৎকৃষ্ট এবং প্রধান দান। বিশেষতঃ পাত্রবিশেষে দান করিতে পারিলে দান কার্য্যের উৎকর্ষতা সম্পাদন হয়, প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় হয়। বিবাহ পিতা দেন না, বিবাহের কর্ত্তা বর, এবং বিবাহের সামগ্রী পাত্রী। কাজেই অগ্রে দান সিদ্ধ হওয়া চাই, প্রতিগৃহীতার সানন্দে কন্যা গ্রহণ করা চাই, তবে তাহাদের বিবাহ। এই কারণে হিন্দু পিতা কন্যা-দানের জন্য সৎপাত্র খুঁজিতে এত ব্যস্ত হয়েন। যেহেতু যথাশাস্ত্র কন্যাদান করিতে পারিলে তাঁহার ইহকাল এবং পরকাল রক্ষা হয়। ফলে যে দেশে সৎপাত্রের এত আবশ্যক—এত আদর, সে দেশে উহার গৌরবও অধিক। টাকা আনা পাই হিসাবে উহার মূল্যও খুব অধিক হইবে।

মহারাজ আদিশূরের আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশাবতংসগণ সাধু ছিলেন এবং কুলে শীলে ধন্য ছিলেন। এই জন্য তাঁহাদিগকে কন্যাদান করিতে তখন লোকে লালায়িত হইত। যাহারা ধনী অথচ ব্রাহ্মণাংশে নিম্ন, তাহারা তাঁহাদিগকে মান-মর্য্যাদার সহিত আহ্বান করিয়া কন্যাদান করিতেন এবং বিবাহের পর কন্যাকে নিজগৃহে রাখিয়া তাহার পুত্রাদিকে লালনপালন করিতেন। ক্রমে দৌহিত্র এবং ভাগিনেয় পালন করা দেশের প্রথা হইয়া উঠিল। জামাতাগণও নির্বিঘ্নে শাস্ত্রালোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুখের বাতাসে

পবিত্র প্রকৃতি অচিরে মলিন হইয়া যায়; স্বামীগৃহে গৃহিণী না হইয়া, পিতার আদরের মেয়ে থাকিয়া তখনকার স্বাধীনা বিলাসিনী হইয়া উঠিলেন, বিশেষ স্পর্দ্ধিতা এবং সাহঙ্কারাও হইলেন। পক্ষান্তরে কুলীনপুত্রগণও সুবিধা দেখিয়া বহুবিবাহ আরম্ভ করিলেন। যে গুণ ব্যক্তিগত ছিল এবং তজ্জন্য মর্য্যাদার সামগ্রী ছিল, তাহা কেবল কুলগত বংশগত—হইয়া মহা অনিষ্ট উৎপাদন করিতে লাগিল। ফলে যে সকল সংসার কুলীন এবং মহামান্য কেবল তাঁহাদের পুত্র-সকলের বিবাহ হইতে লাগিল। তাহারা কেহ কেহ শতাধিক বিবাহ করিল। অন্য দিকে বংশজ ও শ্রোত্রিয়গণের পুত্রকন্যার বিবাহ হওয়া খুব কঠিন হইয়া পড়িল। এই সময়ে দেবীবর ঘটকের আবির্ভাব। তিনি দেখিয়া শুনিয়া থাক ও পালটী ঘর বাঁধিতে লাগিলেন। যে যাহার পাল্টী, সে সেই ঘরেই পুত্রকন্যার বিবাহ দিবে এবং সকলকেই বাঁধা গণপণে বিবাহ করিতে ও দিতে হইবে। ইহাতে বাঙ্গালা সমাজের তাৎকালিক খুব সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু পরে যখন বংশ-বিশেষের পাল্টী ঘর কমিয়া যাইতে লাগিল, তখন সেই সকল বংশের কুলীন কন্যাগণের বিবাহ হওয়া দুষ্কর হইল। তাহার পর নিকষ কুলীন ভঙ্গ করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইল। বংশজ সাবর্ণচৌধুরী, মজুমদার, ঘোষাল এবং কেশরকণিগণ টাকার লোভ দেখাইয়া কুলীনের কৌলীন্য ভাঙ্গিতে লাগি-লেন। সঙ্গে সঙ্গে দৌহিত্র পোষা, ভাগিনেয় পালন করার বিভ্রাট ও আসিয়া পড়িল এবং আবার বহুবিবাহের দুর্গন্ধও দেশময় ছাইয়া পড়িল। পশ্চিম ও মধ্যবাঙ্গালায় এখন খুব অল্প ব্রাহ্মণ কুলীন-বংশ আছে, যাহাদের পিতৃস্থানের খোঁজ পাওয়া যায়, সকল কুলীনেরই মাতুলাশ্রয়ে বাস। তখন বহুবিবাহ এবং তজ্জনিত অত্যাচার ছিল বটে তবে দানের সময়ে সেই অষ্টাদশ মুদ্রার অধিক গণ ও পণ কাহাকেও দেওয়া হইত না। তখন গরিব-দুঃখী নিজ পেট কাটিয়া আত্মীয়দের খাইতে দিত। একেবারে সহস্র সহস্র মুদ্রা কাহাকেও দিতে হইত না। হাতে পায়ে ধরিলে সে কালে দরিদ্রের কার্য্যোদ্ধার হইত, এখন তাহা হয় না।

অনন্তর ইংরাজের আমল হইল। রাজ্য সুশাসানের জন্য তিনি বাঙ্গালার চাকুরীর সিংহদ্বার খুলিয়া দিলেন। যে ইংরাজীভাষা শিখিল, আইন কানুন জানিল, তাহারই চাকুরী হইল। এবং ইংরাজী শিক্ষার গুণে লোকে ধীরে ধীরে

বহু বিবাহ ত্যাগ করিল ! কিন্তু সমাজে সে ধর্ম্মভাব রহিল না, সে সাধুর ও "কুলীনের" মর্য্যাদা রহিল না, সদ্বংশ সৃষ্টি করিবার জন্য সে প্রয়াস থাকিল না; লোকে কেবল অর্থ ও রাজমর্য্যাদা দেখিতে লাগিল। যাহারা কেবল চাকুরে ও রাজার কাছে পদস্থ, তাহাদের মান্য বাড়িল, আদর হইল এবং তাহাদের বংশজগণ সুপাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তবে যাহাদের এই সকল পাশ্চাত্য গুণরাশি থাকিয়া সেই সঙ্গে পুরাতন কুলীন ঠাকুরদের বংশগন্ধ আছে, তাঁহারা বিশেষ সম্মানিত হইলেন। কাজেই বিবাহ-বাজারে তাহাদেরই দাম খুব চড়িয়া গেল। যে সামগ্রীর দেশে আদর হইবে, তাহার যদি যথোপযুক্ত আমদানী না হয়, তাহা হইলে উহার মূল্য খুব অধিক হয়। সকলের ছেলেই কিছু এম-এ বি এ পাশ করিতে পারে না, সকলেই কিছু ডিপুটী কালেক্টার হয় না। সুতরাং যাঁহার পাশ করা, চস্‌মা-পরা, উকীল অথবা ডিপুটী জামাতা করা দরকার, তাঁহাকে অগত্যা এখন খুব অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। আজগুবী সামগ্রী চাহিলে সকলেই আজগুবী দাম দিতে বাধ্য; ইহাতে কাঁদা কাটা করিলে, ভীরুতা প্রকাশ পায়, লোকে নীচ-হৃদয় বলে। এখন ত আমরা কেবল সুব্রাহ্মণের শাস্ত্রজ্ঞ পুত্রকে জামাতা করিতে চাহি না। যাহারা যোত্রবন্ত, ধনধান্যপূর্ণ, যাহাদের বাটীতে মেয়ে দিলে সে দুই মুঠা পেট ভরিয়া দুই বেলা ভাত খাইতে পারিবে, মোটা কাপড় পরিবে এবং সানন্দে সঙ্গিনীদের সহিত গৃহস্থালীর কার্য্য-কর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিবে, তাহার হিষ্টিরীয়া হইবে না, হৃদ্‌রোগ হইবে না, প্রসবকালীন ডাক্তার ও ধাত্রী আনিতে হইবে না, সুস্থ ও সবলকায় থাকিয়া সুস্থ ও সবলকায় পুত্র কন্যা প্রসব করিবে, এ সকল ত আমরা এখন চাহি না! আমরা চাহি যে, আমাদের কন্যা ল্যাভেণ্ডার-পমেটম-লিপ্তা, সদা বিনামা-বয়নে অনুরতা, অথবা নাটক নভেলের বিলাস বিভ্রম ব্যসনপ্রসঙ্গ-পূর্ণ ব্যাপার সকল পাঠে অনন্যমনা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্ত্রপরিধানা এবং সদা রূপযৌবন-বিকাশ চেষ্টাপরায়ণা, নানারোগ-সঙ্কুলা, শিশু-সন্তান-মরণশোক-সন্তপ্তা, ব্রতনিয়মশূন্যা, পতিসেবাবিচ্ছিন্না হইয়া পতিগৃহে বাস করিতে থাকুক। আমরা চাহি যে, আমাদের কন্যার কেবল অলঙ্কারের ভার বাড়িতে থাকুক, বস্ত্রের বোঝা বিপুলতর হইতে থাকুক, এবং সে সংসার-ধর্ম্ম ভুলিয়া জামাতার কেবল

বিলাসিনী—রঙ্গিণী কামিনী মাত্র হইয়া থাকুক। পিশাচের পদ পাইবার জন্য আমরা প্রয়াসী, পিশাচের ব্যবহার করিতে কেন পশ্চাৎপদ হই?

সে কালের বিবাহ-পদ্ধতি হইতে যে বর্ত্তমান বিবাহ-প্রথা পৃথক, তাহা নহে—রীতি নীতি একই আছে, কেবল ব্যবহারের বিকৃতি হইয়াছে এবং আমাদের প্রকৃতি দূষিত হইয়াছে মাত্র। দাতা দান করিবে পুণ্যের জন্য, সামাজিক কর্ত্তব্য পালনের জন্য, তবে প্রতিগৃহীতা যে এত বড় গুরুভার ঘাড়ে লইবে, সে কি কেবল দাতার খাতিরে? আজকাল প্রতিগৃহীতা বলিবে কন্যাকে সালঙ্কৃতা করিয়া, দক্ষিণাস্বরূপ কিছু অধিক মুদ্রা দিলে তবে দান গ্রহণ করিব।" অগত্যা নিজ কন্যাকে বিবাহ-সংস্কারে সংস্কৃতা করিতে হইলে হিন্দু পিতা ব্যয়ভার সহ্য করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বিবাহই হিন্দুকন্যাগণের একমাত্র সংস্কার, এ সংস্কারে সংস্কৃতা না হইলে হিন্দুর দৃষ্টিতে কন্যার জন্মই বৃথা হয়। এতদ্ব্যতীত মনুষ্যের ত পুত্র এবং কন্যাই হইয়া থাকে। এই যে এত পরিশ্রম, এত গোলামী কেন?—কিসে পুত্র কন্যা পরিবার সুখে থাকে, সেই চেষ্টার জন্যই ত? তাই সৎপাত্রস্থা করিতে হইলে, কন্যার পরিপালনভার জন্মের মত ঘাড় হইতে নামাইতে হইলে, কন্যাদানের সময়ে কন্যাকে কিঞ্চিদধিক অর্থ দিতে অনেকেরই বাসনা হয়। মূর্খ মদ্যপ পুত্রের জন্য আজন্ম সঞ্চিত তাবৎ অর্থরাশি লোকে রাখিয়া যাইতে পারে আর সুশীলা লক্ষ্মীকন্যার সদুপায় করিতে কেবল অর্থব্যয় জন্য কেন সকলের হৃদয়ে এত ব্যথা হয়? সেকালেও লোকে চিরজীবন দৌহিত্র ও ভাগিনেয় লইয়া ঘর-সংসার করিত, জমীজমা দিত, বহুপোষী হইয়া সমাজে দশজনের একজন হইত। এখন তেমন করিতে আমরা কুণ্ঠিত হই কেন? কারণ আমাদের আর সে মিতব্যয় নাই, সুতরাং দশপোষী হইবার বাসনা নাই, সে কষ্ট-সহিষ্ণুতা নাই, সে আত্মত্যাগও নাই। আমরা নিজেই অঘোর বাবু, মহা-বিলাসী, সুতরাং অপরিমিতব্যয়ী ও দূরদর্শনশূন্য। দায়ে পড়িয়া একেবারে অধিক টাকা দিতে তাই আমাদের গায়ে লাগে। এতদ্ব্যতীত এখন আমাদের কেবল চাকুরী ভরসা; আমরা ভূমিশূন্য অথচ বাবুয়ানী-পূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রীপত্রও দারুণ মহার্ঘ্য, আমাদের যত্র আয় তত্র ব্যয়। পরিণামে আমাদের ঋণজালেও জড়িত থাকিতে হয়। যাহারা পাশ, করা জামাতা চায় না, গ্রামের যোত্রবন্ত—লক্ষ্মী-

ধর্ম্মের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে চাহে, তাহাদের কন্যার বিবাহে এত বিভ্রাট নাই। এই যে একটা দেশব্যাপী বিষাদের বিরাট রোল উঠিয়াছে, ইহা কেবল শিক্ষিত চাকুরে এবং উকীল বাবুদের দল হইতেই প্রধানতঃ উত্থিত হইয়াছে। যাহারা এই বাবুদের নকলে চলেন, তাঁহারাও এই বিষের জ্বালা সহিয়া থাকেন। দোষ আমাদেরই, দেশের নহে, সমাজেরও নহে। যে বিরাট হিন্দু-সমাজ সাগরের স্থায় পড়িয়া আছে, যাহার ফেণের ন্যায় শিক্ষিত-বাবুগণ ফুলিয়া ফুলিয়া চারি দিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, সেই সমাজের অঙ্গে যে বিশেষ কিছু কালিমার দাগ পড়িয়াছে, তাহা ত আমাদের বিশ্বাস হয় না। তবে দেখিতেছি, ফেণের চারিদিকেই যত আবর্জ্জনা আসিয়া জুটিয়াছে।

এখন দেখা যাউক, রাজা এই প্রথা সংস্কার করিতে কতদূর সক্ষম এবং অধিকারী। রাজা বিদেশী এবং বিধর্ম্মী, সুতরাং রাজ্যের মঙ্গল হেতুও চিরকাল বিজেতার আসনে বিরাজ করিবার বাসনা জন্য, রাজা চতুর হইলে কখনই প্রকৃতিপুঞ্জের ধর্ম্মের ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। কুশলী ইংরাজ-রাজ প্রকাশ্যত তাহা কখন করেন না এবং ভবিষ্যতে বোধ হয় কখনও করিবেন না। পক্ষান্তরে বিজিতের সমাজ শৃঙ্খলা যতই শ্লথ এবং শক্তিশূন্য হইবে, ততই রাজার প্রভুশক্তি দৃঢ়তরভাবে প্রজার উপর প্রতিষ্ঠাপিত থাকিবে। হিন্দু সমাজকে আল্‌গা করিতে হইলে এক বিবাহ-প্রথার উপর ঘা মারিলেই হইল। ইহার জন্য চেষ্টা করিতে রাজা ত্রুটি করেন নাই, করিবেনও না। এতৎপ্রতি প্রথম চেষ্টা হয় সতীদাহ প্রথা বন্ধ করিয়া। আমরা বলি না যে সতীদাহ প্রথা শাস্ত্রসম্মত হইলেও বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত থাকা সম্ভব, সুতরাং যাহা চলা অসম্ভব তাহা যে উঠিয়াছে ভালই হইয়াছে। তবে ইহা অবশ্যই বলিব যে, যে অপায় নিবারণ জন্য তৎকালে সতীদাহ প্রচলিত ছিল, তাহা না সমাজ না রাজা দূর করিলেন? আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশে অত্যধিক কন্যা জন্মগ্রহণ করে, এবং স্ত্রীমৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা অধিক। ফলে বালবিধবা প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরেই আছে। আবার আমাদের গৃহে আর সে শিক্ষাও নাই, সে সংযম নাই, অথচ রক্তমাংসের জবরদস্তি বেশ আছে। সুতরাং বৈধব্য যে অসতীত্বের আবাস হইবে, তাহাতে

আশ্চর্য্য কি? তা-ছাড়া যে দেশে কুমারী-বালিকারই বিবাহ হওয়া দুষ্কর, সে দেশের বিলাসী ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকগণ যদি নিশিদিন যুবতী-বিধবাকে লালসার চক্ষে দেখিতে থাকে, তাহা হইলে সমাজে আর কতদিন ধর্ম্ম বজায় থাকিবে? রাজা রাজবুদ্ধিতে এইটুকু বুঝিয়াছিলেন, তাই বিধবা বিবাহ আইন প্রকটিত হইয়াছিল। পরন্তু সমাজের সমক্ষে এখনও সতীত্বের এক খুব উচ্চ আদর্শ আছে, যাহা আর জগতের কোন দেশে নাই, তাই সমাজ এ আইন পায়ে ঠেলিল। বিধবা-বিবাহ চলিল না, অথচ যুবতী বিধবার সে সংযম-শিক্ষাও হইল না—সংসার পিশাচের নৃত্যস্থান হইল। ইহার উপর পাশকরা পুত্রের বাজার বড় চড়া। পুত্রের পিতা পুত্রকে পাশ করাইতে লাগিলেন, পুত্র পঞ্চবিংশতি বয়সের কুমার হইয়া বিবাহ-বাজারের মহামণি স্বরূপ রহিল। তাহার বালিকা পছন্দ নহে, যোগ্যাও নহে, সুতরাং অত্যাচার হইতে লাগিল। রাজা "সম্মতি আইন" পাশ করিলেন। আইনের ভয়ে এখন কন্যাকে কিশোরী না করিলে বিবাহ হয় না। আবার হিন্দুর হৃদয়ে এ সংস্কার গাঁথা যে, আদ্য ঋতুর পূর্ব্বে কন্যকা অবস্থায় কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে। যিনি যত বড়ই ইংরাজী নবীষ হউন না কেন, কেহই এ সংস্কার ছাড়াইয়া সহজে যাইতে পারেন না। কাজেই কন্যার বিবাহ একটা বিভ্রাটের ব্যাপার হইয়াছে। ইহার পরে যদি রাজা নিয়ম করিয়া বিবাহের পণ-পণ উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে ফল এই হইবে যে সহজে কালো মেয়ের বিবাহ হইবে না; এবং কেবল অর্থের লোভ দেখাইলে হইবে না, রূপের ও যৌবনের লোভ দেখাইয়া জামাই ধরিতে হইবে। ফলে দেশে স্বৈরাচার এবং গান্ধর্ব্ব বিবাহ-ব্যাপার প্রচলিত হইবে। কারণ, পিতা মাতা দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ দেন বালক-বালিকার; কিন্তু যখন কিশোর-কিশোরীর বিবাহ হইতে আরম্ভ হইবে, তখন পিতামাতার পুত্রের উপর এবং স্থানবিশেষে কন্যার উপরও কোন জোর বা আধিপত্য থাকিবে না। এখন আমাদের দেশে বিলাসের ঢেউ বহিতেছে; ধর্ম্মজ্ঞান নাই, কর্ত্তব্যবুদ্ধি নাই, বিবাহের সে আদর্শও নাই। অতএব হয় লোককে টাকার লোভ দেখাইয়া কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, নচেৎ কন্যার যৌবনের ও রূপের ঝলকে যুবককে মুগ্ধ করিতে হইবে। পরিণামে আমাদের সোণার দেশে, ধর্ম্মের ঘরে যুবতী-বিবাহ প্রচলিত হইয়া, স্বাধীন প্রেমের

ফোয়ারা ছুটাইয়া সবই দানবের নৃত্য ক্ষেত্র করিয়া তুলিবে; হিন্দুয়াণীর ও হিন্দু সমাজের মূলে সজোরে কুঠারাঘাত করা হইবে।

রাজা শক্তিমান্, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী এবং ইচ্ছাময়। আমাদের রাজশক্তির বিরুদ্ধে ও রাজার ইচ্ছার বিপরীতে কোন কথা বলা অন্যায় এবং বলিলেও ফল হয় না। তবে রাজা আমাদের যাহা শিখাইয়াছেন, যেরূপ মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে অধিকার দিয়াছেন, তাহারই দোহাই দিয়া আমরা দুই একটি কথা বলিব; নিজদের জন্য বলিব এবং রাজার মঙ্গল কামনা করিয়াও বলিব। সুধী রাজা প্রজার ইচ্ছা শক্তির বিরুদ্ধে কখনই কার্য্য করিবেন না। যে ইচ্ছা-শক্তি পরিচালনে অন্যের অনিষ্ট হইতে পারে, অথবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমাজের অনিষ্ট হইবে, তাহার প্রতিরোধ রাজা অবশ্যই করিবেন। তবে যে ইচ্ছায় আমার নিজ অনিষ্ট কথঞ্চিৎ হইতে পারে, তাহা কখনই রাজা বন্ধ করেন না। রাজ-শক্তি দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের রক্ষা করিতে প্রয়োজিত হইবে। কিন্তু সৎশিক্ষা দিতে, সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য সৎকর্ম্মে জোর করিয়া প্রবৃত্তি দিতে রাজা পারেন না। একজন সুরাপান করিয়া উচ্ছিন্ন হইবে, তোমার আমার কি, রাজা কি করিতে পারেন? অন্যে বিবাহ করিবে না—টাকা না পাইলে বিবাহ করিবে না, তাহাকে রাজা কি বলপ্রকাশ করিয়া বিবাহ দিতে পারেন? যদি প্রজাকে উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে রাজশক্তির প্রতি-দ্বন্দ্বী হইয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে দেশে রাজভক্তি থাকে না; বিরাগের তুষানল ধীরে ধীরে লোকের হৃদয় অধিকার করিবে। একে ত রাজা বিধর্ম্মী—বিদেশী, আমাদের জন্য সমবেদনাশূন্য, তাহার উপর যদি এমন করিয়া তিনি সংসার-কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে ফল বিষম হইবে। হয় ত রাগের মুখে, প্রতিশোধের তাড়নে লোকে বিবাহ কার্য্য বন্ধ করিবে, দেশ অনূঢ়া যুবতীতে পূর্ণ হইবে,—স্বেচ্ছাচারের মহাপঙ্কে ডুবিয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত লোকে মিথ্যাবাদী—প্রবঞ্চকও হইবে; প্রকাশ্যতঃ আইনে বাঁধা টাকা লইয়া সকলেই পুত্রের বিবাহ দিবে, পরন্তু গোপনে গোপনে মোচড় দিয়া বৈবাহিকের নিকট হইতে অধিক টাকা আদায় করিবে। যে হেতু, হিন্দু স্ত্রী সম্পূর্ণ স্বামীর উপর নির্ভর করে, তাহার সুখ-দুঃখ, আমোদ আহ্লাদ সবই স্বামীর আয়ত্তাধীন। বিশেষতঃ

হিন্দুপুত্র অসাধারণ পিতৃমাতৃভক্ত, সে পিতামাতার সন্তুষ্টি সম্পাদন জন্য অনায়াসে স্ত্রীকে ঘৃণা, অবজ্ঞা, এমন কি ত্যাগ করিতেও পারে। ইহার জন্য সমাজে নিন্দা হয় না, বরং স্ত্রীকে অধিক মাত্রায় আদর-খাতির করিলে লোকে নানা কথা কহে। কাজেই কন্যার পিতা প্রাণের দায়ে—কন্যার শুভকামনায় গোপনে টাকা গুজিবেনই। আইনের মহদুদ্দেশ্য পরাভূত হইবে।

আমাদের বিশ্বাস আছে যে, বিদেশী রাজা আমাদের ধর্ম্মবিষয়ক এবং সমাজ-সম্বন্ধীয় আইন প্রকটিত করিতে পারেন না। তেমন আইন করিলে তাহার অসদ্ব্যবহার হইবে, কখনও নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উহা প্রয়োজিত হইবে না। কেবল পুলিশের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রসারিত হইবে, এবং শত্রুতা সাধন জন্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইবে। দেশের লোকের প্রকৃতি নীচ হইলে, দেশের লোক মূর্খ এবং স্বার্থান্ধ হইলে রাজা কি কখনও শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়া তাহার সংশোধন করিতে পারেন? আমাদের মূর্খতা, তাই রাজার কাছে সমাজ-শাসনের জন্য শক্তি প্রার্থনা করিতেছি, রাজাকে সমাজের অধিষ্ঠাতা করিতেছি। এই যে বিবাহের ব্যঙ্গ-বিভ্রাট, ইহা ত আমাদের নিজকৃত দোষ! সকলেরই পুত্রকন্যা আছে; কন্যার বিবাহে অপমানিত এবং হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া, পুত্রের বিবাহ দিয়া সুদে আসলে আদায় করিতে সকলে চাহে। সুতরাং প্রতিশোধ-প্রণোদিত বুদ্ধি বাঙ্গালী ইহা নিবারণের চেষ্টা কখনও স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া করিবে না। সমাজে একটা আন্দোলন হইলে তজ্জনিত একটা সামাজিক অপমান এবং ন্যূনতা বোধ হইলে লোকে এ পুত্র-বিক্রয়-ব্যবসা ত্যাগ করিবে। বিশেষতঃ এ সব বিষয়ে আইনের ফাঁকে রাজাকে প্রবঞ্চনা করিতে বাঙ্গালী খুব পটু। সুতরাং নূতন আইন করিয়া প্রবঞ্চনার নূতন পথ পরিষ্কার করা হইবে মাত্র। এতদ্ব্যতীত ইংরাজ রাজ স্কুল কলেজে যে "Principles of Legislation" আমাদিগকে শিখাইতেছেন, তাঁহার হার্বার্টস্পেন্সার সাভিনী, আদি মহাবিজ্ঞ আইনতত্ত্ববিদ্গণ, আইন প্রকটনের যে ব্যবস্থা ও নীতি প্রকাশ করিয়াছেন তদনুযায়ী বিচার করিলেও এমন আইন বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। প্রজাবৃদ্ধিতে রাজার খুব স্বার্থ আছে, কৈ ফ্রান্সের সাত আনা লোক বিবাহ না করিলেও রাজা কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না।

কেন? প্রজার অতি-বৃদ্ধিতেও বিদেশী রাজার ক্ষতি ও ভবিষ্যৎ আশঙ্কা আছে, ভারতবর্ষেও খুব প্রজাবৃদ্ধি হইতেছে, কৈ আইন করিয়া রাজা আমাদের বিবাহ বন্ধ করিতে পারেন কি? প্রজার স্বাধীন চেষ্টা ও সৎ ইচ্ছার উপর রাজা হস্তক্ষেপ করিবেন না, করিতে সহজেও পারেন না। তবে জানি না, আমাদের ভাগ্যধর লাট মহালাট—মহাশয়গণ কোন্ ফাঁকে এই "ঔদ্বাহিক আইন" চালাইতে চাহেন। আইন হইলে উহাও যে "মরা অক্ষর" (Dead Letter) বৎ নির্জ্জীব হইয়া ব্যবস্থা-পুস্তকের অঙ্গ ভারাবনত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল জন কয়েক স্বার্থপর এবং প্রখ্যাতিপিপাসু আইন আইন করিয়া ক্ষেপিয়াছেন, তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। সেই সন্দেহেই বোধ হয়, রাজা এ বিষয় এত নাড়া চাড়া করিতেছেন।

বৈদেশিক রাজার শাসনে যে হিন্দু সমাজ পরিচালিত হইতে পারে না, কখনই যে হইবে না, তাহা বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে হইলে, হিন্দুকে নিজের হাতে নিজের সমাজ চালাইতে হইবে। আমাদের যেমন শিক্ষা ও ধারণা, আমরা যাহা ভাল বাসি ও করিয়া থাকি, সকলই ইংরাজের শিক্ষার বিপরীত এবং ইংরাজ বুদ্ধিতে অকর্ত্তব্য। সুতরাং আমার সমাজের শাসনভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইলে তিনি নিজের শিক্ষা ও ধারণামত কার্য্য করিবেন। হিন্দু সমাজ অধঃপাতে যাইবে। আইন করিতে হইলে ব্যয়, বয়স, কিম্বা প্রবৃত্তির উপর শাসনদণ্ড চালাইতে হইবে। তিনি ব্যবস্থা করিতে পারেন যে, কেহ ৫০০৲ টাকার অধিক কন্যার বিবাহে ব্যয় করিতে পারিবে না; অথবা কন্যার পিতা কন্যাকে যে অলঙ্কার এবং যৌতুক দিবেন, তাহার দ্বিগুণ যৌতুক বরের পিতাকে দিতে হইবে। উত্তরে, পুত্রের পিতা এমন আইন হইলে, বলিবেন যে তাঁহারা ত পুত্রের বিবাহের কর্ত্তা নহেন, বিবাহকার্য্য বর কন্যা নিজেরাই করিয়া থাকে, সুতরাং বিবাহকালে পুত্রকে নির্দ্ধার্য্য যৌতুক দিতে তিনি বাধ্য নহেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল লোকের কন্যা কালো এবং কুৎসিত তাহারা "মেয়ে পার" করিবার জন্য দুই পক্ষেই টাকা খরচ করিতে বাধ্য হইবেন। নিজে যাহা দিবেন, তাহার দ্বিগুণ বরের পিতাকে গোপনে দিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়া বাহাদুরী লইবার সাধ অনেক হিন্দু পিতার মনে জাগরুক থাকে। নূতন আইন হইলে পশ্চিমের লালা এবং ছত্রিদের মত বাঙ্গালায়ও আমাদের মধ্যে দোতরফা খরচের স্রোত বহিবে। আমাদের দেশে কেবল কন্যার পিতা হইলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; বিহারে ও অযোধ্যা প্রদেশে পুত্রের পিতা হইলেও সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। তাই মনে হয় এই কলিকাতার মল্লিক, ঘোষ, ঠাকুর মহাশয়েরাই নিজেদের অর্থ-সম্পত্তি দেখাইবার জন্য, যশের উপর যশের বোঝা চাপাইবার জন্য পুত্রের যৌতুক হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন এবং ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে সমাজের সকলে ইহার অনুকরণ করিবে। ব্রণের উপর বিস্ফোটক ফুটিয়া উঠিবে। এই যে দেওয়া লওয়া, সাজপরিচ্ছদ ইহা ত ব্রাহ্মণ কায়স্থেরমধ্যে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। সুবর্ণ বণিজ মহাশয়েরা ঐশ্বর্য্যশালী হইলেন, বিবাহ উপলক্ষে ঐশ্বর্য্য দশজনকে দেখাইলেন, লোকে তাহা দেখিল, সকলের মনে সাধ হইল, পরিশেষে অনুকরণ করিল। এখন দেশে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। রাজা ইচ্ছা করিলে এমনআইনও করিতে পারেন যে, পুত্রের পিতা কুড়ি বৎসরের অধিক বয়স পর্য্যন্ত পুত্রকে কুমার রাখিতে পারিবেন না। ইহার পূর্ব্বেই পুত্রের বিবাহ দিতে হইবে। তাহা হইলে কন্যার বিবাহ একটু সুগম হইতে পারে। পরন্তু ইহা ইংরাজী শাসন-প্রণালীর মূল নীতির বিরুদ্ধে, সুতরাং এমন নিয়ম ইংরাজ-রাজ্যে বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। কোন কার্য্যে লোকের প্রবৃত্তি আইনের জোরে লওয়ান রাজার সাধ্যাতীত। আইনের দ্বারা ইহা হয় না, শিক্ষার দ্বারা হইতে পারে। এ শিক্ষা রাজার হস্তে ন্যস্ত না থাকিয়া সমাজের হাতে থাকিলে ভাল হয়। বড় লাট ল্যান্সডোন "সম্মতি আইন" বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন যে, "এ আইন যত প্রয়োগ না হউক, ইহার একটা "Edu-cotive infl, uence" থাকিবে, অর্থাৎ এই আইনের ভয়ে লোকে সাবধান হইবে এবং সুশিক্ষিত হইবে। জানি না, এই চারি বৎসরে ইহার কতটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তবে আবার সেই রকম ফাঁকির আইন করিয়া লোকের বিরাগভাজন হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। এতদ্ব্যতীত রাজার উপর পুত্র কন্যার বিবাহভার থাকিলে ভবিষ্যতে আমাদের জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট

কালেক্টরকে ডাকাইয়া কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। তিনি দানসামগ্রী দেখিয়া, ছানলাতলা পরীক্ষা করিয়া গণ পণ হিসাব নিকাষ করিয়া কন্যার বিবাহ সমাধা করিবেন। মন্দ কি?

তাই বলিতেছিলাম, আমাদের সমাজ সংস্কার কেবল সামাজিক মাণ্ডলিক গণ ব্যতীত অন্য কেহ পারিবে না। ইংরাজী অনুকরণে "সমাজ সংস্কারক" সাজিয়া দেশে দেশে বক্তৃতা দিলে ও সমাজ সংস্কৃত হয় না, হইবে না। এবং রাজা আইনের উপর আইনের বোঝা চাপাইলেও সমাজ উন্নত হইবে না; বরং সমাজের অধোগতি ও অবনতি নিশ্চিত। কেবল রাজার ইঙ্গিতে এবং উৎসাহে দশ জন ধনী উপাধিধারী এক স্থানে সমবেত হইয়া বিচার-বিতণ্ডা করিয়া, মন্তব্য সকল কেবলমাত্র পত্রস্থ করিয়া, গৃহে গিয়া গৃহিণীর সহিত পুত্রের বিবাহে দশ হাজার টাকা লাভের স্বপ্ন দেখিলে কার্য্য হইবে না। বাস্তবিকই এমন পবিত্র ভাবে এবং সরল হৃদয়ে কার্য্য করিতে হইবে। এ আন্দোলনে বক্তৃতার উল্কা বর্ষণ করিতে হইবে না। সকলেরই পুত্র-কন্যা আছে; আজ নয় দুই মাস পরে বিবাহ দিতেই হইবে; তখন লোভ ও মাৎসর্য্য ভুলিয়া যথাশাস্ত্র, যথারীতি মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে পারিলে প্রকৃত কার্য্য করা হইবে, এবং সমাজে মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত রহিয়া যাইবে। এত দিনের পর প্রকৃত কার্য্য করিবার, আমাদের হাতে পাতে ধরা পড়িবার সময় আসিয়াছে। আর ফাঁকা আওয়াজ করিলে চলিবে না, বিশ্বাস এবং বিবেকের দোহাই দিলে চলিবে না, কার্য্য করিয়া দেখাইতে হইবে। কিন্তু আমরা পারিব কি? তেমন সমাজ শাসন—তেমন একতা আছে কি? দেশের শিক্ষিত, উকীল, জজ, জমীদার আদি পদস্থ সম্পত্তিশালী লোকে মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে, এ-ত তুচ্ছ বিষয়, এক দিনের কথা, কত মহামহা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইবে কি?

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনুমান হয় যে, কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজকে সংশোধিত করিতে হইলে, ব্রাহ্মণের বিবাহ-ব্যয় কমাইতে হইলে দুই উপায় গ্রহণ করিতে পারা যায়। প্রথম পুরাতন উপায়; আবার পুরাতন পাল্টী ঘর বাঁধিবার ব্যবস্থা করা। বাঁধা পণে ও গণে পাল্টী ঘরে সকলকে পুত্রের

বিবাহ দিতেই হইবে। এ বিষয় সমাজ সকলকে বাধ্য করিবে, রাজা প্রজা জ্ঞান করিবে না। অথবা সর্ব্বগ্রাহী হইতে হইবে—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রিয় ইত্যাদি কোন বিচার থাকিবে না, যে যে-খানে ইচ্ছা পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে পারিবে। কিন্তু এ নিয়ম হিন্দু সমাজে চলিবে না, বিশেষ চেষ্টা করিলেও ইহা দুঃসাধ্য। কারণ যিনি চিরকাল ইংরাজী পড়িয়া ইংরাজ হইয়া দিন কাটাইতেছেন, তিনিও নিজকে ছয়-পুরুষে ভাঙ্গা কুলীন বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। এ অভিমানটুকু এখনও যায় নাই;—সহজে যাইবেও না। এতদ্ব্যতীত রাঢ়ী ও বারেন্দ্রমধ্যে বেশ ঈর্ষার ভাব আছে, সাধারণ সকলের মজ্জাগত হইয়া আছে। কাজেই এ উপায় পরিত্যাগ করিতে হইবে।

যখন মনে হয়, এ শস্যশ্যামলা উর্ব্বর ক্ষেত্রে অনেক হুজুগ হইয়াছে এবং ক্ষণপরেই শুকাইয়া গিয়াছে, যখন মনে হয়, এ দেশে স্বার্থের তাড়নে অনেক কার্য্যক্ষম মহাপুরুষ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন এবং ব্রতচ্যুত হইয়াছেন, যখন মনে হয়, এই আলস্যপ্রধান ভূমিতে অনেক উদ্যোগ—উত্তেজনা-পূর্ণ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, কিন্তু পরিণতির পথে কোনটাও অগ্রসর হয় নাই, তখন কোন কথা বলিতে ও লিখিতে ইচ্ছা করে না। যাহাদের নিশি-দিন পরের পদলেহনে অতিবাহিত হইবে, যাহারা ধনী হইলে কেবল বিলাসে দিন কাটাইবে, যাহারা জমীদার হইলে প্রজাপীড়ন করিবার চেষ্টা করিবে, যাহারা উপাধিধারী হইলে রাজকর্ম্মচারীর মন যোগাইতে ব্যস্ত থাকিবে, যাহারা সংসারধর্ম্মে গুরুজন ত্যাগ করিয়া কেবল বিলাসিনী-রমণীর পরামর্শ গ্রহণ করিবে, যাহারা বিশ্রাম পাইলেই ব্যসনাসক্ত, তাহারা স্বার্থত্যাগ করিয়া, আত্মহারা হইয়া কেমনে এ সমাজ-সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করিবে? ভগবন্ শক্তি দিন, সামর্থ্য দিন, সুমতি দিন—তোমার কাছে আর কি বলিব, আর কি চাহিব?

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুরুগীতা।

ঋষয় উচুঃ। গুহ্যাৎ গুহ্যতরা বিদ্যা গুরুগীতা বিশেষতঃ।
ত্বৎপ্রসাদাদ্ধি শ্রোতব্যা তৎসর্ব্বং ব্রূহি নঃ সূত ॥ ১ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! সমস্ত ধর্ম্মই দুর্জ্ঞেয়, বিশেষতঃ গুরুগীতা-বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্জ্ঞেয়; তোমার প্রসাদে আমরা ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি- অতএব আমাদিগের নিকট সেই সকল বর্ণন কর। ১।

সূত উবাচ। কৈলাসশিখরে রম্যে ভক্তিসাধনতৎপরম্।
প্রণম্য পার্ব্বতী ভক্ত্যা শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি ॥ ২ ॥

সূত কহিলেন, রমণীয় কৈলাসশিখরোপরি পার্ব্বতী ভক্তি ও আরাধনা-তৎপর শঙ্করকে প্রণাম পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ। নমস্তে দেবদেবেশ! সদাশিব! জগদ্‌গুরো!
প্রাণেশ্বর! মহাদেব! গুরুদীক্ষাং প্রদেহি মে ॥ ৩ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেবেশ! হে সদাশিব! হে জগদ্‌গুরো! তোমাকে নমস্কার করি। হে জীবিতেশ্বর! হে মহাদেব! আমাকে গুরুদীক্ষা প্রদান কর। ৩।

কেন মার্গেণ ভোঃ স্বামিন্ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
ত্বং কৃপাং কুরু মে স্বামিন্ নমামি চরণং তব ॥ ৪ ॥

হে স্বামিন্! দেহী ব্যক্তি কি উপায় অবলম্বন করিলে ব্রহ্মময় হইতে পারে, দয়া করিয়া তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর, স্বামিন্! আমি তোমার চরণে নমস্কার করি। ৪।

গুরুশব্দার্থঃ। গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্‌গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ১ ॥

মহাদেব কহিলেন, 'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার ও 'রু' শব্দের অর্থ তাহার নিবারক। অতএব যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করেন, তিনিই গুরু নামে অভিহিত। ১।

গুকারঃ প্রথমো বর্ণো মায়াদিগুণভাসকঃ।
রুকারো দ্বিতীয়ো ব্রহ্মমায়াভ্রান্তিবিমোচকঃ ॥ ২ ॥

"গুরু" এই শব্দের প্রথম বর্ণ যে 'গু' তদ্দ্বারা মায়া প্রভৃতি গুণ প্রকাশিত হয়, এবং দ্বিতীয় বর্ণ যে "রু" তাহা ব্রহ্মতে মায়ার একতারূপ যে ভ্রম তাহা নষ্ট করে, অতএব গু শব্দে সগুণ ও রু শব্দে নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়া 'গুরু' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ২।

গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তঃ রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।
উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ ॥ ৩॥

গকারের অর্থ সিদ্ধিদাতা, রকারের অর্থ পাপহর্ত্তা এবং উকারের অর্থ শিব, এই তিন অক্ষর মিলিত হইয়া "গুরু" শব্দ অভিহিত হইয়াছে। গ+উ, র+উ অর্থাৎ সিদ্ধিদাতা শিব ও পাপহর্ত্তা শিব। ৩।

গুরুলক্ষণম্। স গুরুর্যঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।
উপনীয় দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ ॥ ১ ॥

গুরুলক্ষণ। যিনি গর্ভাধান হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কার সম্পন্ন করিয়া শিষ্যকে বেদ অধ্যয়ন করান, তিনিই গুরু। আর যিনি কেবল উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন করিয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তিনিই আচার্য্য। ১।

স এব সদ্‌গুরুর্যঃ স্যাৎ সদসদ্‌ব্রহ্মবিত্তমঃ।
তস্য স্থানানি বর্ণানি পত্রাণি চ ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥

যিনি সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপ অবগত আছেন, তিনিই উত্তম গুরু; এবং হৃদয় প্রভৃতি চক্র, বর্ণ ও পত্র সকলই তাঁহার অধিষ্ঠানস্থল সন্দেহ নাই। ২।

শান্তং সুশীলং ধর্ম্মজ্ঞং শাস্ত্রজ্ঞঞ্চারুদর্শনম্।
দয়ালুং পুত্রিণং দান্তং গৃহস্থং গুরুমাশ্রয়েৎ॥ ৩॥

যিনি শান্ত, (স্ত্রী-মাল্য-চন্দনাদিতে অনুরাগবিহীন ও শমাদিগুণযুক্ত) সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক, শাস্ত্রবেত্তা, প্রিয়মূর্ত্তি, দয়ালু, পুত্রবান্, দান্ত (তপঃ-ক্লেশসহিষ্ণু ও জিতেন্দ্রিয়) ও গৃহী, তাদৃশ ব্যক্তিকেই গুরুরূপে আশ্রয় করিবে।৩।

জ্ঞানপূর্ণং শাঠ্যশূন্যং বয়োজ্যেষ্ঠমবৈরিণম্।
অন্তর্বহিস্তুল্যচেষ্টং সদা সস্মিতভাষিণম্।
গৃহেঽনাসক্তবৎ সন্তং গৃহস্থং তং গুরুং ভজেৎ॥ ৪॥

যিনি মহাজ্ঞানী, শঠতাবিহীন, বয়োঽধিক, শত্রুতাবিহীন, যাঁহার অন্তর ও বহির্ভাব সমান, যিনি সর্ব্বদা সহাস্য বদনে বাক্যোচ্চারণ করেন, যিনি অনাসক্ত হইয়া সংসারে বাস করেন, তাদৃশ সাধু গৃহস্থ ব্যক্তিকেই গুরুরূপে আশ্রয় করা উচিত। ৪।

শান্ত্যাদিগুণৈর্যুক্তঃ পিত্রোর্ভক্তিযুতঃ সুখী।
শিবপূজারতঃ সাধুঃ শিষ্য-আত্মা গুরুর্মতঃ॥ ৫॥

যিনি (পূর্ব্বোক্ত) শান্তি প্রভৃতি গুণসম্পন্ন, মাতা-পিতার প্রতি ভক্তিমান্, সদা সন্তুষ্ট, সর্ব্বদা শিবপূজায় আসক্ত, ধার্ম্মিক ও শিষ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী, তিনিই গুরুপদের উপযুক্ত। ৫।

শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্।
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥ ৬॥

যিনি শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, সদ্বংশ-সম্ভূত, বিনয়ী, (অভিমান ও গর্ব্বাদিবিহীন) নির্ম্মল-বেশধারী, সন্ধ্যাবন্দনাদি সদাচারসম্পন্ন, সুবিখ্যাত, পবিত্র, যোগাদি কার্য্যে নিপুণ, সুমতি-সম্পন্ন, আশ্রমী, ঈশ্বরচিন্তায় রত, শাস্ত্র ও মন্ত্রের ভাবগ্রাহী এবং দণ্ডবিধানেও উপকারে সমর্থ, ঈদৃশ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরুপদের উপযুক্ত। ৬।

উদ্ধর্ত্তুঞ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥ ৭॥

যিনি ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা পাপ হইতে উদ্ধার করিতে এবং অভিশাপ দ্বারা বিনাশ করিতে সমর্থ, ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তপস্যাপরায়ণ, সত্যবাদী ও গৃহী, তিনিই গুরু বলিয়া অভিহিত হন। ৭।

ত্যজ্যগুরুলক্ষণম্। বর্জ্জয়েচ্চ পরানন্দরহিতং রূপবর্জ্জিতম্।
নিন্দিতং রোগিণং ক্রূরং মহাপাতকিনং গুরুম্॥ ১॥
স্বর্ণবিক্রয়িণং চৌরং বুদ্ধিহীনং সুখর্ব্বরম্।
শ্যাবদন্তং কুলাচাররহিতং শান্তিবর্জ্জিতম্॥ ২॥
সকলঙ্কং নেত্ররোগপীড়িতং পরদারগম্।
অসংস্কারং কুবক্তারং স্ত্রীজিতঞ্চাধিকাঙ্গকম্॥ ৩॥
কপটাত্মানমেবঞ্চ বিশিষ্টং বহুজল্পকম্।
বহ্বাশিনং হি কৃপণং মিথ্যাবাদিনমেব চ॥ ৪॥

ত্যজ্যগুরুলক্ষণ। যে ব্যক্তি পরের আনন্দে অসন্তুষ্ট, কদাকার, নিন্দার যোগ্য, চিররোগী, খল, মহাপাতকী, স্বর্ণব্যবসায়ী, চোর, বুদ্ধিহীন, অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি, শ্যাবদন্ত, কুলাচারহীন, অশান্ত, কলঙ্কী, নেত্ররোগী, পরস্ত্রীতে আসক্ত, সংস্কারবিহীন, বাচাল, স্ত্রীর বশীভূত, অতিরিক্তাঙ্গ (ছয় অঙ্গুলী বিশিষ্ট প্রভৃতি), কপটস্বভাব, শিষ্টতাবর্জ্জিত, বহুভাষী, বহুভোজী, কৃপণ ও মিথ্যাবাদী, তাদৃশ গুরুকে ত্যাগ করিবে। ১-৪।

অপি চ। অঙ্গহীনাতিরিক্তাঙ্গঃ পিঙ্গাক্ষঃ পূতিনাসিকঃ।
বৃদ্ধাণ্ডোবামনঃ কুব্জঃ শ্বিত্রী চৈব নপুংসকঃ॥ ৫॥

যে ব্যক্তি অঙ্গবিহীন, অধিকাঙ্গ, পিঙ্গলনয়ন (যাহার কটা চক্ষু), নাসারোগী, পীনসরোগী কোষবৃদ্ধি-রোগী, বামন, কুব্জ (কুঁজ বিশিষ্ট), শ্বেতকুষ্ঠী ও নপুংসক, তাহাকে গুরু করিবে না। ৫।

ক্ষয়রোগী চ দুষ্কর্ম্মা কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।
কর্ণান্ধঃ কুসুমাক্ষশ্চ খল্বাটঃ খঞ্জরীটকঃ॥ ৬॥

যে বক্তি ক্ষয়রোগী, চর্ম্মরোগী, কুনখী (কুনীরোগযুক্ত), শ্যাবদন্ত, বধির, কুসুমাক্ষ, টাকরোগী ও খঞ্জ, সে গুরুপদের উপযুক্ত নহে। ৬।

নাতিবালো ন বৃদ্ধশ্চ ন খঞ্জো ন কৃশস্তথা।
নাধিকাঙ্গো ন হীনাঙ্গো ন খল্লীটো ন দন্তুরঃ ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি অতি শিশু, অতি বৃদ্ধ, খঞ্জ (খোঁড়া), কৃশ (কাহিল), অতিরিক্তাঙ্গ (ছয় অঙ্গুলীবিশিষ্ট ইত্যাদি), অঙ্গহীন, যাহার মাথায় টাক ও যে দন্তুর, (দাঁত উচু), সে গুরুপদের উপযুক্ত নহে। ৭।

অপরঞ্চ। অপুত্রো মৃতপুত্রশ্চ কুষ্ঠী চ বামনস্তথা।
হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ।
এতৈর্দোষৈর্বিহীনো যঃ স গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ ॥ ৮ ॥

পুত্রহীন, মৃতপুত্র, কুষ্ঠরোগী, বামন, অঙ্গবিহীন, কপটাচারী, চির-রোগী, বহুভোজী ও বহুভাষী; এই সকল দোষ যাহার নাই, শিষ্যদিগের অনুকূলে তিনিই গুরুপদেশের উপযুক্ত। ৮।

গুরুমাহাত্ম্যম্। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১ ॥

গুরুমাহাত্ম্য।—গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই শিব ও গুরুই পরম ব্রহ্ম, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ১।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২ ॥

যিনি সম্পূর্ণ মণ্ডলস্বরূপ এই চরাচর (স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব) ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, যৎকর্ত্তৃক সেই বিষ্ণুর পরম পদ দর্শিত হয়, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ২।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩ ॥

যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে অন্ধ ব্যক্তির নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ৩।

স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৪॥

আকাশের সহিত সচল ও অচল যাহা কিছু পদার্থ আছে, বিষ্ণু সকলেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সেই বিষ্ণুপদ যৎকর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ৪।

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৫॥

যাহা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই শুদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ বিষ্ণুপদ যৎকর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ৫।

সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্নবিরাজিতপদাম্বুজঃ।
বেদান্তাম্বুজসূর্য্যো যস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৬॥

যাঁহার পাদপদ্মযুগল সমস্ত শ্রুতির শিরোমণিতে বিরাজমান, যিনি বেদান্তরূপ পদ্ম বিকাশে সূর্য্যস্বরূপ, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ৬।

চৈতন্যঃ শাশ্বতঃ শান্তো ব্যোমাতীতো নিরঞ্জনঃ।
বিন্দুনাদকলাতীতস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৭॥

যিনি চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, শান্ত, আকাশের অতীত ও নিরঞ্জন, যিনি প্রণব, শব্দ ও কলার অতীত, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ৭।

জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়স্তত্ত্বমালাবিভূষিতঃ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৮॥

যিনি জ্ঞানশক্তিতে সম্পূর্ণরূপে আরূঢ় ও তত্ত্বমালায় বিভূষিত হইয়াছেন এবং যিনি ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ৮।

অনেকজন্মসংপ্রাপ্তকর্ম্মবন্ধবিদাহিনে।
আত্মজ্ঞানপ্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৯॥

যিনি আত্মজ্ঞান প্রদান দ্বারা বহুজন্ম-লব্ধ কর্ম্মরূপ বন্ধন দগ্ধ করেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ৯।

শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদঃ।
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১০॥

যে গুরুর পাদজল সম্পূর্ণরূপে ভবসমুদ্রকে শুষ্ক করে এবং তত্ত্বজ্ঞান-রূপ সার-সম্পত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ১০।

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১১॥

তত্ত্ব (ব্রহ্মতত্ত্ব) যে গুরু অপেক্ষা অধিক নহে, তপস্যাও যে গুরু অপেক্ষা অধিক নহে এবং যে গুরুতত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ১১।

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১২॥

যিনি আমার ত্রাণকর্ত্তা, তিনি জগতের ত্রাণকর্ত্তা; যিনি আমার গুরু, তিনি জগতের গুরু; যিনি আমার আত্মা, তিনি সকল প্রাণীর আত্মা; অতএব সেই সর্ব্বময় গুরুকে নমস্কার করি। ১২।

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্‌।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১৩॥

গুরুই সকলের আদি, কিন্তু তাঁহার আদি কেহ নাই, গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, অতএব সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ১৩।

ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥ ১৪॥

গুরুমূর্ত্তি-ধ্যানই সকল ধ্যানের মূল, গুরুর পাদপদ্ম-পূজাই সকল পূজার মূল, গুরুবাক্যই সকল মন্ত্রের মূল এবং গুরুর অনুকম্পাই মুক্তির প্রধান সাধন। ১৪।

সপ্তসাগরপর্য্যন্ততীর্থস্নানাদিকৈঃ ফলম্‌।
গুরোরঙ্ঘ্রিজলং বিন্দুং সহস্রাংশেন দুর্ল্লভম্‌॥ ১৫॥

সপ্তসমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থে স্নান করিয়া যে ফললাভ হয়, গুরুর বিন্দুমাত্র চরণজল তদপেক্ষা অধিক ফল প্রদান করে, অতএব গুরুপাদজল সহস্রাংশে পবিত্র ও দুর্ল্লভ। ২৫।

গুরুরেব জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্‌।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্‌গুরুম্‌॥ ১৬॥

গুরুই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিদেবময় সমস্ত বিশ্বস্বরূপ; গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, অতএব গুরুর পূজা করা উচিত। ১৬।

জ্ঞানং বিনা মুক্তিপদং লভতে গুরুভক্তিতঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি ধ্যেয়োঽসৌ গুরুমার্গিণা ॥ ১৭ ॥

গুরুর প্রীতি থাকিলে জ্ঞান ব্যতিরেকেও মুক্তিপদ লাভ হয়, গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, অতএব গুরুপথালম্বী ব্যক্তিরা ঈদৃশ গুরুকেই ধ্যান করিবে। ১৭।

গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন ব্রহ্মবিষ্ণুসদাশিবাঃ।
সৃষ্ট্যাদিকসমর্থাস্তে কেবলং গুরুসেবয়া॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইহাঁরা কেবলমাত্র গুরুর কৃপানুগ্রহে ও গুরু-শুশ্রূষা দ্বারা সৃষ্টি, পালন ও প্রলয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১৮।

দেবকিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষচারণাঃ।
মুনয়োঽপি ন জানন্তি গুরুশুশ্রূষণাবিধিম্ ॥ ১৯ ॥

দেবগণ, কিন্নরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, যক্ষগণ, চারণগণ ও মুনিগণও গুরু সেবাবিধি পরিজ্ঞাত নহেন। ১৯।

ন মুক্তা দেবগন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষকিন্নরাঃ।
ঋষয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধাশ্চ গুরুসেবাপরাঙ্মুখাঃ ॥ ২০ ॥

দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ ও সমস্ত সিদ্ধিগণের মধ্যে যে কেহ গুরু সেবাপরাঙ্মুখ হইলে তিনিও মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। ২০।

শ্রুতিস্মৃতিমবিজ্ঞায় কেবলং গুরুসেবয়া।
তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশধারিণঃ ॥ ২১ ॥

যাঁহারা বেদ ও স্মৃতি না জানিয়াও কেবল গুরুসেবা দ্বারা কালযাপন করেন, তাঁহারাও সন্ন্যাসী বলিয়া কথিত আর যাহারা গুরু-সেবা পরাঙ্মুখ, তাহারা সন্ন্যাসীর বেশধারিমাত্র। ২১।

গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন আত্মারামো হি লভ্যতে।
অনেন গুরুমার্গেণ আত্মজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥ ২২ ॥

কেবল গুরুর কৃপানুগ্রহেই আত্মারামকে লাভ করা যায়। এই গুরুপথ

আশ্রয় করিলে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, অর্থাৎ গুরু-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া গুরুর উপদিষ্ট পথে চলিলে অনায়াসে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়। ২২।

সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শ্রীগুরোঃ পাদসেবনাৎ।
সর্ব্বতীর্থাবগাহনাৎ ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥২৩॥

শ্রীগুরুর চরণসেবা করিলে আত্মা সকল পাপ হইতে মুক্ত ও পবিত্র হয়, এবং নিশ্চয়ই সকল তীর্থস্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে। ২৩।

যজ্ঞ-ব্রত-তপোদানজপতীর্থানুসেবনম্।
গুরুতত্ত্বমবিজ্ঞায় নিষ্ফলং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

গুরুতত্ব না জানিয়া যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা, দান, ও তীর্থস্নানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তৎসমস্তই নিষ্ফল হয়, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ২৪।

মন্ত্ররাজমিদং দেবি গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
শ্রুতিবেদান্তবাক্যেন গুরুং সাক্ষাৎ পরং পদম্ ॥ ২৫ ॥

হে দেবি! 'গুরু' এই দুইটি অক্ষর সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ। শ্রুতি ও বেদান্তবাক্য দ্বারা ইহা স্থির হইয়াছে যে, গুরুই সাক্ষাৎ পরম পদ, অর্থাৎ পরম ব্রহ্মস্বরূপ। ২৫।

গুরুর্দ্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুর্নিষ্ঠা পরং তপঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরং ॥২৬॥

গুরুই দেবতাস্বরূপ, গুরুই ধর্ম্মস্বরূপ, এবং গুরুনিষ্ঠাই পরম তপস্যা-স্বরূপ; অতএব গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই এবং গুরুতত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতত্ত্বও আর কিছুই নাই। ২৬।

ধন্যা মাতা পিতা ধন্যো ধন্যো বংশঃ কুলস্তথা।
ধন্যা চ বসুধা দেবি গুরুভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥ ২৭ ॥

হে দেবি! গুরুভক্তি সুদুর্ল্লভা, (যাহার হৃদয়ে সেই সুদুর্লভা গুরু-ভক্তির উদয় হয়, তাহার মাতা ধন্যা, তাহার পিতা ধন্য, তাহার বংশ ও কুল ধন্য এবং (তিনি পৃথিবীতে বাস করেন বলিয়া) পৃথিবীও ধন্যা। ২৭।

শরীরমিন্দ্রিয়প্রাণা অর্থস্বজনবান্ধবাঃ।
মাতা পিতা কুলং দেবি গুরুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

হে দেবি! শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অর্থ, আত্মীয় স্বজন, সুহৃৎ, মাতা, পিতা ও কুল এ সকলই গুরুস্বরূপ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২৮।

আজন্মকোট্যাং দেবেশি! জপব্রততপঃক্রিয়াঃ।
এতৎ সর্ব্বং সমং দেবি! গুরুসন্তোষমাত্রতঃ॥ ২৯॥

হে দেবেশি! কোটি কোটি জন্মে যে সমস্ত জপ, ব্রত, তপস্যা ও ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, গুরুকে সন্তুষ্ট করিবামাত্র উহার সমান ফল লাভ হয়। ২৯।

বিদ্যাধনমদেনৈব মন্দভাগ্যাশ্চ যে নরাঃ।
গুরোঃ সেবাং ন কুর্ব্বন্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥ ৩০॥

যে সকল ব্যক্তি বিদ্যা ও ধনের অহঙ্কারে গুরুসেবায় পরাঙ্মুখ হয়, আমি বলিতেছি যে, সত্য সত্যই তাহাদিগের ভাগ্য মন্দ। ৩০।

গুরুসেবা পরং তীর্থমন্যতীর্থমনর্থকম্।
সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ং দেবি সদ্‌গুরোশ্চরণাম্বুজম্॥ ৩১॥

হে দেবি! গুরুসেবাই সকল তীর্থ অপেক্ষা প্রধান তীর্থ, অন্য সকল তীর্থ বৃথা, সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম অন্যান্য সকল তীর্থের অবলম্বন, অর্থাৎ গুরু-চরণে ভক্তি ব্যতিরেকে কোন তীর্থই ফলদানে সমর্থ হয় না। ৩১।

গুরুকর্ত্তব্যম্। সদ্‌গুরুঃ প্রাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ।
বর্ষৈকেণ ভবেদ্‌যোগ্যো বিপ্রো গুণসমন্বিতঃ।
বর্ষদ্বয়েন রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ।
চতুর্ভির্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা॥ ১॥

ধার্ম্মিক গুরু আপনার আশ্রিত শিষ্যকে এক বৎসর কাল পরীক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণকে এক বৎসরের মধ্যে গুণবান্ ও উপযুক্ত শিষ্য বলিয়া জানিবেন। এই প্রকার ক্ষত্রিয়কে দুই বৎসরের মধ্যে, বৈশ্যকে তিন বৎসরের মধ্যে ও শূদ্রকে চারি বৎসরের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া শিষ্যের উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিবেন। ১।

শিষ্যলক্ষণম্। শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রবধীর্দম্ভবর্জ্জিতঃ॥ ১॥
কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ।
দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাগ্‌ভির্দিবানিশম্॥ ২॥
নীরুজো নির্জ্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ॥ ৩॥
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণাময়ঃ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্॥ ৪॥

শিষ্যলক্ষণ। যে ব্যক্তি উপদেশের যোগ্য, সদ্বংশজাত, লক্ষ্মীমান্, বিনয়ী, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, পবিত্রস্বভাব, সুবুদ্ধিমান্, অহঙ্কারবিহীন, কামক্রোধশূন্য, গুরুচরণে ভক্তিমান্, অহোরাত্র কায়মনোবাক্যে দেবতার প্রতি অনুরক্ত, নীরোগ, নিষ্পাপ, শ্রদ্ধাবান্, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃগণের প্রতি পূজাপরায়ণ এবং যে ব্যক্তি যুবা, জিতেন্দ্রিয় ও দয়াবান্, ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিই শিষ্যরূপে দীক্ষিত হইবার উপযুক্ত। ১-৪।

অপি চ। যস্ত্বাচার্য্যপরাধীনস্তদ্বাক্যং শাস্যতে হৃদি।
শাসনে স্থিরবৃত্তিশ্চ শিষ্যঃ সদ্ভিরুদাহৃতঃ॥ ৫॥

যে ব্যক্তি আচার্য্যের অধীন হইয়া অন্তঃকরণের সহিত বাক্যানুসারে কার্য্য করে এবং আচার্য্যের আদেশ পালনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, ধার্ম্মিকেরা তাহাকেই শিষ্য বলিয়া থাকেন। ৫।

অপি চ। বাঙ্মনঃকায়বসুভির্গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
এতাদৃশগুণোপেতঃ শিষ্যো ভবতি নারদ॥ ৬॥

হে নারদ! যে ব্যক্তি, মন, শরীর ও ধন দ্বারা গুরুসেবায় রত, এরূপ গুণশালী ব্যক্তিই শিষ্যের উপযুক্ত। ৬।

দেবতাচার্য্যশুশ্রূষাং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
শুদ্ধভাবো মহোৎসাহো বোদ্ধা শিষ্য ইতি স্মৃতঃ॥ ৭॥

যে পবিত্রস্বভাব, অত্যন্ত উদ্যমশীল, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মন, বাক্য, শরীর ও কর্ম্মদ্বারা দেবতা ও আচার্য্যের সেবা করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই শিষ্যের উপযুক্ত। ৭।

শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো ব্রতী।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা॥ ৮॥

শান্ত, বিনয়ী, পবিত্রস্বভাব, শ্রদ্ধাবান্, ধারণাশক্তিসম্পন্ন, সক্ষম, সৎকুল-সম্ভূত, বুদ্ধিমান্, সাধুচরিত্র ও নিয়মশালী, এইরূপ গুণশালী ব্যক্তিই শিষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, এ বিষয়ে কোন অন্যথা নাই। ৮।

নিষিদ্ধশিষ্যলক্ষণম্। পাপিনে ক্রূরচেষ্টায় শঠায় কৃপণায় চ।
দীনায়াচারশূন্যায় মন্ত্রদ্বেষপরায় চ।
নিন্দকায় চ মূর্খায় তীর্থদ্বেষপরায় চ।
ভক্তিহীনায় দেবেশি ন দেয়া মলিনায় চ।
গুরুতা শিষ্যতা বাপি তয়োর্বৎসরবাসতঃ॥ ১॥

নিষিদ্ধশিষ্যলক্ষণ। যে ব্যক্তি পাপী, খলস্বভাব, ধূর্ত্ত, কৃপণ, দুঃখিত, সদাচারবিহীন, মন্ত্রবিদ্বেষী, পরনিন্দক, মূর্খ, তীর্থদ্বেষী, ভক্তিহীন ও মলিনা-ন্তঃকরণ, তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। এক বৎসর একত্রে বাস করিলেই গুরুতা ও শিষ্যতা পরীক্ষা হয়। ১।

অপি চ। কামুকং কুটিলং লোকনিন্দিতং সত্যবর্জ্জিতং।
অবিনীতমসমর্থং প্রজ্ঞাহীনঞ্চ লুব্ধকং।
সদা পাপক্রিয়াযুক্তং বিদ্যাশূন্যং জড়াত্মকং।
কলিদোষসমূহাঙ্গং বেদক্রিয়াবিবর্জ্জিতং।
আশ্রমাচারহীনঞ্চাশুদ্ধান্তঃকরণোদ্যতং।
সদা শ্রদ্ধাবিরহিতমধৈর্য্যং ক্রোধিনং ভ্রমং।
অসচ্চরিত্রং বিগুণং পরদারাতুরং সদা।
অসদ্বুদ্ধিসমূহোত্থমভক্তং দৌত্যচেতসং।
নানানিন্দাবৃতাঙ্গঞ্চ তং শিষ্যং বর্জ্জয়েদ্ গুরুঃ॥ ২॥

যে ব্যক্তি কামুক, কুটিলস্বভাব, সর্ব্বজন কর্তৃক নিন্দিত, সত্যবর্জ্জিত, অবিনীত, সর্ব্বকার্য্যে অক্ষম, প্রজ্ঞাশূন্য, লোভী, সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে লিপ্ত, বিদ্যাহীন, জড়াত্মক, কলিজনিত দোষসমন্বিত, বেদক্রিয়াবিহীন গার্হস্থ্যাদি-

আশ্রমোচিত আচারশূন্য; অবিশুদ্ধমনা, উদ্ধত, শ্রদ্ধাশূন্য, অধীর, ক্রোধী, ভ্রান্তচিত্ত, অসচ্চরিত্র, গুণহীন, পরদারারত, অসদ্বুদ্ধির বশবর্ত্তী, ভক্তিহীন, চঞ্চলচিত্ত ও নিন্দিতাঙ্গ, গুরু তাদৃশ শিষ্যকে পরিত্যাগ করিবেন। ২।

শিষ্যকর্ত্তব্যম্। দীর্ঘদণ্ডো নমস্কৃত্য নির্লজ্জো গুরুসন্নিধৌ।
আত্মদারাদিকং সর্ব্বং গুরবে চ নিবেদয়েৎ॥ ১॥

শিষ্যকর্ত্তব্য। শিষ্য গুরুসমীপে দীর্ঘদণ্ডাকারে নমস্কার পূর্ব্বক অসঙ্কুচিত হইয়া আত্মা, স্ত্রী ও পুত্রকন্যা প্রভৃতি সকলই গুরুকে নিবেদন করিবে। ১।

আসনং শয়নং বস্ত্রং বাহনং ভূষণাদিকম্।
সাধকেন প্রদাতব্যং গুরোঃ সন্তোষকারণাৎ॥ ২॥

শিষ্য সাধক হইয়া গুরুর প্রীতি সম্পাদনের জন্য আসন, শয্যা, বস্ত্র, বাহন ও ভূষণ প্রভৃতি তাঁহাকে অর্পণ করিবে। ২।

গুরুপাদোদকং পেয়ং গুরোরুচ্ছিষ্টভোজনম্।
গুরুমূর্ত্তেঃ সদা ধ্যানং গুরুস্তোত্রং সদা জপেৎ॥ ৩॥

গুরুর চরণামৃত পান, গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন, সতত গুরুমূর্ত্তি ধ্যান ও সর্ব্বদা গুরুস্তব পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিবে। ৩।

ঊর্দ্ধস্তিষ্ঠেদ্গুরোরগ্রে লব্ধানুজ্ঞো বসেৎ পৃথক্।
নিবীতবাসা বিনয়ী ভীতস্তিষ্ঠেদ্গুরোঃ পুরঃ॥ ৪॥

গুরুর অগ্রে দণ্ডায়মান থাকিবে, পরে গুরু অনুমতি করিলে পৃথক্ আসনে উপবেশন করিবে। গুরুর অগ্রে বস্ত্রাচ্ছাদিত ও বিনয়ী হইয়া সভয়ে অবস্থান করিবে। ৪।

গুরৌ তিষ্ঠতি তিষ্ঠেত উষিতেঽনুজ্ঞয়া বসেৎ।
শয়িতে চরণৌ সেবেতাভায়াতে চ ধাবয়েৎ॥ ৫॥

গুরু গাত্রোত্থান করিলে গাত্রোত্থান করিবে, গুরু উপবেশন করিলে তাঁহার অনুমতি লইয়া উপবেশন করিবে, গুরু শয়ন করিলে তাঁহার চরণদ্বয় সেবা করিবে এবং গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। ৫।

বৃন্দাবনমাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

(কোন সময়ে পুরাণবিৎ মহামতি সূত যদৃচ্ছাবশে ভ্রমণ করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে সমাগত হইলে অত্রত্য শৌনকাদি মহর্ষিগণ তাঁহাকে যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিয়া আসন প্রদান পূর্ব্বক পুরাণকাহিনী শ্রবণার্থ ঔৎসুক্য প্রকাশ ও প্রশ্ন করেন। তখন সূত শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞাদি নানা-বিষয় বর্ণন করিলে ঋষিগণ প্রীত হইয়া পুনরায় বৃন্দাবন-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে অনুরোধ করেন।)

ঋষয়ঃ উচুঃ। সম্যক্ শ্রুতো মহাভাগ ত্বত্তো রামাশ্বমেধকঃ।
ইদানীং বদ মাহাত্ম্যং শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ॥ ১॥

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ! আমরা ত্বৎপ্রমুখাৎ শ্রীরাম-চন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞ-বিষয়ক বিবরণ শ্রবণ করিলাম। ইদানীং মহাত্মা শ্রীকৃ-ষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণন কর। ১।

সূত উবাচ। শৃণন্তু মুনিশার্দ্দূলাঃ শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতং।
শিবা পপ্রচ্ছ ভূতেশং যত্তদ্বঃ কীর্ত্তয়াম্যহম্॥ ২॥

সূত কহিলেন, হে মুনিশার্দ্দূলগণ! শ্রীকৃষ্ণের চরিতামৃত শ্রবণ করুন্। পার্ব্বতী ভূতনাথের সকাশে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তাহাই আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিব। ২।

একদা পার্ব্বতী দেবী শিবং সুস্নিগ্ধমানসা।
প্রণয়েন নমস্কৃত্য প্রোবাচ বচনং ত্বিদং ॥ ৩ ॥

একদা স্নিগ্ধমানসা পার্ব্বতী দেবী শিবকে প্রণয় সহকারে নমস্কার করিয়া এই (বক্ষ্যমাণ) বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩।

পার্ব্বত্যুবাচ। অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডতদ্বহ্যাভ্যন্তরস্থিতেঃ।
বিষ্ণোঃ স্থানং পরং যচ্চ প্রধানম্বরমুত্তমং ॥ ৪ ॥
যৎপরং নাস্তি কৃষ্ণস্য প্রিয়ং স্থানং মনোরমং।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহাপ্রভো ॥ ৫ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকোটির বহির্ভাগে ও অন্তরে যিনি অবস্থান করেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর যে স্থান অত্যুত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত; হে প্রভো! যাহা অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রীতিকর পরম মনোহর স্থান আর নাই, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব উহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ৪-৫।

ঈশ্বর উবাচ। গুহ্যাৎ গুহ্যতরং পুণ্যং পরমানন্দকারকং।
অত্যদ্ভুতং রহঃস্থানমানন্দং পরমং পরং ॥ ৬ ॥
দুর্লভানাঞ্চ পরমং দুর্লভং মোহনং পরং।
সর্ব্বশক্তিময়ং দেবী সর্ব্বস্থানেষু গোপিতং ॥ ৭ ॥
সুরাণামপি মূর্দ্ধন্যং বিষ্ণোরপ্যতিদুর্লভং।
নিত্যবৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরিসংস্থিতং ॥ ৮ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! বৃন্দাবন নামক নিত্য স্থান ব্রহ্মাণ্ডোপরি সংস্থিত। উহা গুহ্য হইতে গুহ্যতর, পবিত্র, পরমানন্দকর, অত্যদ্ভুত, রহঃস্থান, আনন্দস্বরূপ, পরমশ্রেষ্ঠ, দুর্ল্লভ হইতেও দুর্ল্লভ, পরম মোহন, সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বত্র গোপনীয়, দেবগণেরও পূজনীয় এবং বিষ্ণুর পক্ষেও অতিদুর্ল্লভ। ৬-৮।

পূর্ণব্রহ্মসুখৈশ্বর্য্যস্থানমানন্দমব্যয়ং।
বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি ॥ ৯ ॥

ঐ স্থান পূর্ণব্রহ্মের সুখৈশ্বর্য্যস্বরূপ, আনন্দময় ও অব্যয়। বৈকুণ্ঠাদি লোকও উহার অংশের অংশ। ধরাতলে বৃন্দাবনই পূর্ণধাম। ৯।

গোলোকৈশ্বর্য্যং যৎকিঞ্চিৎ গোকুলে তৎ প্রতিষ্ঠিতং।
বৈকুণ্ঠবৈভবং যদ্বৈ দ্বারকায়াং প্রতিষ্ঠিতং॥ ১০ ॥

গোলকধামে যে কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, তৎসমস্তই গোকুলে প্রতিষ্ঠিত এবং বৈকুণ্ঠে যে সকল বৈভব আছে,তাহা দ্বারকাপুরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১০।

যদ্‌ব্রহ্ম পরমং পূর্ণং নিত্যং বৃন্দাবনাশ্রয়ং।
কৃষ্ণধাম পরং তস্মাৎ বনমধ্যে বিশেষতঃ।
তস্মাৎ ত্রৈলোক্যমধ্যে তু পৃথ্বী ধন্যেতি বিশ্রুতা॥ ১১ ॥

যিনি পরম পূর্ণ ও নিত্য,সেই ব্রহ্ম বৃন্দাবন আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, সুতরাং সেই কৃষ্ণধামই যাবতীয় বনমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই জন্য অর্থাৎ জগতীতলে পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণের বসতিস্থান বৃন্দাবন বিরাজিত আছে বলিয়াই পৃথিবী ত্রিলোকীতলে ধন্যা বলিয়া প্রকীর্ত্তিতা হইয়াছেন। ১১।

যচ্চ মাথুরকং নাম বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভং।
গুহ্যাৎ গুহ্যতরং তচ্চ দেবৈরপি সুগোপিতং॥ ১২ ॥

মাথুরকমণ্ডল বিষ্ণুর একান্ত প্রীতিপ্রদ, উহা গুহ্য হইতে গুহ্যতর এবং দেবগণ কর্ত্তৃকও সুগোপিত। ১২।

নিগূঢ়ং বিবিধং স্থানং পূর্য্যভ্যন্তরসংস্থিতং॥ ১৩ ॥

ঐ পুরীর অভ্যন্তরে বিবিধ নিগূঢ় স্থান বিদ্যমান আছে। ১৩।

সহস্রপত্রকমলাকারং মাথুরমণ্ডলং।
বিষ্ণুচক্রোপরিস্থঞ্চ ধাম বৈষ্ণবমদ্ভুতং॥ ১৪ ॥

মাথুরমণ্ডল সহস্রদলবিশিষ্ট কমলের ন্যায় আকৃতিযুক্ত। ঐ অদ্ভুত বৈষ্ণবস্থান বিষ্ণুচক্রের উপর শোভমান হইতেছে। ১৪।

কর্ণিকাপর্ণবিস্তারং রহস্যক্রমমারিতং।
প্রধানং দ্বাদশারণ্যং মাহাত্ম্যং কথিতং ক্রমাৎ॥ ১৫ ॥

উহা কর্ণিকাপত্রাদি-বিস্তৃত রহস্যক্রমস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ইহার মধ্যে দ্বাদশসংখ্য প্রধান অরণ্য বিরাজিত আছে, যথাক্রমে তাহার মাহাত্ম্য কথিত হইবে। ১৫।

ভদ্র-শ্রী-লোহ-ভাণ্ডীর-মহা-তাল-খদীরকাঃ।
বকুলং কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা॥ ১৬॥

ভদ্র, শ্রী, লৌহ, ভাণ্ডীর, মহা, তাল, খদির, বকুল, কুমুদ, কাম্য, মধু ও বৃন্দাবন যথাক্রমে দ্বাদশারণ্য এই দ্বাদশ নামে বিখ্যাত। ১৬।

দ্বাদশৈতাবতী সংখ্যা কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
পূর্ব্বে পঞ্চ বনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমং॥ ১৭॥

এই দ্বাদশসংখ্য অরণ্যের মধ্যে সাতটী কালিন্দীর পশ্চিমে এবং পাঁচটী পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। ঐ স্থানেই অত্যুত্তম গুহ্যস্থল বিরাজিত আছে। ১৭।

পূর্ব্বে তু পঞ্চ ভদ্রাদ্যাস্তালাদ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
অন্যচ্চোপবনং প্রোক্তং কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থলম্॥ ১৮॥

ভদ্র আদি অর্থাৎ ভদ্র, শ্রী, লৌহ, ভাণ্ডীর ও মহাবন এই কয়েকটী পূর্ব্বে এবং তাল আদি অর্থাৎ তাল, খদির, বকুল, কুমুদ, কাম্য, মধু ও বৃন্দাবন বন এই সাতটী পশ্চিমে অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উপবন আছে, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারসস্থল বলিয়া বিদিত। ১৮।

কদম্বং খণ্ডনং নন্দবনং নন্দীশ্বরং তথা।
নন্দনন্দনখণ্ডঞ্চ পলাশাশোককেতকী॥ ১৯॥
সুগন্ধি মাদনং কৈলমমৃতং ভোজনস্থলং।
সুখপ্রসাধনং বৎসহরণং শেষশায়নং॥ ২০॥
শ্যামপূশ্চ দধি গ্রাম্যশ্চক্রো ভানুপুরং তথা।
সঙ্কেতং দ্বিবিদং চৈব বালক্রীড়ঞ্চ ধূসরং॥ ২১॥
কামং ক্রমং সুললিতমুৎসুকং সৌরভং বনং।
ইত্থমেব বনে সংখ্যাস্ত্রিংশচ্চোপবনং স্মৃতং॥ ২২॥

কদম্ব, খণ্ড, নন্দবন, নন্দীশ্বর বন, নন্দনন্দনখণ্ড, পলাশবন, অশোক-কানন, কেতকীবন, সুগন্ধিবন, মাদনবন, কেলি বন, অমৃতকানন, ভোজন-স্থান, সুখপ্রসাধন, বৎসহরণ, শেষশয়নস্থান, দধিবন, শ্যাম পুরী, চক্রবন, ভানুপুর, সঙ্কেতস্থল, দ্বিবিদ, বালক্রীড়ন, ধূসর, কামবন, ক্রমকানন, সুললিত-স্থান, উৎসুককানন ও সৌরভবন, এই ত্রিংশৎসংখ্যক উপবন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ১৯-২২।

পূর্ব্বোক্তং দ্বাদশারণ্যং প্রধানং বনমুত্তমং।
নানাবিধরসক্রীড়া-নানালীলারসস্থলং॥ ২৩॥

পূর্ব্বকথিত দ্বাদশারণ্যই প্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সকলই নানাবিধ ক্রীড়ার ও বিবিধ লীলারসের আবাসভূমি। ২৩।

সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং।
কর্ণিকা তন্মহদ্ধাম গোবিন্দস্থানমুত্তমং।
তত্রোপরি স্বর্ণপীঠে মণিমণ্ডনমণ্ডিতং॥ ২৪॥

গোকুল সহস্রদলকমলস্বরূপ ও মহাশ্রেষ্ঠ; ঐ কমলোপরি স্বর্ণপীঠে গোবিন্দের যে মণিমণ্ডনমণ্ডিত অত্যুত্তম স্থান আছে, সেই পরমধামই উক্ত পদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ (বীজকোষস্বরূপ) ২৪।

কর্ণিকায়াং ক্রমাদ্দিক্ষু বিদিক্ষু দলমীরিতং।
যদ্দলং দক্ষিণে প্রোক্তং পরং গুহ্যোত্তমোত্তমং॥ ২৫॥

ঐ কর্ণিকার দিক্ বিদিকে অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে দল বিস্তারিত আছে। দক্ষিণভাগে যে দল সংস্থিত, তাহা পরমশ্রেষ্ঠ ও গুহ্য হইতেও গুহ্যতম। ২৫।

তস্মিন্ দলে মহাপীঠং নিগমাগমদুর্গমং।
যোগীন্দ্রৈরপি দুষ্প্রাপ্যং সততং সংবিরাজতে॥ ২৬॥

সেই দলে নিগমাগমদুর্গম, যোগীন্দ্রগণেরও দুষ্প্রাপ্য মহাপীঠ বিরাজিত আছে। ২৬।

দ্বিতীয়ং দলমাগ্নেয্যাং তদ্রহস্যং দ্বিধা তথা।
নিকুঞ্জককুটীবীরকুটীরৌ তদ্দলে স্থিতৌ॥ ২৭॥

অগ্নিকোণে দ্বিতীয় দল বিরাজিত, ঐ রহস্যদল দ্বিধা বিভক্ত অর্থাৎ ঐ দলে নিকুঞ্জকুটীর ও বীরকুটীর নামক কুটীরদ্বয় অবস্থিত আছে। ২৭।

পূর্ব্বং দলং তৃতীয়ঞ্চ প্রধানস্থানমুচ্যতে।
গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থানাং স্পর্শাচ্ছতগুণং স্মৃতং॥ ২৮।

তৃতীয় পূর্ব্বদল, উহা অত্যুত্তম প্রধানস্থান বলিয়া গণনীয়। গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থ স্পর্শ করিলে যে ফল হয়, ঐ দল স্পর্শ দ্বারা তদপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হইয়া থাকে। ২৮।

চতুর্থং দলমৈশান্যাং সিদ্ধপীঠেপ্সিতপ্রদং।
কাত্যায়নার্চ্চনাদ্গোপী তত্র কৃষ্ণং পতিং লভেৎ॥ ২৯॥

ঈশানকোণে সিদ্ধপীঠ নামক বাঞ্ছিতপ্রদ চতুর্থ দল বিরাজিত। ঐ স্থানে কোন গোপী কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া তৎপ্রসাদে কৃষ্ণকে পতি-লাভ করিয়াছিলেন। ২৯।

বস্ত্রালঙ্কারহরণং তদ্দলে সমুদাহৃতং।
উত্তরে পঞ্চমং প্রোক্তং দলং সর্ব্বদলোত্তমং॥ ৩০॥

ঐ দলেই বস্ত্র ও অলঙ্কার-হরণ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। উত্তর দিকে সর্ব্বদলোত্তম পঞ্চম দল সংস্থিত। ৩০।

দ্বাদশাদিত্যমিত্যুক্তং দলঞ্চ কর্ণিকাসমং।
বায়ব্যান্তু দলং ষষ্ঠং তত্র কালীহ্রদঃ স্মৃতঃ॥ ৩১॥

এই দল কর্ণিকা সদৃশ এবং উহাই দ্বাদশাদিত্য নামে পরিকীর্ত্তিত। বায়ু-কোণে কালীহ্রদ নামা ষষ্ঠদল বিরাজিত আছে। ৩১।

দলোত্তমোত্তমঞ্চৈব প্রধানং স্থানমুচ্যতে॥ ৩২॥

উহা সর্ব্বদলোত্তম এবং প্রধান স্থান বলিয়া কথিত। ৩২।

সর্ব্বোত্তমদলঞ্চৈব পশ্চিমে সপ্তমং স্মৃতং।
যজ্ঞপত্নীগণানাঞ্চ তদীপ্সিতবরপ্রদং॥ ৩৩॥

পশ্চিমভাগে সর্ব্বদলোত্তম সপ্তম দল অধিষ্ঠিত। ঐ দল যজ্ঞপত্নীগণের বাঞ্ছিতবরপ্রদ। ৩৩।

অঘাসুরোপি নির্ব্বাণং প্রাপ ত্রিদশদুর্লভং।
ব্রহ্মমোহনমত্রৈব দলং ব্রহ্মহ্রদাবহং॥ ৩৪॥

এই স্থানে অঘাসুর ত্রিদশদুর্লভ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই স্থানেই ব্রহ্মহ্রদাবহ ব্রহ্মমোহন নামক দল সংস্থিত। ৩৪।

নৈর্ঋত্যান্তু দলং প্রোক্তমষ্টমং ব্যোমঘাতনং।
শঙ্খচূড়বধস্তত্র নানাকেলিরসস্থলং।
শ্রুতমষ্টদলম্প্রোক্তম্বৃন্দারণ্যান্তরস্থিতং॥ ৩৫॥

নৈর্ঋতকোণে ব্যোমঘাতন নামক অষ্টমদল অধিষ্ঠিত আছে। ঐ স্থানেই শঙ্খচূড়বধ হয়, উহা নানাবিধ কেলিরসের একমাত্র স্থান। বৃন্দারণ্যের অন্তর্গত এই অষ্টদল শ্রুত ও কথিত আছে। ৩৫।

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং রম্যং কৃষ্ণধাম পরং মহৎ।
শিবলিঙ্গমধিষ্ঠাতা দৃষ্টো গোপীশ্বরাভিধঃ।
তদ্বাহ্যে ষোড়শদলং শ্রিয়া পূর্ণং তদীরিতং॥ ৩৬॥

বৃন্দাবন রমণীয় স্থান এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম। গোপীশ্বরনামা শিব-লিঙ্গ ঐ স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উহার বহির্ভাগে শ্রীসমন্বিত ষোড়শ দল বিদ্যমান আছে। ৩৬।

সর্ব্বাসু দিক্ষু যৎ প্রোক্তং প্রাদক্ষিণ্যাদ্‌যথাক্রমং।
মহৎপদং মহদ্ধাম প্রধানং ষোড়শং দলং॥ ৩৭॥

দক্ষিণাদিক্রমে সকল দিকে যাহা কথিত হইল, সেই ষোড়শদলই শ্রেষ্ঠ ও মহৎপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৩৭।

প্রথমৈকদলং শ্রেষ্ঠং মাহাত্ম্যং কর্ণিকাসমং॥ ৩৮॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রথম দল কর্ণিকার সদৃশ মাহাত্ম্যবিশিষ্ট। ৩৮।

তস্মিন্ মধুবনং প্রোক্তং তত্র প্রাদুরভূৎ স্বয়ং।
চতুর্ভুজো মহাবিষ্ণুঃ সর্ব্বকারণকারণং॥ ৩৯॥

ঐ দলে মধুবন অবস্থিত। সর্ব্বকারণ-কারণ চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণু স্বয়ং তথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৩৯।

দলং দ্বিতীয়মাখ্যাতং কিঞ্চিল্লীলারসস্থলং।
খদিরারণ্যমত্রৈব দলঞ্চ সমুদাহৃতং॥ ৪০॥

খদিরারণ্য তৃতীয় দল বলিয়া আখ্যাত হয়, উহা কিঞ্চিৎ লীলারসের স্থান। ৪০।

দলং তৃতীয়মাখ্যাতং সর্ব্বশ্রেষ্ঠোত্তমোত্তমং।
চতুর্থং দলমাখ্যাতং মহাদ্ভুতরসস্থলং॥ ৪১॥

তৃতীয় দল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও উত্তম হইতেও উত্তম। চতুর্থ দল মহা অদ্ভুত-রসের স্থল। ৪১।

হরির্যস্য পতিঃ সাক্ষাৎ নিত্যং গোবর্দ্ধনঃ স্বয়ং।
কদম্বখণ্ডী তত্রৈব পূর্ণানন্দরসাশ্রয়ঃ। ৪২॥

হরি যাহার পতি, সেই গোবর্দ্ধন স্বয়ং এবং পূর্ণানন্দরসের আশ্রয় কদম্বখণ্ডী তথায় অবস্থিত। ৪২।

নন্দীশ্বরবনং রম্যং তত্র নন্দালয়ঃ স্মৃতঃ।
দলোত্তমস্তু তজ্জ্ঞেয়ং পঞ্চমং দলমুচ্যতে।
অধিষ্ঠাতাত্র গোপালো ধেনুপালনতৎপরঃ ॥ ৪৩ ॥

নন্দীশ্বরবন পরম রমণীয়, ঐ স্থানেই নন্দালয় বিরাজিত আছে। এই অত্যুত্তম দল পঞ্চম দল বলিয়া কথিত হয়। ধেনুপালতনৎপর গোপাল এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৪৩।

ষষ্ঠং দলং যদাখ্যাতং তত্র নন্দবনং স্মৃতং।
সপ্তমং বকুলারণ্যং দলং রম্যং প্রকীর্ত্তিতং।
তত্রাষ্টমং তালবনং যত্র ধেনুবধঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৪ ॥

নন্দবন ষষ্ঠ দল, রমণীয় বকুলারণ্য সপ্তম এবং যে স্থানে ধেনুকাসুরবধ হইয়াছিল, সেই তালবন অষ্টমদল বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ৪৪।

নবমং কুমুদারণ্যং দলং রম্যং প্রকীর্ত্তিতং।
কামারণ্যঞ্চ দশমং প্রধানং সর্ব্বকারণং ॥ ৪৫ ॥

কুমুদারণ্য নবম এবং সর্ব্বকারণ প্রধান কামারণ্য দশমদল বলিয়া অভিহিত। ৪৫।

সুখপ্রসাধনং নাম যত্র ব্রহ্মপ্রসাদনং।
কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থানং প্রধানং দলমুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥
দলমেকাদশং প্রোক্তং ভক্তানুগ্রহকারকং ॥ ৪৭ ॥

পূর্ব্বে যে স্থানে সুরগণ ব্রহ্মের আরাধনা করিয়াছিলেন, সুখপ্রসাধন নামক ভক্তানুগ্রহকারক সেই বনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একাদশ দল বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ৪৬-৪৭।

ভাণ্ডীরং দ্বাদশদলং বনং রম্যং মনোহরং।
কৃষ্ণঃ ক্রীড়ারতস্তত্র শ্রীদামাদিভিরাবৃতঃ ॥ ৪৮ ॥

মনোহর রমণীয় ভাণ্ডীর বন দ্বাদশদল বলিয়া কথিত হয়। কৃষ্ণ শ্রীদামাদির সহিত মিলিত হইয়া ঐ স্থানে ক্রীড়ারত থাকিতেন। ৪৮।

ত্রয়োদশং দলং শ্রেষ্ঠং তত্র ভদ্রবনং স্মৃতং।
চতুর্দ্দশদলং প্রোক্তং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদস্থলং ॥ ৪৯ ।

শ্রীবনং তত্র রুচিরং সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্য কারণং।
কৃষ্ণলীলাময়ং তত্তু শ্রীকান্তিকীর্ত্তিবর্দ্ধনং ॥ ৫০ ॥

ভদ্রবন শ্রেষ্ঠ ত্রয়োদশ দল বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। পরমরুচির, সর্ব্বৈশ্বর্য্যের কারণস্বরূপ শ্রীবন চতুর্দ্দশ দল বলিয়া কথিত; উহা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, কৃষ্ণলীলাময় এবং শ্রী, কান্তি ও কীর্ত্তিবৃদ্ধিকর। ৪৯-৫০।

দলং পঞ্চদশং শ্রেষ্ঠং তত্র লোহবনং স্মৃতং।
কথিতং ষোড়শদলং মাহাত্ম্যং কর্ণিকাসমং ॥ ৫১ ॥
মহাবনং তত্র গীতং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমং।
বাল্যক্রীড়ারতস্তত্র বৎসপালৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৫২ ॥

পরম শ্রেষ্ঠ লোহবন পঞ্চদশ দল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মহাবন ষোড়শ দল জানিবে। উহার মাহাত্ম্য কর্ণিকাসদৃশ, তথায় অত্যুত্তম গুহ্যস্থান বিদ্যমান আছে, ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ বৎসপালগণের সহিত সমবেত হইয়া বাল্যক্রীড়ায় নিরত থাকেন। ৫১-৫২।

পূতনাদিবধস্তত্র যমলার্জ্জুনভঞ্জনং।
অধিষ্ঠাতা তত্র বালগোপালঃ পঞ্চমাব্দিকঃ ॥ ৫৩ ॥

ঐ স্থানেই পূতনাবধ ও যমলার্জ্জুনভঞ্জন হইয়াছিল। পঞ্চমবর্ষীয় বালগোপাল ঐ স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৫৩।

নাম্না দামোদরঃ প্রোক্তঃ প্রেমানন্দময়াত্মকঃ।
দলং প্রসিদ্ধমাখ্যাতং সর্ব্বশ্রেষ্ঠদলোত্তমং ॥ ৫৪ ॥
সিদ্ধপ্রধানং কিঞ্জল্কদলং চ সমুদাহৃতং ॥ ৫৫ ॥

এই প্রসিদ্ধ দল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও দলোত্তম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে যে বালগোপাল অধিষ্ঠাতা আছেন, তিনি প্রেমানন্দপূর্ণ দামোদর নামে কথিত হইয়া থাকেন। ঐ দলই সিদ্ধপ্রধান কিঞ্জল্কদল বলিয়া উদাহৃত হইয়া থাকে। ৫৪-৫৫।

পার্ব্বত্যুবাচ। বৃন্দারণ্যস্য মাহাত্ম্যং রহস্যং বা কিমদ্ভুতং।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহাপ্রভো ॥ ৫৬ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে প্রভো! বৃন্দারণ্যের মাহাত্ম্য ও রহস্য কিরূপ

অদ্ভুত, উহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; অতএব আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন কর। ৫৬।

ঈশ্বর উবাচ।—কথিতং তে প্রিয়তমে গুহ্যাৎ গুহ্যতমোত্তমং।
রহস্যানাং রহস্যং যদ্দুর্লভানাঞ্চ দুর্লভং॥ ৫৭॥

ঈশ্বর কহিলেন, হে প্রিয়তমে! যাহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতম, উত্তম রহস্য হইতেও রহস্য এবং দুর্ল্লভেরও দুর্ল্লভ, সেই বৃন্দাবনের কথা তোমার নিকট বলিয়াছি। ৫৭।

ত্রৈলোক্যগোপিতং দেবি দেবেশ্বরসুপূজিতং।
ব্রহ্মাদিবাঞ্ছিতং স্থানং সুরসিদ্ধাদিসেবিতং॥ ৫৮॥

হে দেবি! ঐ স্থান ত্রৈলোক্যে গোপনীয়, দেবেশ্বর কর্ত্তৃক সুপূজিত, ব্রহ্মাদি দেবগণেরও বাঞ্ছিত এবং সুর ও সিদ্ধাদিগণের সেবিত। ৫৮।

যোগীন্দ্রা হি সদা ভক্ত্যা তস্য ধ্যানৈক-তৎপরাঃ।
অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্নৃত্যগীতনিরন্তরং॥ ৫৯॥

যোগীশ্রেষ্ঠ মহাত্মারা সর্ব্বদা ভক্তি সহকারে উহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। ঐ স্থানে অপ্সরাগণ ও গন্ধর্ব্বগণ নিরন্তর নৃত্যগীত করিতেছে। ৫৯।

শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দরসাশ্রয়ং।
ভূমিশ্চিন্তামণিস্তোয়মমৃতং রসপূরিতং॥ ৬০॥

শ্রীবৃন্দাবন রমণীয় ও পূর্ণানন্দরসের একমাত্র আশ্রয়। তত্রত্য ভূমি চিন্তামণিস্বরূপ এবং জল অমৃতরসে পরিপূর্ণ। ৬০।

বৃক্ষাঃ সুরদ্রুমাস্তত্র সুরভিবৃন্দসেবিতাঃ।
স্ত্রী লক্ষ্মীঃ পুরুষো বিষ্ণুঃ স্থানমেতন্মনোরমং॥ ৬১॥
কৈশোরাস্তত্র সর্ব্বেপি নিত্যমানন্দবিগ্রহাঃ।
গীতিনাট্যরতাঃ সর্ব্বে স্মিতবক্ত্রা নিরন্তরং॥ ৬২॥

ঐ স্থানে যে সকল তরুবর বিরাজিত আছে, তাহারা সুরভিবৃন্দসেবিত সুরদ্রুমস্বরূপ। বৃন্দাবনবাসিনী রমণী লক্ষ্মীস্বরূপা, পুরুষ বিষ্ণুস্বরূপ এবং এই স্থান পরম রমণীয়; তথায় যাহারা নিবসতি করে, তাহারা সকলেই বিষ্ণুর ন্যায় কিশোরবয়স্ক ও সতত আনন্দপূর্ণ; তাহারা সকলেই সর্ব্বদা নৃত্যগীত-পরায়ণ ও সহাস্যবদন হইয়া অবস্থিতি করে। ৬১-৬২।

শুদ্ধসত্ত্বৈঃ প্রেমপূর্ণৈর্বৈষ্ণবৈশ্চ সদাশ্রিতং।
পূর্ণব্রহ্মসুখে মগ্নং স্থানং পরমমোহনং॥ ৬৩॥

ঐ বৃন্দাবন সর্ব্বদা শুদ্ধসত্ত্ব, প্রেমপূর্ণ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক আশ্রিত, এবং ঐ স্থান পূর্ণব্রহ্মসুখে মগ্ন ও পরম রমণীয়। ৬৩।

মত্তকোকিলভৃঙ্গাদ্যৈঃ কূজৎকলমনোহরং।
কপোতশুকসংগীতমুন্মত্তালিসহস্রকং॥ ৬৪॥

তথায় মত্ত কোকিল ও ভৃঙ্গাদিরা নিরন্তর মনোহর ধ্বনি করিতেছে এবং ঐ স্থান কপোত, শুক প্রভৃতির রবে ও সহস্র সহস্র মত্ত অলিপুঞ্জে সমাকীর্ণ। ৬৪।

নানাবর্ণৈশ্চ কুসুমৈস্তদ্রেণুভিশ্চ পূরিতং।
সুস্নিগ্ধসৌরভাশ্রান্তমুগ্ধীকৃতজগত্রয়ং॥ ৬৫॥

ঐ বৃন্দাবন নানাবর্ণ কুসুমপুঞ্জে ও তত্তৎরেণু দ্বারা পরিপূরিত; সেই সকল কুসুমের সুস্নিগ্ধ সৌরভে ত্রিজগৎ প্রশান্ত ও মুগ্ধীকৃত হইতেছে। ৬৫।

মন্দমারুতসংসিক্তবসন্তঋতুশোভিতং।
দুঃখশোকৈশ্চ রহিতং জরামরণবর্জ্জিতং॥ ৬৬॥

ঐ বৃন্দাবন-ধাম মন্দমন্দমারুত-সংসিক্ত বসন্ত ঋতুতে নিরন্তর সুশোভিত। তথায় দুঃখ, শোক, জরা বা মরণ নাই। ৬৬।

[ক্রমশঃ।

পদ্যগীতা।

প্রথম অধ্যায়।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি॥ ১১॥

স্বকীয় স্বকীয় বিভাগ-অনুসারে
আপনারা ব্যূহ-প্রবেশের দ্বারে
করি' অবস্থান জাহ্নবী-কুমারে
সবে মেলি রক্ষা করুন সমরে॥ ১১॥

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধ-পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২॥

কুরু-বৃদ্ধ বীর জাহ্নবী-নন্দন
দুর্য্যোধন-প্রীতি করিতে বর্দ্ধন
করি' সিংহনাদ শুন হে রাজন্!
বাজা'লেন তাঁ'র শঙ্খ উচ্চৈঃস্বরে॥ ১২॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানক-গোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্তঃ স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩॥

শঙ্খ-ভেরী-শৃঙ্গ পরে অগণিত
পটহ-মাদল প্রভৃতি যাবত
সহসা হে নৃপ! হইলে ধ্বনিত
হইয়া উঠিল শব্দ ঘোরতর॥ ১৩॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

অনন্তর শ্বেত-বরণ-বিশিষ্ট—
হয়-যুক্ত মহারথে অবস্থিত
ধনঞ্জয় আর শ্রীনন্দের সুত
বাজা'লেন দুটি শঙ্খ-মনোহর ॥ ১৪ ॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮

পাঞ্চজন্য আর শঙ্খ—দেবদত্ত—
কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন করেন ধ্বনিত
বৃকোদর পৌণ্ড্র নামে অভিহিত
মহাশঙ্খ বাজাইলেন তথায়
কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অনন্ত-বিজয়—
সুঘোষ মণিপুষ্পক মাদ্রী-সুতদ্বয়
রথীশ শিখণ্ডী-সাত্যকি-দুর্জ্জয়
মহাধনুর্দ্ধর কাশীশ্বর আর—
বিরাট-দ্রুপদ-দ্রুপদ-নন্দন
সৌভদ্রেয় আর দ্রৌপদেয়গণ,
সবাই ইহাঁরা-হে—পৃথ্বী-পালন
ভিন্ন ভিন্ন শঙ্খ ধ্বনিলেন আর ॥ ১৫-১৮ ॥

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যানুনাদয়ন্॥ ১৯॥

ব্যোম ও পৃথ্বীকে সে তুমুল শব্দ
বিশেষরূপেতে করিয়া ধ্বনিত
ধ্বতরাষ্ট্র-সুত-গণের যাবত
হৃদি বিদারিত করিল রাজন্॥ ১৯॥

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্র সম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥ ২০॥

শস্ত্রের সম্পাত হইলে প্রবৃত্ত
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে যুদ্ধার্থ সজ্জিত
করি' সন্দর্শন কপিধ্বজ পার্থ
কহিলেন কৃষ্ণে তুলি শরাসন॥ ২০॥

অর্জ্জুন-উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১॥

উভয় সেনার মধ্যেতে অচ্যুত
মম রথ তুমি করহ স্থাপিত॥ ২১॥

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২॥

যুদ্ধ-কামনায় স্থিত সৈন্যগণে
ক্ষণকাল আমি নেহারি নয়নে
এই রণোন্মুখে কাহাদের সনে
হইবে যুঝিতে হেরিতে উচিত॥ ২২॥

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩॥

দুষ্ট কৌরবের হিতকামী হ'য়ে
যে সকল বীর সমর আশয়ে
সমাগত হেথা—সে বীর-নিচয়ে
একবার আমি করিব দর্শন ॥ ২৩ ॥

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত!
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থঃ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

কহিলে কিরীটী এ কথা ভারত!
সেনাদ্বয়-মধ্যস্থলেতে অচ্যুত
ভীষ্ম-দ্রোণ-মুখ উপস্থিত যত—
নৃপতিগণের সম্মুখে তখন
সেই রথোত্তম করিয়া স্থাপন
কুন্তীর নন্দনে করি সম্বোধন
কহিলেন তাঁ'রে হে কুন্তী-নন্দন!
কর নিরীক্ষণ কুরুসৈন্যচয় ॥ ২৪—২৫ ॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচর্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখাংস্তথা।
শ্বশুরাঃ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

পক্ষদ্বয়-মাঝে কিরীটী তখন
পিতৃব্য-মাতুল-পিতামহগণ
আচার্য্য-শ্বশুর-পুত্র-পৌত্রগণ
হেরিলেন আর সুহৃদ-নিচয় ॥ ২৬ ॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়া বিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

রণ-ভূমে স্থিত সে বন্ধু-নিচয়
করি নিরীক্ষণ কুন্তীর তনয়
কৃপাবিষ্ট আর বিষণ্ন-হৃদয়—
হ'য়ে—কহিলেন এই সে বচন ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্টে্বমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

কহিলেন পার্থ শুন হে অচ্যুত!
যুদ্ধ-ইচ্ছা এই স্বজন যাবত
সম্মুখ ভাগেতে হেরি অবস্থিত
অবশাঙ্গ আমি বিশুষ্ক-বদন ॥ ২৮ ॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

দেহেতে আমার কম্পন হ'তেছে
কর হ'তে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িছে
গাত্রচর্ম্ম যেন দহিয়া যেতেছে
দেহে রোমহর্ষ হ'তেছে আমার ॥ ২৯ ॥

দেবীমহিমা।

ভগবতী ভুবনেশ্বরী মহামায়ার উপাসনা সম্বন্ধে কোন কোন ভ্রান্ত, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানাভিমানী মানব এইরূপ কহিয়া থাকেন যে, "মায়ারূপিণী ভগবতীর উপাসনা শাস্ত্রে উক্ত আছে বটে, কিন্তু উহা ভোগাভিলাষী বিষয়-বিমুগ্ধ মনুষ্যগণের জন্য, মুক্ত্যভিলাষী ভক্ত ভাগবতদিগের জন্য নহে। কারণ মায়া মিথ্যা পদার্থ, মুক্ত্যবস্থায় তাহার অস্তিত্বের অভাব হেতু, মায়োপাসনা অশ্রদ্ধেয়া।" ইহার প্রমাণার্থ তাঁহারা বিষ্ণু-ভাগবতের দশম স্কন্ধস্থ "অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্" এই শ্লোকার্দ্ধের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, মনুষ্যাঃ সকামা বিষয়বিমুগ্ধাঃ কামভোগপ্রদায়িনীং ত্বাং ভবতীং ধনধান্যসুতকলত্রলাভার্থং অর্চ্চিষ্যন্তি পূজয়িষ্যন্তি ন নিষ্কামা ভগবৎপ্রিয়া বৈষ্ণবাঃ। তদ্রূপ দেবীমাহাত্ম্যস্থ "ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা" এই শ্লোকাংশে "বৈষ্ণবী শক্তি" এই শব্দটী দেখিয়া, সর্ব্বত্র শক্তি বলিতে জড়া প্রকৃতি, এইরূপ নির্ণয় করতঃ ভগবত্যুপাসনার হেয়তা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।

বিদ্বেষবুদ্ধি ও কুসংস্কার বর্জ্জন পূর্ব্বক স্থির গম্ভীর চিত্তে শাস্ত্রের সকল ভাগ দর্শন পুরঃসর বিচার করিলে, তাঁহাদের এই ভ্রান্তি নিরসন হইতে পারে। শাস্ত্র কি বলিতেছেন, দেখুন।—দেব্যথর্ব্বশিরসি।—সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবী সাঽব্রবীদহং ব্রহ্মরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ। তথা ভুবনেশ্বর্য্যুপনিষদি।—অথাতোঽস্যোপ-নিষদং ব্যাখ্যাস্যামোঽথ হেনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মরূপিণীমাপ্নোতি, ভুবনাধীশ্বরী তুর্য্যাতীতা বিশ্বমোহিনী। তথা ভাবনোপনিষদি।—স্বাত্মৈব ললিতেতি।

এই সকল শ্রুতি তথা ত্রিপুরাতাপনীয়-সুন্দরী-তাপনীয়াদি "পরো রজসে সা বদোমিতি" এই গায়ত্রী চতুর্থচরণপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, হ্রীংকারবীজের বাচক (হ্রীং ব্রহ্মেতি ওঁ ব্রহ্মেতি) বলাতে মায়াবীজমন্ত্রে উপাস্যা ভগবতীই ব্রহ্মরূপিণী, তাঁহার উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্র কি কহিতেছেন, দেখুন। সূতসংহিতাপঞ্চমাধ্যায়ে।—অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্। আরাধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাস-বর্জ্জিতাম্॥ স্কন্দপুরাণে বেদারণ্যেশ্বরমাহাত্ম্যে।—পরা তু সচ্চিদানন্দরূপিণী-জগদম্বিকা। সৈবাধিষ্ঠানরূপা স্যাজ্জগদ্‌ভ্রান্তেশ্চিদাত্মনি॥ কূর্ম্মপুরাণে দ্বাদশাধ্যয়ে।—এতৎ প্রদর্শিতং বিপ্রা দেব্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্। সর্ব্ববেদান্ত-বেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ একং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্। যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্॥ পরাৎপরতরং তত্ত্বং শাশ্বতং শিব-মচ্যুতম্। অনন্তং প্রকৃতৌ লীনং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্॥ শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নির্গুণং দ্বৈতবর্জ্জিতম্। আত্মোপলব্ধিবিষয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্॥ স্কন্দপুরাণে হালাস্যেশ্বরমাহাত্ম্যে মায়াবীজার্থপ্রস্তাবে।—সৎস্বরূপঃ সদাকারো হকারো ধর্ম্মতৎপরঃ। চিদাকারঃ শিবাকারো রেফঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদঃ॥ আনন্দ-রূপয়োরৈক্যাদীকারঃ সর্ব্বকামদঃ। বিন্দুনাদৌ তদন্তঃস্থৌ ভবেতাং মোক্ষদা-বুভৌ॥ সচ্চিদানন্দরূপস্তু প্রোক্তং বীজং মনীষিভিঃ। সচ্চিদানন্দরূপং যৎ পরং ব্রহ্ম তদেব হি॥ দেবীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে।—নির্গুণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ। সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা চ বিরাগিভিঃ। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে ললিতোপাখ্যানে।—চিতিস্তৎপদলক্ষ্যার্থা চিদেকরসরূপিণী॥ ইত্যাদি অষ্টাদশপুরাণে ও উপপুরাণে দেবীর পরব্রহ্মত্বপ্রতিপাদক অনেকানেক স্মৃতি আছে।

যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে, শাস্ত্রে ভগবতীকে মায়াশব্দে অভিহিত করিয়াছেন, শাস্ত্রমতে মায়া মিথ্যা পদার্থ, অতএব ভগবতীরও মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহার উত্তরে কহিব, কেবলা মায়া মিথ্যাপদার্থ সত্য, কিন্তু ব্রহ্মাধিষ্ঠিতা মায়া (শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম) মিথ্যাপদার্থ হইতে পারেন না। এই নিমিত্ত, মায়মধ্যে অধিষ্ঠানসত্তা ব্রহ্মচৈতন্যের প্রবেশ আছে বলিয়া, মায়া-স্বরূপের উপাসনায় সত্তারূপ ব্রহ্মেরই উপাসনা হইয়া থাকে। ব্রহ্মোপাসনা

বলিলে, কেবল-ব্রহ্মের উপাসনা বুঝায় না, কিন্তু শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা বুঝায়। ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্‌ভাবে শক্তির অস্তিত্ব নাই, শক্তি ও শক্তিমান্ ইহারা পরস্পর অভিন্ন, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।—কেবল-ব্রহ্ম বা কেবলা-মায়ার উপাসনা অসম্ভব। ভগবতীর মায়াস্বরূপত্ব প্রতিপাদন দ্বারা বেদ তদ্ব্যাবৃত্তিমুখে ভগবতীর ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি" ইত্যাদি শ্রুতিতে অন্তর্যামি চেতন-সম্বন্ধবশতঃ পৃথিব্যাদি জড়বস্তুর দেবত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই সূতসংহিতা কহিয়াছেন।—চিন্মাত্রাশ্রয়-মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ। অনুপ্রবিষ্টা যা সংবিন্নির্ব্বিকল্পা স্বয়ংপ্রভা। সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী। সা শিবা পরমা দেবী শিবাহভিন্না শিবঙ্করী॥ পুনশ্চ।—ভগবতীস্বরূপপ্রতিপাদক বাক্যসমূহে যে মায়া, শক্তি ও কলা ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, লক্ষণাদ্বারা তাহাদিগকে মায়াবিশিষ্ট, শক্তিবিশিষ্ট ও কলাবিশিষ্ট ব্রহ্ম এইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন কলাবিশিষ্ট, শক্তিবিশিষ্ট ও মায়াবিশিষ্ট হন, তখনই তাঁহাকে ভগবতীপদবাচ্য কহা গিয়া থাকে। অতএব ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা, নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা, স্মৃতি-রূপেণ সংস্থিতা ইত্যাদি কেবল-শক্তি বাচক পদগুলিতে লক্ষণা করিয়া শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মত্ব বুঝিতে হইবে। ইহার পোষক প্রমাণ কালোত্তরে উক্ত হইয়াছে। যথা—কালোত্তরে শিবের প্রতি দেবীপ্রশ্ন।—"ভগবন্ দেবদেবেশ মিথ্যা মায়েতি বিশ্রুতা। তস্যাঃ কথমুপাস্যত্বং ভবেন্মুক্তাবনশ্বরাৎ॥ শ্রদ্ধা ন জায়তে কাপি মিথ্যাবস্তুনি কুত্রচিৎ। দেব্যা উপাসনা চেয়ং শ্রুতা মায়াশ্রিতা প্রভো॥ সংশয়ং ছিন্ধি দেবেশ রহস্যং বদ মে প্রভো। ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা ভগবাং-শ্চন্দ্রশেখরঃ। উবাচ বচনং দিব্যং সর্ব্বলোকহিতপ্রদম্॥ নাহং সুমুখি মায়ায়া উপাস্যত্বং ব্রুবে কচিৎ। মায়াধিষ্ঠান চৈতন্যমুপাস্যত্বেন কীর্ত্তিতম্॥ মায়াশক্ত্যা-দিশব্দাশ্চ বিশিষ্টস্যৈব লক্ষকাঃ। তস্মান্মায়াদিশব্দৈস্তু ব্রহ্মৈবোপাস্যমুচ্যতে॥"

বাদী কেবলা-মায়ার উপাস্যত্ব কহিয়া দোষারোপ করিতে যাইয়া স্বয়ংই মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, জড়া মায়া যদি উপাস্য হইত, তাহা হইলে দেবতাবিগ্রহের প্রাণেন্দ্রিয় মন আত্মজীবাদিমত্ত্ব কিরূপে সম্ভব হইত? প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রের কি প্রয়োজন ছিল? [ক্রমশঃ]

বিবিধ।

চাঁদরাণি। গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ নাই। চাঁদরাণি পাঠ করিলে নবদ্বিপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক বহুবিধ ঘটনা ও তাৎকালিক সমাজের অবস্থা ও অন্যান্য নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে চাঁদরাণি বিশেষ পাঠোপযোগী।

দারোগার দপ্তর। আমরা ৪০ সংখ্যা অর্থাৎ শ্রাবণ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। দারোগার দপ্তর সমান ভাবেই চলিতেছে। প্রতি সংখ্যায় নূতনত্ব আছে এবং পাঠ আরম্ভ করিলে কদাচ শেষ না করিয়া থাকা যায় না। এবার আবার অভয়া উপন্যাস, পঞ্চবালিকা, ও পুরাণ রহস্য এই তিনখানি পুস্তক উপহার আছে। সুতরাং এ সুবিধা পাঠকগণের উপেক্ষা করা উচিত নহে।

হিন্দুসৎকার সমিতি। কলিকাতা হ্যারিসন রোডে স্থাপিত। কলিকাতাস্থ বন্ধুবান্ধব বিহীন মৃত ব্যক্তিগণের সৎকার করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। আমরা অনেক সময় স্বচক্ষে পতি-পুত্রাদি বিয়োগে শোকাকুলা বিদেশী স্ত্রীলোকগণকে শব বাহকের অভাবে শবদেহ লইয়া বিব্রত হইতে দেখিয়াছি। সুতরাং এরূপ সমিতি দ্বারা উক্তরূপ বন্ধুবান্ধব বিহীন বিপন্নগণের যে প্রভুত উপকার হওয়া সম্ভব তাহা বলাই বাহুল্য।

দন্তধাবন চূর্ণ। সেন গুপ্ত কোম্পানীর নিকট ৫৪।১নং কুলুটোলা ষ্ট্রীটে প্রাপ্য। মূল্য ।০ আনা। আমরা এই দন্তধাবণ চূর্ণ ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। একটী কৌটা একমাস সচ্ছন্দ ভাবে এক জনের ব্যবহার করা চলে। ইহা সুগন্ধযুক্ত, সুব্যবহার্য্য ও দন্তরোগ উপশম কারক। যাঁহারা দন্তরোগে কষ্ট পাইতেছেন তাহারা এই দন্তধারণ চূর্ণ ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইতে পারিবেন।

দশম বর্ষ।

১০ম ভাগ। ভাদ্র ও আশ্বিন মাস, ১৩০২ সাল। ৩য় স্তবক।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিগোপাল বসু ও সম্পাদক।

জমিদার শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে
৭০নং সুকীয়া ষ্ট্রীট বেদব্যাস কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা,
২০নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, "কালিকা যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০২ সাল।

বিজ্ঞাপন।

কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য রচনা করিয় কারে মুদ্রিত করিলাম। কাব্যরচনা বি আমার প্রথমোদ্যম; সুতরাং ইহা যে সমাজের মনোরঞ্জন করিবে তাহার কিছু আশা করি না। যাহা হউক, উদার-স্বভাব পাঠক-বৃন্দ ইহার প্রতি একবার মাত্র সকৃপ কটাক্ষপাত করিলেই সকল পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

এতদ্‌গ্রন্থের "শুকপক্ষিচ্ছলে 'পরাধীনের বিলাপ" ও "তত্ত্বজ্ঞান" প্রবন্ধদ্বয় কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে সোমপ্রকাশ ও এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল; এবারে তদুভয়ের কলেবর স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইল।

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে আমার পরম ভক্তিভাজন, অসামান্য-কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন, হাইকোর্টের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় পরিশ্রম স্বীকারে এই সামান্য পুস্তকখানি আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন; এবং আমার পরম মিত্র শ্রীযুক্ত বাবু

বসু, বিএ, ইহার সংশোধন বিষয়ে
ানুকূল্য করিয়াছেন; আমি তদর্থ
াপে চির-অপরিশোধ্য ঋণে বদ্ধ

।

শ্রীঈশানচন্দ্র দত্ত।

প্রবন্ধ-কুসুমাবলী।

নমো ব্রহ্ম নিরাধার, জগতের মূলাধার,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ধাতা।
অনাদি অনন্ত-জ্ঞান, ঈশ সর্ব্ব-শক্তিমান,
শিবরূপী জীব-শিব-দাতা॥
শশী, সূর্য্য, নক্ষত্র, আকাশ, চরাচর,
বিন্দু মাত্র নহে তব জ্ঞানে অগোচর॥
সৎ-স্বরূপ সনাতন, নিরাময় নিরঞ্জন,
সত্ত্ব রজস্তমো গুণাতীত।
দেশে কালে সীমা শূন্য, কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
পূর্ণ-ব্রহ্ম তব নিয়মিত!
এ বিশ্বে তোমার খেলা হয় সমুদয়,
নির্লেপ অভেদ্য রূপে তুমি সর্ব্বময়॥
জ্ঞানে ধরিবারে নারে, বাক্য কি বর্ণিতে পারে,
মানবের মনে কত বল?
বেদে তুমি বেদ্য নও, কারণ-স্বরূপ হও,
নাহি তব উপমার স্থল॥
কে শিখাবে তব ধ্যান যাব কার কাছে?
এ জগতে হেন গুরু কে কোথায় আছে?

ভ্রান্তি বশে জীবগণে, কল্পনা করিয়া মনে,
চারু মূর্ত্তি করি বিনির্ম্মিত।
ফুল জল উপহারে, পূজাদি অর্পয়ে তারে,
মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র-নিয়োজিত॥
ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি তব ইচ্ছায় বিয়োগ,
তুমি কি হে অভিলষ পার্থিব সম্ভোগ?
অন্ধ হয়ে কেহ নরে, মনে অনুমান করে,
তুমি ঈশ নর-রূপ-ধারী।
লোকের নিস্তার হেতু, সংসার-সাগরে সেতু,
হর পাপ দিয়া নদ-বারি॥
ঘোর কলুষিত হেরি মনুজ-হৃদয়,
তুমি কি হে অবতীর্ণ হইয়া সদয়?
এই রূপে জীব যত, ভাবে অন্য ভাব কত,
অশক্ত হইয়া ব্রহ্ম-ভাবে।
লোকালয় ত্যজি কেহ, কাননে মানিয়া গেহ,
নাশে দেহ যোগের প্রভাবে॥
জল স্থল শূন্যে যদি তুমি সর্ব্ব ঠাঁই,
ত্যজি নিকেতনে তবে বনে কেন যাই?
তর্কের লহরী ধরি, তোমা লাভ বাঞ্ছা করি,
সার হয় কেবল সংশয়।
তর্কের কি আছে শক্তি, লভিতে অনন্ত-শক্তি,
ক্ষুদ্র মনঃ যাহার নিলয়?
আত্মা ত্যজি যথা যাই সর্ব্বত্র নৈরাশ,
কেবল আত্মায় তব কিঞ্চিত আভাস॥

ধন্য সেই নরোত্তম, যার জ্ঞান অতিক্রম,
কোন ক্রমে করে না আশ্রায়।
হয়ে আত্ম-যোগে যোগী, প্রেমের সম্ভোগ ভোগি,
সেই মাত্র জীবন কাটায়॥
বজ্রের ভীষণ নাদে হৃদয় অটল,
প্রেমিকের আঁখি সদা প্রেমে ছল ছল॥
নিশির শিশিরে তাঁর, বহে প্রেম-অশ্রুধার,
সূর্য্য সহ প্রেম দীপ্তিমান।
কুজিলে বিহঙ্গকুল, হৃদয়-সাগর-কূল,
উচ্ছলয় প্রেমের তুফান॥
উষা সহ ভূষা-ময় প্রেমের শরীর,
অন্ধকার সহ গত অজ্ঞান-তিমির॥
তোমারে উদ্দেশ্য করি, বাহেন জীবন-তরি,
জ্ঞান-দেবে বরি কর্ণধার।
পাপীর ভয়ের স্থান, নাহি যার পরিমাণ,
সে ভব-সাগরে পান পার॥
উপনীত হন গিয়া সেই দিব্য লোকে,
সদা যথা প্রভান্বিত প্রেমের আলোকে॥
আমি নিজে ক্ষুদ্র-মতি, সহজে অজ্ঞান অতি,
রতি-হীন ওহে বিশ্ব-পতি!
পতিত-পাবন হায়! পতিত বিষম দায়,
গতি দেহ অগতির গতি!
সূর্য্য-রূপে উদি দেব মানস-গগনে,
ফুটাও ভক্তির পদ্ম জ্ঞানের জীবনে॥

ভূত-ময় ঘর দ্বার, ভূতাগত পরিবার,
ভূতের বেগার খেটে মরি।
ভূত, বর্ত্তমান, ভাবী, ভূতের ভাবনা ভাবি,
ভূত-সঙ্গে সদা কাল হরি॥
এক ভূতে রক্ষা নাই এত ভূত-মেলা,
বিষম প্রপঞ্চ পঞ্চ-ভূতে করে খেলা!
সংসারে স্বপক্ষ যারা, বিপক্ষ হয়েছে তারা,
ক্ষীণ হেরি প্রকাশে বিক্রম।
নাই মম বল মূলে, পাই ভয় অরি-কুলে,
তাই ডাকি ওহে শত্রু-দম।
দুর্ব্বলের বল মম হর ভব-ভয়!
নিজ বল দিয়া কর শত্রু-বল ক্ষয়॥
ভোগে ভোগিলাম কত, অধর্ম্মের ভোগ যত,
অবিরত জর্জ্জরিত প্রাণ।
আর নাই সে বাসনা, এ দীনে করুণা-কণা,
করুণা-নিদান, কর দান!
না চাই জীবন দীর্ঘ, নাহি আকিঞ্চন
পার্থিব গৌরব সব ধন পরিজন॥
জড়িত সংসার-জালে, গ্রাসিতে আসিলে কালে,
যেন তারে নাহি হয় ভয়।
বিষয়ের কলরবে, যেন নাহি পরাভবে,
ক্ষুদ্রতম আমার হৃদয়॥
যে পদ প্রসাদে মর অমরতা পায়,
জীবনে মরণে যেন মজি সেই পায়!

কবিতা সুন্দরী।

কবিতা সুন্দরি, নমস্কার করি,
তোমার চরণ-তলে!
অদেহে জনম, তাই অনুপম
রূপসী তোমায় বলে॥
রাগ-অস্থি-ময়, তব তনু হয়,
ভাব-ত্বকে আবরিত।
রসে ঢল ঢল, বদন-কমল,
গুণ-হাস্য-প্রকটিত॥
তোমার যে বেশ, বর্ণিতে অশেষ,
শেষ বিশেষিতে নারে।
সেই জন জানে, কৃপা-সুধাদানে,
অমর করেছ যারে॥
যত ছন্দোবৃন্দে, চরণারবিন্দে,
সাজে কি মোহন সাজে!
সব অলঙ্কার, বরাঙ্গে তোমার,
অলঙ্কার হয়ে রাজে॥
রাজেন্দ্রাণী-গলে, কিবা ছার জ্বলে
মণি মুকুতার পাঁতি?
ও দেহে যেমন, হয় সুশোভন,
মোহন রূপক-ভাতি!
না পাই উপমা, যবে মালোপমা,
মালা-রূপে হৃদেশ্বর।

হই ভ্রান্তি-মান, যদি ভ্রান্তি-মান
অলঙ্কার অঙ্গে পর ॥
সকলি বিচিত্র, ও দেহে সুচিত্র,
করে চিত্র-অলঙ্কারে।
শোভার নিলয়, অনু-প্রাসচয়,
সুসজ্জা করে তোমারে ॥
যবে মৃদুস্বরে, ও অধরে সরে,
করুণা-পূরিত বাণী।
কি আছে জগতে, তার তুল্য হতে ?
কাঁদাও সকল প্রাণী ॥
যবে ঘোর রবে, প্রকৃত গৌরবে,
উৎসাহিত কর নরে।
ভীরুরো হৃদয়, উঠে সে সময়,
বীণা-তার যথা করে ॥
যখন গম্ভীরে, গাও ধীরে ধীরে,
বিভুর মহিমা গান।
পুণ্যবান সবে, ভাসে প্রেমার্ণবে,
চমকে পাপীর প্রা'ণ ॥
তোমারে সকলে, কবি-সুতা বলে,
কিন্তু আমি বলি আর।
বিধির নন্দিনী, ত্রিদিব বাসিনী,
তপস্যার ফল সার ॥
করি কষ্ট-ভোগ, ধরি চিন্তা-যোগ,
কবি উদাসীন-ভাবে।

ত্যজিয়া সংসার, মজি অনিবার,
তোমার চরণ ভাবে ॥
অগ্রে মৃদুহাসি, দেখা দেন আসি,
তব শক্তি সে কল্পনা।
দেন দিব্য আঁখি, আর থাকে নাকি,
মনের বৃথা জল্পনা?
বীত পাপচয়, সুকৃতি উদয়,
উপনীতা হও শেষে।
বরদান-ছলে, হৃদয়-কমলে,
অভয়া বরদা-বেশে ॥
বহু পুণ্য-ফলে, ও তপস্যা ফলে,
তাই মা ভাবিয়া ক্ষীণ।
নাই ভক্তি-যোগ, পাই কষ্ট-ভোগ,
সহজে সাধন-হীন ॥
ভরসা কেবল, মানস অবল,
দীনতা প্রবল আছে।
তুমি, দয়াশীলে, বিমুখী হইলে,
কলঙ্ক ঘটিবে পাছে!

কাল।

(১)

অনন্ত শকতি তব অপার মহিমা,
সংসারে তোমার দেব “কাল” অভিধান!
ক্ষুদ্রতম নর কিবা দিবে তব সীমা?
ভাবিলে পরাস্ত হয় অমরের জ্ঞান!

(২)

তোমাতে করিয়া জীব জনম-গ্রহণ,
দণ্ড, পল, বর্ষাদিতে বিভাগি তোমারে,
সুখে দুঃখে তোমাতেই করি বিচরণ,
তোমাতেই লীন হয় ত্যজিয়া সংসারে।

(৩)

উন্নত-শিখর গিরি, অতল সাগর,
অন্ধখনি—মণি যথা জ্বলে অবিরত—
সূর্য্যের আতপ-শূন্য কুঞ্জ মনোহর,
সর্ব্বস্থলে তব হস্ত হয় অব্যাহত।

(৪)

রাশি-চক্র,—যেই পথে ভাস্করের গতি—
বোধাতীত শূন্যে যথা ভ্রমে গ্রহগণ,
কিবা প্রদক্ষিণ যথা করে রাকা-পতি,
সর্ব্বত্র তোমার, দেব, সমান শাসন!

(৫)

তুমিই—কুসুমাবলী (বিপিনের শোভা);

ফুটাও—বসন্ত-রূপে প্রবেশি কাননে,—

প্রেমীর প্রধান মধুকর-মনোলোভা,

সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যার ধরে না নয়নে ;—

(৬)

বহিতে সৌরভ তার কানন ব্যাপিয়া,

আনিয়া নিযুক্ত কর সুমন্দ বাতাসে ;

তুমিই বিনাশ তারে নিদাঘ হইয়া,

কোথা রূপ, পরিমল তোমার হুতাশে !

(৭)

আশার তরিতে তুলি দিয়া প্রলোভন,

তুমিই বান্ধহ জীবে মমতা-শৃঙ্খলে,

স্বপ্ন-বৎ কিছু সুখ করি বিতরণ,

ডুবাও শোকের, হায়, তল-শূন্য জলে !

(৮)

কিবা রাজা,—'চক্রবর্ত্তী' যাহার আখ্যান,

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যার কাঁপে বসুন্ধরা,

বীরত্বে দ্বিতীয় নাই লভিতে সম্মান,

ধরাখান যার চক্ষে ক্ষুদ্র যথা শরা ;—

(৯)

কিবা দীন হীন,—অন্ধ যুগলনয়ন,

ললিত গাত্রের মাংস পলিত চিকুর,

প্রতিবেশী-দ্বারে বসি করে উচ্চারণ,

"দীনে দয়া কর পিতঃ হ'ওনা নিষ্ঠুর" ;—

(১০)

কিবা বিদ্যাবন্ত,—কবি-কুল-শিরোমণি,
বিদ্যাবলে সমগ্র ভুবন কর-তল,
অসমা অক্ষয়া কীর্ত্তি ব্যাপিল অবনী,
বাণী-বর-পুত্র ঘোষে মানব সকল;—

(১১)

কিবা মূঢ়,—হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান মাত্র নাই,
দেখিলে লোকের হয় ঘৃণার সঞ্চার;
তোমার নিকটে কারো থাকেনা বড়াই,
সমভাবে নমে রাজ-চরণে তোমার!

(১২)

তুমি না বরিয়াছিলে "আলেক্জণ্ডারে"
ভুবন-বিজয়-কর "গ্রীস" সিংহাসনে,
অক্ষয় বীরত্ব যেই লভিল সংসারে,
যাঁর নামে শত্রু-দল হত-বল রণে?

(১৩)

দুর্জ্জয় "সীজর" যার বিক্রম অটল,
করেছিল "রোমে" যেই একৈব প্রধান,
কোথা আজি সেই সব বীর মহাবল?
কালির অক্ষরে মাত্র রয়েছে নিশান!

(১৪)

আনিলে হে রঙ্গ ভূমে "বোনাপার্টী" বীরে,
দেখাইল কত মত কারি অভিনয়;
বলেছিল সেই বীর জলদ-গম্ভীরে,
"'অসম্ভব' শব্দ ফরাসীর শব্দ নয়"!

(১৫)

তারি ভ্রাতৃ-পুত্র বীর অদ্ভুত ধীমান্,
সাক্ষ্য দেয় কীর্ত্তি যার নানা জন-পদে,
সর্ব্ব-লোক-শ্রেষ্ঠ বলি যাহার সম্মান,
তার শিরঃ কেন আজি "প্রুশীয়ার" পদে?

(১৬)

কোথায় ভরত রাজা দুষ্মন্ত-তনয়?
ভারতাখ্যা যার হতে খ্যাত চরাচরে,
বিদ্যা বুদ্ধি কবিতার অতুল নিলয়,—
রেখেছিল নাম কি হে বিদেশীর তরে?

(১৭)

ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান,
পঞ্চ ভাই অদ্বিতীয় এক এক জন,
সর্ব্বথা ধর্ম্মের যারা রাখিল সম্মান,
তারাও হলো না তব স্নেহের ভাজন?

(১৮)

ওই যে "ইংলণ্ড" ভাসে জলের উপরে,
পৃথিবীর মধ্যে এবে উন্নত প্রদেশ,
ভারতের আধিপত্য ন্যস্ত যার করে,
গম্ভীর ভাবেতে অন্যে দেয় উপদেশ;—

(১৯)

তব অনুগ্রহে, কাল, তার পুত্রগণ!
অন্য লোকেদের প্রতি গৌরবে না চান,
জানি হে জানি হে কাল পূর্ব্ব বিবরণ!
ওরা না একদা ছিল অসভ্য-প্রধান?

(২০)

ভারতীর বর-পুত্র কবীন্দ্র-প্রধান,
কাব্য-সুধা পানে যার জগত্ মোহিত,
নিদয়শরীর কাল, পাষাণ-সমান!
তীক্ষ্ণ দন্তে তারে তুমি করেছ চর্ব্বিত!

(২১)

কবি-পিতা বাল্মীকি, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি,
প্লেটো, মীল্টন, পোপ, নিউটন্ আদি,
তোমার জঠরানলে দিয়াছ আহুতি,
বড় সুখে তুমি, কাল, বড় প্রতিবাদী!

(২২)

বুঝেছি বুঝেছি, কাল, করি নমস্কার!
তব রঙ্গ-ভূমি দেব! এ সংসার হয়,
জীব-কুল আসে যার যবে হয় বার,
চলে যায় সাঙ্গ করি নিজ অভিনয়!

স্বভাব।

ইচ্ছামাত্রে ইচ্ছাময় অনাদি ঈশ্বর
সৃজিলেন বিশ্বে করি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর;
উপরে জ্যোতিষ্ক-পূর্ণ সুনীল গগন,
নিম্নে ভূমি, জল, গিরি, বন, উপবন।
যে দিকে যখন চাও মনোজ্ঞ সকল,
ভাবে মুগ্ধ ভাবুকের নয়ন যুগল।—

তুঙ্গ-শৃঙ্গ গিরি; দেহ নীহারে আবৃত,
সুন্দর কন্দর কত, সদা সুশোভিত,
সমুন্নত, কুসুমিত, বিটপী-মালায়;
ঝর্ঝরে নির্ঝর-বারি, পরাভব পায়
রজতের কান্তি যাহে—যার দরশনে
ঝরে প্রেম-উৎস-নীর সাধকের মনে!
কোথা সমতল কোথা বন্ধুর প্রদেশ।
রঞ্জিত উপল-দেহ; নিবারে দিনেশ-
প্রখর-কিরণ-মালা নিবিড় পল্লব
বৃক্ষের উপর হতে,—হয় অনুভব,
বিরাম লভেন আসি অমর সকলে,
ধরেছে পাদপকুল ছত্র পত্র-ছলে!
তড়িত্-লোচনা মৃগী, লোচন-ভঙ্গিমা
করি তোষে মৃগবরে, প্রেমের গরিমা
বাড়াইছে, আশে পাশে শাবক সকল
লম্ফে লম্ফে বেড়াইছে হইয়া চঞ্চল।
অদ্ভুত প্রপাতে কোথা নির্ঝর-সলিল,
ভীষণ নির্ঘোষে করে সুদূর ফেনিল;
তারাকার জল-বিন্দু ছুটে অবিরাম,
উগরে পৃথিবী যেন মুকুতার দাম!
মঞ্জু কুঞ্জবন কত শোভার নিদান!
লতায় রচিত গৃহ; মৃদু-বহমান
গন্ধ-বহ, বৃক্ষকুল নবীন পল্লবে—
আধ আধ মিষ্ট বাক্যে যেমন শৈশবে

কাঁপে ওষ্ঠ,—দোলাইছে; শ্যামল শাদ্বল
শোভিত করেছে চারু কাননের তল;
কিবা ছার রাজ-শয্যা তাহার তুলনে?
দৃষ্টিমাত্র দর্শকের ভুলায় নয়নে
নয়ন-রঞ্জন ফুলাবলী; গুণ গুণ
রবেতে দ্বিরেফ গায় প্রকৃতির গুণ;
মানব-দুর্ল্লভ মধু পানে অঙ্গফুলে,
মনের আনন্দে ভ্রমে এফুলে ও ফুলে।
শাখারূপ বাহুতে সংযুক্ত তরুগণ,
প্রেম ভরে পরস্পরে দেয় আলিঙ্গন।
শাখী পরে পাখী করে মধুর কাকলী,
জুড়ায় তাপিত প্রাণ, মুগ্ধা বনস্থলী
সে স্বরে; কি ছার বীণে! তোমার স্বননে
কর বিগলিত-চিত্ত সামাজিকগণে?
ফল-ভরে নমিত পাদপ-বর-শির,
বিনয়-বিনম্র যথা মহত্ স্থবির।
হিংসানলে দগ্ধ হেরি মনুজ-সমাজে,
পশেছেন শান্তি দেবী উ।বন মাঝে
সুখ সহ! আরক্ত বসন অঙ্গে পরা
তপন-জ্ঞাপনী ঊষা সুস্মিত-অধরা
ধীরে ধীরে দিলে দেখা পূর্ব্ব অনম্বরে,
নিদ্রাত্যজি দ্বিজকুল, মনোহর স্বরে
(স্তাবক রাজ্ঞীর যথা সুরচিত দ্বারে)
প্রকৃতির স্তব গায়, যেন অশ্রুধারে,

আর্দ্রে মহী বন-স্থলী সে বন্দন গানে।
উছলে অরুণ-ছটা অমল বিতানে।
সোণার নিকুঞ্জ যেন নব রবি-করে,
মন্দানিলে কাঁপি কাঁপি ঝক্ঝক্ করে!
ভক্ষ্য অন্বেষণে সব ত্যজিয়া কুলায়
ধায় দ্বিজ-কুল যবে, নয়ন ভুলায়
আন্দোলিয়া পক্ষ-পুট রবির কিরণে,
দুলে যেন চন্দ্রাতপ বিবিধ বরণে।
ঝাঁকে ঝাঁকে মধু-মক্ষি ত্যজে মধু-ক্রমে,
'ভোঁ ভোঁ' রবে বিমোহিয়া মাতে পরিশ্রমে
ছোট ছোট পাখী সব শাখীবর-তলে,
বালকের মত ক্রীড়া করে কুতূহলে।
ভানুর কিরণ-মালা হয় তপ্ততর
ক্রমে, যত মনোরম পক্ষী জল-চর
সন্তরণ দেয় সুখে দর্পণ-প্রতিম
সরসীর স্বচ্ছ নীরে; আনন্দ অসীম
মধু-করে (যথা যবে করে দরশন,—
কল্পতরু নৃপজায়া করে বিতরণ
অমূল রতন-বৃন্দ,—ভিক্ষুকের কুল,
ভুলি বর্ত্তমান দুঃখে আহ্লাদে আকুল)
হেরি ভানু-প্রণয়িনী (কুসুম-ঈশ্বরী)
বিতরেন মধু-সুধা; আহ্লাদে, আ মরি!
ধরে না সরলা হাসি অমল বদনে,
আমোদে বিহ্বলা বুঝি কান্তের মিলনে!

আরো নানা জল-ফুল্ল ফুটে চারি পাশে,
রাণীর আনন্দে যেন সখীকুল হাসে ;
অথবা তারকা মালা মনোজ্ঞ অম্বরে,
যবে সে পূর্ণিমা নিজ পূর্ণ রূপ ধরে।
বাড়ে স্বভাবের শোভা, যবে দূর হতে
মৃদুল গমনে—হেরি পশ্চিম পর্ব্বতে
দিননাথে—দেখা দেন সন্ধ্যাদেবী—পরা
সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু চারু, নীলাম্বরা,—
সঙ্গে লয়ে সহচর সুমন্দ বাতাসে ;
দিগঙ্গনা নমে পদে পশ্চিম আকাশে।
দিবাকর করজালে হয়ে দগ্ধকায়
জীবকুল, সহজেই শীতলতা চায়
ব্যগ্রমনে, অমনি সে আশা সফলিত,
না থাকে আনন্দে ওর, সবে আহ্লাদিত।
কলরবে দিগন্ত পূরিয়া পক্ষিগণ,
আপন আবাস তরু করে অন্বেষণ।
বিষয়ের কোলাহল স্তিমিত, বিহারে
ব্যস্তমনা জীবগণ ; নিঃশব্দ সঞ্চারে
সমাগত অন্ধকার, হীরক-উজ্জ্বল
সমুদিত সুশোভিত নক্ষত্র সকল,
কৃষ্ণ চন্দ্রাতপ যথা খচিত রতনে।
সমুদিত ইন্দু, সুধা-বিন্দু প্রতিক্ষণে
ক্ষরিছে, বিগত-তৃষ্ণ হয়ে চক্রবাক
ডাকিছে, মিশিছে তাহে আরো কত ডাক।

'পিউ' 'পিউ' 'পিউ' রবে পাপেয়া সকল,
পূরিল পূরিল নীল অম্বরের তল!
কলকণ্ঠ-কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠিত করে
প্রাণ, গায় কত ক্ষুদ্র বিহঙ্গী নিকরে।
'ঝিঁ' 'ঝিঁ' স্বরে শব্দ করে 'ঝিঁ ঝি' পোকা নাম,
কি অদ্ভুত রব তার জিনে সপ্তগ্রাম!
কে শিখায়ে দিল তান বন-বিহঙ্গীরে?
কে দিল এমন তেজ কীটের শরীরে?
কে রচিল উপবনে গৃহ মনোরম?
নব দূর্ব্বাদলে দিল রূপ অনুপম?
বালুকা-কণায় যাঁর মহিমা অপার,
এরা সব তাঁরি সত্তা করিছে প্রচার!
সরসীর বাড়ে শোভা হলে সমুদিত
শশাঙ্ক, কহ্লার কুমুদিনী প্রফুল্লিত
হইয়া কৌতুক করে কৌমুদীর সহ;
কাঁপায় বিমল নীর ধীরে মন্দবহ
সমীরণ, তার সহ হরিয়া নয়ন,
তুলিছে সুনীল নভঃ, তারা অগণন,
ভুবন-শোভন শশী, (সুধার আধার)
ভাবিনীর হৃদে যথা ভাবের সঞ্চার।
নিশি দিনে জগতের যেই দিকে চাই,
প্রেমেতে মোহিত হই সংসারে না চাই!
গভীর জলধি অতি ভীষণ প্রতাপে
গর্জ্জে, যবে নভস্বান্ আসি বীর-দাপে

দেয় দেখা, উপাড়িয়া দীর্ঘ তরুবরে—
(পান্থের আশ্রয়-স্থান, যারে প্রেমাদরে
বরণ করিয়াছিল ব্রততী সুন্দরী,—
সতীর প্রেমের ভাব চমৎকার মরি !
মৃতপতি তবু তারে ত্যাগ না করিবে,
গল দেশে বেড়ি নিজ জীবন ত্যজিবে!)—
ধূলায় আচ্ছন্নতর করি ভানুমান্,
নিরন্তর মহাবলে করি 'স্বান্' 'স্বান্' ;—
ভ্রূভঙ্গে উত্তুঙ্গতম তরঙ্গ প্রহারে,
সন্ত্রাসিত বিচলিত করে বসুধারে ;
রুদ্র যথা রৌদ্ররসে মাতিয়া, উদ্ধত
করিতে প্রলয়, হত-বুদ্ধি জীব যত।
রাশি রাশি উঠে ফেণা তরঙ্গের মুখে,
বেলায় উল্লঙ্ঘি পড়ে ধরণীর বুকে।
আরে রে নাস্তিক চক্ষুঃ! কর দরশন
লঘু দেহে কত বল ! তবুও কি নন
প্রত্যক্ষ ও চক্ষে সেই কারণ-স্বরূপ ?
না জানি ও বিশ্বাস কিরূপ অপরূপ !

পুনঃ কিবা নব ভাব ধরিয়াছ তুমি
জলধি ! গর্জনে আর কাঁপেনাক ভূমি ;
ভীষণ তরঙ্গ তিরোহিত, শান্ত ভাবে
বহিছ ; মানবকুল বিজ্ঞান প্রভাবে
তোমার হৃদয় বাহি গিয়া নানা দেশ,
সাধিতেছে সংসারের সমৃদ্ধি অশেষ।

গিরি-সুতা নদী তব প্রেম আকিঞ্চনে,—
অবহেলি অবরোধে, দুর্গম কাননে
তুচ্ছ করি, অতিক্রমি নানা জন-পদে,—
আনন্দে অধীরা হয়ে পড়ে তব পদে।
সুচিত্র, সিকতাময় সুন্দর পুলিন
তোমার, কোথা সে চিত্র-কর সুপ্রবীণ?—
দয়া করি জলনিধি দাও উপদেশ,
অধীর আমার মন যাইতে সে দেশ।
জগতের চক্ষুঃ তুমি ওহে দিনকর!
কোথাও কিছুই নাই তব অগোচর;
প্রদীপ্ত তোমার তেজে হন নিশাপতি,
আমি ভাবি অনির্দ্দেশ্য তোমারি শকতি,
দীন ভাবে উপদেশ মাগি, দেব, আমি!
কোন্ রূপে কোথা সেই অখিলের স্বামী,
যাঁর তেজে তেজোময় তব অভিধান,
কোথা সেই আদি-জ্যোতিঃ করুণা-নিদান?

করুণা।

দিবসের শ্রমে, নিশা সমাগমে,
সমীরে শীতল কায়।
ব্যাহেন্দ্রিয় যত, স্বকার্য্য-বিরত,
অচেতন সুনিদ্রায়॥

স্বপন আবেশে, সুরম্য প্রদেশে,
হইলাম উপনীত।
যথা সব নরে, আনন্দে বিহরে,
দ্বেষভাব তিরোহিত॥
সহোদর-ভাবে, পরস্পরে ভাবে,
সুখের অভাব নাই।
যথায় স্বভাব, ধরি নানা ভাব,
আলো করে সব ঠাঁই॥
বিরামের তরে, দিব্য সরোবরে,
সম্মুখে দর্শন করি।
গিয়া ধীরে ধীরে, তার রম্য তীরে,
বসিনু পাষাণ 'পরি॥
মৃদুল গমনে, মলয় পবনে,
সুষম কুসুমাবলী
হতে পরিমল, হরে অবিরল,
বিহরে কতই অলী॥
যত জল-চরে, মনোহর চরে,
চরে সহচরী সঙ্গে।
ভাসি কুতূহলে, আসি মীন দলে,
শৈবালদলে অশনে॥
মন্দ মন্দ হাসি, উপনীতা আসি,
যামিনী কামিনী ধনী।
নায়কের পাশে, যাইতে উল্লাসে,
বিলাসে যথা রমণী॥

অকস্মাৎ একি ! অদূরেতে দেখি,
পূর্ব্বের আকাশ-তলে।
লোহিত বরণ, ভানুর কিরণ,
যেমন উদয়াচলে॥
ভাবিলাম মনে,—নিশা আগমনে,
ভাস্কর কেনই হবে ?
ওই কলরব, 'হই হই' সব,
আগুন বুঝি বা তবে ॥
উদ্বিগ্ন অন্তরে, দ্রুত পদ ভরে,
চলিলাম তথা হতে।
অনল নিশ্চিত, হইল প্রতীত,
না যাইতে অৰ্দ্ধপথে॥
'দপ্' 'দপ্' করি, সর্ব্বনাশ-করী,
অনলের শিখা জ্বলে।
নহে নিবারিত, হইছে বৰ্দ্ধিত,
আগুন দ্বিগুণ বলে॥
'ধূ' 'ধূ' শব্দময়, সুধু তাহা নয়,
'বম্ বম্' ফাটে বাঁশ।
উল্কা ভীম ঝম্পে, ধায় লম্ফে লম্ফে,
'সোঁ সোঁ সোঁ' করে বাতাস॥
হইছে বিক্ষিপ্ত, স্ফুলিঙ্গ প্রদীপ্ত,
'হুড় মুড়ে' পড়ে ঘর।
মহা কোলাহল, বিশ্রুত কেবল,
'জল' 'জল' নিরন্তর॥

দৌড়ি ঊর্দ্ধশ্বাসে, জনতার পাশে
ভেদি মাঝে প্রবেশিনু।
লোকের কাতার, মধ্যদেশে তার,
আহা! আহা! কি দেখিনু!
এক মনস্বিনী, মানস মোহিনী,
রমণী-কুলের মণি।
শ্লথ কেশ-পাশ, আলোলিত বাস,
ঘন শ্বাস ফেলে ধনী॥
অপরূপ রূপ, নাহিক স্বরূপ,
সুধাংশু-লাবণ্যময়ী।
স্বর্গীয় সৌরভে, বামার গৌরবে,
করেছে ভুবন-জয়ী॥
গোলাবের দল, জিনিয়া কোমল,
অমল সে তনুখানি।
বক্রতা-অভাব, সরল স্বভাব,
সরল যুগল পাণি॥
হেরিলে চরণ, কার না শরণ,
লইতে মনন হয়?
এসেছেন ইনি, ত্রিদিব-বাসিনী,
বুঝি বা দিতে অভয়!
দুনয়নে জল, ঝরে অবিরল,
অন্তরে বিষম ব্যথা।
নিন্দি পিকবরে, অধীর অধরে,
সরে 'সুধা-মাখা কথা—

" আহা মরে যাই, পুড়ে হলো ছাই,
অভাগার যাহা ছিল।
করি প্রাণ-পণ, অর্জ্জিল যে ধন,
অনল আহুতি নিল!
আহা বাছা সবে! হাহাকার রবে,
পতিত ধরণী-তলে।
শোকে অচেতন, করিয়া যতন,
নিবাইবে কে অনলে?
এত পরিবার, পাবে না আহার,
তরু-মূলে পড়ে রবে!
নূতন সংসার, পুনঃ কি আবার,
অভাগার ভাগ্যে হবে? "
বামার বচন, যে করে শ্রবণ,
সে জন মাতিয়া উঠে।
করিতে নির্ব্বাণ, অগ্নি দীপ্তিমান্,
ত্যজি প্রাণ-ভয় ছুটে॥
হেরি সবিস্ময়, আমার হৃদয়,
রোমাঞ্চ শরীরময়।
জানিতে অন্তর, হলো ব্যগ্রতর,
সে নারীর পরিচয়॥
সহসা সুন্দর, দিব্য বিদ্যাধর,
ললাট ভেদিয়া মম,
বলিলেন ধীরে,—"এই রমণীরে,
চিন না কি প্রিয়তম?

অন্তরীক্ষে রন, আবির্ভূতা হন,
আসি এই মর্ত্ত্য-ধামে ;
যবে কারো হয়, দুঃখের উদয়,
বিদিত 'করুণা' নামে ॥
হেরি অকস্মাৎ, হয় ভস্মসাৎ,
গৃহীর সম্বল মূলে ।
না পারি থাকিতে, এলেন রাখিতে,
প্রবর্ত্তিয়া নরকুলে ॥
ধন্য সেই জন, যেজন জীবন,
বামার চরণ-তলে,
সঁপে বিনামূলে, স্বার্থে যায় ভুলে,
'দমে সে কালেরে বলে ॥"
কাঁপিল শরীর, পুরুষ স্থবির,
হইলেন অন্তর্হিত।
মেলিনু নয়ন, ভাঙ্গিল স্বপন,
হইলাম জাগরিত !

কবি-কুল-রত্ন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কে আজি বাজায় বেণু মনোহর স্বনে
ভারত-বিপিনে ? কোন্ পুণ্যবান স্বীয়
তপোবলে জাগাইল ভারতীরে,—আহা !
নিদ্রিতা ছিলেন যিনি বহু দিন হতে ?

কোন্ মালাকর, মরি ! স্বভাব-কাননে
তুলিছে ভাবের ফুল, কল্পনা-সূতায়
গাঁথি মালা—গন্ধে যার কাড়ি লয় প্রাণ—
দোলাইছে হাসি হাসি বঙ্গের গলায় ?
হায় রে বঙ্গের দশা ! বারেক চিন্তনে
পাষাণ-হৃদয় জ্বরে ;—পরের চরণ-
দলিত, সন্তপ্ত অতি পর-অনুগ্রহে
তাহার সন্তানবৃন্দ,—বল-শূন্য-দেহ,
ডুবেছে পৌরুষ ভীতি-সাগরের জলে !
কোন্ বীরবর আজি, সে ভীরুর দল
হইতে, সমর-শিঙ্গা ধরি ঘোরনাদে,
চমকি বিপক্ষ-হিয়া, মেঘনাদ-রূপে
করিল গম্ভীর শব্দ, অবজ্ঞি ঘৃণায়
চোরের স্বভাব-ধারী সুমিত্রা-নন্দনে ?
কোন বাজী-কর ওই, কাব্য-ইন্দ্র-জাল
বিস্তারিয়া বিদ্যা-বলে, করে প্রদর্শন
(ভীষণ জলধি অতিক্রমি) বহুতর
জন-পদ-শোভা ভ্রাতৃ-মানস-নয়নে,—
আবদ্ধ যাদের পদ গৃহের সীমায় ?
কে আজি পবন-রূপে আনে উড়াইয়া
দিব্য-সরোবর-জাত সরোজ সুন্দর
হতে পরিমলে, যার মাধুর্য্য বিমল
আনন্দ-বিমুগ্ধ করে বঙ্গ-বাসীগণে ?
ফিরে কি উদিল কাল-অস্তাচল হ'তে

বাণী-বর-পুত্র কালিদাস কবিকুল-
রবি ?—আহা মরি! যার অতুলিত তেজে,
প্রফুল্লিতা কবিতা-পদ্মিনী মনোরমা
প্রকৃতি-সরসী-নীরে, ঢল ঢল ঢল
রসে দেহ, নাশে ক্ষুধা সুধার স্বরূপ
মধুদানে লোলুপ ভাবুক-দ্বিরেফের ?
ধন্য হে কবীশ তব জনম ভারতে!
কল্পনা কামদা সখী, ত্রিদিবের দ্বার
খোলেন তোমার নেত্রে; 'কুল' 'কুল' করি
বহেন মানসে তব স্বর্গ-মন্দাকিনী,
পবিত্রি ও দেহ; তব ভ্রমণ কৌতুকে
দৈব-রণ-রঙ্গ-ভূমে—যাহার স্মরণে
তরু-পত্র-তুল্য কাঁপে বসুধার হিয়া
শঙ্কায়; নশ্বর দেহে তুমি স্বর্গ-ভোগী!
সোৎকণ্ঠ সদাই বঙ্গ তব কাব্য-রস-
তৃষ্ণায়, চাতক যথা জলদ-সকাশে।
নবীন ভাবেতে পূরি তোমার মানস,
সরস্বতী বরেছেন—নবীনা ভাষার
নবীন কবির শ্রেষ্ঠ সিংহাসন'পরে—
তোমারে; আবদ্ধ বঙ্গ রবে তব ঋণে।
মধুর সদন 'মধুসূদন' সুনামে
ক্ষরিবে অক্ষয় মধু ভারত-হৃদয়ে।
বাজাও বাজাও বীণা ধর আর বার,
নীরস বঙ্গের হৃদে বর্ষ সুধাসার!

শুকপক্ষীচ্ছলে পরাধীনের বিলাপ।

হে চারু স্বর্ণ-পিঞ্জর-বাসী শুকপাখী!
নত-শিরে কি ভাবনা করিছ একাকী?
পূর্ব্বের সে ভাব-শূন্য, মলিন-বদন,
নিষ্প্রভ প্রভাত কালে শশাঙ্ক যেমন!
সে দিন—যে দিন তুমি ছিলে বন-চর
বিহঙ্গ,—কতই রঙ্গ নয়ন গোচর
করেছি তোমার; ছিলে প্রেমিক প্রধান
সে কাননে, হতো যবে নিশা অবসান,
কলরব করি মিশি সহচর দলে,
নাচিয়া নাচিয়া উড়ে যেতে নভস্তলে।
বিশ্বের অনন্ত সীমা, যেখানে যখন—
ভ্রমিতে হে আমোদেতে—হতো তব মান
বিশুদ্ধ নির্ঝর-নীর পানীয় তোমার
ছিল তদা, সদা সুখে করিতে আহার
তরুর সুপক্ক ফল। দিন-মণি করে
দগ্ধ-দেহ পান্থ, যবে বিরামের তরে,
আসিত বৃক্ষের মূলে, শাখায় বসিয়া,—
সুস্বরে বিগত-ক্লম করি তার হিয়া,—
গাইতে; তা সহ মিশি নয়নের নীর
বহিত, প্রেমেতে মন হইত অধীর!
নিশা-মুখে, মুখে মুখে কলত্র বান্ধব
একত্রে, করিতে কত সুখ অনুভব!

নিবিড় পল্লব ভেদি চন্দ্রিকা সুন্দরী
পশিতেন তব গৃহে—রূপে আলো করি।
পূর্ব্বের সে সুখ কি হে হৃদয়ে তোমার
করিতেছে—উদিত হইয়া—তিরস্কার?
করিছ কি আশা—সেই নিলয়-কাননে,—
বসিতে হে পুনরায় সুখ-সিংহাসনে?
পড়েছে কি মনে দারা, সুত, পরিবার?
তাই দুটী নয়নেতে বহে নীর-ধার?
সোণার পিঞ্জরে বাস, সোণার বাটীতে
রয়েছে পানীয় তব, খাদ্য চারি ভিতে;
কিন্তু তাহে সুখ কিছু আছে কি তোমার?
কিছু নাই, কিছু নাই, বুঝিয়াছি সার!
রোধিয়াছে তব পদ দাসত্ব-শৃঙ্খল
সুকঠিন; স্বর্ণ-কান্তি, জ্বলন্ত অনল
তোমার নয়নে; দগ্ধ শোকের হুতাশে;
সুখ-ভোগ কবে কার হয় কারাবাসে?
সত্য হে এ হেন দশা যদ্যপি তোমার,
তবেত নিশ্চয় তুমি বান্ধব আমার!
আমার দুঃখের কথা তোমায় বলিব,
বিহঙ্গ! বিরলে দুই সখায় কাঁদিব।
আমারো তোমার মত আবদ্ধ চরণ
অধীনতা-নিগড়েতে; ক্রীতদাস মন
সাধিতে পরের বাঞ্ছা; পর গৃহ সার,
কোথা দারা সুত বন্ধু, কোথা বা সংসার!

সেবিতে পরের পদ যুক্ত দুই কর।
দিবস, যামিনী, ঋতু, অয়ন, বৎসর
চলিছে নিঃশব্দে, হরি জীবের জীবন-
ভাণ্ডার হইতে আয়ু,—তস্কর যেমন
নিদ্রিত গৃহীর ধন হরে;—প্রস্ফুটিত
করিয়া বাসন্ত কলি; শূন্যে সমুত্থিত
করিয়া নৈদাঘ বারি; জলদের মুখে
ভাসাইয়া বসুন্ধরা; প্রদানি কৌতুকে*
কবির মানসে; প্রেম আনন্দ বিমল,
নরক যন্ত্রণা ঘোর, সবল দুর্ব্বল
সাধু পাপাত্মার হৃদে; নিক্ষেপ করিয়া
আমার নয়নে ধূলি। পড়ে গড়াইয়া
বাসনা-লহরী—ঠেকি দাসত্ব-বেলায়—
হৃদয়-সাগরে; ভাগ্য বঞ্চিত আমায়
করেছে সকল সুখে; নাহি অবসান
দুঃখের; করেছি কত পাপ অপ্রমাণ
পরের ইচ্ছায়, প্রতিবিম্ব ভয়ঙ্কর
তা সবার মানস-মুকুরে নিরন্তর
হেরিতাম যদিও! ডুবিনু ভব-ঘোরে,
ধিক্ রে অধীন-জন্ম শত ধিক্ তোরে!
হয়ত যাইতে হবে দেহ অবসানে,
চির-অন্ধকার দেশে বিধির বিধানে!
অভাগার যা হ'বার হয়ে গেল তাই।
দীন-নাথ! তব পদে এই ভিক্ষা চাই,

* এই স্থলে কৌতুক কর্ম্মকারক।

যদ্যপি আবার ভবে হয় জনমিতে,
দাসত্ব-শৃঙ্খল যেন না হয় পরিতে!

মেঘ।

অন্তরীক্ষবাসী, মানস-মোহন,
নবীন নীরদবর হে!
তোমার রূপের, নাহিক তুলনা,
অমল শ্যামল-তর হে॥
গিরীন্দ্র-নন্দিনী, জননী তোমার,
পিতা তব দিনকর হে।
বালকের মত, সাজান তোমারে,
দিয়া আপনার কর হে॥
কাল বলি তোমা, অবহেলে লোকে,
আমি বলি মনোহর হে।
কুরূপ কি হয়, যাহার জননী
জনক অতি সুন্দর হে?
মানসে যেরূপ, সম্মোহিনী আশা,
বরে দিয়া স্বীয় কর হে।
সেরূপ চপলা, (রূপের উপমা)
বরে তোমা, জল-ধর হে!
বাহন তোমার, সদা সদা-গতি,
হেলায় সাগর তর হে।

প্রেমিকের সার, স্বাধীনতা ভরে,
ভ্রম দেশ দেশান্তর হে॥
বিশুদ্ধ সুখের, তুমিই নিদান,
এ জগতে কাম-চর হে।
মস্তক পাতিয়া, তোমার কৃপার
ধারা ধরে ধরা-ধর হে॥
ভাবে ভুলাইয়া, ভাবুকের মন,
জ্ঞানের নয়নে চর হে।
কখনো তোমায়, করি দরশন,
শুভ্র রূপে মন হর হে॥
ক্ষণেক আবার, দেখিতে দেখিতে,
লোহিত বরণ ধর হে।
হরিত ধূসর, আরো কত রূপ,
ধর তুমি রূপ-ধর হে॥
কখনো তোমার, দেহ লঘুতর,
দৃষ্টি-পথ হতে সর হে।
কভু বীর বেশে, কাঁপাও সকলে,
গর্জ্জিয়া গভীরতর হে॥
যবে দিন-কর, ভীষণ প্রতাপে,
দগ্ধ করে চরাচর হে।
উন্মুখ চাতক, তোমায় আরাধে,
তৃষ্ণায় হয়ে কাতর হে॥
হায় রে শুকায়! সে কাল অনলে,
বসুধার হৃদি-সর হে।

ফুটিকের প্রায়, ফাটে অবিরাম,
মৃত্তিকা কোমলতর হে ॥
না যায় বাহিরে, জীবকুল যত,
কাঁপে থর থর থর হে।
জগতের দুঃখে, তোমার নয়নে,
ধারা বহে দর দর হে ॥
তব অশ্রু-জল, সুধার স্বরূপ,
সঞ্জীবনী-শক্তি-ধর হে।
বাঁচে বসুন্ধরা,——বিগত-জীবনা—
চাতকের তৃষা-হর হে ॥
উদার সাধুর, স্বভাব তোমার,
লবণাম্বু পান কর হে।
আহা মরে যাই, জগতের হিতে,
অমৃত রূপে উগর হে ॥
তোমার উদয়ে, বিস্তারি কলাপ,
নাচয় কলাপ-ধর হে।
যাহার সহিতে, কবির কল্পনা,
খেলা করে নিরন্তর হে ॥

স্বর্গ ও নরক।

বুঝাতে কর্ম্মের ফল, শাস্ত্র প্রদর্শেন স্থল,
অল্প-বুদ্ধি মানব নিকরে।

সুখ ও দুঃখের ধাম, স্বর্গ ও নরক নাম,
অবস্থান হেতু দেহান্তরে॥
যে জন লভিয়া জন্ম, আচরেন ধর্ম্ম কর্ম্ম,
রতি মতি গতি ঈশ-পদে।
সর্ব্ব জীবে সমভাব; ভাবিতে অধর্ম্ম ভাব,
মনে গণে বিষম বিপদে॥
পর-দুঃখ দরশনে, আপনার মানি মনে,
প্রাণ-পণে করেন উদ্ধার।
অজ্ঞজনে জ্ঞান দান, তৃষ্ণার্ত্তে জল বিধান,
ক্ষুধাতুরে যোগান আহার॥
বিলাসের নাহি ঠাঁই, বসনে ব্যসন নাই,
অশনে সন্তুষ্ট যাহা ঘটে।
বিনীত সুশীল অতি, অহঙ্কৃত নহে মতি,
সরলতা নয়নে প্রকটে॥
নীরবে নীহার যথা, দান করে সজীবতা,
হয় তাঁর উপমার স্থল।
শত্রুতা সাধিলে কেহ, তারো প্রতি তুল্য স্নেহ,
দেহ তাঁর পরার্থে কেবল॥
সে জন ত্যজিলে প্রাণ, স্বর্গে তাঁর বহু মান,
অবস্থান দেবগণ মাঝে।
রত্ন-নিকেতনে তাঁর, অধ্যাত্ম শরীরসার,
স্বর্ণময় পালঙ্কে বিরাজে॥
ললিতাঙ্গী বিদ্যাধরী, বিশদ চামর ধরি,
কিঙ্করীর কার্য্যে নিয়োজিতা।

সুগন্ধ মন্দার মালা, গাঁথি সাজাইয়া ডালা,
দেব-বালা চৌদিকে বেষ্টিতা॥
সুশীতল গন্ধ-বহে, অগুরুর গন্ধ বহে,
হৈমপাত্রে আহার বিধান।
মনোহর ক্রীড়াস্থান, সর্ব্ব সুখ বিদ্যমান,
অভাবের নাম অবসান॥
যেই মূঢ় ধরাতলে, নিজ কূট বুদ্ধিবলে,
ছলে মুগ্ধ করি অন্য জনে।
পূর্ণকরে আত্মোদর, পরহিংসা-সুতৎপর,
কারো সুখ না সহে নয়নে॥
কিসে হব ধনবান, সর্ব্বোচ্চ হইবে মান,
সর্ব্ব খর্ব্ব হবে পদতলে।
প্রতিযোগী না রহিবে, সদা তুষ্টি যোগাইবে,
অহরহ সেবিবে সকলে॥
বিলাস যখন যাহা, হইবে অন্তরে, তাহা
আজ্ঞা মাত্র যোগাবে সেবকে।
বরাঙ্গনা আছে যত, রস রঙ্গে নানামত,
শীতলিবে কামের পাবকে॥
ধার্ম্মিকের সদা দ্বেষ, তাহাদের মূল শেষ
বিশেষ ভাবনা কিসে হবে।
“পরকাল কারে বলে? দেহের পতন হলে,
জ্বলে শেষে ছাই মাত্র রবে!
দুশ মজা ত্যাগ করে, ঘোঁড়ার ডিমের তরে,
আলোচাল কেন খেয়ে মরি?

এসেছি মজার হাটে, মজা মারি মাঠে ঘাটে,
কোথা ধর্ম্ম, কে সে হরি নরি?
অমুক না খেতে পায়, আমার কি বয়ে যায়,
ও মরে মরুক্ কিবা ক্ষতি?"
ক্রোধে চক্ষু রক্তাকার, মুর্ত্তিমান্ অহঙ্কার,
দম্ভভরে কম্পে বসুমতী॥
এরূপ যে বোধ-হীন, তার অন্তে সুকঠিন
নরকাখ্য যন্ত্রণার স্থান।
যমের শাসন বলে, পুরীষ হ্রদের তলে,
কৃমি সহ তার অবস্থান॥
দগ্ধ করি অগ্নি-কুণ্ডে, প্রহারয় মুণ্ডে তুণ্ডে,
লৌহপিণ্ডে শমন-কিঙ্করে।
জল-বিন্দু নাহি দান, পিপাসায় শুষ্ক প্রাণ,
তৃণ যথা দিন-কর-করে॥
হায় নিষ্করুণ বিধি! তপ্ত তৈলে স্নান বিধি,
ব্যাধি করে বিক্রম প্রকাশ।
আরো কত মত হয়, দারুণ যন্ত্রণা-চয়,
তবু নয় পাপের বিনাশ॥
দুই স্থান বিপরীত, উর্দ্ধে স্বর্গ সংস্থিত,
অধোভাগে রচিত নিরয়।
স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলে, যায় লোক দুই স্থলে,
যথা কর্ম্ম তথা ভোগ হয়॥
অধিক লাভের আশে, অল্প ত্যজি অনায়াসে,
করে লোকে ধর্ম্ম উপার্জ্জন।

অন্তিমে বিপদ ঘোর, শমন করিবে জোর,
ভয়ে পাপে না চলে চরণ ॥
এই রূপে ক্ষুদ্র নরে, লোভে ভয়ে কার্য্য করে,
তত্ত্বজ্ঞের বিভিন্ন প্রকার।
আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ভাবি আচরেন ধর্ম্ম,
মর্ম্ম ভেদি করেন বিচার ॥
এখানে ত্যজিবে যারে, চরমে লভিব তারে,
তবে কেন এতই বিবাদ। (*)
তা নয় তা নয় নয়, নিষ্কামে ত্যজিতে হয়,
লাভ সার চিত্তের-প্রসাদ ॥
স্বর্গ ও নরক যাহা, আত্মাতেই আছে তাহা,
কর্ম্মের সঙ্গেতে ফল ফলে।
বিমল আনন্দ ভোগ, দুর্ব্বার মালিন্য-যোগ,
স্বর্গ ও নরক লোকে বলে ॥

বিশুদ্ধ শোভা।

(১)

কে তুমি, রমণি, এই মর্ত্ত্যলোকে,
ব্যাপিয়া রয়েছ সকল ঠাঁই,
সঙ্গে আনিয়াছ স্বর্গীয় আলোকে,
মুগ্ধকর আঁখি যে দিকে চাই?

(*) ধর্ম্মোপার্জ্জনে সংসারের সহিত বিবাদ।

২

কে তুমি গো প্রজাপতির শরীরে,
হরিত লোহিত নানা বরণে
মিশিয়া রয়েছ, আকর্ষিছ ধীরে
ভাবুকের ভাব-গাথক মনে ?

৩

বনের কুসুম (কে তারে আদরে ?)
পালিত কেবল নীহার স্নেহে,
হেলিছে দুলিছে পবনের ভরে,
কে তুমি, জড়িত তাহার দেহে ?

৪

কে তুমি গো চারু তরুবর-কোলে,—
যথায় বিরাজে ব্রততী সতী,
ভ্রমর-ঝঙ্কার সহ সুখে দোলে,—
বাড়াইছ বসি গৌরব অতি ?

৫

সন্তাপ-নাশিনী নিশি-আগমনে,
সরসীর প্রেম-চঞ্চল বুকে,
শ্যামল গগন, তারাদল সনে,
কে তুমি নাচিয়া বেড়াও সুখে ?

৬

কে তুমি সাধুর বদন-কমলে,
প্রিয়সখী অমলতার পাশে,
দাও দরশন দর্শকের দলে,
কমলা যেরূপ কমল-বাসে ?

৭

কে তুমি অস্থির হরিণ-নয়নে,
ভ্রমণ করিছ চঞ্চলা হয়ে,
বর্ষা-সমাগমে যেমন গগনে,
চঞ্চলা নবীন ঘন-হৃদয়ে ?

৮

চিনেছি তোমায় দেবের নন্দিনী,
থাক প্রকৃতির পবিত্র রূপে,
আনন্দ বিতর আনন্দ দায়িনী,
প্রবেশি জ্ঞানের নয়ন-কূপে !

৯

ঘুচাও ভবের বন্ধনের দাম,
তোমাহতে মর অমর হয়,
লয়ে যাও তথা যথা অবিরাম
অক্ষয় প্রেমের লহরী বয় !

তত্ত্বজ্ঞান।

কে রচিল এই বিশ্ব ? কাহার কৌশল
অহরহ প্রকাশিছে পদার্থ সকল ?
কোথায় লভিব তাঁরে ? কি রূপ প্রকার
না জানি, কি হয় অতি প্রিয়তম তাঁর ?
এরূপ সহসা মনে ভাবিতে ভাবিতে,
ত্যজিলাম লোকালয় ; পাইনু দেখিতে

সম্মুখে পাদপ বরে, জিজ্ঞাসিনু তায়——
" দয়া করি তরুবর বল হে আমায়,
কোথায় সে জন ?—যাঁর নিয়মের বলে,
ঋতু ছয় তোমারে সাজায় ফুল ফলে;
হরিত-অম্বরালতা—স্বয়ম্বরা রূপে—
তোমারে আশ্রয় করে, মহাবল ভূপে
বরাঙ্গনা বরে যথা; গুণ গুণ করি,
তব গুণ গায় অলী দিবস সর্ব্বরী;
যবে ভানু সহস্র কৃবাণু-পূর্ণ করে,
শীতলতা হরি দগ্ধ করে চরাচরে,
নিদাঘ-বিদগ্ধ পান্থ নিদ্রা-অভিলাষী,
নিবারে তপন-তাপ তব তলে আসি;
আপনি সহিয়া সেই বিষম অনলে,
শীতল ব্যজন কর অতিথীর দলে!
কাহার দয়ায় তুমি আরামের স্থান
জগতের, কোথা সেই দয়ার নিদান ?

" ওগো নদি, রূপবতি নগেন্দ্র নন্দিনি!
ভাবুকের জ্ঞান-চক্ষে প্রীতি-প্রদায়িনী,
তব তনু-অণু পুঞ্জ উঠিয়া অম্বরে,
শান্তিরস-রূপে শান্ত করে চরাচর;
উর্ব্বরা বসুধা তাহে, কমনীয় বেশ
ধরেন হরষে; সতি! দেহ উপদেশ—
কার প্রেমে কলকল শব্দ তব মুখে ?
কার প্রেমে আনন্দ-লহরী তব বুকে ?

কার প্রেমে উছলে তোমার প্রেম-কূপ?
কোথা বিরাজিত সেই প্রেমের স্বরূপ?
"ওহে দূরাগত বায়ু জগতের প্রাণ!
সর্ব্বত্র তোমার গতি;—যথা দীপ্তিমান
তমোময় খনি-গর্ভে মণি অগণন;
কিম্বা তরুসঙ্কুল বিপুল-কায় বন
দিনকর-কররোধী, তথায় তোমার
গমন অবাধে; অতি ভীষণ-আকার
নীল-জলনিধি,—যাহা মানব-নয়নে
অকূল, শ্রবণ রোধে যাহার গর্জ্জনে,—
হাস্যমুখে তার দেহ করি অতিক্রম,
দিগ্‌দিগন্তর নানা জন-পদ ভ্রম
তুমি; নিত্য-গামী পান্থ এ ভব সংসারে!
প্রবেশ তোমার অতি নীরব সঞ্চারে
নরদেহ-অভ্যন্তরে কৈশিকা শিরায়,
সূক্ষ্মতম রক্ত-বিন্দু ভাসিছে যথায়;
অথবা কীটাণু-দেহ দৃষ্টির অতীত,
(স্মরণে মানস ঘোর বিস্ময়ে প্লাবিত!)
তাহারো—শিরার গর্ভে রক্ত-বিন্দুসহ,
আমোদে তোমার খেলা হয় অহরহ!
বিচিত্র তোমার কার্য্য;—কুসুম-কাননে
নব-বিকশিত চারু প্রসূনের সনে
রঙ্গ তব; ভৃঙ্গ যবে মধু-পান আশে
আসে, তুমি নিবারণ কর মৃদুহাসে।

আপনি নাচ হে আর জগতে নাচাও,
বালকের মত সুখে খেলিয়া বেড়াও!
ক্ষণেকে তোমার তেজ জগতে দুঃসহ,
আর তুমি নহ যেন পূর্ব্ব-গন্ধ-বহ;
প্রচণ্ড প্রতাপে ধরা কাঁপে অবিরাম,
ছিঁড়ে ফেল কুসুমের প্রণয়ের দাম
হুহুঙ্কারে! অচল চঞ্চল তব বলে;
সমুদ্যত নিক্ষেপ করিতে রসাতলে
ধরিত্রীরে; মনে তদা হয় অনুমিত,
সৃষ্টি-বিনাশিনী শক্তি তোমাতে নিহিত!
অপার মহিমা তব, আমি হীন-বল
অভাজন, মনে মম বিশ্বাস অটল;—
অবশ্য কোথাও তুমি দেখিয়াছ তাঁরে,
উন্মত্ত আমার চিত্ত বিলোকিতে যাঁরে,
যাঁর তেজে তব তেজ জগতে প্রচার।
কোথা সে করুণা-সিন্ধু বিশ্বের আধার?
এই উপদেশ, দেব, মাগি ও চরণে!
দয়া করি চরিতার্থ কর অকিঞ্চনে।"

এই রূপে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে,
"প্রজ্ঞা" উদি মনে মম লাগিল কহিতে—
"আরেরে অজ্ঞান, একি ভ্রান্তি ঘোরতর!
না পাইবে তাঁর দেখা ভ্রমি চরাচর
এরূপ উন্মত্ত হয়ে, কর অন্বেষণ
আপন আত্মায় সেই পরমাত্মা ধন

সত্যেরে সহায় করি,' নতুবা বৃথায়
অন্ধ হয়ে ভ্রমিলে না পাইবে তাঁহায় !!"

আশা।

১

কে দীন হীনের কাণে বলে মৃদুভাষে,—
সাংসারিক দুঃখ যার নিত্য-সহচর?—
"অচিরে ঘুচাব তব ক্লেশ অনায়াসে,
বলাব লোকের মুখে ধরণী-ঈশ্বর।"

২

শয্যায় লুণ্ঠিত রোগী, ব্যাধির কবলে
কবলিত, আছে প্রাণ কতক্ষণ তরে;
কে তার শিয়রে বসি সকরুণে বলে,—
"দূরে যাবে ব্যাধি, প্রিয়, ভয় কি অন্তরে?"

৩

মগ্ন তরি, ভাসমান অকূল পাথারে,
অভাগা উপায়-হীন হাবু ডুবু খায়,
কে সেই সাগরে দেয় ভরসা তাহারে?—
"ভেব না হে কূলে লয়ে যাইব তোমায়!"

৪

উত্থিত শত্রুর অসি প্রহার উদ্যমে,
কর পদ শৃঙ্খলিত, কে তারে আশ্বাসে?—
"দেখাইব দৈবীশক্তি শত্রু নরাধমে,
ভুবনে কাহার সাধ্য তোমারে বিনাশে?"

৫

ভগ্নোদ্যম বসি দেশ-হিতৈষী প্রবর,
তাপে শুষ্ক করে দেহ ক্ষোভের অনল,
কে তার শ্রবণে ঢালে মধুমাখা স্বর?—
"আর বার যত্ন কর হইবে সফল।"

৬

কাহার অটল বাক্যে জনক জননী,
সদ্য-জাত শিশুরে,—যাহার সুকোমল
অস্থি-ময় কলেবর যেমন নবনী,
হেরিতে বিশ্বের তেজ নয়ন দুর্ব্বল,——

৭

—স্ফুরেনা অধরে বাণী, (নাজানি কাহার
প্রেমে হাসে!) সবে মাত্র সম্বল রোদন,——
(মানসেতে খুলি ভবিষ্যতের দুয়ার)
হেরে সংসারেতে সর্ব্ব সুখের সাধন?

৮

কার প্রলোভনে কবি নিশীথ সময়—
নিস্তব্ধ বসুধা যবে, কুসুম নিকরে
দোলায় মারুত ধীরে, পতঙ্গ নিচয়
ধরে তান, ক্ষুদ্র তারা মিলায় অম্বরে—

৯

ত্যজিয়া নিদ্রার কোল, করে বিচরণ—
তুলিয়া সৌন্দর্য্য-ফুল, স্বভাব-কাননে,
ভাবসূত্রে বহুযত্নে করিয়া গ্রন্থন,
অঞ্জলি প্রদান করে বাণীর চরণে?

১০

অক্ষয়-যৌবনা আশা! মনুজ-হৃদয়ে
বিহরি, ভুলাও বর্ত্তমান দুঃখ যত;
ভবিষ্যতে গতি তব, হায় দাস হয়ে
তোমার, সংসারে জীব ভ্রমে অবিরত!

১১

তুমি না থাকিলে আশা! বিপদের জলে
ডুবিত মানব-কুল; কাহারে আশ্রয়
করিত উদ্যম? কি করিত বুদ্ধিবলে?
ক্ষণমাত্রে এ সংসার পাইত বিলয়!

যৌবন-কানন।

প্রজ্বলিত বিষয়-অনল-
উত্তাপেতে হৃদয় বিকল,
ছটফট করে প্রাণ, সুস্থিরতা-অবসান,
দর দর বহে শ্রম-জল।

দুঃখময়ী দিক্ সমুদয়,
গৃহ যেন বিষের নিলয়,
অস্তমিত সুখ-শশী; এরূপে একদা বসি,
ভাবিতেছি আসন্ন প্রলয়।

সহসা সন্তাপ-বিনাশিনী,
কল্পনা আনন্দ-বিধায়িনী,
হৃদয়-কমলে. উদি (শুনিনু নয়ন মুদি)
বলিলেন মানস-মোহিনী।—

" কি ভাবিছ বসিয়া বিরলে,
দগ্ধ হয়ে বিষাদ-অনলে ?
আইস আমার সনে, যাই যৌবন-কাননে,
অদ্ভুত-দর্শন মর্ত্য-তলে।"

কল্পনার প্রসাদে সত্বরে,
মনোবর্ত্মে গিয়া সুখভরে,
সবিস্ময়ে দৃষ্টি করি, অপূর্ব্ব ব্যাপার, মরি,
যৌবনের কানন ভিতরে!

হেরিলাম 'মত্ততা' করিণী,
ভ্রমিতেছে যেন উন্মাদিনী,
হেলে শুণ্ড দোলাইয়া, তীব্রমদ ছড়াইয়া,
ঘোর রবে কাঁপায় মেদিনী।

বিকসিত দশন ভীষণ,
হুহুঙ্কারে আন্দোলিয়া বন,
অতি ভয়ঙ্কর রূপ, দুষ্ট-মতি 'দম্ভ' রূপ
শার্দ্দূল করিছে বিচরণ।

সে বনের দিক্ অভ্যন্তরে,
নিশাচর 'লোভ' নাম ধরে,
বৃদ্ধি করে কলেবর, আপাদ-লম্বিতোদর,
বুঝি ধরা গ্রাসিবার তরে!

তার পাশে 'আশা' নিশাচরী,
রয়েছে আলোক হস্তে ধরি,
ভাবী অন্ধকার পথে, লয়ে যেতে মনোরথে,
মায়া-জাল সুবিস্তার করি।

'মোহ' নামে রাক্ষস প্রধান,
অসিত বসন পরিধান,
আবরি পিন্ধন বাসে, ক্ষণে ক্ষণে প্রভা নাশে,
অন্ধকার করিছে সেস্থান।

'কাম,' কাল বিষ-ধর, বিষ
বর্ষণ করিছে অহর্নিশ।
শৃঙ্গযুগ তুঙ্গ অতি, বিদারিয়া বসুমতী,
বিহরিছে 'মাৎসর্য্য' মহিষ।

মায়াবিনী বিষম কুৎসিতা,
দিব্য অবগুণ্ঠন-আবৃতা,
ভ্রমে 'কপটতা' নারী, বাহ্য শোভা বলিহারি,
মাল্য-আভরণ—বিভূষিতা।

সেই কাননের একস্থলে,
ঘোর ‘ ক্রোধ ’ দাবানল জ্বলে,
‘ হিংসা ’ রূপ শিখা উঠে, ভীমতর বেগে ছুটে,
ভস্ম-ময় করিতে সকলে।

আরো কত কাণ্ড ভয়ঙ্কর,
করিলাম নয়ন-গোচর,
ভয়ে অঙ্গ শিহরিল, আস্যে হাস্য শুকাইল,
কাঁপিল শরীর থর থর !

পুনর্ব্বার করি নিরীক্ষণ,
ঊর্দ্ধ-কর্ণ সতৃষ্ণ-নয়ন,
সেই বনে অনুক্ষণ, করিতেছে বিচরণ,
‘ কৌতূহল ’ অপ্সর মোহন।

তার পাশে নাচে অবিরাম,
অপ্সরা ‘ বাসনা ’ তার নাম,
চরণ-ভঙ্গিতে দুঃখ, বিনাশি, বিতরে সুখ,
মৃদু মৃদু হাসে অভিরাম।

কি দিবস কিবা বিভাবরী,
সে কাননে প্রবাহিত, মরি !
বিহরিয়া যদা তদা, ‘ উদ্যম ’ সমীর সদা,
উত্তোলিয়া বিবিধ লহরী।

সমুন্নত-স্কন্ধ দৃঢ়তর,
'পৌরুষ' পাদপ-কুলেশ্বর,
'প্রণয়' প্রভৃতি কত, আরো চারু তরুযত,
দর্শক-নিকর-মনোহর।

দিব্য সুললিত-রূপ-ধরী,
'দয়া', 'ক্ষমা', 'মমতা' বল্লরী,
লাবণ্যে নয়ন হরে, অনুপম শোভা ধরে,
বৈজয়ন্তে যেমন অমরী।

মধ্য দেশে এক সরোবর,
'শান্তি' রূপ জল স্বচ্ছতর,
ঢল ঢল ঢল করে, ক্রীড়া ছলে মন হরে,
'প্রেমের' তরঙ্গ নিরন্তর।

সেই নীরে কিবা সুহাসিনী,
শোভা পায় 'ভক্তি' সরোজিনী!
নহে পূর্ণ-বিকসিত, কিম্বা নহে মুকুলিত,
'আনন্দ' মধুর প্রসবিনী,—

তেজোময় তপনের তরে,
ঊর্দ্ধ-মুখী হইয়া বিহরে;
সুখে তার যায় কাল, যেই জন সর্ব্বকাল,
সেই পদ্ম হৃদয়েতে ধরে।

এইরূপ আরো কত রূপ,
হেরিলাম যত অপরূপ,
যৌবন-কানন মাঝে, সাজে মনোরম সাজে,
চক্ষে যার না হেরি স্বরূপ।

আর এক চমৎকার তথা,
বসন্তের উপবন যথা,
সব দেহ বলময়, কেহ কিছু ঊন নয়,
নবীনতা নেহারি সর্ব্বথা।

বিশাল-উরস্ক যুবাগণ,
প্রবেশিয়া যৌবন-কানন,
কভু কাঁদে কভু হাসে, পরস্পরে উপহাসে,
কভু নেত্রে প্রজ্বালে দহন।

আমার সদৃশ একজন,
সে বিপিনে করিছে ভ্রমণ,
মিশি সেই যুবাদলে, যোগ দিয়া কোলাহলে ;
হেরিয়া বিস্মিত হলো মন।

কহিলেন ত্রিদিব-ললনা,
দয়াবতী, কামদা কল্পনা,
"ওই যে মায়াবীগণে, নিত্য চরে এ কাননে,
উহাদের প্রতাপ জান না।

" মুহূর্ত্তেকে এক এক জন,
বিনাশিতে পারে এ ভুবন,
হায়! যত ক্ষুদ্র নরে, ওদের হৃদয়ে বরে,
অবহেলি জ্ঞানের শাসন।

" তুমি এক জন যুবাদলে,
ভুলিওনা মায়াবীর ছলে,
এই যে সম্মুখে দেখ, সৌম্য-মুর্ত্তি দেব এক,
' জ্ঞান ' নামে খ্যাত ধরাতলে।

" থাকিবে ইহাঁর বশম্বদ,
দূরে যাবে সকল আপদ,
জ্ঞানের প্রসাদ-বলে, অবগাহি শান্তি-জলে,
শীতল হইবে, প্রেমাস্পদ!

" ভক্তি-পদ্মে মধু-পান করি,
ক্ষুদ্রনর-জীবনে আমরি!
অমরতা লাভ হবে, অতুল গৌরবে রবে,
অন্তে যাবে অমর নগরী।

" পৌরুষাদি তরুলতা দলে,
স্থাপিয়া মানস-ক্ষেত্র-তলে,
যতনিবে অবিরত, তারা তোমা নানামত
ভুঞ্জাইবে সুখ, ফুল ফলে। "

কল্পনা, কথার সমাপনে,
সৌরভে পূরিয়া হৃদি-বনে,
নেত্র মোহি রূপালোকে, চলিলেন দিব্যলোকে;
পুষ্পাসার বর্ষে দেবগণে।

সেই সব ভাব নিরখিয়া,
অন্তরেতে গেলাম গলিয়া,
ভবে রব যতকাল, এ বিচিত্র চিত্র-জাল,
হৃদি-পটে রাখিব আঁকিয়া!

পাপীর মন।

"ওই যে গগনে শোভে মনোহর,
অগণন ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক-দল,
অলঙ্ঘ্য নিয়মে ভ্রমে দিন-কর,
শশধর, অস্ত-উদয়াচল।

"কানন-কুসুম (রূপের নিদান)
বিবিধ বরণে রয়েছে ফুটে,
জগত্-বিহারী জগতের প্রাণ,
হরি পরিমলে চৌদিকে ছুটে।

"তরুর তরুণশাখায় বসিয়া,
মাতিয়া আমোদে বিহগ সবে,
পাতার 'মর্ম্মর' সহ মিশাইয়া,
অবিরত গায় কতই রবে।

"বরষা-মিলনে, জলদ-মালায়,—
অসিত বরণে সোণার লেখা,—
উজলিয়া দিক্ রূপের প্রভায়,
সৌদামিনী ধনী দেয়গো দেখা।

"সরসীর নীরে,—দিনেশ-দুহিতা,*
জনমিয়া কাদম্বিনীর কোলে,—
অতুলিত নানা-বরণ-রঞ্জিতা,—
মৃদুল পবন-হিল্লোলে দোলে।

"গিরি-সুতা অভিসারিকা সুন্দরী,
নমিতে জলধি-পতির পায়,
দোলাইয়া হৃদে প্রেমের লহরী,
চপলা-চঞ্চল চরণে ধায়।

"নিশীথে, সুনীল, নীরব অম্বরে,
ঝিম্ ঝিম্ করে তারকাবলী,
ঝিল্লি-রব পশে শ্রবণ-বিবরে,
আধ আধ হাসে কুসুম-কলি।

* ইন্দ্রধনু।

" লোকে বলে এই নিসর্গ-নিকর,
 বিশ্ব-জনকের প্রেমের মূল;
সুপবিত্র স্থির সুখের আকর,
 যে সুখের নাই দ্বিতীয় তুল।

" কিন্তু এই সব আমার নয়নে,
 তেমন মাধুরী প্রকাশে কই ?
বিতরেনা সুখ-লেশ মম মনে,
 আমি কি সংসারে মানুষ নই ?

" তাহাদের মত আছে সমুদয়,
 হস্ত, পদ, শির, মুখ, শ্রবণ,
কেন অন্য রূপ আমার হৃদয় ?"
 ভাবিছে বিরলে পাপীর মন।

সহসা সৌরভে পূরিল সমীর,
 উজলিল দিক্ বিজলী হাসি,
জ্ঞানদেব ছদা ধরিয়া শরীর,
 উত্তরেন তার সম্মুখে আসি ;—

"প্রকৃতির চারু মোহিনী মূরতি,
 বিতরে বিশুদ্ধ সুখের সার,
নিত্য ভোগ করে সাধু মহামতি,
 মরমে নিবসে ধরম যার ;

"কলুষ-আবিল মলিন নয়নে,
খেলে না সে চারু রূপের ছটা,
পঙ্কে কি কখন, যামিনী-মিলনে,
বিলসে শশীর কিরণ ঘটা?"

চমকি কলুষী উঠিল শিহরি,
হেরিতে সে রূপ ব্যাকুলে চায়,
অমনি অম্বরে দেহ পরিহরি,
স্বর্গীয় শরীর মিলায়ে যায়!

চন্দ্র।

ওহে শান্ত শশধর! রূপ তব মনোহর,
অনুক্ষণ আমার হে জাগিতেছ হৃদয়ে!
সঙ্গে প্রিয়তমা জায়া,—দেহের যেরূপ ছায়া—
বিরাজ তোমার নীল-মণি-ময় নিলয়ে॥

তব সুতা দয়াবতী, রুচিরা চন্দ্রিকা সতী,
আবৃত করিয়া দেহ সুবিশদ বসনে।
আইসেন ধরাতলে, শীতলিতে জীবদলে,
আধ আধ আধ হাসি ধরে নাক বদনে॥

চৌদিকে বর্ষেন সুধা, চকোর নিবারে ক্ষুধা,
আনন্দে মোহিত হয়ে তবগুণ গায় হে।
কুমুদ আমোদ ভরে, হাসি হাসি সরোবরে,
একদৃষ্টে অবিরত তব মুখ চায় হে॥

বায়ুতে ঈষদ্ হেলা; গ্রীবাভঙ্গী করি হেলা,*
খেলা করে কৌমুদীর কর ধরি প্রণয়ে।
বাড়াও লতার শোভা, ভাবুকের মনোলোভা,
ধরে ধনী রজতের কান্তি তব উদয়ে॥

তোমারে হৃদয়ে ধরি, পূর্ণিমার বিভাবরী,
সুন্দরী হইয়া আর আদরে না ভূষণে।
অমা-নাকি নিজে কাল, পরে অলঙ্কার-জাল,
কাল মেয়ে চিরকাল যত্ন করে রতনে!

হেরি তোমা, সুধা-নিধি! উথলয় জল-নিধি,
ক্ষেপার মতন হয়ে, আলিঙ্গিতে তোমারে।
হায় রে অপত্য-স্নেহ, সংসারে সবার দেহ,
ফুলায় দ্বিগুণ সুধাময় প্রেম সঞ্চারে!

বিধির মানস-সুতা, প্রকৃতি সুরূপ-যুতা,
সুচারু সীমন্তে তোমা পরেছেন আদরি।
কবির হৃদয়ে সরে, রাজ-হংস রূপধরে,
খেল হে কতই রঙ্গে শোভা-নিধি বিতরি!

শিশু সব খেলা ছলে, ডাকে 'আয় চাঁদ' বলে,
কার নাহি মন হর মনোহর বরণে?
ভবে কেবা তব সম, সকলের প্রিয়তম?
উপদেশ-দাতা তুমি ভাবুকের নয়নে॥

---

* হেলা—জলজ ফুল বিশেষ

অগ্নিময় রবি-করে, বিতর আপন করে,
সুধা-সিক্ত করি তারে এই মর ভুবনে।
অক্ষয় যশের ধাম, এ জগতে 'সাধু' নাম,
লভে নর শশধর তব অনুকরণে!

ধন নহে জ্ঞানই সুখের মূল।

কে বলে সঞ্চয়ি ধন সুখী হয় নর?
সে কেবল মূঢ় অর্থ-পিশাচের ভাণ,
অর্থে ঘটে অহরহ অনর্থ বিস্তর,
একমাত্র জ্ঞান হয় সুখের নিদান।

সত্য বটে রম্য হর্ম্ম্যে ধন প্রয়োজন,
ভামিনীর বিলাসেতে অর্থ-যোগ চাই,
বিভবের রূপান্তর বিবিধ রতন,
সুখের সম্পর্ক কিন্তু কিছু তাহে নাই।

প্রথমতঃ কত ক্লেশ অর্থ উপার্জনে,
পরিশ্রমে পদে পড়ে মস্তকের ঘাম,
অবশ্য ধর্ম্মেরে হয় ঠেলিতে চরণে,
তবে কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হয় মনস্কাম।

মলিন-বসনা, জীব-শোণিত-শোষিণী,
চিন্তা-নিশাচরী,—প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে,
ধনের রক্ষিকারূপে—দিবস যামিনী,
নৃত্য করে ধনীদের মানস মন্দিরে!

লোভের জঠরানল জ্বলে অনিবার,
ক্রমশঃ প্রবলতর, দূরে যায় জ্ঞান,
জগত্ আহুতি পেলে তৃপ্তি নাহি তার,
অচিরে মানবে করে পশুর সমান।

ছিন্ন করে পিতৃ-মাতৃ-স্নেহের শৃঙ্খলে,
দূরে যায় প্রণয়ীর প্রণয়ের হার,
নির্দ্দোষী জনেরো দেহ দলে পদতলে,
ধনের সম্পর্ক হলে রক্ষা নাই আর!

শান্তির অভাবে নিদ্রা নেত্র পরিহরে,
তাই বুঝি দেখে তারা জাগ্রতে স্বপন!
ইন্দ্রিয়ের পথে ভয় সতত বিহরে,
শত্রুময় এ জগত্ ভাবে অনুক্ষণ।

ভোজনেতে নিয়মিত সুবর্ণ ভাজন,
নানা উপাদেয় খাদ্য-জাত-প্রপূরিত,
সুবাসিত সুকোমল শয্যায় শয়ন,
কিন্তু তার চক্ষে যেন বিষ-বিমিশ্রিত!

হায় রে! দারুণ রোগ ধনীর হৃদয়ে,
সমুদ্র করিছে পান, তবু পিপাসার
নাহিক নিবৃত্তি, ক্রমে যায় বৃদ্ধি হয়ে;
সে কি সুখী, এত দুঃখ অন্তরে যাহার?

সম্পদের অপগমে দুঃখ অনিবার,
অন্তরাত্মা জর জর ক্ষোভের প্রভবে,
যার উপার্জনে ক্লেশ ঘটেছে অপার,
তাহার বিয়োগে দুঃখ কেনই না হবে?

এইরূপে ধনেশের মানস-আবাস,
সুখ-বিনিময়ে হয় পিশাচীর স্থান,
ক্ষুব্ধতা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ-পরতা, সন্ত্রাস,
বিহরিয়া করে দেব-মন্দিরে শ্মশান!

দীনেরো অন্তরে উঠে দয়ার তরঙ্গ,
ধনার্থীর দুঃখাবলী করিলে শ্রবণ;
তাই বলি দাও মন ও স্বপ্নে ভঙ্গ।
অন্যত্র কোথাও কর সুখ অন্বেষণ।

যাঁহার ইচ্ছায় ভবে আসিয়াছি আমি,
যাইব আবার চলে ইচ্ছা-বশে যাঁর,
সে ইচ্ছাময়ের হলে ইচ্ছা-অনুগামী,
থাকে কি সংসারে সুখ-অভাব আমার?

জানিতে তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞান-যোগ চাই,
অর্থ নহে সে জ্ঞানের প্রাপ্তির সাধন,
জন্মে না খনিতে তাহা, সাগরে না পাই,
কেবল আত্মায় তার লভি দরশন।

জ্ঞান যত লব্ধ হয় তত যায় দূরে
সংসার-বাসনা, মন হয় পরিষ্কৃত,
সুখ-স্বর্গ-ভোগ হয় বসি মর্ত্ত্য-পুরে,
বিভুর প্রসাদে যাহা নিত্য-সুবাসিত।

তখন নির্ঝর-বারি সুখে করি পান,
বন-জাত ফলে সুখে আস্বাদি অমৃত,
সুখে শুনি বিহঙ্গের সুখময় তান,
সমস্ত জগত্ যেন সুখে আপ্লাবিত!

ঘুচে যায় 'আমার' 'আমার' অভিমান,
ইন্দ্রিয়-নিকর হয় সহজে শাসিত,
'আমার' সম্বন্ধ যত পায় অবসান,
'আমি' লীন হয় 'মূল আমিতে' নিশ্চিত!

জ্ঞানের নির্ঝরে মন রাখরে যতনে!
করোনা তাঁহার মুখে মালিন্য নিহিত,
অক্ষয় ধারায় তব ভাবের ভবনে,
নিত্য শান্তি-সুখ-বারি হইবে নিঃসৃত।

মনের প্রতি উপদেশ।

ওরে মূঢ় মন! শুন শুন শুন,
তোমারে বিনয় করি রে।
পাপের পরশে, যেওনা যেওনা,
সদা ভাব সেই হরিরে॥

এভব সংসার, রণ-রঙ্গ-ভূমি,
ভাবিও দিবা সর্ব্বরী রে।
ওই মহাকাল, তোমারে বাঁধিতে,
রয়েছে সন্ধান করি রে॥

উহারে হেরিয়া, কেঁপনা কেঁপনা,
থর থর থর থরি রে।
হও সাবধান, সংগ্রাম করিতে,
বীরবর-বেশ ধরি রে॥

যাহারা তোমার, দেহ-গেহ-দ্বারে,
রয়েছে হয়ে প্রহরী রে।
তাহাদের প্রতি, রেখরে নয়ন,
কি দিবস বিভাবরী রে॥

দশম বর্ষ ।

[illegible] ভাগ । | কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ ১৩০২ সাল । | ৪র্থ ও ৫ম স্তবক ।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ।

লেখকগণের নাম ।

জনৈক ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীযুক্ত হরিগোপাল বসু এবং সম্পাদক ।

বিষয় ... পৃষ্ঠা ।

৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট্ বেদব্যাস কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ।

কলিকাতা,

১৭ নং মদন মিত্রের লেন, "বেঙ্গল প্রেসে"

শ্রীগিরিশচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১৩০২ সাল ।

দশম বর্ষ।

১০ম ভাগ। } কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাস, ১৩০২ সাল। { ৪র্থ ও ৫ম স্তবক।

যোগ।

মেরুদণ্ডমধ্যে সুষুম্নাখ্যা নাড়ী* চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নিরূপিণী নীলবর্ণা কিঞ্চিদ্বিকসিত-ধুস্তূরপুষ্পসদৃশ-বপুস্ত্রিগুণাত্মিকা † কন্দমারভ্য শিরঃস্থিত-বায়ুলয়পর্য্যন্তং বর্ত্ততে ‡ তদ্দক্ষে পিঙ্গলা নাড়ী পুংরূপিণী সূর্য্য-কিরণ-মণ্ডিতা পীতবর্ণা বর্ত্ততে। বামভাগে শক্তিরূপা চন্দ্র-কিরণ-মণ্ডিতা শুক্লবর্ণা ইড়া নাড়ী বর্ত্ততে। অনয়োর্নাড্যোঃ শাখাপ্রশাখাভিঃ শরীরমেতৎ। সুষুম্নামধ্যে কদলীবল্কলন্যায়েন মেঢ্রদেশাদধঃস্থিত মূলাধারমারভ্য ত্রিবেণ্যধো ¶ দেশপর্য্যন্তং বজ্রনাড়ী লোহিতবর্ণা বর্ত্ততে। তন্মধ্যে পাণ্ডুবর্ণা

---

* মনুষ্যদেহে অসংখ্য নাড়ী বর্ত্তমান আছে, কিন্তু পৃষ্ঠদেশস্থিত মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না নাম্না নাড়ীই সর্ব্বপ্রধান। এই সুষুম্নাই জ্ঞানজননী এবং যোগ সাধনের প্রধান অবলম্বনীয়। সুষুম্না চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী নীলবর্ণা এবং সত্ত্ব-রজ-তমোগুণবিশিষ্টা।

† ত্রিগুণাত্মক।—সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণবিশিষ্ট।

‡ আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে, সহস্রার-নিম্নে যে স্থান, সেখানে বায়ু লয় হইয়াছে। তদূর্দ্ধে আর বায়ু নাই এবং বায়ুলয়ের স্থানে সুষুম্নারও শেষ হইয়াছে। আজ্ঞাচক্রের বর্ণনায় তাহা বিবৃত আছে।

¶ ইহাই মুক্ত-ত্রিবেণী; কারণ ইড়া নাড়ীকে গঙ্গা, পিঙ্গলা

চিত্রিণী নাম্নী নাড়ী লূতাতন্তু * সদৃশিনী ;—সা চ মূলাধারাদি ষট্‌চক্রাণাং মালাকারগ্রথনসূত্রং + ইয়মেবাজ্ঞাচক্রোর্দ্ধগত প্রণবাশ্রয়া। অস্যা মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী ;—সা চ সহস্রারাবস্থিত-পরমেশ্বর-গলিত-সুধা-নিঃসরণস্য পন্থাঃ। সা চ মূলাধারাবস্থিত-স্বয়ম্ভুলিঙ্গমুখমারভ্য সহস্রারস্থিত-পরমেশ্বরান্তস্থায়িনী শুক্লবর্ণা। সুষুম্নামুখস্থানে আধারশক্তিস্বরূপকন্দসংজ্ঞকস্থিরতর-বায়ুবিশেষোঽস্তি। তদুপরি সহস্রদলমূর্দ্ধমুখমেকপদ্মমস্তি। তদুপরি অপরবসুদলপদ্মং ; তদুপরি চ ষড়্‌দলমন্যৎ পদ্মং বর্ত্ততে। তস্যোপরি ধ্বজাধঃস্থিতবজ্রানাড়ীমুখস্থানে ছত্রাকারন্যায়েন বিন্দুযুক্তং সুবর্ণবর্ণং ব, শ, ষ, স, লসিতাম্বররক্তবর্ণ-চতুর্দ্দলান্বিতমধোমুখং ‡ মাধার

নাড়ীকে যমুনা ও সুষুম্না নাড়ীকে সরস্বতী বলা যায়। এই তিন নাড়ী বা নদীত্রয় এখানে বিযুক্ত বলিয়া মুক্ত-ত্রিবেণী নামে অভিহিত।

* লূতাতন্তু—অর্থাৎ মাকড়সার জাল। মাকড়সার জালের সূতা যেরূপ সূক্ষ্ম, চিত্রিণী নাড়ী তদনুরূপ সূক্ষ্ম।

+ দেহস্থিত ষট্‌চক্র বা পদ্ম সমুদায় এই নাড়ীতে মালার ন্যায় গ্রথিত। এই নাড়ীর স্থূলতা অতি সূক্ষ্ম। এমন কি, একগাছি কেশের সহস্রাংশের একাংশ হইবে। পদ্মসমুদায়ও তদনুরূপ সূক্ষ্ম ; কিন্তু অতি সূক্ষ্ম ভাবনা হয় না বলিয়া চতুরঙ্গুলিপরিমিত কল্পনা করিয়া ভাবনা করিতে হয়। আমি অনেক সাধককে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেকেই পদ্মের পরিমাণ বলিতে পারেন না। আর এই সকল সামান্য দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয় না ; কেবল যোগীগণ দিব্যজ্ঞান দ্বারা জানিতে পারেন।

‡ পদ্ম সমুদায়ই অধোমুখ ও মুদিত আছে। কিন্তু ভাবনার সময় কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইলে তাহারা ঊর্দ্ধমুখেও প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। সেই জন্য যোগীরা পদ্মসমুদায় ঊর্দ্ধমুখে ভাবনা করিয়া থাকেন। অধোমুখ সমুদায় পদ্মের নিম্নে ঊর্দ্ধমুখ একটি করিয়া পদ্ম আছে। প্রত্যেক পদ্মের বর্ণনায় তাহা বিবৃত হইয়াছে। এই মূলাধারপদ্মের নিম্নে ঊর্দ্ধমুখে যে এক পদ্ম আছে, তাহা তিন স্তরে সজ্জিত। প্রথম স্তরে সহস্রদল, তদু-

সংজ্ঞকমেকপদ্মমস্তি। * তৎকর্ণিকামধ্যে শূলাষ্টকাবৃতং চতুষ্কোণপীত-বর্ণং ধরাচক্রং বর্ত্ততে। তদেকদেশে লমিতি † পীতবর্ণং ধরাবীজং বিদ্যতে।

পরি অষ্টদল, তদুপরি ষষ্ঠদল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অধোমুখ পদ্মসমুদায়ের নিম্নে অষ্টদল এক এক পদ্ম ঊর্দ্ধমুখে আছে।

* ইহাই 'মূলাধার' পদ্ম। ইহার চারিদল। চারিদলে যথাক্রমে বং শং ষং সং এই চারিবর্ণ আছে এবং ইহার পত্রচতুষ্টয়ে নিত্যা, রামরূপিণী, প্রিয়ঙ্করী, সনাতনা, তদ্ভিন্ন যোগানন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ, বীরানন্দ বিদ্যমান আছে। এই মূলাধারপদ্ম হইতে প্রথম উদিত নাদরূপ বর্ণ উত্থিত হইয়া হৃদয়গামী হইয়াছে। তাহাকে 'পশ্যন্তী' বলে; যথা—"স্বয়ংপ্রকাশা পশ্যন্তী সুষুম্নামাশ্রিতা ভবেৎ। সৈব হৃৎপঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিণী।" নাদ সঙ্গীতের প্রাণ; কিন্তু কেবল যে সঙ্গীতের প্রাণ, তাহা নহে, "নাদাত্মকং জগৎ" এবং "ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ। নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী পরং হরিঃ।" হরি এবং হরও নাদ হইতে অভিন্ন নহেন। নাদ হইতে সমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি-পুরুষমূর্ত্তিহীন কেবল এক জ্যোতিঃমাত্র ছিল। সৃষ্টির আরম্ভকালে সেই সর্ব্বব্যাপক জ্যোতিঃ আত্মা অভেদভাবে নাদবিন্দুরূপে প্রকাশমান হয়। বিন্দু পরম শিব আর কুণ্ডলিনী নির্ব্বাণকলারূপা ভগবতী ত্রিপুরা দেবী স্বয়ং নাদরূপা। নাদের অন্য নাম পরা। এই জন্য আদি প্রকৃতি দেবীর নাম পরা প্রকৃতি। সুতরাং পরা-প্রকৃতি আদ্যাশক্তিই নাদরূপা। নাদের অন্ত নাই,—অসীম, অপার। তদ্ধেতু গভীরজ্ঞানপূর্ণ আর্য্যশাস্ত্র-কর্ত্তা বলিয়াছেন যে, "নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী। অদ্যাপি মজ্জনভয়াৎ তুম্বং বহতি বক্ষসি॥" কথাটা প্রকৃত বটে। যাঁহারা তত্ত্ব-জ্ঞানী সাধক, তাঁহারা ইহার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারেন। নাদরূপ সমুদ্রের পর পার যখন সরস্বতীর অজ্ঞাত, তখন মাদৃশ জনের সামান্য লেখনী দ্বারা নাদের স্বরূপ বুঝাইতে প্রয়াস করা বিড়ম্বনামাত্র। উপরে যেটুকু আভাষ দিয়াছি, তাহাতে সাধকগণ বুঝিবেন যে,—নাদই আদ্যাশক্তি।

† লং ইতি পাঠ। লং অর্থে ধরাবীজ। ইহা পীতবর্ণ।

তস্য ক্রোড়ে বীজাঙ্কুরন্যায়োৎপন্না তদ্‌বীজপ্রতিপাদ্য-দেবতা শ্বেতগজসমারূঢ়া চতুর্ভুজা পীতবর্ণেন্দ্রাভিধা বর্ত্ততে * তৎক্রোড়ে সৃষ্টিকারক-বরাভয়াক্ষসূত্রকমণ্ডলু-লসিত-চতুর্ভুজ-চতুর্ম্মুখ-নবীন-সূর্য্য-প্রকাশ-রক্তবর্ণ-শৈশবাবস্থ-ব্রহ্মাভিধো দেবোঽস্তি। তৎক্রোড়ে আরক্তনেত্রাঽনেকসূর্য্যপ্রকাশা রক্তবর্ণা বরাভয়াক্ষ-সূত্র-কমণ্ডলু-লসিতা চতুর্ভুজা ডাকিন্যভিধা তৎশক্তির্বিদ্যমানেতি। ধরাচক্রমধ্যস্থানে ধরাবীজ-দক্ষিণে কামকলারূপং † তেজোময়ং রক্তবর্ণং ত্রিকোণমণ্ডলমেকমস্তি। তন্মধ্যে সহস্র-সূর্য্যভাস্বর-তেজোময়-প্রকাশো রক্তবর্ণ-ক্লীমিতি বীজস্য রূপঃ কন্দর্পনামা বায়ুর্নিবসতি। তন্মধ্যে ব্রহ্মনাড়ীমুখে আস্যকং রক্তবর্ণং কোটিসূর্য্য-ভাস্বর তেজোময়ং স্বয়ম্ভুনাম শিথলিঙ্গমস্তি। তস্য গাত্রং দক্ষিণাবর্ত্তেন সার্দ্ধত্রিবারং বেষ্টয়িত্বা পরমেশ্বরক্ষরদমৃতপানায় তন্মুখে বিবরমিব সর্পবন্মুখং দত্বা পদ্ম-মৃণাল-তন্তু-শতভাগৈকভাগবৎ সূক্ষ্মতম-কোটি-কোটি ভানু-ভাস্বর বিদ্যুল্লতাকার-জ্যোতি-রেখা উর্দ্ধাধো দ্বিবক্ত্রকুণ্ডলিন্যভিধা ‡ নিত্যানন্দস্বরূপা পরমা কলা প্রকৃতির্বর্ত্ততে। ইয়মেব গদ্য-পদ্য-বাক্‌প্রবন্ধং জনয়তি।

---

* মূলাধারপদ্মের মধ্যে অষ্টশূল-শোভিত চতুষ্কোণ পীতবর্ণ পৃথিবী-মণ্ডল এবং পৃথ্বীবীজ লং আছে। এবং তদ্‌বীজ-প্রতিপাদ্য পৃথ্বী-দেবতা আছেন। তিনি শ্বেত-গজারূঢ়; তাঁহার বর্ণ পীত এবং চারি হস্ত।

† এই কামকলাতত্ত্ব শিরঃস্থিত সহস্রদলপদ্মের বর্ণনায় দেখ।

‡ "এই কুণ্ডলিনী সাড়ে তিন কুণ্ডলাকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া আছেন। কিন্তু দেখিতে অর্দ্ধ ওঙ্কারের প্রতিকৃতি তুল্য। দেব, অসুর, মনুষ্য, মৃগ, কুম্ভীর, কীটাদি সমস্ত প্রাণীর শরীরে উহা বিরাজিত আছে। পদ্মোদরে যেরূপ অলির অবস্থিতি, সেইরূপ দেহমধ্যে কুণ্ডলিনী বিরাজিত থাকে।" ঐ কুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে কদলী-কোশের ন্যায় কোমল মূলাধারে চিৎশক্তি বিরাজিত আছে। উহার গতি অতিশয় দুর্লক্ষ্য। সদ্‌গুরুর উপদেশে এবং সাধকের সাধনাবল ব্যতীত কুণ্ডলিনী পরিজ্ঞাত হওয়া সুকঠিন।

"এই স্থূল দেহাত্মক বীজপঞ্চক কুণ্ডলিনীর অন্তর্গত মূলাধারে প্রাণপঞ্চক-রূপে সর্ব্বদা প্রস্ফুরিত হইতেছে। অমুত্তম জীবনীশক্তি কুণ্ডলিনী দেহে অবস্থিতি করিয়া জীবন দ্বারা জীবরূপে, মন দ্বারা মনরূপে, সঙ্কল্প দ্বারা সঙ্কল্প-

চেতনানাং চৈতন্যমিয়মেব। শ্বাসোচ্ছ্বাসক্রমেণ জগতাং জীবঃ অনুয়ৈব ধার্য্যতে। * অস্যাঃ প্রকাশনেন জগৎ প্রকাশতে। অস্য, বলেনৈব জগদ্‌বলবদ্‌ভবতি। অস্য বুভুক্ষয়ৈব জীববুভুক্ষা জায়তে। এবমন্যদপি সর্ব্বমূহ্যং। এবমাধার-পদ্মং মনসা পশ্যতো গদ্য-পদ্যাদি-বাক্‌সিদ্ধি-জ্ঞানারোগ্য-বিভবাদি চ ভবতি।

ইতি মূলাধারপদ্মম্‌॥ ১॥

রূপে,বোধ দ্বারা বুদ্ধিরূপে এবং অহংভাব দ্বারা অহঙ্কাররূপে অবস্থিতি করেন। তিনিই অপানতা প্রাপ্ত হইয়া সতত অধোভাগে প্রবাহিত। নাভি-মধ্যে থাকিয়া সমান ও উপরিভাগে থাকিয়া উদান নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে না পারিলে পুরুষ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। ইনি যখন উর্দ্ধ ও অধো গমনাগমন পরিত্যাগ করিয়া দেহে অবস্থিতি করেন, তখন অন্তর্মারুত-রোধ প্রযুক্ত জীবের ব্যাধির আক্রমণভয় বিদূরিত হয়।”

(যো, বা,)

* মূলাধারপদ্ম ও স্বয়ম্ভূলিঙ্গ অধোমুখ থাকাতে চিত্রিণী-নাড়ী-মধ্যস্থিতা ব্রহ্মনাড়ীর মুখও অধোভাগে আছে। দ্বিমুখবিশিষ্ট সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি কুণ্ডলিনী একমুখ ঐ ব্রহ্মবিবরে রাখিয়া ব্রহ্মদ্বার রোধ পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতে-ছেন; অন্য মুখ দণ্ডাহত ভুজঙ্গিনীর ন্যায়। এই মুখ দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস হইতেছে, তাহাই জীবের নিশ্বাস প্রশ্বাস। শ্বাসবায়ুর নির্গমনকালে হংকার ও গ্রহণকালে সঃকার উচ্চারিত হয়। হং শিবরূপী এবং সঃ শক্তিরূপিণী। হংস চারের ভেদ না জানিলে যোগ সাধন করা বৃথা। হংস বিপরীত “সোঽহং” জীব সর্ব্বদা জপ করিতেছে। যথা—“সোঽহং হংসঃ পদেনৈব জীবো জপতি সর্ব্বদা।” এই হংস শব্দকেই অজপা গায়ত্রী বলা যায়। জীব এক অহো-রাত্রমধ্যে ২১৬০০ বার অজপা গায়ত্রী জপ করিয়া থাকে। অর্থাৎ ২১৬০০ বার নিঃশ্বাস বহির্গত ও প্রশ্বাস অন্তঃ-প্রবিষ্ট হয়। এই শ্বাসবায়ুই জীবের জীবন। শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, “কায়নগরমধ্যে তু মারুতো রক্ষপালকঃ। প্রবেশে দশভিঃ প্রোক্তো নির্গমে দ্বাদশাঙ্গুলং” ইত্যাদি। শ্বাস আকর্ষণের সময় দশ অঙ্গুলি পরিমিত বায়ু শরীরমধ্যে প্রবেশ করে; শ্বাস বহির্গত

স্বাধিষ্ঠানপদ্মম্।

ধ্বজোর্দ্ধস্থানে উর্দ্ধমুখ-বসুদলং কমলমস্তি। তদুপরি ছত্রাকারেণ বিন্দুসহিত-বিদ্যুদাভ ব, ভ, ম, য, র, ল লসিতারুণবর্ণং ষড়্দলং স্বাধিষ্ঠানাভিধং পদ্মমধোমুখমস্তি। * তৎকর্ণিকায়াং অর্দ্ধচন্দ্রস্য শৃঙ্গদ্বয়ে শ্বেতবর্ণপদ্মদ্বয়ং বর্ত্ততে। তত্র শ্বেতবর্ণমর্দ্ধচন্দ্রাকারং বরুণমণ্ডলং বর্ত্ততে, তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণং বমিতি † বরুণবীজমস্তি। তৎক্রোড়ে তদ্বীজপ্রতিপাদ্য-পাশাহভয়লসিত-দ্বিভুজ-মকরাধিরূঢ়-শ্বেতবর্ণ-বরুণাভিধো দেবোঽস্তি। তৎক্রোড়ে জগৎপালক-পীতাম্বর শ্রীবৎসকৌস্তুভধর-নবযৌবন-শঙ্খচক্রগদাপদ্মলসিত-চতুর্ভুজ-নীলবর্ণ-হরিনামা দেবস্তিষ্ঠতি। তৎক্রোড়ে প্রাশাহক্ষমালিকাম্ভোজাঙ্কুশলসিতা চতুর্ভুজা দিব্যাম্বরাভরণভূষিতা গৌরবর্ণা রাকিণ্যভিধা তৎপত্নী বর্ত্ততে। এবং পদ্মং পশ্যতো মনসা জগৎস্বষ্ট্যাদিকরণসামর্থ্যদেবভক্ত্যারোগ্য-প্রভুত্বাদিসিদ্ধির্ভবতি।

ইতি স্বাধিষ্ঠানপদ্মম্ ॥ ২ ॥

মণিপূরপদ্মম্।

নাভিদেশে উর্দ্ধমুখ-বসুদল-পদ্মোপরি ছত্রাকারন্যায়েন অধোমুখ-বিন্দু-

---

হইবার সময় দ্বাদশ অঙ্গুল বহির্গত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু পথগমনের সময় নিঃশ্বাস ২৪ অঙ্গুল বহির্গত হয় এবং ভোজনে ২০ অঙ্গুল, গান গাহিবার সময় ১৬ অঙ্গুল, নিদ্রাতে ৩০ অঙ্গুল, মৈথুনে ৩৬ অঙ্গুল আর ব্যায়ামে ইহারও অধিক অঙ্গুলি পরিমাণে নিশ্বাস বহির্গত হইয়া থাকে। শ্বাস বহির্গমনের পরিমাণ স্বভাবিক ১২ অঙ্গুল অপেক্ষা কম হইলে আয়ুর্বৃদ্ধি এবং অধিক হইলে আয়ুঃক্ষয় হয়।

* মূলাধারের উপরিভাগে নাভির নিম্নে ষড়্দল স্বাধিষ্ঠান চক্র।—ইহা অধোমুখ, ইহার নিম্নে বসুদল অর্থাৎ অষ্টদল এক পদ্ম উর্দ্ধমুখে আছে। স্বাধিষ্ঠানচক্রের ষড় দলে বং, ভং, মং, যং, রং, লং, এই ছয়টী মাতৃকাবর্ণ আছে। এবং ছয়দলে শুক্লবর্ণা উগ্রচণ্ডা, ও রক্তবর্ণা ঐর্বতি, পীতবর্ণা নায়িকা, হরিদ্বর্ণা চণ্ডা, কৃষ্ণবর্ণা চণ্ডবতী, বিচিত্রবর্ণা চণ্ডিকা আছেন। তদ্ভিন্ন প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, সর্ব্বনাশ, ক্রূরতা এই ছয়টী বৃত্তিও ছয়দলে রহিয়াছে।

† বমিতি অর্থে বং ইতি। বং—বরুণবীজ।—ইহা শ্বেতবর্ণ।

সহিত-নীলবর্ণ ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, বর্ণলসিত-মেঘবর্ণ-দশদল * মণিপূরাভিধ-পদ্মকর্ণিকান্তরে স্বস্তিকাদিত্রয়লাঞ্ছিতং রক্তবর্ণং ত্রিকোণং বহ্নিমণ্ডলমস্তি। তন্মধ্যে রমিতি † রক্তবর্ণং বহ্নিবীজং বিদ্যতে। তৎক্রোড়ে তদ্‌বীজ-প্রতিপাদ্য-মেষাধিরূঢ়ো রক্তবর্ণাষ্টশক্তি-স্বস্তিকাহভীতি-লসিত-চতুর্ভুজো বহ্ন্যভিধো দেবো বর্ত্ততে। তৎক্রোড়ে জগন্নাশক-সিন্দূরবর্ণ-ভস্মভূষিত-ত্রিলোচন-বরাভয়-লসিত-দ্বিভুজ-ব্যাঘ্রচর্ম্ম-বসনাসন-বৃষবাহন-রুদ্রাভিধো দেবো রাজতে। তৎক্রোড়ে পীতবসনা সিংহবাহনা শূলাঙ্কুশ-বরাভয়-লসিত-চতুর্ভুজা সিন্দূরবর্ণা নানালঙ্কারভূষণা লাকিন্যভিধা তৎপত্নী বর্ত্ততে। এবং মণিপূরাভিধং ‡ পদ্মং মনসা পশ্যতো জগন্নাশাদিকরণসামর্থ্যারোগ্যৈশ্বর্য্যাদিকঞ্চ জায়তে।

ইতি মণিপূরপদ্মম্‌ ॥ ৩ ॥

অনাহতপদ্মম্‌।

হৃদয়ে ঊর্দ্ধমুখ-বসুদল-কমলোপরি ছত্রাকারন্যায়েনাধোমুখ-বিন্দুসহিত-সিন্দূরবর্ণ ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ বর্ণ-লসিত-বন্ধূকপুষ্পসদৃশবর্ণ-দ্বাদশদলাহনাহতাখ্য ¶ পদ্মকর্ণিকায়াং অরুণবর্ণং সূর্য্য-

---

* এই দশদলে অনুস্বার সহিত দশটী মাতৃকাবর্ণ আছে। তদ্ব্যতীত ধাত্রী, বহ্নিরূপা, স্বধা, স্বাহা, অপর্ণা, মহোদরী, ঘোররূপা, মহাকালী, ভয়ঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী এবং লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, সুষুপ্তি, বিষাদ, কষায়, মোহ, ঘৃণা, ভয়, এই দশটী আছে।

† রং ইতি পাঠ। রং বহ্নিবীজ।—ইহা রক্তবর্ণ।

‡ এই চক্রের নাম ব্রহ্মগ্রন্থি। সাধক যখন কুলকুণ্ডলিনী উত্থাপিত করিয়া ষট্‌চক্র ভেদ করেন, তখন প্রথমে এই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিতে হয়। কিন্তু এই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিতে সাধকের বিলক্ষণ কষ্ট হয় এবং প্রথম ভেদ হইবার সময় সাধকের উদরাময় হয়; অধিকন্তু সাধক কৃশ হইয়া পড়েন।

¶ এই অনাহত পদ্মের বারোদলে বিন্দুসহিত অর্থাৎ অনুস্বারযুক্ত ক, খ আদি বারোটী মাতৃকাবর্ণ আছে। তাহারা সিন্দূর সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট এবং ঐ বারোদলে যথাক্রমে মঙ্গলা, জাবালিকা, মেধা, শিবরূপিণী, শাকম্ভরী, ভীমা, শান্তি, ভ্রামরী, রুদ্ররূপিণী অম্বিকা, ক্ষেমা, বুদ্ধিরূপিণী, ইহা ভিন্ন

মণ্ডলং।* কচিত্তন্ত্রে—অধস্তন-বসুদল-কমলমধ্যে সূর্য্যমণ্ডলসমৃভিহিতং। † এতদ্-হৃদয়েঁই সঙ্গং, তেজোময়মণ্ডলস্যাতিশয়েনোভয়পদ্মব্যাপকত্বাৎ। তত্র ধূম্রবর্ণং ষট্কোণং বায়ুমণ্ডলমস্তি। তদেকদেশে ধূম্রবর্ণং যমিতি ‡ বায়ুবীজং বর্ত্ততে। তৎক্রোড়ে তদ্বীজপ্রতিপাদ্য-ধূম্রবর্ণ-কৃষ্ণসারাধিরূঢ়শ্চতুর্ভুজো বায়ুভিধো দেবো বর্ত্ততে। তৎক্রোড়ে জগদ্ভস্মকারক-শ্বেত বর্ণাঽভয়বরলসিত-দ্বিভুজ-ঈশ্বরাভিধো দেবো বর্ত্ততে। তৎক্রোড়ে বিদ্যুদাভ-পীতবর্ণা ত্রিনেত্রা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা পাশ-কপালবরাঽভয়লসিতা চতুর্ভুজা মুণ্ডমালাধরা কাকিন্যভিধা তৎপত্নী বর্ত্ততে। বায়ুমণ্ডলমধ্যে রক্তবর্ণং কামকলারূপং তেজোময়ং ত্রিকোণমণ্ডলং ¶ মধ্যস্থ-কোটি বিদ্যুত্তাম্বর-স্বর্ণবর্ণ-বাণাখ্যশিবলিঙ্গমস্তি। তন্মস্তকে-শ্বেতবর্ণ তেজোময়

আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক, অনুতাপ এই দ্বাদশ বৃত্তি যথাক্রমে দ্বাদশদলে আছে।

* এখানে অরুণবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল আছে। চন্দ্রমণ্ডল হইতে যে সমুদায় অমৃত ক্ষরণ হয়, এই সূর্য্যমণ্ডলে তাহা গ্রস্ত হয়। সেই জন্য যোগীরা উর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে থাকিয়া গুরূপদেশানুরূপ কৌশলক্রমে ক্ষরিত অমৃত সূর্য্যমণ্ডলে গ্রস্ত হইতে রক্ষা করেন। সহস্রার-বিগলিত সুধা আর সূর্য্যমণ্ডলে না আসিয়া চন্দ্রমণ্ডলে রক্ষা করা হয়, তাহাতে দেহ বলি পলি ও জরারহিত এবং দীর্ঘজীবী হয়। এইরূপে উর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে থাকার নাম "বিপরীতকরণ মুদ্রা।" কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ গুরূপদেশসাপেক্ষ—"গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ং ন চ শাস্ত্রার্থ-কোটিভিঃ।"

† দ্বাদশদলবিশিষ্ট অনাহতপদ্মের নিম্নে উর্দ্ধমুখ যে অষ্টদল পদ্ম আছে, কোন তন্ত্রের মতে তাহাতেই ভানুভবন বা সূর্য্যমণ্ডল আছে। চক্রাবলিরহস্যকার পরমহংস মহাশয় উভয় সত্য বলিয়া সামঞ্জস্য করিয়াছেন। হৃদয়মধ্যস্থ এই অষ্টদলকমল ইষ্টদেবতা-চিন্তার স্থান। যাঁহারা স্থূলমূর্ত্তির ধ্যান করেন, তাঁহারা এই অষ্টদল পদ্মেই গুরূপদিষ্ট মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া থাকেন এবং দেবমূর্ত্তির মস্তকের উপর অধোমুখ দ্বাদশদল অনাহতপদ্ম ছাতার ন্যায় রহিয়াছে চিন্তা করিতে হয়।

‡ বং ইতি পাঠ। যং—বায়ুবীজ। ইহা ধূম্রবর্ণ।

¶ এই ত্রিকোণমণ্ডলকে ত্রিকোণাশক্তি বলিয়া থাকে।

সুক্ষ্মতরমণি-বিশেষোস্তি, তন্মধ্যে ধূমকম্পন-বিনির্ম্মুক্ত-দীপকলিকাকারি-শ্বেতবর্ণ-হংস ইতি বীজ-প্রতিপাদ্যাহঙ্কারাশ্রয়-তেজোবিশেষোঽস্তি *। অয়মেব জীব ইত্যুচ্যতে। যঃ কর্ম্মফল-সুখদুঃখাদি-ভোগী ভবতি।

(ক্বচিত্তন্ত্রে বায়ুমূর্ত্তিস্কন্ধে জীব ইত্যভিহিতং তদপি সত্যং যাতায়াতে বায়োঃ স্কন্ধারূঢ়ত্বাৎ।) ত্রিকোণদক্ষে কল্পতরুর্বর্ত্ততে। যস্মাদিচ্ছানুরূপ-ফলমিচ্ছাবন্তঃ প্রাপ্নুবন্তি। অতএবেদং অনাহতাখ্যং পদ্মং কল্পতরুরুচ্যতে।

---

* ইনিই জীবের জীবাত্মা। নির্ব্বাত-দীপকলিকার ন্যায় রহিয়াছেন। এই জীবাত্মা সুখ-দুঃখ ইত্যাদি কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। কোন তন্ত্রের মতে "বায়ুমূর্ত্তিস্কন্ধে জীব।" পরমহংস মহাশয় বলিতেছেন, তাহাও সঙ্গত। কেননা, বায়ু যাতায়াতে অর্থাৎ বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া অনাহত পদ্ম হইতে "হংস" নাসিকা দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে বহির্গত হইতেছে। কিন্তু অসীম দেহতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসী ও পরমহংস মহাত্মাদের প্রমুখাৎ আমি অবগত হইয়াছি যে, জীব হইতে স্বতঃই হংসধ্বনি উত্থিত হইতেছে। ন+আহত=অনাহত, অর্থাৎ বিনা আঘাতে ধ্বনি হয় বলিয়া হৃদয়স্থিত জীবাধার পদ্মের 'অনাহত', আখ্যা হইয়াছে। হংস-বীজ মনুষ্য-দেহের জীবাত্মা। আমি তীর্থ-পর্য্যটন সময় পরমযোগী সন্ন্যাসী মহাত্মাদের নিকট শুনিয়াছি যে, বাণাখ্য শিবলিঙ্গ মস্তকস্থিত মণিমধ্যে হংস-বীজ-প্রতিপাদ্য তেজোময় জীবাত্মা। জীবাত্মা হইতে স্বতঃই হংসধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। গুরূপ-দেশে এই হংসধ্বনি সাধকের কর্ণগোচর হয়। এই হংস-বিপরীত 'সোঽহং' সাধকের সাধনা। আমি পঞ্চবটী থাকার সময় জনৈক পরমহংস সিদ্ধ মহাপুরুষের সেবা করিয়া এ বিষয়ের অনেক গূঢ়তত্ত্ব শুনিয়াছি। কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা, উপযুক্ত পাত্র ব্যতীত সাধারণ্যে প্রকাশ নিষেধ। এজন্য এখানে সকল বিষয় বিস্তারিত করিয়া লিখিতে পারিলাম না। তিনি বলেন যে, "মনুষ্যের হৃদয়ে অনাহত পদ্মে জীব অহোরাত্র সাধনা বা যোগ, অথবা ঈশ্বর চিন্তা করিতেছে; কিন্তু সদ্‌গুরুর অভাবে এবং নিজের অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন বিষয়-বিমূঢ় মন তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না।" কথা প্রকৃত বটে। যে দিন তিনি আমাকে কৃপা করিয়া কৌশল দেখাইয়াছেন, সেই দিন হইতে তাহার

বহিস্থানুরূপং পূজোপকরণাদিকমিহ লভ্যতে।* পদ্মমিদং সর্ব্বদেবপীঠময়ং *। এবমনাহতাখ্যং পদ্মং মনসা পাশ্যতোঽণিমাদিসিদ্ধিসত্তা অনুগতা ভবন্তি। ইতি অনাহতপদ্ম †। ৪।

সত্যতা উপলব্ধি করিতেছি। সুকৃতিবলে সাধকের ভাগ্যবশে যদি সদ্গুরু লাভ হয়, তাহা হইলে "হংস" এবং ইহাতে "সোহং" কৌশল অবগত হইয়া স্বত উত্থিত অশ্রুতপূর্ব্ব অলোকসামান্য অনাহতধ্বনি শ্রবণ করিয়া অপার্থিব পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। স্বতঃ উত্থিত প্রণবধ্বনিকেও অনাহত ধ্বনি বলে।

* এই অনাহতপদ্ম সকলেরই ইষ্টদেবতার পীঠস্থান। সদ্গুরুর কৃপায় এই পীঠ বুঝিতে পারিলে আর বাহিরে একান্ন পীঠ দেখিতে দৌড়িতে হয় না। অদ্যাপি পূজার সময় স্বহৃদয়ে হস্ত রাখিয়া পীঠন্যাস করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্তু পূজক কিম্বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি পুরোহিত মহাশয়েরা পীঠন্যাস করিয়া থাকেন মাত্র; প্রকৃত তত্ত্ববোধ প্রায়ই নাই। হৃদয়মধ্যে অনাহত পদ্মের সম্মুখে যে অপূর্ব্ব আসন রহিয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে আর বাহিরে একমুণ্ডী, দ্বিমুণ্ডা, পঞ্চমুণ্ডী প্রভৃতি আসন প্রস্তুতের জন্য লালায়িত হইতে হয় না। সদ্গুরু ও জ্ঞানের অভাবেই লোকে মাটীতে আসন প্রস্তুত করিয়া থাকে। আর এই পদ্মে স্ব স্ব ইষ্টদেবতার পূজার যথা-যোগ্য উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। এই জন্য অনাহত পদ্মের অন্য নাম কল্পতরু। অর্থাৎ কল্পতরু-সমীপে যেমন যাহা চাহিবে, তাহাই পাওয়া যাইবে, তেমনি এই অনাহত পদ্মে জপ-পূজাদির জন্য যাহা খুঁজিবে, তাহাই পাইবে। এই সকল সম্যক্‌রূপে না জানা হেতু বাহ্যিক পূজা-অর্চ্চনার এত আড়ম্বর। যদি সাধকের ভাগ্যবলে সদ্গুরু লাভ হয়, তাহা হইলে অনাহত পদ্মেই সমস্ত পাইতে পারেন। সদ্গুরু-প্রসাদে দিব্যচক্ষুপ্রভাবে দেখিতে পাইবেন যে, অনাহত পদ্ম যথার্থ কল্পতরু।

† এই অনাহত চক্রের নাম বিষ্ণুগ্রন্থি। ষট্‌চক্র ভেদ করিবার সময় প্রথমে মণিপুর চক্র বা ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিয়া পরে এই বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ করিতে হয়। বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ করাও কিছু কষ্টকর।

বিশুদ্ধচক্রম্।

কণ্ঠদেশে ঊর্দ্ধমুখ-বসুদল-পদ্মোপরি ছত্রবদধোমুখবিন্দুসহিতশোণপুষ্পবর্ণা-ঽকারাদিষোড়শস্বর-লসিত-ধূম্রবর্ণ-ষোড়শদল-ভূষিত-বিশুদ্ধাখ্য-পদ্ম- * কর্ণি-কান্তর্গত-শ্বেতবর্ণ-চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যস্থ-স্ফটিক-সঙ্কাশ-হমিতি— † নভোবীজক্রোড়-দেশস্থ-তদ্ বীজ-প্রতিপাদ্য-হিমচ্ছায়া-নাগোপরি-স্ফটিক-নির্ম্মলাভ-শুক্লাম্বরধর-পাশাভীত্যাঙ্কুশবর-লসিতচতুর্ভুজাকাশাভিধো দেববিশেষো বর্ত্ততে। তৎ-ক্রোড়ে ত্রিলোচনান্বিতপঞ্চমুখ-লসিত-দশভুজবিরাজিত-সদসৎকর্ম্মনিয়োজক-ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধর-সদাশিবাভিধো দেবোঽস্তি ‡ তৎক্রোড়ে তদার্দ্ধাঙ্গত্বেন চান্দ্রী-য়ামৃতপ্লাবিত-তনুশর-চাপ-পাশভৃৎ শূলীযুক্তা-চতুর্ভুজা পীতবসনা রক্তবর্ণা শাকিন্যভিধা তৎপত্নী বর্ত্ততে। এবং বিশুদ্ধাখ্যকমলং মনসা পশ্যতো জন্ম-মৃত্যুজরাপাশরাহিত্যং ভোগাদিকঞ্চ জায়তে ॥ ৫ ॥ ইতি বিশুদ্ধপদ্মং ॥।

---

* এই পদ্মের ষোড়শ দল। ইহার এক এক দলে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ—এই ষোড়শ স্বরবর্ণের এক এক বর্ণ আছে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মাণী, চণ্ডিকা, রৌদ্রী, গৌরী, ইন্দ্রাণী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, দুর্গা, নারসংহী, কালিকা, শিবদূতী, বারাহী, মোহিনী, কৌশিকী, শাঙ্করী, জয়ন্তী, এতদ্ব্যতীত নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়জ, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম এই সপ্তমস্বর সপ্তদলে আছে। বাকি নবদলে বিষ, হুঁ, ফট্, বৌষট্, বষট্, স্বধা, স্বাহা, নমঃ ও অমৃত বিদ্যমান আছে।

† হং ইতি পাঠ। হং আকাশবীজ। হ সদাশিবের আত্মা এবং আকাশই সদাশিবের বিরাট্ মূর্ত্তি। আকাশের নামও লিঙ্গ; যথা স্কন্দপুরাণে—"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা। আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥" অর্থাৎ আকাশের নাম লিঙ্গ; পৃথিবী আকাশের বেদিকা। এই আকাশ সর্ব্বদেবের আলয় ও সকলের লয়স্থান বলিয়া লিঙ্গ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

‡ এইস্থানে সকলেরই মূলমন্ত্র বিদ্যমান আছে।

॥ এই চক্রের উপরি তালুমূলে রক্তবর্ণ দ্বাদশ-দলবিশিষ্ট একটি গুপ্তচক্র আছে। তাহার নাম ললনাচক্র। ইহার এক এক দলে যথাক্রমে, শ্রদ্ধা,

আজ্ঞাচক্রম্।

ভ্রুবোর্মধ্যে বসুদলপদ্মোপরি ছত্রাকারস্তায়াবস্থিতাঽধোমুখবিন্দুসহিত-শুক্লবর্ণ হ, ক্ষ বর্ণ-লসিতশশাঙ্কমণ্ডলাভ-দলদ্বয়- * সহিতাজ্ঞানাম-পদ্ম-কর্ণিকায়াং তেজোময়ং শুক্লবর্ণং ত্রিকোণমণ্ডলমস্তি। † তদেকদেশে শ্বেতবর্ণং বিন্দুমাত্রং বীজমস্তি। তৎপার্শ্বে তদ্‌বীজপ্রতিপাদ্য-মনঃপ্রবর্ত্তকমন্বাসিত্য-ভিধানবরাভয়লসদ্দ্বিভুজ-দেব-বিশেষোঽস্তি। তৎপার্শ্বে জগন্নিধানশ্বেতবর্ণ-দ্বিভুজত্রিনেত্র-শিবাভিধো জ্ঞানদাতা বর্ত্ততে। তৎক্রোড়ে শশীসমশুক্লবর্ণা ষড়্‌বক্ত্রা বিদ্যা-মুদ্রা-কপাল-ডমরু-জপবটি- ‡ বরাভয়-শর-চাপাঙ্কুশ-পাশ-পঙ্কজ-লসিতা দ্বাদশ-ভুজা হাকিন্যভিধা তৎপত্নী বর্ত্ততে। মণ্ডলা-পরদেশে মহৎ-সন্নিধানে অতিশয়সূক্ষ্মজ্ঞানজনকং সর্ব্ব-কর্ম্মণি জীবস্য প্রয়োজকং মনোঽস্তি। মণ্ডলমধ্যে তেজঃপুঞ্জরূপং অতিশয়সূক্ষ্ম-জ্ঞানশক্তিময়ং শিব-লিঙ্গং বর্ত্ততে। এতৎপর্য্যন্তং বজ্রানাড়ী। সা চাধোমুখধুস্তূর-পুষ্পবদিতি চিত্রিণী-সঙ্গত-সূক্ষ্মতম-মূলরন্ধ্রাৎ ষট্‌চক্রাণাং বজ্রবদাচ্ছাদন-করিনীতি বজ্রা মেরুসমাপ্তিরিতি বজ্রান্তা। ¶

সন্তোষ, স্নেহ, দম, মান, অপরাধ, শোক, খেদ, অরতি, সম্ভ্রম, ঊর্ম্মি ও শুদ্ধতা এই দ্বাদশটী বৃত্তি আছে।

* আজ্ঞাচক্রের দুই দলে হং ও ক্ষং এই দুই বর্ণ আছে। দুই দলে বলপ্রমথিনী, বলবিকরণী এবং ইহার দুই দলে ও কর্ণিকায় সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণ আছে আর কর্ণিকার মধ্যে লং এই বর্ণ গুপ্ত রহিয়াছে। এই আজ্ঞাচক্রকে রুদ্রগ্রন্থি বলা যায়। ইহা ভেদ হইলেই কুণ্ডলিনী স্বয়ং উত্থিত হইয়া পরমশিবে সংযুক্ত হন। ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিবার সময় সাধক কৃশ হন।

† ত্রিকোণমণ্ডলের তিন কোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আছেন বলিয়াছি, কিন্তু এই আজ্ঞাচক্র বা রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলে সাধকের আহার ও মল অতি কম হইবে। বিশেষতঃ অল্পাহারজনিত দৌর্ব্বল্য বা কৃশতা হইবে না; প্রত্যুত শরীর কান্তি ও লাবণ্যবিশিষ্ট হইবে। ‡—জপমালা।

¶ মূলাধার-পদ্মবর্ণিত বজ্রানাড়ী এইখানে শেষ হইয়াছে। আজ্ঞা-চক্রের উপরে একটী গুপ্তচক্র আছে; তাহার নাম মনশ্চক্র। মন-

ইত ঊর্দ্ধং সুষুম্না-ইড়া-পিঙ্গলানাং মেলনস্থানং ত্রিবেণীতি যুক্তচক্র * । ত্রিবেণ্যূর্দ্ধ-সুষুম্না-মুখাধঃস্থানে কপাটস্বরূপার্দ্ধচন্দ্রাকারমণ্ডলবিশেষো বর্ত্ততে। তদুপরি তেজঃপুঞ্জস্বরূপবিন্দুরেকো বর্ত্ততে। তদুপরি ঊর্দ্ধাধোভাবেন দণ্ডাকার-তেজোরেখা নাদাখ্যা † বর্ত্ততে। তদূর্দ্ধ-ত্রিকোণ-শ্বেতবর্ণং তন্মধ্যে

শ্চক্রের ছয়টী দল। ইহার এক এক দলে যথাক্রমে শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, আঘ্রাণোপলব্ধি, রসোপযোগ ও স্বপ্ন এই কয়েকটি বৃত্তি আছে। আমি কাশীধামে অবস্থিতির সময় মদীশ্বর নিত্যারাধ্য অসীমশাস্ত্রজ্ঞ সাধক-শ্রেষ্ঠ গুরুদেবের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি এবং মালদহ-জেলাবাসী পরমজ্ঞানী জনৈক ব্রহ্মচারীর স্বহস্ত-চিত্রিত একটী মনশ্চক্রে দেখিয়াছি যে, মনশ্চক্রের এক একটি দল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত। অর্থাৎ কোন দল সাদা, কোনটী পীত, কোনটী লাল ইত্যাদি। এরূপ বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইবার বিশেষ কারণ এই যে, রং-বিশেষে গুণের তারতম্য আছে। যেমন ঘটিকাযন্ত্রের কাঁটা এক, দুই প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট ঘরে গেলে সময় বুঝা যায় ; তেমনি মন কাঁটার ন্যায় ঘুরিয়া যদি শ্বেতবর্ণ দলে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সময় মানবের সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়। মন যদি লালবর্ণ দলে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রজোগুণ-সম্ভূত ক্রোধাদির উদ্রেক হয়। এইরূপ প্রত্যেক দলের বিভিন্ন রংয়ের বিভিন্ন গুণ আছে। সে সমস্ত এখানে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাহার বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

* ইহাকে যুক্ত-ত্রিবেণী বলা যায়। কারণ গঙ্গারূপা ইড়া ও যমুনা-রূপা পিঙ্গলা এবং সরস্বতীরূপা সুষুম্না মূলাধার হইতে পরস্পর পৃথক্ প্রবাহিত হইয়া এইস্থানে একত্র সংমিলিত হইয়াছে। ইহার অন্য নাম তীর্থরাজ। জ্ঞানসঙ্কলিনীতে বলিয়াছেন যে, "ইড়া ভাগীরথী গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা নদী, তয়োর্ম্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্নাখ্যা সরস্বতী। ত্রিবেণী-সঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে ॥"

† নাদতত্ত্ব মূলাধার পদ্মের বর্ণনায় বলিয়াছি। সাধকগণ তদ্দৃষ্টে নাদের স্বরূপ বুঝিবেন।

শিবাৎ ব্রহ্ম পরং শক্তিরূপং হকারার্দ্ধং বর্ত্ততে। এতদেব বায়ুলয়কারণং। ইত ঊর্দ্ধং বায়ুরূপসমর্পিতং নাস্তি। এতৎপর্য্যন্তং সুষুম্না নাড়ী, যা ব্রহ্মাণ্ডমিতি সৃষ্টিবিস্তিরভিধীয়তে। তদূর্দ্ধে সহস্রারমৃণালরূপা শ্বেতবর্ণ শঙ্খিনী নাড়ী। সুষুম্ন-শঙ্খিন্যোঃ সংযোগো নাস্তীতি, তন্মধ্যস্থানং তেজোময়ং তারকব্রহ্মস্থানং *। অত্র ব্রহ্মনাড়ীমাশ্রিত্য তারকবীজং প্রণবো + বর্ত্ততে। এতৎপর্য্যন্তং

---

* আজ্ঞাচক্রের উপরে সুষুম্নার শেষ হইয়াছে। তৎপর শ্বেতবর্ণ শঙ্খিনী নাড়ীতে শিরঃস্থিত সহস্রদলপদ্ম আছে। সুতরাং সহস্রার মৃণাল-স্বরূপ শঙ্খিনী নাড়ী। শঙ্খিনী নাড়ীর সহিত সুষুম্নার সংযোগ নাই। সুষুম্নার শেষ ও শঙ্খিনীর আরম্ভ এতদুভয়ের মধ্যে যে স্থান, তাহাই তারকব্রহ্মস্থান। যোগীরা ইহাকে নিরালম্বপুরী বলিয়া থাকেন। এইখানে তারকবীজ প্রণব আছে। (প্রণবের টিপ্পনী দেখ।)

+ এই প্রণব বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মরূপ এবং শিব শক্তি বা প্রকৃতি-পুরুষের সমাযোগে প্রণবরূপ। শিব শব্দে ইকার; তদাকার গজকুম্ভাকৃতি অর্থাৎ 'ও' কার। ওকাররূপ পর্য্যঙ্কে নদীরূপা দেবী; তদুপরি বিন্দুরূপ পরমশিব। তাহা হইলে ওঙ্কার হইল। সুতরাং শিবশক্তির সমাযোগেই ওঙ্কার। এই ওঙ্কারের স্থূল মূর্ত্তি তৃতীয়া মহাবিদ্যা-ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরী রূপ প্রকাশিত। তদ্‌যথা—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীরের মধ্যে ষট্‌চক্রে দেখা যায় যে, মূলাধারে ব্রহ্মা, স্বাধিষ্ঠানে বিষ্ণু, মণিপূরচক্রে রুদ্র, অনাহতচক্রে নারায়ণ এবং বিশুদ্ধচক্রে সদাশিব; তদুপরি আজ্ঞাচক্রে প্রণব আছে। এতৎ দৃষ্টে তত্ত্বজ্ঞানী মহাযোগীগণ ষোড়শী মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ষোড়শী দেবীর সিংহাসনের নিম্নে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, নারায়ণ ও সদাশিব এই পঞ্চদেবতা সিংহাসনের পাদস্বরূপে আছেন। তদুপরি শিব শয়ান রহিয়াছেন, তদুপরি নাদরূপা ভগবতী ও বিন্দুরূপ পরমশিব। তাহা হইলেই দেখ, রাজরাজেশ্বরী দেবীর স্বরূপ ওঙ্কার এবং ওঙ্কারের স্থূলমূর্ত্তি রাজরাজেশ্বরী। এইরূপ হিন্দুর সকল দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তির আধ্যাত্মিক ও গভীর ভাব আছে। তদ্ভিন্ন দেব-দেবীর মূর্ত্তি কেবল কল্পনাপ্রসূত নহে। কিন্তু আমরা জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবে মূর্ত্তির প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এই প্রণব ব্রাহ্মণ জাতির সমস্ত

গচ্ছন্তং জীবং পরমেশ্বরং প্রাপয়তীতি * তারকমিদমুচ্যতে। ব্রহ্মনাড়ী তু সুষুম্নাদ্বারকবাটং ভিত্বাশঙ্খিনীমধ্যবর্ত্মনা পরমেশ্বরান্তস্থায়িনী এবং আজ্ঞানামকমণ্ডলং মনসা পশ্যতো দিব্যজ্ঞানং বাক্‌সিদ্ধি-খেচরত্বাদিকং জায়তে † ॥

ইতি আজ্ঞাচক্রম্ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রের আদিতে সংযুক্ত করিতে হয় এবং বৈদিক গায়ত্রীর আদি, মধ্য ও অন্তে প্রণব সংযুক্ত আছে। কিন্তু প্রণব উচ্চারণে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিরই পূর্ণাধিকার। শূদ্রাদির প্রণবোচ্চারণে অধিকার নাই;—শাস্ত্রে নিষেধ।

* ব্রহ্মনাড়ী আশ্রিত তারকবীজ প্রণব যেখানে, সেইখানে তারক-ব্রহ্মস্থান বা নিরালম্বপুরী। জ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ এই নিরালম্বপুরীতে জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর সাক্ষাৎ করেন। ষট্‌চক্র ভেদ হইলে সাধক স্বয়ং এই ব্রহ্মস্থানে গমন করিতে সক্ষম হন। এইখানে পরমেশ্বর বা তারকব্রহ্ম কিম্বা শিব শক্তি হরি সকলেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দেব-দেবীর বীজস্বরূপ মূল প্রণব এখানে বর্ত্তমান। কিন্তু সদ্‌গুরুর কৃপা এবং সাধনবল না থাকিলে মানব স্বদেহস্থিত ঈশ্বরস্থান ও ঈশ্বর পরিজ্ঞাত হইবে কিরূপে? আমার জনৈক কুটম্ব সাধকশ্রেষ্ঠ গাহিয়াছেন,—"মিছা কেন মন ভ্রমিছ বাহিরে, চলনা আপন অন্তরে। বাহিরে যা তত্ত্ব কর, অবিরত সে ত আজ্ঞাচক্রে বিহরে॥"

† আজ্ঞাচক্রে পূর্ব্ববর্ণিত মনশ্চক্রের উপরে সোমচক্র নামে একটি গুপ্ত-চক্র আছে। প্রকাশ্য ছয়টী চক্র ব্যতীত ললনাচক্র, মনশ্চক্র ও সোমচক্র এই তিনটী গুপ্ত চক্র। এই তিন চক্র সহিত সর্ব্বশুদ্ধ নয়টী চক্র। নব চক্র পরিজ্ঞাত না হইলে সাধকের সাধনা ও জ্ঞান বৃথা। এজন্যে জগদ্‌গুরু মহাদেব বলিয়াছেন—

"নবচক্রং কলাধারং ত্রিলক্ষং ব্যোমপঞ্চকং।
সমগ্রং যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ॥

এই গুপ্ত সোমচক্রের ষোড়শদল। ষোড়শদলকে ষোড়শ কলা বলা যায়। তাহার এক এক কলা যথাক্রমে কৃপা, মৃদুতা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, ধৃতি, সম্পৎ,

শিরোদেশে ঊর্দ্ধমুখ-শ্বেতবর্ণদ্বাদশদল-কমল-কর্ণিকোপরি কোণ-লক্ষিত-হ, ল, ক্ষ, বর্ণ-ভূষিত-অকথাদি-ত্রিকোণাত্মক * শক্তিমণ্ডলমধ্যস্থ-চারুতরাহংবরব-দ্বিভুজতেজোময়কামকলামূর্ত্তি-মস্তকে-তেজোময়-বিন্দুরস্তি তদুপরি দণ্ডাকার-তেজোময়নাদো বর্ত্ততে †। তদুপরি অগ্নিশিখাকার-তেজঃপুঞ্জোস্তি। তদুপরি হংসপক্ষি-শয্যাকারতেজোময়ং পীঠং—তদুপরি হংসাসনং ‡ তদুপরি প্রসূনতুলিকা তদুপরি শ্বেতবর্ণং বাগ্‌ভববীজমস্তি §।

হাস্য, রোমাঞ্চ, বিনয়, ধ্যান, সুস্থিরতা গাম্ভীর্য্য, উদ্যম, অক্ষোভ, ঔদার্য্য একাগ্রতা নামে অভিহিত

এই সোমচক্রে সোমযজ্ঞ করিতে হয়। যজ্ঞান্তে ইহা হইতে যে অমৃত ধারা প্রবাহিত হয়, তাহাকেই শাস্ত্রদর্শী ঋষিগণ সোমধারা বলিয়াছেন। ইহা পান করিতে হইলে জিহ্বাকে উত্থিত করিয়া তালুমূলে রাখিতে হয়। এই অমৃত পান করিলে অভূতপূর্ব্ব নেশা হয়। চক্ষু আপনি অর্দ্ধনিমীলিত ও স্থির থাকে; ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। এইরূপে খেচরী মুদ্রা সিদ্ধ হয়। সদ্‌গুরু-প্রমুখাৎ কৌশল অবগত হইতে হয়, নতুবা শাস্ত্রপাঠে ইহার আস্বাদ পাওয়া যায় না।

* শিরোদেশে ঊর্দ্ধমুখ দ্বাদশদল এক কমল আছে। তাহার কর্ণিকায় ত্রিকোণ। ঐ ত্রিকোণের এক কোণে হ, ও অন্য এক কোণে ল, আর এক কোণে ক্ষ, এই তিন অক্ষর আছে। তদ্ভিন্ন তিন দিকে অ আ প্রভৃতি স্বর ও কথাদি ব্যঞ্জনবর্ণ সমুদয় রহিয়াছে। এই ত্রিকোণ মণ্ডলকে যোনিপীঠ বলে। কোটিচন্দ্র-সঙ্কাশ জ্যোতিরাশি ইহার মধ্যবিন্দু হইতে নির্গত হইয়া মেরুমধ্যস্থ বর্ত্ম আলোকিত করিয়াছে। জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দেখা যায়।

† নাদতত্ত্ব প্রথমে মূলাধারপদ্মে বর্ণিত হইয়াছে।

‡ এই হংসের শরীর জ্ঞানময়, দুই পক্ষ আগম ও নিগম। চরণ দুটী শিবশক্তিময়, চঞ্চুপুট প্রণবস্বরূপ, নেত্র ও কণ্ঠ কামকলারূপ।

চক্ষুতে টান পড়িলে কাম মোহিত হয়। এই জন্যই মহাদেবের কটাক্ষে কন্দর্পের বিনাশ শাস্ত্রে লিখিত আছে।

§ বাগ্‌ভববীজ অর্থে ঐং। ইহাই গুরুবীজ।

তৎপার্শ্বে তদ্বীজপ্রতিপাদ্যং শ্বেতবর্ণং কোটিসূর্য্যভাস্বরং বরাভয়লসদ্‌দ্বিভুজশ্বেতমাল্যগন্ধাম্বরধরং সর্ব্বাভরণভূষিতং সকরুণলোচনাবলোকিত-বিশ্বং সুধারুচিরাতপানন্দিতস্মেরবদনপঙ্কজং গুরুদেবং ধ্যায়েৎ। * তদ্‌বামক্রোড়ে বামকরধৃতকমলা দক্ষকরেণ বেষ্টিত শ্রীগুরুকলেবরা রক্তবসনপরিধানসর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা সুধাধারা-প্লাবিতশরীরা উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশা রক্তবর্ণা গুরুপত্নী বর্ত্ততে। তদূর্দ্ধে ছত্রাকারন্যায়েন অধোমুখং রক্ত-কিঞ্জল্কং শ্বেতবর্ণং সহস্রদলপদ্মমস্তি। ঊর্দ্ধাধোভাবেন পঞ্চাশদ্দলে পঞ্চাশদ্ বর্ণমস্তি। † তৎকর্ণিকায়াং তৎসুধাধারা-সারাৎসারপ্লাবিতশশীমণ্ডলান্তর্গতকোণলক্ষিত হ, ল, ক্ষবর্ণ-লসিতাহক্থাদি-ত্রিরেখাত্মক ‡ তেজোময়শক্তিমণ্ডলান্তর্গততেজোময়বিসর্গাকারমণ্ডলবিশেষোপরি মধ্যাহ্নকালীনকোটিমার্ত্তণ্ড ভাস্বরবিন্দুরূপতেজোময়শুদ্ধস্ফটিকনির্ম্মলশ্বেত-বর্ণপরমশিবাভিধো ¶ জগদুৎপত্তিপালন-নাশ-করণশীল-জগদীশ্বরো বর্ত্ততে।

---

* এইখানে সকলেরই গুরু আছেন। এবং এখানেই গুরুদেবের ধ্যান করিতে হয়। সহস্র-সূর্য্যাংশু তুল্য জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে যে পুরুষোত্তমমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তিনিই সমস্ত জীবের গুরু।

† সহস্রদলপদ্মের চারিদিকে পঞ্চাশদ্দল বিরাজিত আছে এবং উপরি উপরি কুড়ি থাকে সঙ্গত। পঞ্চাশদলে স্বর ও ব্যঞ্জনাদি পঞ্চাশ বর্ণ আছে। প্রত্যেক স্তরে পঞ্চাশদলে পঞ্চাশবর্ণ রহিয়াছে। এই পঞ্চাশ বর্ণের রূপ, স্থিতি ও উৎপত্তি জ্ঞান হইলে সাধকের প্রকৃত বর্ণপরিচয় হয় ও সমগ্র শব্দার্থ বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং আর শব্দ লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা থাকে না।

‡ সহস্রদল-কমল-কর্ণিকামধ্যে ত্রিকোণ আছে। তাহার তিন কোণে হ, ল ও ক্ষ এই তিন বর্ণ আছে। এবং ঐ তিন অক্ষর ব্যতীত তিনদিকে ষোড়শস্বর ও হ ল ক্ষ ভিন্ন সমুদায় ব্যঞ্জন বর্ণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

¶ এই পরমশিব আকাশরূপী। ইনিই পরমাত্মা। ইহাঁকে বৈষ্ণবেরা পরমপুরুষ, শাক্তগণের কেহ কেহ শক্তিস্থান বা দেবীস্থান, শৈবেরা শিবস্থান, কেহ কেহ হরিহরস্থান, কেহ কেহ পরমব্রহ্ম, কেহ কেহ পরমজ্যোতি এবং সাঙ্খ্যগণ প্রকৃতি-পুরুষ-স্থান বলেন। কেহ কেহ পরম-শিবকে অকুল, কেহ কেহ কুলস্থান বলিয়া থাকেন। মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া

স·চ সততগলিতসুধাস্বরূপঃ। তন্মধ্যে সুধাধারাসারোৎসারণকারণসূক্ষ্মতর-রেখাকার চান্দ্রমসী যা অমানাম * ষোড়শী কলা গোমূত্রবর্ণা বর্ত্ততে, ইয়মেবা-নন্দভৈরবী, তয়া যোগিভির্ধার্য্যতে। তন্মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার-সূক্ষ্মতর-রেখাকার-নির্ব্বাণকামকলা + বর্ত্ততে। তন্মধ্যে তেজোরূপা নির্ব্বাণশক্তিরস্তি। তন্মধ্যে

এই স্থানে পরমশিবের সহিত সংযোগ করিতে হয়। জীবাত্মার ও পরমাত্মার সংযোগকেই যোগ বলা যায়। বাহ্য বিষয় হইতে মনকে একেবারে নিবৃত্ত করিয়া যদি ক্ষণকালের জন্য জীবাত্মাকে এই পরমাত্মার নিকট নিস্পন্দভাবে একীভূত করিয়া রাখা যায়, তাহাই যোগ। পরন্তু সেই ক্ষণকালেই যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্তের বুঝিবার সাধ্য নাই।

* এই অমাকলা চন্দ্রের অমৃতধারা ধারণ করিয়া থাকে। ইহা পদ্ম-তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম ও অধোমুখী। ইহার বর্ণ গোমূত্রের ন্যায়।

+ কামকলা-তত্ত্ব অতীব কঠিন। কামকলার স্বরূপ জানিয়া কাম-কলা ধ্যান করা সাধকের পক্ষে অতি কর্ত্তব্য। সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান কামকলা। কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু কামকলারূপা ভগবতীর ধ্যান করিয়া স্বয়ং মোহিনীরূপ ধারণপূর্ব্বক মহাযোগীন্দ্র দেবাদিদেব মহাদেবকেও বিক্ষুব্ধ করিয়াছিলেন। অভূতপূর্ব্ব মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিবার ক্ষমতা লাভের আশায় কামকলা ধ্যান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং সুরাসুর সহিত জগদ্‌গুরু মহাদেবকে বিমোহিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যও আদ্যাশক্তির স্তব করিবার সময় তাহা বলিয়াছেন, যথা—"হরিস্ত্বামারাধ্য * * * পুরা নারী ভূত্বা" ইত্যাদি। বাস্তবিক যে ভাগ্যবান্ সাধক স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে কামকলা জানিয়াছেন, তাঁহার সিদ্ধি করতলগত। যিনি কামকলার স্বরূপ না বুঝিয়াছেন, তিনি শ্মশানে মশানে বসিয়া যত জপ পূজা করুন্ না কেন, সাধনার সর্ব্বনিম্ন সোপানে পড়িয়া আছেন। কিন্তু ইহা দুর্ব্বোধ্য, অপ্রকাশ্য ও অতি গোপনীয়। শ্রীক্রমে বলিয়াছেন, "গোপ্তব্যং হি প্রযত্নেন যদিচ্ছেদাত্মনো হিতং।" যদি আপনার হিত কামনা থাকে, তবে যত্নের সহিত গোপন করিবে। যামলে কথিত আছে যে,—"এতৎ কামকলাধ্যানং গুহ্যাৎ গুহ্যতমং মহৎ। নাশিষ্যায় প্রবক্তব্যং নাভক্তায়

চিন্ময়ং নির্ব্বাণং তৎ পুনঃ কাপি ন সাকারমিতি তত্ত্বং। এবং দ্বিদলপদ্মং মনসা পশ্যতো জগদীশ্বরত্বমুপজায়তে।

কদাচন। এতৎপ্রকাশনং মাতরুচ্চাটনকরং পরম্। প্রকৃত্যাচ্ছাদনমিব তস্মান্নৈতৎ প্রকাশয়েৎ। সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নোতি শস্ত্রৈর্ব্বেতি বিষাদিভিঃ।” অর্থাৎ কামকলা ধ্যান গুহ্যাদপি গুহ্য। ইহা অশিষ্য বা অভক্তের নিকট কখনই বলিবে না। ইহা প্রকাশ করিলে শীঘ্র বিষাদি দ্বারা মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আমি পর্য্যটন-সময় দেখিয়াছি যে, পরমহংস ও সাধক মহাত্মগণ ভক্ত এবং পূর্ণাভিষিক্ত ব্যতীত অন্যের নিকট কামকলার নাম পর্য্যন্তও মুখে আনেন না। সুতরাং আমিও কামকলা-বিষয়িণী গুহ্য বিষয় এখানে প্রকাশ করিতে বিরত হইয়া সাধারণের উপকারার্থে মদারাধ্য গুরুদেব তন্ত্র-শাস্ত্র-বিশারদ সাধক-শ্রেষ্ঠ প্রখ্যাতনামা শ্রীল শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের কৃত টিপ্পনী উদ্ধৃত করিলাম। জ্ঞানী ও বহুদূর অগ্রগামী সাধকগণের বুঝিবার পক্ষে এই উদ্ধৃত অংশই যথেষ্ট কার্য্যকারী হইবে। মদীশ্বর গুরুদেবকৃত টিপ্পনী যথা,—

“এক্ষণে কামকলা-তত্ত্ব নিরূপিত হইতেছে। এই কামকলা মহাত্রিপুর-সুন্দরীস্বরূপা। বিন্দুত্রয়ে তাঁহার অধিষ্ঠান থাকাতে তিনি ত্রিপুরাসুন্দরী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। কাম শব্দের অর্থ কমনীয়া, কলা শব্দের অর্থ চন্দ্র ও অগ্নিস্বরূপা। ভাবচূড়ামণিতে কথিত আছে, “মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্। সর্ব্ববিদ্যামৃতাপূর্ণং সর্ব্ববাগ্বিভবপ্রদম্। সর্ব্বার্থসাধকং দেবি সর্ব্ব-রঞ্জনকারণং। তদধঃ সপরার্দ্ধন্তু সপরিষ্কৃতিমণ্ডলম্। সর্ব্বদেবাদিভূতং তৎ সর্ব্ব-দেবনমস্কৃতম্। সর্ব্বাহ্লাদনসম্পূর্ণং সর্ব্ববশ্যপ্রবর্ত্তকম্। এতৎ কামকলাধ্যানং সুগোপ্যং সাধকোত্তমৈঃ॥” ঊর্দ্ধস্থিত এক বিন্দুকে মুখ কল্পনা করিয়া তাহার নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগল কল্পনা করিবে। এই বিন্দুত্রয় সর্ব্ববিদ্যারূপ অমৃতে পরিপূর্ণ, সর্ব্ববিধ বাক্‌শক্তি-প্রদায়ক ও সর্ব্ববিধ অভীষ্টসাধক। এই বিন্দুত্রয়ের নিম্নে হকারের উত্তরার্দ্ধ বিন্যাসপূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিকে যোনিমণ্ডল কল্পনা করিতে হইবে। ইহা সর্ব্বদেবের আদিস্বরূপ, সর্ব্বদেবের পূজ্য ও সকলের আনন্দকর। সাধকগণের কর্ত্তব্য এই যে, কামকলার এই সূক্ষ্ম

অথ কুণ্ডলুাখ্যানাদিমানসক্রিয়াক্রম উচ্যতে। যথোক্তাধারপদ্মং দৃষ্ট্বা

ধ্যান যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখেন। এই কামকলা-বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, "ওঁ ত্বা মণ্ডলা হস্তেন বিশ্বমেকং মুখঞ্চ ততস্ত্রীণি গুহাপদানি। পুনর্গুহা কামিনীং কলাং কামমথো চিকিত্বা জায়তে কামরূপশ্চ কামঃ।" জামলে কথিত আছে, "তথা কামকলাং বক্ষ্যে তদেব দেবরূপকম্। বীরেন্দ্রৈর্যোগিনী-বৃন্দৈর্ম্মানিতা ব্রহ্মরূপিণী॥ পারম্পর্য্যেণ বিজ্ঞাতা ভববন্ধবিমোচিনী॥ বিন্দুনা নিষ্কলেনৈব সকলাক্ষররূপিণী। ত্রিবিন্দুঃ সা ত্রিশক্তিঃ সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা পুরা-কল্পে॥ নভো ভিত্ত্বা বিন্দুমুখী চন্দ্রসূর্য্যস্তনদ্বয়ী। পৃথিবী হার্দ্ধকধা সা ত্রিলো-কীনাং তবাত্মিকা॥ এবং কলাময়ীরূপা জাগর্ত্তি সা চরাচরম্। কামস্তু কম-নীয়ত্বাৎ কলা তু দহনামৃতে॥ ইতি কামকলা বিদ্যা চক্রবিদ্যাস্বরূপিণী। যেন পুণ্যবতা লব্ধা স মুক্তো নাপরঃ শিবে॥ বহ্নিং চন্দ্রং তথা সূর্য্যং তত্তত্তেজসি লোপয়েৎ। সপরার্দ্ধকলায়ান্তু বিলাপ্য সকলাং ততঃ। গমিতা শর্ম্মণা যোগী পরমানন্দনির্ভরঃ। মহাপদ্মবনে ত্বাং মাং যঃ পশ্যত্যচিরাদ্ধ্রুবম্॥ স সেব্যঃ খলু লোকেষু স যোগী স চ কৌলিকঃ। বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন যো বেত্তি কামিনীং কলাং। তদ্রূপঞ্চ গুরোর্জ্ঞাত্বা কর্ম্মবন্ধাদ্বিমুচ্যতে। সত্যঃ পন্থাঃ সমীচীনো বর্ণিতস্তব সুন্দরি!॥ এতৎ কামকলাধ্যানং গুহ্যাৎ গুহ্যতমং মহৎ। না-শিষ্যায় প্রবক্তব্যং নাভক্তায় কদাচন॥ এতৎপ্রকাশনং মাতরুচ্চাটনকরং পরম্। প্রকৃত্যাচ্ছাদনমিব তস্মান্নৈতৎ প্রকাশয়েৎ। সোঽচিরান্মৃত্যু-মাপ্নোতি শস্ত্রৈর্ব্বেতি বিষাদিভিঃ॥" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এক্ষণে কাম-কলার বিবরণ বর্ণনা করিতেছি। এই কামকলাই সকলের ইষ্টদেবতা-রূপিণী ও ব্রহ্মস্বরূপা। বীরভাবাপন্ন জনগণ ও যোগিনীগণ সর্ব্বদাই ইহার পূজা করিয়া থাকেন। এই কামকলার ধ্যান দ্বারা সংসার-বন্ধন বিমোচন হয়। গুরুপরম্পরাক্রমে ইহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। ইহা নিষ্কল বিন্দুরূপা হইয়াও সমুদায় মাতৃকাবর্ণস্বরূপা। ইহার ত্রিবিন্দু, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এই ত্রিমূর্ত্তি এবং ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী এই ত্রিশক্তি। ইহার নভো-ভেদী বিন্দু মুখস্বরূপ। নিম্নে চন্দ্রসূর্য্যরূপ বিন্দুদ্বয় স্তনযুগলস্বরূপ কল্পনা করিতে হইবে। ইহার নিম্নে যে হকারার্দ্ধ আছে, তাহা সর্ব্বশক্তিস্বরূপা

শক্তিমণ্ডলান্তর্গতকামাগ্নিং হুংকারেণোদ্দীপ্য তেন তাং কামকলাং কৃত্বা

পৃথিবী। এই কামকলাই চরাচর জগতে জাগরূকা রহিয়াছেন। কামশব্দে কমনীয়, কলাশব্দে অগ্নি ও অমৃত। এই কামকলাবিদ্যা চক্রবিদ্যাস্বরূপা। যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি এই কামকলার তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এই কামকলা-ধ্যান-সময়ে অগ্নি ও চন্দ্র-সূর্য্যকে তত্তত্তেজে বিলয় প্রাপ্ত করিতে হইবে। কামকলার উত্তরার্দ্ধে সমুদায় বিলয় করিয়া যদি সাধক বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি পরিহার পূর্ব্বক মন অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া পরমানন্দ অনুভব সহকারে সহস্রদল-কমল মধ্যে শিবশক্তিকে একীভূত দেখেন, তাহা হইলে তিনিই যোগী, তিনিই কৌল ও তিনিই সেব্য। যিনি বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদে গুরুর নিকট কামকলা অবগত হইতে পারেন, তিনিই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। সুন্দরি! এই আমি তোমার নিকট সমীচীন পথ ও সত্যপথ বর্ণন করিলাম। এই কামকলাধ্যান অতীব গুহ্য। ভক্ত ও শিষ্য ব্যতীত অন্যের নিকট ইহা প্রকাশ করা উচিত নহে।

বৃহৎ শ্রীক্রমে কথিত আছে, "যা সা মধুমতীনাম্নী মায়া মোহনকারিণী। বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন চিন্তনীয়াঞ্চ তাং শৃণু॥ ত্রৈলোক্যমেকরূপেণ স্বাত্মানমেক-রূপিণীম্। তথা কামকলারূপাং মদনাঙ্কুরগোচরে॥ উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং সিন্দূরাভাং স্তনদ্বয়ে। কামবিন্দুরহং দেবি! তত্রস্থা পরমেশ্বরী।" যিনি সর্ব্ব-মোহনকারিণী মধুমতী নাম্নী মায়া, তিনি কামকলা হইতে ভিন্না নহেন। এই কামকলার বাহ্যধ্যান ও আভ্যন্তরিক ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। আপনাকে শিবরূপ ও ত্রিলোকী শক্তিরূপ কল্পনা করিয়া উভয় একীভূত ভাবনা করিতে হইবে; ইহাই কামকলার বাহ্যধ্যান। সূক্ষ্মধ্যান করিতে হইলে যোনিমণ্ড-লের মধ্যে অর্দ্ধোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ বিন্দুত্রয় ভাবনা করিবে। এই বিন্দুত্রয়ের মধ্যে ঊর্দ্ধস্থিত কামবিন্দু আমা হইতে অভিন্ন এবং সেই কামবিন্দু-তেই ভগবতীর নিত্য অধিষ্ঠান।

দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতাতে কথিত আছে;—"বিন্দুত্রয়সমাযোগাৎ ত্রিবিন্দৌ ত্রিপুরা স্থিতা। বিন্দুং সঙ্কল্পয়েদ্বক্ত্রং তস্যাধস্তাৎ কুচদ্বয়ং। তদধঃ সপরার্দ্ধস্ত

হংসং ইত্যনেন পরমেশ্বরান্তর্গমনসোপানভূতং ষট্চক্রং তৃণজলৌকান্যায়েন

চিন্তয়েত্তদধোগতম্। এবং কামকলা সাক্ষাদক্ষরব্রহ্মরূপিণী।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিন্দুত্রয়ে ত্রিপুরা দেবী অধিষ্ঠান করিতেছেন। উর্দ্ধস্থিত বিন্দুকে মুখ কল্পনা করিয়া অধঃস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনদ্বয় কল্পনা করিতে হইবে। ইহার নিম্নে হকারার্দ্ধ চিন্তা করিবে। এই কামকলাই সাক্ষাৎ নিত্যব্রহ্মস্বরূপা।

আগমকল্পদ্রুম-পঞ্চশাখাতে কথিত আছে, "অখিলজনজীবকমলিনী বামেক্ষণা ত্রিবিন্দোর্মুখমাদ্যেন অন্যেন কুচদ্বন্দ্বং শেষাঙ্গনেশানী সাধকমন্ত্রভেদাৎ সা কালী গৌরী তদ্রূপেণ।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি অখিলজীবের ষট্চক্রস্থিত কমলবনে বিহার করেন, সেই কুলকুণ্ডলিনীই সূক্ষ্মরূপে কামকলা। ত্রিবিন্দু দ্বারা এই মূর্ত্তি কল্পনা করিতে হইবে। উর্দ্ধস্থিত এক বিন্দু মুখস্বরূপ, এবং নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয় স্তনযুগলস্বরূপ। মুখবিন্দু হইতে চক্ষু কর্ণ নাসিকা, স্তনবিন্দু হইতে পার্শ্ব হস্ত অঙ্গুলি প্রভৃতি কল্পিত হইবে। এই বিন্দুত্রয় দ্বারা ভগবতীর শরীরের উত্তরার্দ্ধ কল্পনা করিবে। এই ভগবতীই সাধকমন্ত্রভেদে কালী তারা ত্রিপুরা গৌরী প্রভৃতি শব্দে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

শ্রীক্রমে কথিত আছে, "সাপি কুণ্ডলিনীশক্তিঃ কামকলা-স্বরূপিণী। সঞ্চিন্ত্য সাধকশ্রেষ্ঠস্ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ। বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন চিন্তনীয়াঞ্চ তাং শৃণু। একাকৃতিস্বরূপেণ সর্ব্বাং শক্তিং বিচিন্তয়েৎ॥" ইত্যাদি। যিনি মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনী শক্তি, তিনিই সহস্রারে কামকলারূপা হয়েন। সাধক, বাহ্যে ও অভ্যন্তরে এই উভয় মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া ত্রিলোককেও বশীভূত করিতে পারেন। বাহ্যে ও অভ্যন্তরে কিরূপে চিন্তা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। বাহ্যচিন্তা করিতে হইলে সমুদায় শক্তিকেই একাকৃতিস্বরূপা ও আপনার ইষ্টদেবতারূপিণী ভাবনা করিবে।

শ্রীতত্ত্বার্ণবে কথিত আছে, "এবং কামকলারূপং মুখবিন্দোঃ সমুত্থিতম্। নাসাদ্যঙ্গং স্তনদ্বন্দ্বাৎ বাহুর্যোনিঃ পদদ্বয়ম্। অনাদিনিধনং যত্তৎ পরাশক্ত্যাখ্যমব্যয়ম্। লাবণ্যলহরীসাররূপমানন্দবারিধিঃ।" কামকলা মূর্ত্তির বিন্দুত্রয়-মধ্যে মুখবিন্দু হইতে নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গ সমুদায়, স্তনবিন্দুযুগল হইতে

যথাক্রমং আনীয় বজ্রামুখং বিস্তার্য্য সৌষুম্নকবাটং ভিত্ত্বা পরমেশ্বরাস্যং ভ্রীত্বা

বাহুযুগল প্রভৃতি এবং হকারার্দ্ধরূপ যোনি হইতে চরণযুগল সমুখিত হইবে। ইনিই অনাদিবিধিনা পরাশক্তি এবং এইরূপ রূপই লাবণ্যলহরীসার ও জগতের আনন্দজনক।

কেহ কেহ বলেন, সহস্রদল-কমলের নিম্নদেশে চিন্তনীয়া কামকলা ত্রিবিধা; বিন্দুত্রয়ময়ী, মূর্ত্তিমতী ও হংসীরূপা। বিদ্যাবিনোদাচার্য্য বলেন, কামকলা যুবতীদিগের মদনমন্দিরাকারা। কামকলাবিলাসে কথিত আছে, "বিন্দুযুবৃত্তৌ উচ্ছন্নং তুচ্চ যদা ত্রিকোণরূপেণ পরিণতং স্পষ্টম্।" অর্থাৎ একবিন্দু হইতে অপরবিন্দু পর্য্যন্ত রেখা টানিলে স্পষ্টরূপে ত্রিকোণাকার হয়। কামকলাভাষ্যকার বলেন, উচ্ছন্ন শব্দের অর্থ বিন্দুরূপের স্ফূর্ত্তি।

বৃহৎ শ্রীক্রমে কথিত আছে, "বিন্দোরঙ্কুরভাবেন সর্ব্বাবয়বসুন্দরী। বিন্দগ্রে কুটিলীভূয় যাম্যাদীশানমাগতা। সা বামা শক্তিরূপা চ সা শিখা চিৎকলা পরা। শক্তীশানগতা রেখা প্রত্যগাগ্নেয়মাত্রগা। জ্যেষ্ঠা সা পরমেশানী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। বক্রীভূতা পুনর্ব্বামে প্রথমাঙ্কুরমাগতা। ইচ্ছানাদ-সমাযোগে রৌদ্রী শৃঙ্গারমাগতা। পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। বিন্দোরঙ্কুরভাবেন ত্রিবৃত্তং দক্ষিণেন তু। তস্মাদাধারপর্য্যন্তং মৃণালতন্তুরূপিণী। আধারং পুনরাগত্য ত্রিমিতং গ্রন্থিসংযুতম্। দ্বিতীয়াঙ্কুরভাবেন সপরার্দ্ধ-স্বরূপিণী। পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।"

কামকলার বিন্দুত্রয়ের মধ্যে কামবিন্দুর অঙ্কুরভাবে কমলবন-বিহারিণী কুলকুণ্ডলিনী প্রাদুর্ভূতা হইয়া থাকেন। দক্ষিণদিকৃস্থিত কামবিন্দু অঙ্কুরিত হইয়া ঈশানকোণস্থিত বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিলে একটী রেখা হইবে। এই রেখার নাম বামাশক্তি ও চিৎকলা। ঐ রেখা পুনর্ব্বার ঈশানকোণস্থিত বিন্দু হইতে বায়ুকোণস্থিত বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিবে। এই রেখার নাম জ্যেষ্ঠাশক্তি, ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। ঐ রেখা পুনর্ব্বার বায়ুকোণ হইতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রথমাঙ্কুরে অর্থাৎ দক্ষিণদিকৃস্থিত বিন্দুতে গমন করিবে। এই রেখাকেই রৌদ্রীশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি বলা যায়। কামকলা এইরূপে ত্রিকোণাকারা হইয়া পরমশিবের সহিত শৃঙ্গারে প্রবৃত্তা হয়েন।

তস্মাদেগাঁলিতসুধয়া তর্পণপ্লাবনে কৃত্বা * তদমৃতপানপূর্ণং কুণ্ডলিনীং শ্রীগুরূপ-

---

ইনিই ব্রহ্মস্বরূপা ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। পূর্ব্বোক্ত কামবিন্দুর দক্ষিণদিকে যে আর একটী অঙ্কুর হইবে, তাহা ত্রিবৃত্ত হইয়া প্রণবাকারে পরিণত হইয়া যাইবে। ঐ প্রণব হইতে পুনর্ব্বার অঙ্কুর বহির্গত হইয়া মৃণালতন্তুর আকারে মূলাধার পর্য্যন্ত গমন করিবে। পরে ঐ রেখা মূলাধারে গমন করিয়া ত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টনপূর্ব্বক থাকিবে। এই কামকলার দ্বিতীয় অঙ্কুর হইতেই দেবীর শরীরের উত্তরার্দ্ধ প্রকাশমান হইবে। এই কামকলাই ব্রহ্মস্বরূপা এবং মহাত্রিপুরসুন্দরী। প্রপঞ্চসারে কথিত আছে, এই কামকলাই অবস্থাভেদে প্রণবস্বরূপা, ব্যোমস্বরূপা, ত্রিদোষা, ত্রিবর্ণা, ত্রয়ী, ত্রিলোকী, ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিরেখা ও কুণ্ডলিনী।'' (আনন্দ-লহরী)

* সহস্রদল পদ্মই শেষ। মূলাধার প্রভৃতি পদ্ম সমুদায়ে এবং ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমুদায় সহস্রদলপদ্মে অব্যক্তভাবে রহিয়াছে। ষট্‌চক্র এবং সাধনার শেষ এখানে। মস্তকস্থিত সহস্রদল ব্রহ্মের স্থান। তদ্ধেতু সচরাচর মস্তকের মধ্যস্থানকে ব্রহ্মতালু বা ব্রহ্মরন্ধ্র বলিয়া থাকে।

যাঁহারা শাক্ত অর্থাৎ শক্তিমন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া উঠিবার সময় হংস বলিয়া উঠিবেন, এবং কুণ্ডলিনীকে নামাইবার সময় সোঽহং বলিয়া নামাইবেন। আর যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা কুণ্ডলিনী উঠাইবার সময় সোঽহং বলিয়া উঠাইবেন, হংস বলিয়া নামাইবেন। যিনি যে দেবতার যে মন্ত্রের উপাসক হউন না কেন, প্রোক্ত নিয়মে সকলেই কুলকুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিতে পারিবেন এবং সহস্রারে কুণ্ডলিনীকে উঠাইয়া নিজ গুরূপদেশমত ইষ্টমূর্ত্তির সহিত কুলকুণ্ডলিনীর মিলন করিতে হইবে।

প্রথমতঃ হুঁ এই বীজ উচ্চারণ দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিয়া তৃণজলৌকান্যায়েন অর্থাৎ জোঁক যেমন একটী তৃণ হইতে আর একটী তৃণ অবলম্বন করে, তদ্রূপ কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে স্বাধিষ্ঠানে, স্বাধিষ্ঠান হইতে মণিপূরে, মণিপূর হইতে অনাহত চক্রে, এইরূপ ক্রমে ক্রমে সমস্ত চক্রে উঠাইয়া শেষে সহস্রারে লইয়া যাইতে হইবে এবং যখন যে চক্রে উপনীতা হইবেন, তখন সেই চক্রস্থিত দেবতা ও বীজ সমস্তই কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে।

দিষ্টলক্ষণোপেতমূর্ত্তিং পরিকল্প্য, তল্লিঙ্গং তদ্‌ভৈরবরূপং কল্পয়িত্বা তয়োর্মিলনং

কিন্তু আজ্ঞাচক্রকে রুদ্রগ্রন্থি বলা যায়। এই চক্র ভেদ করা সুকঠিন। এই চক্র ভেদ হইলেই কুণ্ডলিনী স্বয়ং উত্থিত হইয়া সহস্রারে পরমশিবের সহিত সংমিলিত হন। সহস্রারে পরমশিবের সহিত সংযুক্ত হইয়া একীভূত হইলে তাঁহার সামরস্য-সম্ভূত অমৃত দ্বারা সাধকের শরীর প্লাবিত হইয়া থাকে। সে সময় সাধকের মনে যে অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত এবং সে সময় সাধকের মন হইতে মায়া, মোহ, চিন্তা, বিষাদ প্রভৃতি বিদূরিত হয়। সেরূপ আনন্দ-সম্ভোগ জগতে আর কোন কার্য্যে কোন বিষয়ে হইতে পারে না। ক্ষণকাল আনন্দ-সম্ভোগের পরে কুণ্ডলিনী পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়া মূলাধারপদ্মে যথাস্থানে আসিয়া সাড়ে তিন কুণ্ডলাকারে পূর্ব্বের ন্যায় স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া নিদ্রিতা হইয়া থাকিবেন। কুণ্ডলিনী প্রত্যাগতা-সময় যে চক্রে উপনীত হইবেন, সেই চক্রের দেবতা প্রভৃতি উঠিবার সময় যে ভাবে তাঁহার শরীরে লয় হইয়াছিলেন, পুনর্ব্বার যথাস্থানে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারা সংস্থাপিত হইবেন।

যেরূপে ষট্‌চক্র ভেদ করিতে হয়, তাহা সম্পূর্ণ গুরূপদেশসাপেক্ষ। গুরুমুখে উত্তমরূপে কৌশলাদি অবগত হইয়া ষট্‌চক্র ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আজ্ কাল্ বটতলার কল্যাণে অনেকেই পুস্তক দেখিয়া মুদ্রা, আসন, এবং যোগ সাধন করিতে যান, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফললাভ হইয়া থাকে। তথাপি অজ্ঞ ও অহম্মুখ লোকের চৈতন্য হয় না। যোগ সাধন প্রভৃতি অতি কঠিন কার্য্য। ইহা গুরূপদেশ ব্যতীত আদৌ হইতে পারে না। পরন্তু যে সে গুরুর নিকট হইবার সম্ভব নাই। কারণ উত্তম, মধ্যম, অধমভেদে সাধক ত্রিবিধ। তাহা দেখিয়া সাধকের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাহার শরীরোপযোগী আসন, মুদ্রা ও যোগ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই জন্য যোগবিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ বহুদর্শী ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করা উচিত। আমাদের দেশে আজ্ কাল একদল যোগী হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা চারিদিকে যোগের ছড়াছড়ি করিতেছেন এবং অধিকাংশই অপরিণতবয়স্ক স্কুলের ছেলেদের মজাইতেছেন। ইহার ফল অনেককেই

কারয়িত্বা লালরক্তং কারয়েৎ। ততস্তদানন্দামোদিতপরমেশ্বরী-পরমেশ্বরয়োঃ সৃষ্টিপূর্ব্বকালীনৈকীভাবং চিন্তয়েৎ॥ এতদেব কর্ম্মলয় ইত্যুচ্যতে।

ভোগ করিতে দেখিয়াছি;—কেহ শ্বাস, কেহ বা বাতরোগগ্রস্ত হইয়া জীবন অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছেন।

অতএব সাধকগণ যদি ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে কি প্রকারে গুহ্যদ্বার সঙ্কোচ করিতে হইবে, কিরূপে বায়ুবীজ দ্বারা বহ্নি উদ্দীপিত করিয়া তাহার উত্তাপে কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করিতে হইবে এবং কিরূপেই বা কুলকুণ্ডলিনীকে চক্র হইতে চক্রান্তরে আনিতে হইবে, তৎসমস্ত গুরুর নিকট উপদেশ লইবেন। যদি মন্ত্র-দাতা নিজগুরু উপযুক্ত না হন, তাহা হইলে উপযুক্ত উপগুরু করিতে পারেন। আদি গুরুর নিকট প্রাপ্ত দেবতার মন্ত্রের দ্বারা উপগুরুর নিকট কার্য্য হইতে পারে। শিক্ষার জন্য যত ইচ্ছা গুরু করা যায়, তাহাতে বাধা নাই। মহাযোগী সদাশিব বলিয়াছেন যে, ভ্রমর যেমন মধু-লোভে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, তেমনি সাধক শিক্ষার জন্য যত ইচ্ছা তত গুরু করিতে পারেন, তাহাতে কোন প্রত্যবায় হইবে না।

যাহা হউক, ষট্‌চক্র ভেদ করা যদিও সম্পূর্ণ গুরূপদেশসাপেক্ষ, তথাপি পাঠকগণের বোধসৌকার্য্যার্থ কিরূপে ষট্‌চক্র ভেদ পূর্ব্বক কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উত্থাপিত করিয়া পরমশিবের সহিত সংযোগ করিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

প্রথমতঃ সাধক অনুদ্বেগকর, চিত্তপ্রফুল্লজনক, পরিষ্কৃত, নির্জ্জন স্থানে আসনে উপবিষ্ট হইবেন। শির, গ্রীবা ও শরীর সমানভাবে রাখিয়া অচঞ্চল-চিত্তে অচঞ্চলদেহে স্থিরভাবে উপবেশন করিতে হইবে। স্থির হইয়া উপবেশনান্তর নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় মনঃ স্থির করা আবশ্যক। কিন্তু মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, সংসারের চারিদিকে মন ছড়াইয়া আছে। চতুর্দ্দিকে ধাবিত সেই মন একস্থানে স্থির করা বড় সহজ নহে। এ জন্য মনঃ স্থির করিবার উপায় একটি এখানে বলিতেছি। পূর্ব্বের ন্যায় স্থিরাসন করিয়া নিজের নাভির প্রতি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে, যেমন চঞ্চল মন

হউক না, মন সুস্থির হইবে। এটি বড় সহজ এবং অতি অপূর্ব্ব কৌশল। জপ কিম্বা ষট্‌চক্র ভেদ করিবার অথবা ধ্যানাদি করিবার পূর্ব্বে ঐ কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক মনঃ স্থির করিতে হয়। পাঠকগণ একবার পরীক্ষা করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। এইরূপ করিয়া কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিবার সময় কিরূপে মূলাধার সঙ্কোচন ও প্রাণ অপানের যোগ করিতে হইবে, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই। তৎসমস্ত বিষয় উপযুক্ত গুরুর নিকট উপদেশ লইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

উপরোক্তরূপে উপবেশনানন্তর মনঃস্থির পূর্ব্বক 'যং'—এই বায়ুবীজ উচ্চারণ করিয়া বাম নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ দ্বারা মূলাধারস্থিত কন্দর্পবায়ু উদ্দীপিত করিবে। পুনঃ "রং"—বহ্নিবীজ উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ নাসায় বায়ু আকর্ষণ করিলে কুণ্ডলিনী উদ্দীপিত হইবেন। পরে 'হুঁ' বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করিতে হইবে। পূর্ব্বে কুণ্ডলিনী স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া নিদ্রিত ছিলেন, এক্ষণ উক্তরূপে তাঁহাকে জাগরিতা করিলে তিনি ব্রহ্মবিবরে প্রবেশ করিয়া ঊর্দ্ধগমনে উন্মুখী হইবেন। কুণ্ডলিনী যখন ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবেন, তখন সাধক তাহা সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন। কিন্তু কুণ্ডলিনী যখন জাগরিতা হইয়া ঊর্দ্ধগমনোন্মুখী হইবেন, তখন মূলাধার-চক্রস্থিত মাতৃকা বর্ণ চারিটি ও ব্রহ্মা সাবিত্রী প্রভৃতি সমুদায় দেবতা এবং মূলাধারপদ্মের পত্রচতুষ্টয়ে যে চারিটি বৃত্তি আছে, তাহা ও ডাকিনীশক্তি সমস্ত তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। পরে কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানপদ্মে গমনোন্মুখী হইয়া মূলাধার পরিত্যাগ করিলে, শূন্য মূলাধার অধোমুখ ও মুদ্রিত হইয়া যাইবে। এইরূপ যখন যে চক্র পরিত্যাগ করিবেন, তখনই তাহা অধোমুখ ও মুদ্রিত হইবে।

কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠান চক্রে উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ঊর্দ্ধমুখ ও বিকসিত হইবে। স্বাধিষ্ঠানস্থিত ব, ভ প্রভৃতি ছয়টি মাতৃকাবর্ণ এবং রাকিনী শক্তি ও চক্রস্থিত সমুদায় দেবতা কুণ্ডলিনীর শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। মূলাধারস্থিত পৃথ্বীবীজ "লং" এই চক্রের বরুণমণ্ডলে লয় হইবে এবং বরুণমণ্ডল ও এই চক্রস্থিত বরুণবীজ "বং" বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন হইবে।

কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া মণিপুরে উপনীত হইলে, মণিপুরস্থিত ড, ঢ প্রভৃতি মাতৃকাবর্ণ ও লজ্জা, পিশুনতা আদি বৃত্তি এবং বহ্নি ও রুদ্র লাকিনীশক্তি প্রভৃতি সমুদায় তাঁহার শরীরে লয় হইবে। স্বাধিষ্ঠানস্থিত বং বীজ এতৎচক্রস্থিত বহ্নিমণ্ডলে লয় হইবে এবং বহ্নি রং বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে অবস্থান করিবে।

অতঃপর কুণ্ডলিনী অনাহত চক্রে উত্থিত হইবেন। এতৎ চক্রস্থিত ক, খ, আদি দ্বাদশ মাতৃকাবর্ণ, আশা, চিন্তা প্রভৃতি বৃত্তি এবং কাকিনীশক্তি ও ঈশ্বর প্রভৃতি সমুদায় দেবতা কুণ্ডলিনীর শরীরে লয় হইবেন। মণিপুরস্থিত রং বীজ অনাহতস্থিত বায়ু মণ্ডলে লীন হইবে এবং বায়ুও যংবীজে লয় হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে সংমিলিত হইবে।

এখান হইতে কুণ্ডলিনী কণ্ঠস্থিত বিশুদ্ধচক্রে উপস্থিত হইলে ষোড়শস্বরবর্ণ ও সপ্তস্বরাদি এবং শাকিনীশক্তি ও সদাশিব প্রভৃতি সমুদায় দেবতা তাঁহার শরীরে লীন হইবেন। যং বীজ আকাশমণ্ডলে লয় হইবে এবং আকাশ হংবীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে মিলিত হইবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী ললনানামক দ্বাদশদলবিশিষ্ট গুপ্তচক্র ভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রে উত্থিত হইবেন। এই চক্রস্থিত মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তি এবং হাকিনী-শক্তি, শিবাদি দেবতা, সত্ত্ব রজ তমোগুণ প্রভৃতি সমুদায় কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন হইবে। নভোবীজ হং মনশ্চক্রে লয় হইবে। মনও কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন হইবে।

এই আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী উর্দ্ধে উঠিবেন, আর নাদ, বিন্দু ও হকারার্দ্ধ সমস্ত কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন হইবে। কিন্তু আজ্ঞাচক্র ভেদ করাই সুকঠিন। কারণ এখানে সুষুম্নার শেষ মুখের নীচে কবাটস্বরূপ অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণ্ডল আছে। কবাট খুলিলে যেমন সহজে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়, তেমনি আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে ঐ কবাট ভেদ করিলে, কুণ্ডলিনী অতি সহজে সহস্রারে গমন করিয়া থাকেন। ইহার উপায় ও কৌশল উপযুক্ত গুরুর মুখে জানিয়া লইতে হয়।

উক্ত কবাট ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী উত্থিত হইলে বিন্দু, নাদ প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লয় হইবে। পরে কুণ্ডলিনী নিরালম্বপুরীতে উপস্থিত হইবেন

যথোক্তং—জপাচ্ছতগুণং ধ্যানং * ধ্যানাচ্ছতগুণং লয় † ইতি।‡ অস্য প্রাধান্যং জীবেন সহ পরমেশ্বরস্য ঐক্যসম্পন্নত্বাৎ। সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং প্রকৃতিপুরুষনির্ম্মুক্তং কেবলং জ্যোতিরেকমাসীৎ। সৃষ্টেরারম্ভকালে তদেকমপি সর্ব্বব্যাপকজ্যোতিরাত্মানং বিভেদ্য নাদবিন্দুরূপেণ বিপরীতমতে ইমাবেব কুণ্ড-

---

এবং প্রণবাদি তৎশরীরে লীন হইবে। অতঃপর সহস্রার মৃণালস্বরূপ শঙ্খিনী নাড়ীর মধ্যপথ দিয়া কুণ্ডলিনী সহস্রারে উপনীত হইবেন। সেই সময় নিজ গুরু এবং গুরূপদিষ্ট ইষ্টমূর্ত্তি ও আনন্দভৈরবী কামকলা প্রভৃতি সমস্ত কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন করিতে হইবে; কুণ্ডলিনীও পরমশিবের সহিত সংযুক্ত ও একীভূত হইবেন। এই সময় সাধক কি অনির্ব্বচনীয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দে নিমগ্ন হন, তাহা মুখে বলিয়া কি কলমে লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য আমার নাই। যে ভাগ্যবান্ ক্ষণকালের জন্য এরূপ আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

অতঃপর কুণ্ডলিনী পরমশিবের সহিত সামরস্য সম্ভোগানন্তর পুনর্ব্বার মূলাধারে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি উত্থিত হইবার সময় যেমন চক্র হইতে চক্রান্তরে গমন করিয়াছিলেন এবং চক্রস্থিত দেবতা প্রভৃতি যে ভাবে তাঁহার শরীরে লীন হইয়াছিলেন, আসিবার সময় তেমনি চক্র হইতে চক্রান্তরে নামিবেন এবং যখন যে চক্রে উপনীত হইবেন, তখন সেই চক্রস্থিত তৎশরীরে লয় প্রাপ্ত দেবতা ও বীজ আদি সৃষ্ট হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় যথাস্থানে সংস্থাপিত হইবে। অবশেষে মূলাধারে আসিয়া কুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া ব্রহ্মদ্বার রোধপূর্ব্বক নিদ্রিতা হইবেন। জীবাত্মাও পুনঃ ভ্রান্তিজালে পতিত হইবেন, সাধকও মায়া মোহ আদি মনুষ্যজনোচিত অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকিবেন।

* জপকরা অপেক্ষা, ধ্যান শতগুণে শ্রেষ্ঠ। জপ করিতে হইলে কতকগুলি নিয়মের অধীন হইতে হয়। উত্তম, মধ্যম, অধম-ভেদে জপ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে উত্তম শ্রেষ্ঠ। জপের অগ্রে প্রাণায়াম ও কল্লুকা, সেতু, অশৌচভঙ্গ করিতে হয়। ন্যাস মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য, যোনিমুদ্রা প্রভৃতি করিতে হয়। পবিত্র স্থানে সুখাসনোপবিষ্ট হইয়া অন্যের অশ্রুত-

লিনীপরমশিবৌ ইতি লয়ানন্তরং। পুনঃ সৃষ্টিজ্ঞানমুৎপাদ্য কুণ্ডলিনীং পরম-শিবঞ্চ জ্ঞাত্বা তাং মূলশক্তিং পুরুষঞ্চ সুধাপ্লাবিতাং আনন্দময়ীং পুনস্তৎক্রমেণ মূলাধারমানয়েদিতি দিক্। ইতি পূর্ণানন্দপরমহংসবিরচিতং চক্রাবলিরহস্যং সমাপ্তং ॥ ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

রূপে. মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা জপ করা কর্ত্তব্য। জপকালীন নিদ্রাকর্ষণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পন্দন এবং দন্তপ্রকাশ না হয়। সংখ্যা রাখিয়া শুচি হইয়া পবিত্র বাস পরিধান করিয়া জপ করণবিধি শাস্ত্রে আছে। এইরূপ শাস্ত্রে যে সমস্ত বিধি আছে, তাহা পালন করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক জপ না করিলে ফল লাভ হয় না। কিন্তু মানসিক ধ্যানে কোন নিয়ম বা বিধি নাই। যখন যে অবস্থায় যেখানে সেখানে নিয়ত ধ্যান করা যায়। ফল কথা, শয়নে ভোজনে ভ্রমণে নিয়ত ইষ্টদেবতার পাদপদ্ম ধ্যান করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।

† ধ্যান অপেক্ষা লয় শ্রেষ্ঠ। লয় অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ, অথবা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি—ষট্‌চক্র ভেদপূর্ব্বক কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উত্থাপিত করিয়া পরমশিবের সহিত সংমিলন।

নবনাটক

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

আত্মা	... ...	মূলকর্ত্তা।
মহামোহ	... ...	অবিদ্যাগর্ভজাত আত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র।
কন্দর্প	... ...	মহামোহের পুত্র।
বিবেক	... ...	বিদ্যাগর্ভজাত আত্মার কনিষ্ঠ পুত্র।
সমাদি	... ...	গীতাগর্ভজাত বিবেকের পুত্রগণ।
কএকটী অদ্বৈতবাদী	...	ভক্তিদ্বেষী।
নট	... ...	নর্ত্তক।

স্ত্রী।

বিদ্যা	... ...	আত্মার জ্যেষ্ঠ স্ত্রী।
অবিদ্যা	... ...	তৎকনিষ্ঠা স্ত্রী।
ভ্রান্তি	... ...	মহামোহের পত্নী।
রতি	... ...	কন্দর্পের পত্নী।
গীতা	... ...	বিবেকের পত্নী।
কএকটী যুবতী	...	যোগ-পরীক্ষিকা।
নটী	... ...	নর্ত্তকী।

প্রথমাঙ্ক।

সভাস্থলে নট ও নটীর প্রবেশ।

নট। প্রেয়সি! অদ্য শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ নাথের শান্তিরসের উদয় হওয়ায় তিনি শান্তির সোদর সঙ্গীতের অভিনয় করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন; সুতরাং যথাশক্তি তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। তুমি সাবধান হইয়া এমন অভিনয় করিবে যেন তান মান লয় প্রভৃতি কোনটীরও অঙ্গ ভঙ্গ না হয়।

(রাগিণী ইমন্ কল্যান। তাল আড়াঠেকা।)

দেখ যেন প্রাণেশ্বরী কৃতকার্য্য হতে পারি।
সমাজে না হয়ও পেতে প্রিয়ে যেন টীটকারি।
সময় হয়েছে ভাল, সভাস্থ সাধু সকল,
তোষো সবাকারো মন, স্বগুণ প্রকাশ করি।

নটী। প্রাণেশ্বর! আপনি সঙ্গীত বিষয়ে সুপণ্ডিত। সুতরাং সকল কার্য্য স্বীয়গুণেই সম্পাদন করিবেন। তবে অধীনীর প্রতি ভারার্পন্ করা কেবল দাসীর গৌরব বাড়ান মাত্র।

(রাগিণী ঝিঝিট। তাল জত।)

যে আজ্ঞা করিলা নাথ সাধ্য মতে পালিব।
স্বগুণে সঙ্গত কর অবলম্ব হয়ে রব।
অগ্নিতো ধূম সমান, সূর্য্যের প্রকাশ যেমন,
সঙ্গীতে সঙ্গত তেমন, কি আরো অধিক কব।

সভায় রতির প্রবেশ।

রতি। হায়! বাঁচিনা, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য মহাশয় যে অবোধগণের নিস্তারবীজ-স্বরূপিণী অবোধনিস্তারিণী তত্ত্ববোধ, আত্মানাত্ম বিবেকও আত্মবোধ গ্রন্থত্রয় রচনা করিয়াছেন, উহার রচনা এবং মর্ম্ম অতি কমল, অতি মধুর ও অতি গভীর। এক্ষণে যে প্রকার শাস্ত্র-চর্চ্চার ধূম দেখিতেছি তাহাতে যে উহা সকলকার বোধগম্য অবশ্যই হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবেই আমাদের উপায়? এবে

বিষম সময় উপস্থিত। হায়! এরূপ জ্ঞাতিত্ববাদ কুত্রাপি দেখা দূরের কথা, শুনিতেও পাওয়া যায় না। আমাদের কর্ত্তাটীর পিতামহ বংশে অনাপক্ষে সকল গুলিই কি দুরন্ত। আমাদের পক্ষের মহাশয়েরা "মূল কর্ত্তাকে" (আত্মাকে) স্বরূপজ্ঞানচ্যুত করিয়া চিরদিন অধীনের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন, অপর পক্ষের মহাশয়েরা "মূল কর্ত্তাকে" স্বরূপ জ্ঞান প্রদান করিবেন বটে, কিন্তু বিমাতা বৈমাত্রেয়গণকে ধ্বংস করিয়া স্ববর্গের সহিত অনায়াসেই একবারে বিনষ্ট হইতেও প্রস্তুত। হায়! এ কি ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি!

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল আড়া।

কি হলো সব গেল ভেবে ভেবে বাঁচি না।
এমন দুরন্ত বংশ কভু দেখি না শুনি না।
বিপক্ষ স্বপক্ষ যত, সকলি করিয়া হত,
স্বীয় প্রাণ স্বেচ্ছাধীন, বিনাশিবে যুদ্ধ বিনা।
সর্ব্বগাত্র শিহরিল, ইন্দ্রিয় শিথিল হল,
ভাবিফল আর বুঝি, নিবারিতে পারি না।

(রতির বিলাপ শ্রবণে বেগে কন্দর্পের সভামধ্যে প্রবেশ।)

কন্দর্প। প্রেয়সি! তুমি কোন্ পাষণ্ড কর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া সভার মধ্যে এরূপ বিলাপ করিতেছ? কন্দর্পরাজকে সৌরজগতে কে না জানে, কে না ভয় করে? মদীয় ফুলশরাসনের পঞ্চশরে কে না বিদ্ধ হইয়াছে? এ ভুজবল-গরিমা সকলেই বিদিত আছে। গরিমা করাই বাহুল্য। প্রিয়ে! তুমি অকপটে বল, সে পাষণ্ডকে এক্ষণেই সমুচিত দণ্ড প্রদান করিব।

রাগিণী কালনেঙ্গড়া। তাল আড়া।

প্রিয়ে বল শীঘ্র বল, ওকে যেতে চায় যমদরবারে।
আমি নই সামান্য গণ্য, ধন্য মান্য এ সংসারে।
ভাঙ্গিতে হরের ধ্যান, দেখে মোরে করে ধ্যান,
বাণাঘাতে পঞ্চানন, কোপে মোরে ভস্ম করে।
হইয়া অঙ্গবিহীন, ভুবন করি শাসন,
ইহবিশ্ব বিরচন, মম মহিমাতে করে॥

রতি। প্রাণকান্ত! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আপনাতেই সম্ভব সত্য। কিন্তু নাথ! আমি কাহারও কর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া বিলাপ করিতেছি না। যে জন্য আমি বিলাপ করিতেছি, সে বড় গূঢ় কথা। আপনার নিকট গোপনীয় কিছুই না থাকিলেও বলিতে সাহস হইতেছে না।

রাগিণী ঝিঁঝিট্ খাম্বাজ। তাল মধ্যমানঠেকা।

যে লাগিয়া কান্দি প্রাণনাথ!
বলিবার কথা নহে, মনে হল অকস্মাৎ॥
ভাবি কথা স্মরিয়া, কাঁদিয়া উঠিল হিয়া,
শিব শিব শিব জয়, সদাশিব উমানাথ॥

কন্দর্প। প্রিয়ে! এমন্ কি ভাবিকথা যাহা স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছিলে এবং এক্ষণেও অধৈর্য্য হইয়া পড়িলে? উহা বিস্তারিতরূপে জানিবার জন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। শীঘ্র নিজমনোভাব ব্যক্ত করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।

রতি। প্রাণেশ্বর! নিতান্তই শ্রবণ করিবেন? কিন্তু নাথ! সে কথা প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। কি জানি, কথায় কথায় বা মহাপ্রলয় হয়। না,—অনুরোধ করিবেন না, সে সর্ব্বনেশে কথা বলিব না। সে কথা মনে হলে হৃদয় কাঁপে!

কন্দর্প। প্রেয়সি! এমন কি ভীষণবাক্য, অথচ এত গোপনীয়? এমন কি, আমাকেও বলিতে ইচ্ছা হয় না? আর সে কথায়, কথায় কথায়, মহাপ্রলয়ের ভয় করিতেছ? সে কথা যখন এত ভীষণ, তখন নিতান্তই আমার শুনিতে হইবে। আমার কাছে তোমার গোপন কি? পণ্ডিতগণ স্ত্রীপুরুষ অভেদাত্মক কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব আমার নিকট তোমার কোন কথাই গোপন রাখা উচিত নহে।

রতি। অত করিয়া আপনাকে বলিতে হইবে না। যাহা হইবার তাহা আপনিই হইয়া থাকে,—গতিরোধ অসাধ্য। অতএব শুনুন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য মহাশয় উত্তমাধিকারীর জন্য গীতাভাষ্য, দশোপনিষৎভাষ্য এবং ব্রহ্মসূত্রভাষ্য এই ভাষ্যত্রয় রচনা করিয়া অধমাধিকারীর হৃদয়-গ্রন্থি ছেদনার্থে, তত্ত্ববোধ,

আত্মানাত্মবিবেক ও আত্মবোধ এই গ্রন্থত্রয় রচনা করিয়াছেন। আমি তাহারই মর্ম্মবোধ করিয়া বিলাপ করিতেছিলাম।

কন্দর্প। গ্রন্থত্রয়ের মর্ম্ম এমন কি তীব্র কষ্টদায়ক? শীঘ্র তাহা প্রকাশ কর।

রতি। প্রাণকান্ত! গ্রন্থত্রয়ের মর্ম্ম এইরূপ। আপনকার পিতামহ মহাশয়, অবিদ্যাপত্নীর যোগে, মহামোহ পুত্র ও ভ্রান্তিবধূ সৃষ্টি করেন। তৎপর মহামোহ মহাশয় ভ্রান্তি পত্নীর যোগে, অহঙ্কারকে, মহাশয়কে, এবং রাগাদিকে এবং অস্মদাদিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর আপনার আমাদিগের যোগে বর্ত্তমান সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থত্রয়ে তিনি বলেন যে, "মূল কর্ত্তার" বিদ্যানাম্নী আরো একটী অনাদি-কালাবধি অদ্বিতীয়া-অবিদ্যাবিড়ম্বতা-চিরবিরহিণী পত্নী আছেন। তদ্‌যোগে বিবেক নামে পুত্র ও গীতা নাম্নী বধূ সৃষ্টি হইয়া গর্ভধারিণীর পরামর্শে বিমাতা বৈমাত্রেয়গণকে বিনষ্ট করত "মূলকর্ত্তাকে" স্বরূপজ্ঞান দানে স্বরাজ্যে রাজা করিয়া, পিতার অদ্বিতীয়তা সিদ্ধার্থে স্ববর্গের সহিত নির্ম্মলি ফল-জলবৎ নাশ প্রাপ্ত হইবেন। তথাচ আত্মবোধে। "অজ্ঞানকলুষং-জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলং। কৃত্বাজ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেৎ জলং কতকরেণুবৎ।" হায়! এ কি সর্ব্বনাশ! কি বিষম বুদ্ধি! যাহারা পরদুঃখোৎপাদনার্থ বা পরনাশার্থ নিজবংশ নাশ করিতে তৎপর, তাহাদের ন্যায় মূঢ় ও ভীষণ আর কে? এই সমস্ত চিন্তা করিয়া বিলাপ করিতেছিলাম।

কন্দর্প। প্রিয়তমে! শান্ত হও। ও পাপ কথা মনেও করিও না। এইরূপ উপন্যাস লোকবিড়ম্বনার্থ আকাশ-কুসুমের মত ভুবনে চিরবিখ্যাত আছে। তাহার চিন্তা করা কেবল মূর্খত্ব। তোমরা স্ত্রীজাতি, তোমরা সত্য বা মিথ্যা একটা যে সে কথা শুনিবামাত্র ভাবনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া যাও। তোমাদের কতদূর পরাক্রম, তাহা তোমরা জানিয়াও জান না। তোমাদের কটাক্ষে, ব্রহ্মাবিষ্ণু-শিবাদি দেবতাগণ অধৈর্য্য হইয়া থাকেন। কটাক্ষ ত দূরের কথা, তোমাদের মূর্ত্তি মৃত্তিকাদিতে নির্ম্মিত দেখিয়া ঋষিগণও স্থির থাকিতে পারেন না, অন্যে পরে কা কথা। তোমারা ও তোমাদের বিচিত্রতা যে পর্য্যন্ত ধরাতে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত, দুর্ব্বল বিবেক বা তৎপুত্র দুর্ব্বলতম শমাদির

ভয় করা যে কতদূর মূর্খত্ব, তাহা বলা বাহুল্য। প্রিয়তমে! মিথ্যাভয়ে মনঃকষ্ট পাইও না এবং দিও না।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল ঠেকা।

কি কর প্রেয়সি ওহে ছাড় মিথ্যা ভয়।
নির্ভয়ে বসিয়া থাক তুমি দেবি সর্ব্বমভয়॥
থাকিতে তব অন্বয় বিদ্যাবিবেক কোথা রয়,
শম দম তদাশ্রয়, দুর্ব্বল তারে কি ভয়?
আশ্বাস দেহ লোভেরে, শম বা কি কর্ত্তে পারে।
মোহেরে করহ কৃপা, দম জীবন সংশয়॥
মদ মাৎসর্য্য থাকিতে, মাভৈস্তপস্তিতিক্ষাতে,
রাগের সঙ্গে সমাধান, অহঙ্কারে সুনিশ্চয়॥
আমি বেঁচে থাক্‌তে প্রাণে, পঞ্চবাণের সন্ধানে,
ফুলশরাসন-গুণে, বিবেক কোথায় রয়॥

প্রিয়তমে! যদি আমার কথায় ততদূর স্থির হইতে না পার, তবে স্বীয় অমত্ব বর্গকে স্মরণ কর, ফলটী হাতে হাতে দেখিতে পাইবে।

(স্বগণ সমভিব্যাহারে অবিদ্যার প্রবেশ।)

অবিদ্যা। হে সভাস্থগণ! বল দেখি, আমার সমান স্ত্রীজাতিতে কে ভাগ্যবতী আছে? আমার ক্ষমতার সীমা নাই। আমি দিবা দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে অমাবস্যার রাত্রির অন্ধকারের মত, একটী কুহক সৃষ্টি করিয়া, অকর্ত্তা অভোক্তা, নির্ম্মল, অসংসারী পরমাত্মার স্বরূপকে; কর্ত্তা, ভোক্তা, মলিন, সংসারী, স্বর্গী, নারকীরূপে জগতে সৃষ্টি করিয়াছি। এ সংসার সমস্তই মদ্‌গুণে ভাসিত। ঋষিবাক্যই ইহার প্রমাণ।

রাগিণী আলেয়া। তাল আড়া।

ক্ষমতা আমার যত জ্ঞাত ওগো ঋষিতে।
স্ত্রীজাতিতে আমা সমা কেবা আছে ব্রহ্মাণ্ডেতে।
আমার যে মগন্ত্রী আছে, বল্‌তে পার না সে শক্তির কাছে,
ত্রিলোকনাথ প'ড়ে রয়েছে, সর্ব্বদা আমার জারিতে।

ভুলায়ে রেখেছি ঘোরে, দেখ্তে পায় না আপনারে,
হস্তীপক্ যেন হস্তীরে, ঘোরায় ফিরায় অঙ্কুশেতে॥

মম প্রিয় পুত্রগণ! তোমরা এক একজন অতুলনীয় বিক্রমশালী। রতির ভ্রান্তি বিনোদনার্থ আমার আজ্ঞায় নিজ নিজ বিক্রমের পরিচয় দাও।

মহামোহ। জননি! আমি তব গর্ভজাত—জনকের জ্যেষ্ঠপুত্র। আমার ক্ষমতা অসীম! অতএব তাহার আর কি বর্ণনা করিব। জনক মহাশয় সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও আমার মহিমাতে সর্ব্বদা আপনার প্রতি অনুরক্ত। বিমাতাকে মনেও করেন না। তিনি যে, তাঁহার পত্নী—এক সময় তাঁহার প্রেমে প্রেমী ছিলেন, ইহা তাঁহার স্মরণও হয় না।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

আমি এমনি সুজন।
মম গুণে বাধ্য পিতা রাখেন সদা মায়ের মন॥
নানাকল দেখাইয়া, নানাক্রিয়া দর্শাইয়া,
সিদ্ধ শক্তি প্রকাশিয়া, মুগ্ধ রাখি সর্ব্বক্ষণ॥

(পতিবাক্যাবসানে ভ্রান্তির উক্তি।)

ভ্রান্তি! আপনারা আপনাদের যে সমস্ত নিজ নিজ গুণ কীর্ত্তন করিলেন, আমার সহয়তা ভিন্ন তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন করিতে পারেন না।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

মম গুণে গুণী সকলে।
খাটেনা ক বিদ্যা বুদ্ধি, আমি ভ্রান্তি না থাকিলে॥
দিগ্ ভ্রমের মত আমি, অন্তরে হই অগ্রগামী,
তদন্তরে প্রভু তুমি,
মোহিত করহ বলে॥

মহামোহ (সক্রোধে)। কি পাপিষ্ঠে! আমি অদ্বিতীয় নহি? তোমার সহায়ে কর্ম্ম সম্পাদন করি? আমার জীবনকে ধিক্! আমিই একেশ্বর,—আমার অধীন তোরা। স্ত্রীলোক হইয়া এত গর্ব্ব—বিশেষতঃ সমাজের মধ্যে! আমরা যদিও শিব শাস্ত্রাধীন বটে, কিন্তু সে শাস্ত্র কি সর্ব্বদা ব্যাবহারে আসিতে

পারে? পুরুষ হইয়া স্ত্রীলোকের এতাদৃশ গর্ব্ব কে সহ্য করিতে পারে? যে পারে, সে কাপুরুষ! পাপিষ্ঠে! তোমাতে আমার কোনও প্রয়োজন নাই, তোমার যথা ইচ্ছা গমন করিতে পার।

ভ্রান্তি (স্বগত)। উচিত বল্যায় আহাম্মক বেজার। যাহা হবার হয় হউক; এ সংসর্গে থাকিলে অপমানের শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছু হইবে না। আমি কাশী যাত্রা করি। এখন আমার কাশীবাস ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

রাগিণী আলেয়া। তাল আড়া।

গেল রে অবিদ্যা-বংশ গ্রাসিল বিদ্যায়।
আমি চলিলাম কাশী নির্ব্বাণের ঠাঁই॥
এত বলি শুভকরি, ভ্রান্তি গেলেন কাশীপুরী;
মোক্ষ এবে সানন্দে, শান্তিরস গায়।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

আত্মা (মূল কর্ত্তা) ও বিদ্যা।

মূলকর্ত্তা (আত্মা) অবিদ্যাঙ্গ পরিবার সকলকে না দেখিয়া "হা হতোস্মি" করতঃ মনে মনে নানারূপ দুশ্চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মহাতেজস্বিনী ভৈরবী মূর্ত্তি সম্মুখে দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন।

আত্মা। আসুন, আপনি কে? জননি! আপনাকে কখন ত দর্শন করি নাই। বোধ হয়, এ দুঃখীর দুরদৃষ্ট বিমোচনার্থে এ অসময়ে আগমন করিয়াছেন। যাহাই হউক, সংপ্রতি পরিচয় প্রদানে পরিতৃপ্ত করুন্।

বিদ্যা। ছি ছি নাথ! আমি আপনার অবিদ্যা-বিড়ম্বিতা চিরবিরহিণী বিদ্যাপত্নী।

আত্মা। আমার এতাদৃশ দুঃখকালে উপহাস করা কি আপনার কর্ত্তব্য?

বিদ্যা। হা কপাল! আমি আপনাকে উপহাস করিব? আপনি সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছেন? না হবেন বা কেন, অবিদ্যা পিশাচী আপনাকে ভূতে পাওয়ার মত পাইয়াছে। কাজে কাজেই বিস্মৃত হইয়াছেন। আচ্ছা, পরে সমস্তই স্মরণ করাইব। সংপ্রতি আশ্রয় প্রদানে পরিতৃপ্ত করুন্।

আত্মা। তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু স্মরণ ত করাইবে, পরে তুমিও ত আবার পাইয়া বসিবে না?

বিদ্যা। প্রভো! আমি যাহাকে পাইয়াছি, তিনি সাধারণ নহেন। তাহার সাক্ষী, কৈলাসে কৈলাসনাথ, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে আমি পাইয়াছি বলিয়াই তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া, সংসারে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এবং বিধি কর্ত্তা হইয়াছেন। অতএব আপনাকেও তাদৃশ গতি লাভ করাইব।

আত্মা (স্বগত)। উপযাচিকা ত্যাগ করা অনুচিত,। (বাহ্যে) বোস।

বিদ্যা আশ্বাসবাক্য পাইবামাত্র পতিকে আলিঙ্গন করিলেন; অর্থাৎ তুমি ব্রহ্ম এই কথাটী উপদেশ করিলেন।

বিদ্যা। হে প্রভো! আপনি পুরাতন অপঞ্চীকৃত ব্রহ্ম হইয়াও স্বপ্নবৎ পঞ্চীকৃত স্থূল অব্রহ্ম।

আত্মা। (স্বগত)! অব্যক্ত সুখে সুখী হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, চিরকালেরই হউক বা নূতনই হউক্, ইহাঁর সপত্নী সমান সমাদর করাই ভাল। (প্রকাশ্যে) ভাল, কি বলিলে, আমি সর্ব্বশক্তিমান্ পুরাতন, অপঞ্চীকৃত এবং ব্রহ্মময়, কি প্রকারে বিদ্যমান পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতময় নূতন। এই সকল দৃষ্ট বিরোধ জন্য বুঝিতে পারিলাম না। পারত যুক্তিযুক্ত করিয়া বুঝাও। আরও একটী কথা বলি, আমার আরও একটী পত্নী আছেন। তিনি পুত্র-পৌত্রাদি দলবলে বেষ্টিত হইয়া এই মাত্র আমার অজ্ঞাতে কোথায় গিয়াছেন, কিন্তু তিনি এখনই আসিবেন। অতএব তুমি এই বেলায় সতর্ক হও।

বিদ্যা। প্রাণকান্ত! আর পূর্ব্বের মত আমি সহজে ভুলিব না বা ছাড়িব না। আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা শীঘ্রই করিব। অবিদ্যা কর্ত্তৃক আমি আপনার নিকট হইতে তাড়িতা হইয়া, শ্রীমতী সরস্বতী দেবীর নিকট,

ধ্যানযোগ শিক্ষা করিয়াছি। এই মুহূর্ত্তে ধ্যানবলে পুত্র-পৌত্রাদি দলবল সৃষ্টি করিয়া দ্বারে দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত করিতেছি। পাপীয়সীর অন্তঃপুর-প্রবেশের ক্ষমতা থাকিবে না। আর আপনি যে পুরাতন ব্রহ্মময়, তাহা সিদ্ধান্তকরণে আমি যদিও শক্ত বটে, তথাচ ধার্ম্মিক একটী পুত্র ও ধার্ম্মিকা একটী বধূ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা আপনার সংশয়চ্ছেদন করিব।

এই বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞান নামক যোগে ধ্যানস্থ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে ধার্ম্মিক একটী পুত্র ও ধার্ম্মিকা একটী বধূ সৃজন করিলেন।

বিবেকনামক পুত্র ও গীতা নাম্নী বধূ "কিং করোমি" ইত্যাকার শব্দ করতঃ উপস্থিত হইলেন। দেবী তদ্দৃষ্টে আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানাইয়া স্বকীয় কার্য্য সাধনে আজ্ঞা করিলেন।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

শুন রে ধার্ম্মিক পুত্র পূর্ব্বের বৃতান্ত শুন।
পাপীয়সী অবিদ্যা মোর ভুলায়েছে প্রাণধন॥
রঙ্গভূমে দেখি তারে, পতির উদ্ধার তরে,
সৃজিলাম বাছারে তোরে, জাগাও আমার প্রাণের প্রাণ॥

বিবেক। যে আজ্ঞা বলিয়া গীতাদেবীতেই ক্ষণমধ্যে শমাদি পুত্র ও কন্যাগণ সৃজন করিয়া দ্বারে দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া বলিলেন, দেখ, সাবধান, অবিদ্যা বা তৎপুত্রাদি কেহ যেন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে না পারে। আমি মাতৃ-আজ্ঞায় পিতৃসমীপে চলিলাম, দেখ, এই সময়টুকুমাত্র রক্ষা করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আর কোন ভয় থাকিবে না। যত ভয়, আমি তাঁহার নিকট উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত।

শমাদি। যে আজ্ঞা, নিত্যানিত্য বিচার কুশলে থাকুক, ইন্দ্রিয়গ্রাম নিত্য সুখ প্রাপ্ত হইলে কখন অনিত্যে ধাবিত হইবে না। যদি স্বচ্ছন্দে ঘৃতান্ন পাওয়া যায়, তবে কি কেহ পর্য্যুষিতান্ন খাইতে ইচ্ছা করে? যে ঈশ্বরের নিমিত্ত ত্রিলোক উন্মত্ত, সেই ঈশ্বরকে যখন আপনি প্রত্যক্ষ করিবেন, তখন ব্রহ্মাদি পদও তুচ্ছ হইবে, অবিদ্যাদির প্রাতিভা কদাচ থাকিবে না। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া, স্বকার্য্য সাধনে গমন করুন্—অবিদ্যাদি নষ্টের ভার আমাদের উপর।

রাগিণী, পূরবী।—তাল আড়া।

নিত্য সুখ প্রাপ্ত হ'লে অনিত্যে মন যাবে না।
কিন্তু নিত্য পাব কিসে তাহার উপায় জানে না॥
তাই তুমি জানাইবে, প্রত্যক্ষ করে' দেখাবে,
অমনি মনে ধরিবে, ব্যুৎপত্তি দূর হবে না॥
নিত্য পেলে অনিত্যেতে, মন যাবে না কোন মতে,
তবে যাবে অভ্যাসেতে, আমরা তাতে স্থান পাব না॥
থাকি অন্তরের অন্তরে, বুঝাব ডেকে তোমারে,
অভ্যাস যাইবে দূরে, দিব নামেরি মন্ত্রণা॥
নাম ব্রহ্মচিন্তামণি, পিতা আমি সার জানি,
ভক্তিবলে শুধু আমি, থাঠাই তব মন্ত্রণা॥

অনন্তর সকলে অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা দ্বাররক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তৃতীয় অঙ্ক।

বিবেক ও মূল কর্ত্তা (আত্মা)।

বিবেক। পিতঃ! প্রণমামি।

পিতা। এসো, কে তুমি?

বিবেক। আমি আপনার পুত্র, আমার নাম বিবেক। বিদ্যা-মাতা পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করাইবার নিমিত্ত আমাকে পাঠাইলেন।

পিতা। আচ্ছা, তোমার কি বক্তব্য আছে বল।

বিবেক। পিতঃ! আপনি অনাদিকাল হইতে আত্মা নামে বিখ্যাত; আপনি সর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জিত ব্রহ্মোপাসক ছিলেন। অর্থাৎ সাকার নিরাকার, ব্যষ্টি সমষ্টিতে, অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গে অগ্নির অভেদত্ব বোধের মত, নিরাকারের অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। ক্ষুধাতৃষ্ণাদি জরা মৃত্যু প্রভৃতি দ্বারা বর্ত্তমান

সময়ের মৃত্ত অভিভূত ছিলেন না—নিত্য ছিলেন। তথাচ শ্রুতিঃ। "সদেব সোম্যেদমগ্রমাসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।"

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

(ওগো) পিতঃ অনাদি আত্মা ছিলা নিরাকার জ্ঞানী।
ব্যষ্টিসমষ্টি-বোধেতে উপাসিতা শক্তি জানি॥
ব্যষ্টি আছিল তোমাতে, সমষ্টি পরমাত্মাতে,
অন্তরাত্মা ইত্যাকার উপাসক যেই তুমি॥
ত্যাগে অত্যাগেতে করে, স্বভাবের ভাব ছেড়ে,
স্বযোগে শিবে তোমাতে এক দেখ স্বপ্ন মানি॥
স্বপ্নে শুয়ে একলা ঘরে, নানা বাসনা বিকারে,
দেখ্‌তে হয় অবশান্তরে, তেমনি জাগ্রত জানি॥
সে যেন সকলি মিথ্যা, এতে মন সকলি মিথ্যা,
সত্তামাত্র দ্রষ্টা উভস্থলে নিরাকার তুমি॥

পিতা। ভাল ভাল। তব বাক্য সকল অমৃতবৎ কর্ণকুহরে প্রবেশিয়া অন্তরাত্মা সুশীতল করিল। আরো বল।

বিবেক। পিতঃ! আপনি যে নিরাকার, সর্ব্বত্র সমরসময় এবং চিরস্বপ্নবৎ অপদার্থময় জগৎ যে আপনাতে ভাসমান, ইহা আপনি নির্ব্বাণ মুক্তিবিচারে দৃষ্টি করুন্। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, এই পাঁচটী দ্রব্য, উহারা চক্ষু আদির দ্বারা প্রত্যক্ষ। আবার উক্ত পঞ্চ পঞ্চীকৃত হইয়া এক একটীতেই দ্রষ্টব্য। দেখুন্, মৃত্তিকার কৃষ্ণবর্ণ ও কঠিনতা মৃত্তিকারই ভাগ, মৃত্তিকার শুক্লবর্ণ এবং শীতলতা জলের ভাগ, মৃত্তিকার লোহিতবর্ণ এবং ধাতু অগ্নির ভাগ। জলের শুক্লবর্ণ এবং শীতলতা জলেরই ভাগ, জলের লোহিতবর্ণ এবং পিপাসানাশক শক্তি অগ্নির ভাগ, জলের কৃষ্ণবর্ণ এবং গাঢ়তা মৃত্তিকার ভাগ। তেজের লোহিতবর্ণ এবং দাহিকাশক্তি তেজেরই ভাগ, তেজের শুক্লবর্ণ এবং রসোৎপাদিকা শক্তি জলের ভাগ, তেজের কৃষ্ণবর্ণ এবং গাঢ়তা মৃত্তিকার ভাগ। তথাচ শ্রুতিঃ।—"যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদিতি।" আকাশ ও বায়ু অপরিচ্ছিন্ন পদার্থ। সকল পদার্থেই উহার অস্তিত্ব বিদ্যমান।

এ কারণ পঙ্কের মধ্যে পঙ্ক অবস্থিতি করে। প্রত্যক্ষ মৃত্ত ও জাত, এতদুভয় দৃষ্ট করিয়া উক্ত পঞ্চীকৃত সৃষ্টি লয়যুক্ত অনুভব করুন্ এবং উক্ত পঞ্চলয়যুক্ত স্বীয় শরীরকে অনুভব করুন্। তদ্ভিন্ন অন্য দ্রব্য দ্বারা দেহ নির্ম্মিত নহে। বাল্যাবধি যৌবনানুভবে উক্ত পঞ্চ পান-ভোজন দ্বারা, শরীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং হইতেছে। গর্ভের সূত্রকালাবধি প্রসবকালানুভবে, শুক্র ও শোণিত এবং মাতৃভুক্ত অন্নাদি রস, লৌহ-চুম্বকের আকর্ষণের মত গর্ভস্থ পুরুষ আকর্ষণ করিয়া শরীর পোষণ এবং প্রবৃদ্ধ করিয়া গর্ভ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। শাস্ত্রে তাহাকেই পঞ্চীকরণ বলেন। যে প্রকার পঞ্চীকরণ অনুভবে প্রতীয়মান হইল, তাদৃশ পঞ্চত্বও অনুভবে প্রতীয়মান। পঞ্চীকরণ পান ভোজনের দ্বারা হইয়া থাকে। আহার্য্য দ্রব্যের অন্নরস পাকযন্ত্রে তিন ভাগে পরিপাক পায়। তাহার স্থূলভাগ মল, মধ্যভাগ মাংস ও অণুভাগ মন। ঐ প্রকার জলীয় রস তিনভাগে পরিপাক পায়। তাহার স্থূলভাগ মূত্রও মধ্যভাগ রক্ত, অণুভাগ প্রাণ। তাদৃশ অগ্নিরস পরিপাকান্তে তিন ভাগে বিভক্ত। তাহার স্থূলভাগ অস্থি, মধ্যভাগ মজ্জা, অণুভাগ বাক্; এই ত্রিবৃৎকরণানুভব হইলেই পঞ্চীকরণানুভব উপলব্ধি হয়। যেমন মাটী, জল, অগ্নি এই তিনটী দ্রব্য হইতে ঘটাদির উৎপত্তি হয়, ফলতঃ তাহাতে আকাশ-বায়ু না থাকে এমত নহে; কেননা, আকাশ-বায়ু অপরিচ্ছিন্ন পদার্থ,—সর্ব্বত্রই সমান অবস্থিত। যেখানে যাহা হয়, আকাশ-বায়ুর সহিত সহজ ক্রিয়া তাহাই বিদ্যমান থাকে। বিক্রিয়াও অবশ্যই ঘটে। একারণ ত্রিবৃৎকরণ হইতেই পঞ্চীকরণ অনুভব হইল। শ্রুতিপ্রমাণ যথা,—"যথা তু খলু সৌম্য সা, ত্রিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ একৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহীতি। অন্নাশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠধাতুস্তৎপুরীষমিত্যাদি।" অপি তু তত্ত্ববোধে।—"অন্নরসেনৈব ভূত্বান্নরসেনৈব বৃদ্ধিং প্রাপ্যান্নরূপপৃথিব্যাং যৎ বিলীয়তে তদন্নময়কোষস্থূলশরীরং।" সেই পাকযন্ত্রের পরিপাকশক্তি না থাকিলে যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, এ কথা প্রত্যক্ষ; সুতরাং প্রমাণান্তরের আবশ্যক নাই। পান-ভোজনের পূর্ব্বে পান-ভোজনের কর্ত্তার থাকাই সিদ্ধ। পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধিও অহঙ্কারাত্মক "দেহ, এবং সচ্চিদানন্দময়। দেহী এ সমস্তই নিরাকারের প্রকৃতি তথাচ ভবদ্গীতায়াং। "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো

বুদ্ধিরেবচ।৫ অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। 'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতা মহাবাহো য ইদং ধার্য্যতে জগৎ ॥"

আপনার অষ্টস্থল স্বচ্ছ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহস্রার, অর্থাৎ মস্তিক; হৃদয়ের অষ্টদল পদ্ম তাহা হইতে ন্যূন, ইহাকেই বৈকুণ্ঠ বলে। তথাচ শ্রুতিঃ—"ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকবৈকুণ্ঠভবনং গচ্ছতি তদিদং পুর পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনং তস্মাৎ তড়িদ্বৎ ভাসতে" ইত্যাদি। অপি তু গীতাসারে।—"হৃদিস্থিতং পঙ্কজমষ্টপত্রং সকর্ণিকং কেশরমধ্যনীলং। অঙ্গুষ্ঠমাত্রপ্রণবৈকগম্যং ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুং পুরুষং পুরাণমিত্যাদি"। অপি চ তন্ত্রে।—"ধর্ম্মকন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞাননালমনোহরং। ঐশ্বর্য্যাষ্টদলোপেতং পদ্মং বৈরাগ্যকর্ণিকং। স্বীয়হৃদ্‌কমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেন বিকাশিতং।"

ভ্রূমধ্যস্থল তাহা হইতে ন্যূন এবং কণ্ঠ, হৃদি দ্বাদশদল, নাভি, লিঙ্গমূল ও গুহ্যের ঊর্দ্ধস্থল। তন্মধ্যে সহস্রারস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রগত ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব, কূটস্থ বা ঈশ্বর বা প্রাজ্ঞ, চৈতন্যনামে ভুবনে চিরবিখ্যাত আছেন। মূলনাড়ীর ছিদ্র দিয়া, হৃদয়ের অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকার, কূটস্থের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া হিরণ্যগর্ভ তৈজসাত্মানামে ভুবনে চিরবিখ্যাত আছেন। সূর্য্য যেমন দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়েন, সেইরূপ উক্ত নাড়ীর ঊর্দ্ধগতি ভ্রূমধ্যস্থল পর্য্যন্ত হওয়াতে, তৎছিদ্র দিয়া প্রতিবিম্বিত কূটস্থের জ্যোতি ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত উত্থিত হইতেছে। সেই জ্যোতিই ভুবনে বিরাট্, বা বিশ্বনামে বিখ্যাত। চৈতন্য এই ধামত্রয়ের বিষয়ী। অপর কণ্ঠাবধি পঞ্চস্থান পরস্পর কূটস্থ হইতে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া, আকাশ, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররূপ বিষয় হইয়াছে। এবং বিষয় বিষয়িস্বরূপে চিরচৈতন্যাবস্থায় রহিয়াছে। পরে এক শশকজাতীয় পুরুষ পদ্মিনীজাতীয়া স্ত্রীর সহিত ব্রহ্মানন্দে মগ্ন আছেন; অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ নিরাকার নির্ব্বিকার সত্য বটেন; কিন্তু তাঁহার "আমি ব্রহ্ম" এমত জ্ঞান নাই। তাহা সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা, মৃত্যু, পুনরাবৃত্তি বিচারে প্রত্যক্ষ। সুষুপ্ত্যাদিকালে আমি থাকি এবং আমার চিচ্ছক্তিরও কোন ব্যাঘাত হয় না, কিন্তু জাগ্রৎ-সদৃশ প্রাথর্য্য থাকে না। কারণ, যে সংযোগে জাগ্রৎ হইয়া থাকে, সে কালে উল্লিখিত সংযোগ থাকে না। একারণ চিচ্ছক্তি চিরকালের দ্রব্য হইয়াও সংযোগের শক্তি হইয়া পড়িলেন। চৈতন্যেরই

আমি, তুমি, ঈশ্বর। বিচার শক্তি ব্রহ্মের বা আত্ম'র নহে। আমাদের এই জ্ঞান আছে যে, ব্রহ্ম পূর্ণ, আমরা অংশ। অংশ-পূর্ণ অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ এক পদার্থসিদ্ধ: দ্বৈতাভাবে আত্মাই পূর্ণ ব্রহ্ম, পূর্ণবোধে ভয় করা ভুল। এই ব্রহ্মানন্দে হরিসংকীর্ত্তনের আনন্দালিঙ্গনের মত আলিঙ্গনযোগে সঙ্গম উপস্থিত হইয়া, "অহং বহুসামপ্রজায়েয়" সঙ্কল্প, অর্থাৎ বর্ত্তমান রসে পরম পণ্ডিত হইয়া এবং অনেক প্রকার কৌশলে চিরস্থ করিয়া পরমানন্দ জন্মাইব। তৎপর হংসের অর্থাৎ প্রাণের বিচলন, তৎকারণ বীর্য্য নাশ। সেই হেতু ক্ষুৎপিপাসা ও তজ্জন্ত পান ও ভোজন নির্ব্বাহান্তে পুনরায় সঙ্গমসুখজনিত বীর্য্যনাশেও তজ্জন্ত ক্ষুৎপিপাসা পান ভোজন নূতন রসাস্বাদনে এইরূপ আরও নবনব রস আস্বাদনার্থ এবং সঙ্গমকাল কামনা সিদ্ধার্থ, প্রাণায়ামাদি নানা যোগ সৃষ্টি করিয়া, যোগাবলম্বনে উর্দ্ধরেতা হইলেন এবং তৎকালাবধি, মহাকালী-মহাকাল-নামে জগতে বিখ্যাত হইলেন। ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত না হইয়া দর্শনানন্দে এবং সজাতীয় না ঘটিয়া বিজাতীয় মিলন হেতু সঙ্গম জন্য বায়ুর ক্রূরতা ও ভক্ষণ জন্য শ্লেষ্মা জন্মায়। ক্রূর বায়ু দ্বারা সর্ব্বাঙ্গের স্বচ্ছতা আবরণ করায় প্রথমতঃ অলস, তদন্তে শয়ন বা কোন প্রকারে বিশ্রাম, পরে উক্ত শ্লেষ্মা উক্ত বায়ুদ্বারা কণ্ঠদেশের সমসূত্রে মেরুমধ্যে নাড়ীর ছিদ্ররোধ করাতে নিদ্রা উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন উপস্থিত করিল। পরে উক্ত শ্লেষ্মা উক্ত বায়ুর দ্বারা কর্ম্মের নিয়মানুসারে ক্রমশঃ হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া সুষুপ্তি হইল। ভাবী সময়ে কর্ম্মানুসারে সেই শ্লেষ্মা, সেই বায়ু গাঢ় হইয়া, সহস্রার অর্থাৎ মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হওয়ায় এবং তদাচ্ছন্ন করতঃ ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব, অভাব হেতু মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর অজ্ঞ অংশ স্বপ্নবৎ চৈতন্ত মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণের বাসনানুসারে স্বপ্নবৎ বাসনাময় আকার প্রাপ্ত হইয়া, তদাকারে প্রাণ সহকারে, অগ্নি, জল, তেজ, পরমাণুত্রয় প্রাপ্তে, সূক্ষ্মশরীর হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঞ্চিত এবং ভাবী, কর্ম্মানুসারে, স্বর্গ ও নরক ভোগানন্তর পুনরাবৃত্তি হইল। বিবেচনা করুন, স্বপ্নের কারণ বাসনা। তাদৃশ মৃত্যুর পর আকার ধারণের কারণও বাসনা, অন্য কিছু নহে। যদি ভোগ্য সকল ভোগ দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়, তবে স্বপ্ন হইতে পারে না, সুনিদ্রাতেই কালক্ষেপণ হয়। তাদৃশ ভুক্তভোগী যোগী পরিতৃপ্তকামী হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষন্ধ অর্থাৎ প্রারব্ধ ভোগাব-

সানে শরীর ত্যাগ পূর্ব্বক সাধারণের মত শরীর গ্রহণ না করিয়া, সর্ব্বাধার ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন, তাহাই নির্ব্বাণ মুক্তি। যে দ্রব্যে যাহা লয়প্রাপ্তি হয়, তাহার উৎপত্তির কারণও সেই দ্রব্য হইয়া থাকে। যে প্রকার ঘটাদি মৃত্তিকাতে লয় হয়, আবার মৃত্তিকা হইতেই উৎপন্না হয়, বর্ত্তমানাবস্থাতেও মৃণ্মাত্র থাকে; সেইরূপ শরীরাদি জগৎ মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মে লয় হইয়া থাকে। আবার কর্ম্মানুসারে অর্থাৎ জীবনযাত্রার শেষ সংকল্পানুসারে মহাপ্রলয়স্থ সুষুপ্তিবৎ কারণশরীর স্বপ্নবৎ ব্রহ্ম হইতেই বাসনাময় শরীর উৎপন্ন হইয়া, বর্ত্তমানে বর্ত্তমান হয়। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ও ব্রহ্মমাত্রই থাকে। ব্রহ্ম ভিন্ন কোন পদার্থই জগতে দেখা যায় না। এই প্রকার অনুভব করিলেই গূঢ়তত্ত্ব প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হয়। অতএব মহাশয়ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহেন। ব্রহ্ম নিরাকার। তিনি আমার বা আপনার আকার-প্রকারের মত নহেন। আমাকে দেখিয়া, আপনাকে দেখিতে মধ্যে যেটুকু অবকাশ অনুভূত হয়, তৎচৈতন্যস্বরূপ অর্থাৎ তিনি চিদাকাশস্বরূপ।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

তুমি নির্ব্বিকার নিরাকার ব্রহ্ম পদার্থত।
বিবেচনা করে দেখ আব্রহ্ম তৃণ জগত॥
সকলি ব্রহ্ম অদ্বয়, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য নয়,
স্বপ্নঃযথা দ্রষ্টাময়, আপনি হে ব্রহ্ম তাত॥

পিতা। তোমার অপূর্ব্ব যুক্তি শ্রবণে প্রাণ পুলকিত হইল। হে পুত্র! আবার বল।

বিবেক। হে পরমারাধ্য পিতঃ! আগে আপনি সন্ন্যাসী হউন অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদি ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বিত কার্য্যসিদ্ধার্থে যে সকল কর্ম্ম আছে, তাহার আশা একবারে ত্যাগ করুন্। স্ত্রীপুত্রাদি সংসারও পরিত্যাগ করুন্। আপনি তবেই আমার কথা সর্ব্বতোভাবে অনুভব করিতে পারিবেন।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়াঠেকা।

মিথ্যা সংসারে কামনা রবে পিতা যত দিন।
মুক্তি না হয় অনুভব তত দিন বেদ বচন।

আত্মা যবে ব্রহ্ম ভাবে, লয় পাবে কারণাভাবে,
সকল জ্বালা মিটে যাবে, হবে সুখ দুঃখ হীন ॥

পিতা। রে বিবেক! তোমার বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া, আমার কিঞ্চিৎ প্রেমোদয় হইতেছে দেখিয়া কি যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে লাগিলে? আমার অন্যপক্ষের পরিবারবর্গ ত্যজ্য বটে, কিন্তু এখন যাহা বুঝিলাম, তাহাতে তোমরা যে আমার কথনই ত্যজ্য নহ, তবে কি নিমিত্ত সন্ন্যাসী হইতে বল।

রাগিণী বিভাষ।—তাল আড়া।

সুখময় এ সংসার কিসের লাগি ছাড়িব।
এমন দুরন্ত বাক্য কিসের লাগি শুনিব।
নূতন নূতন রসে, নব পল্লব প্রকাশে,
অমৃতময় ছায়াতে, সদাকাল নিবাসিব ॥

বিবেক। প্রভো! আপনি পূর্ব্বকালে অংশ-পূর্ণজ্ঞানে, আত্মা ব্রহ্মবিম্ব প্রত্যক্ষে "অহং ব্রহ্মাস্মীতি" মন্ত্রের মর্ম্মে মর্ম্মী থাকিয়া, ধ্যান-ধারণারূপে সর্ব্বথা ব্রহ্ম উপাসনা করিতেন, এক্ষণকার মত রমণাদি লীলা-খেলা করিতে জানিতেন না। বর্ত্তমান বালক-বালিকাদের মত স্ত্রী ও পুরুষের চিহ্ন ছিল বটে, কিন্তু কোন কার্য্য ছিল না। তথাচ শ্রুতিঃ।—"পূর্ব্বে বেদা বালবৎ তিষ্ঠন্তীতি।" অর্থাৎ বর্ত্তমান মৃত-জাতস্বরূপ জগতের পূর্ব্বে ব্যক্তি সকল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন এবং শৃঙ্গাররস জানিতেন না। এক্ষণ স্ত্রীবিষয়ে বিষয়ী হওয়াতে, অর্থাৎ যৌবনস্বভাব প্রাপ্তে হংসের বিচলন জন্য মস্তিষ্ক উত্তাপিত হইয়া বীর্য্যনাশ হওয়াতে ক্ষুৎপিপাসা জন্মাইয়া ভক্ষণ ও তৎজন্য দেহ উপস্থিত হইয়া তন্নাশে নাশ প্রাপ্তবৎ হইতেছেন। সেই হেতু দিন দিন হীনবীর্য্য হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মৃত হওয়াতে "জাতোহং মৃতোহং" ইত্যাদি জ্ঞানবান্ হইয়াছেন। অতএব যাবতীয় বিষয় এবং তদ্বাসনা কায়মনোবাক্যে ত্যাগ ভিন্ন জ্ঞানাঙ্কুর জন্মাইবে না। তাহা না জন্মাইলে শাখা-পল্লবাদিস্বরূপ অনুভব কি প্রকারে জন্মাইতে পারে।?

রাগিণী ঝিঁঝিট।— তাল যৎ।

বৈরাগ্য আসনে জ্ঞান হেন শোভা পায়।
পবনে আগুনে যেন মিলিত দেখায় ॥

অথবা অযোধ্যাসনে, লঙ্কাজয়ী রামসনে,
কিঞ্চিত দৃষ্টান্ত, মিলে অন্তরেতে দিতে নাই॥

পিতা। বিবেক! তোমার বাক্য সকল সুতীক্ষ্ণাস্ত্রের মত আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া, অবৈরাগ্য পূর্ণ অন্তর-কাননকে ছেদন করিয়া, মনকে উদাস করিয়া তুলিল। আমার পূর্ব্ব হইতে শুনা আছে, ত্যাগ ভিন্ন দুঃখের একবারে বিনাশ হয় না। ত্যাগীরই অন্তরে সুখপ্রবাহ বহে। আর আমায় কোন না কোন একদিন বর্ত্তমান সামাজিক ধর্ম্মে অবশ্য এ দেহ ত্যাগ হইবে সন্দেহ নাই। তোমার বাক্যানুসারে বোধ হইতেছে, তোমার ধর্ম্ম সিদ্ধ ধর্ম্ম,—অবশ্য মোক্ষেরও সোপান বটে সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, আমাকে অদ্য বা শতাব্দে এ জন্তুদেহ ত্যাগ করিতেই হইবে, সুখ-সম্পদাদি ত দূরের কথা। আবার শাস্ত্রে আছে, সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া নিরালম্ব না হইলে সঞ্চিত কর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার যে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। চৌরাশী লক্ষ যোনি সে বিষয়ে বিদ্যমান। ইহাও শাস্ত্রে আছে, সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরারাধনা করিলে, কালে ঈশ্বরের কৃপাতে, আত্মজ্ঞানী হইয়া মোক্ষ হয়, অর্থাৎ মৃত-জাত সংসার-প্রবাহ হইতে অমৃত-অজাত সুখপ্রবাহে ভাসমান হয়। তথাচ শ্রুতিঃ।—"ন কর্ম্মণা, ন প্রজয়া, ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" ইত্যাদি। তখন আমার সন্ন্যাসী হইবার দোষ নাই, ফলাফল চিন্তা অনাবশ্যক। মৃত্যু না থাকিলে ত্যাগ করায় দোষ ছিল। মৃত্যু বিদ্যমানে, ত্যাগোহপি পরমশ্রেয়ঃ।

রাগিণী বিভাষ।—তাল আড়া।

মরণঃযখন আছে ছাড়িতে কি দুঃখ তবে।
পাই বা না পাই ঈশ্বরে, তাহে ক্ষতি না হইবে॥
পাইলে পরম সুখ, না পাওয়ায় না ভাবী দুখ,
ভবিষ্যতে সুখ দুঃখ, পণ্ডিতে কভু না ভাবে॥
যে কাঁদবে সে কাঁদুক আজি আমার ক্রন্দন কাঁদলাম আজি,
কি লাগিয়া মন পাজি, ভাঙ্গা ঘরে গোঁজা দিবে॥

রে পুত্র! আমি সর্ব্বাশা ছাড়িলাম। তুমি চিত্তের কপটতা ত্যাগ করিয়া

বল। আমার এক্ষণ মৃত্যু ও জন্মরূপ সংসার নিবারণ করাই একান্ত প্রয়োজন। কামাদিরা জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হউক, আর যেন স্মৃতিপথে উদয় না হয়।

বিবেক। হে পিতঃ! আপনার যেরূপ শরীর চৈতন্য, আমারও সেইরূপ শরীর চৈতন্য এবং পিপীলিকাদিরও তাদৃশ। ছোট বড়তে ইতর বিশেষ হয় না। যেমন ছোট ঘট এবং বড় জালার মাটি একই পদার্থ, কেবলমাত্র কুম্ভকারের বাসনাতে নানাপ্রকার আকারভেদে তাদৃশ ভাসমান মাত্র, তদ্রূপ কৃত কর্ম্মানুসারে নানাপ্রকার আকার এবং গতিভেদে সমস্ত ভাসমান মাত্র। সঙ্কল্পশক্তিও সর্ব্বত্র সমান। কেবলমাত্র শশক, মৃগ, বৃষ, অশ্ব এবং পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী, হস্তিনী, এই চারি প্রকারের পুরুষ ও স্ত্রী সংসারের মধ্যে দেখা যায়। বর্ত্তমানে ইহাদের প্রথমে জাতি-মিলনের কোন বিধি না থাকায় যথেচ্ছ মিলন হয়। পরে, শাস্ত্র থাকাতেও সে বিচারের দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করেন না। সেই হেতু সজাতীয়, বিজাতীয় সংসর্গে নানাপ্রকার বাসনা জন্মাইয়া নানাপ্রকার আকার এবং গতি দৃষ্ট হয়,—ব্যক্তিত্ব একই। যেমন কখন গার্হস্থ্যবিহিত কর্ম্মের চেষ্টা, কখন সন্ন্যাসবিহিত কর্ম্মের চেষ্টা, কখন শ্রেষ্ঠ, কখন ভ্রষ্ট। এক প্রকার ইচ্ছা চিরকাল সমান থাকে না। গার্হস্থ্যের ইচ্ছা ত্যাগ হইয়াছে, সন্ন্যাসের ইচ্ছা হইতেছে, এই সন্ধির সময় যে চৈতন্য, শাস্ত্রে তাহাকেই চিদাকাশ বলেন। সেই চেতন্যই সর্ব্বাধার এবং সর্ব্বকর্ত্তা। পদ্ম পত্রের জলের মত, বা কূটস্থ দ্রব্যের মত কামনাদি চৈতন্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। অতএব সদসৎ কামনা ত্যাগ করিলে, কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বত্র সমান হয়। আবার বলা বাহুল্য যে, কর্ত্তাও ত স্বাধীন নহেন। ব্রহ্মাত্মার সংযোগের নাম শক্তি। যিনি কর্ত্তা, তিনি অস্মিন্ শরীরের চৈতন্য, সেই চৈতন্য স্বচ্ছ শরীর এবং ব্রহ্মের অনাদি সংযোগের শক্তি। উক্ত হেতু বিয়োগে-সাক্ষী সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা, মৃত্যু, নির্ব্বাণ, মহানির্ব্বাণ। হে পিতঃ! আপনি কর্ত্তা, ভোক্তা, ভোগ্য, কামনাদি কিছুমাত্র নহেন। কেবলমাত্র মনে মনে কর্ত্তৃত্ব অভিনিবেশ করিয়া নানা আকার এবং নানা গতি প্রাপ্ত হন। ফল কিছুতেই লিপ্ত রাখিতে পারে না।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়া।

অচ্যুত পদার্থ তুমি তুরীয় নামে বিখ্যাত।
যাতায়াত মৃত-জাত সুষুপ্তি স্বপ্ন জাগ্রত॥
তোমার মধ্যেন্তে করে; দেখ অনুভব করে,
যেমন নদী ভিতরে সমুদ্র জোয়ারের মত॥
যেমন মূর্খ পণ্ডিত, এক হও মনুষ্যত্বে,
তাদৃশ জীব পরম, স্বপ্নোপম নিরাকৃত॥
হে পিত! পরীক্ষা কালে, অগ্নিকুণ্ডে বা সলিলে,
উত্তীর্ণ পতিত বলে, সত্য ফলে যেই মত॥
বিচারি দেখিতে হয়, অগ্নি ত দাহিকাময়,
কামনায় ক্ষয়োদয়, হেতু বপু কাম কৃত॥

হে পিতঃ! আপনি মনে মনে কামনাকে ত্যাগ করিয়া দেখুন, আপনাকেও দেখিতে পাইবেন না। সেইরূপ পূর্ব্ব পুরুষত্ব ভোগাবসানকাল পর্য্যন্ত থাকিলে অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত থাকিলে। আর সাধারণের মত শরীর-ধারণ না হইয়া, সর্ব্বাধার ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইবেন। বর্ত্তমান সময় খাদ্য-খাদকরূপে ব্রহ্মময় আছেন, সে কালে ব্রহ্মমাত্র থাকিবেন। বাসনাই সকল বিষয়-বিষয়ীর কর্ত্তা। অতএব নিষ্কামত্ব পুনঃপুনঃ ইচ্ছা করিয়া ইচ্ছার সিদ্ধ শক্তি দ্বারা নিষ্কাম অভ্যাস পূর্ব্বক নিরালম্ব হউন্। তথাচ যোগার্ণবে। —"নিবৃত্তানাং নিবৃত্তানাং আশাং লুম্পন্তি লম্পটাঃ। তস্মাদেব হিতো যোগী সর্ব্বদাভ্যাসমাচরেৎ।"

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়া।

তুমি কেও নও কেবল ব্রহ্ম দেখতে হলে।
এত লীলা করেমাত্র সংযোগে দ্রব্যের বলে॥
বিয়োগে কিছুই নাই, বিচারহ তিন ঠাঁই,
জাগ্রত স্বপ্ন, সুষুপ্তি, দেখিতে পাইবা বলে॥
সুখীঃ দুঃখী বদ্ধমোক্ষ, অহঙ্কার মাত্র সাপক্ষ,
শির হীনের শিরপীড়া, কত তা বুঝাব বলে॥

একবস্তু দ্বিপ্রকার, প্রকাশ্য প্রকাশক হেরে,
মলিন প্রকাশ তার, প্রকাশক স্বচ্ছ মিরে ॥
চিরকেলে এ ব্রহ্মাণ্ড, পাপে করে লণ্ডভণ্ড,
স্ত্রী পুরুষ যোগে পাপ, ঘটিয়াছে কোন্ কালে ॥

হে পিতঃ! শান্তি লাভের দিকে মন দেন। স্ত্রীগণের সহিত কামভাবের আলাপ এবং কামঘটিত কার্য্য সমুদায়ের আশায় একবারে জলাঞ্জলি প্রদান করুন। তাহা করিলে, আমাদিগকে অন্তরেই প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং দিন দিন শান্তিরসের উদয় হইলে সহজেই স্থির থাকিতে পারিবেন।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়া।

আমার জননী পিত, যদি একবার মনে ধরে।
তবে দিনে দিনে বাড়ে রস অন্তরে অন্তরে ॥
সহস্র ষোড়শীগণে, সেবিলে তাহে নির্জ্জনে,
সেদিকে না যাবে মন, ধন্য মানি আপনারে ॥
রমণী সহ বিলাসে, উভয় পক্ষ বিনাশে,
রক্ষা করে আত্মোল্লাসে, আপনারে রক্ষি সংসারে ॥
সে লাগি ও রস ছাড়ি, গাত্রকুণ্ড সম করি,
হস্তপ্রাপ্ত সুখ সম, তুচ্ছ তুচ্ছ তুচ্ছ করে ॥
সহজ ঈশ্বর সেবা, লভিবা সহজ কৃপা,
আত্মতত্ত্বে পরতত্ত্ব, পর প্রকাশেতে হেরে ॥

আত্মা। আহা! বাছার কথা সকল যেন অতি বৃদ্ধ জ্ঞানীর মত। সত্যইতো বটে, চিরকাল শুনিতাম, যে জীব সেই শিব। আবার আহ্নিকের সময় ধ্যানে সোহংভাবনার স্থলে যে কেবলান্ধকার দর্শন করিতাম, অথবা বাজারে অভিলষিত দ্রব্য ক্রয় করিতাম, আজ বাছার কথায় মনার্পণ করিয়া সেই সকল কার্য্যে প্রকৃত অধিকারী হইলাম। আজ আমার শুভদিন! দ্বিজ শব্দের মর্ম্মার্থ আজ জানিলাম, আজ আমার ভূতশুদ্ধি হইল। বেদাদি শাস্ত্র-লিখিত দেব-দেবীর অস্তিত্বে চিত্তের যাবতীয় সংশয় নষ্ট হইল। আজ আত্মানুভব করিয়া মনে মনে সাহস হইল যে ইষ্ট দেবতার দর্শন নিতান্তই পাইবু। আমি

চিরদিন স্বকৃতকর্ম্ম ভোগ করি, আমার উৎপত্তি, স্থিতি, ধ্বংস আমা হইতেই হয়। ধর্ম্মরাজ যমকে এবং বিধাতাকে যে বৃথা দোষারোপ করি, সে সমস্ত আজ জানিলাম। আমার কোন কর্ম্ম অসাধ্য নাই, যত্ন করিলে সকলই করিতে পারি। কেবল যে অযত্নে সকল নষ্ট করি, সে সকল তত্ত্বও আজ জানিলাম। আবার আমার বিশেষ করিয়া কোন কর্ত্তৃত্বও নাই, তাহার কারণ যে, সংযোগ-কর্ত্তা এবং সংযোগ বিয়োগশূন্য শাস্ত্রযোনি গুরুদেব নিত্য বিদ্যমান আছেন। তিনি আমাদের কর্ম্মানুসারে সর্ব্বকালে সর্ব্বফল প্রদান করিতেছেন, এবং শাস্ত্রাদি দ্বারা সুপথ, কুপথ, দর্শাইতেছেন। আরও জানিলাম যে, আমি সর্ব্বদা জ্ঞানধ্যান দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হই, এবং তাহার অভাবে বদ্ধ থাকি। আমি যে সংযোগের শক্তিতে ভাসমান, তাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি বিচারে স্পষ্টীকৃত। তথাচ যোগার্ণবে। "আকাশে তিষ্ঠতে সূর্য্যো মুনি স্তিষ্ঠতি ভূতলে। উভাভ্যাং জায়তে বহ্নিঃ কর্ত্তৃত্বং কস্য জায়তে। অনিচ্ছা তত্র সূর্য্যস্য মুনিরিচ্ছা ন বিদ্যতে। অনিচ্ছাসহিতো বহ্নির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। মুনিঃ সূর্য্যঃ সমশ্চৈব স্বভাবে নাস্তি কারণং। মুনিসূর্য্যপ্রভাবোয়ং জ্ঞাতব্য-স্তত্ত্ববেদিভিঃ। অকর্ত্তাপি কর্ত্তৈব ভবত্যেব স্বভাবতঃ।" এই অকর্ত্তা মাত্র জগৎ স্বভাবেতে কর্ত্তা সাজিয়াছেন। যদি কেহ এই অনিবার্য্য ইচ্ছাকে নিবারণ করিতে পারেন, তবে অন্ত-দেহ প্রারব্ধ ভোগশেষে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর এই তিনটীর কোন চিহ্নই থাকে না, সেটী স্বপ্নানুভবে আজ জানিলাম। এই অকর্ত্তা মাত্র জগতের বিলক্ষণ। বিলক্ষণ দ্বিতীয় জন্মাদি, অথবা বিশ্ব জন্মাদি এবং বেদযোনি অর্থাৎ যে ব্রহ্মণ্যদেব বেদকে প্রকাশ করিয়া তিনি আছেন, তিনি সর্ব্বকর্ত্তা, নিয়ন্তা, ইহা ঋষি সকল দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। ঈশ্বর জগতের পাপপুণ্য জন্য দুঃখ বিনাশে হর্ত্তা, আবার প্রকাশকালে মানস পুত্রাদির দ্বারা পরম্পরাতে সৃষ্টি জন্য কর্ত্তা এবং শাস্ত্রাদি দ্বারা কর্ম্মজনিত জগতের শৃঙ্খলা বিধান জন্য বিধাতা। তথাচ শারীরিকসূত্রে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।" হায়! আমি এমনি দুর্জ্জন ছিলাম, যে অতি নিন্দনীয় কার্য্যে আসক্ত থাকিয়া প্রাণের প্রাণ ব্রহ্মবিদ্যাকে একবার স্মরণও করিতাম না। এত দিনে প্রকৃত ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিলাম, এতকাল মৃত ছিলাম। ভারতধর্ম্ম আমার ধর্ম্ম অর্থাৎ আমার বিদ্যমানতায়

বিচার যাদৃশ প্রত্যক্ষ, তাদৃশ—এরূপ আর কোন ধর্ম্মেও নাই। ভারতের বীর সকলের এবং ঋষি সকলের চরিত্রের কথা যাহা শুনা যায়, তেমনটী আর কুত্রাপি শুনিতে পাওয়া যায় না। বিবেকের একটী কথাও মিথ্যা নহে। আমি নূতন হই বা পুরাতন হই, একই ব্যক্তি। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং সেই আকাশই বায়ু হীন হইলে, বা বায়ুবিবর্জিত যে স্থল, সেই ব্রহ্ম অর্থাৎ অসীম, এই ছয় প্রকার ব্রহ্মের আকার ভেদে দৃশ্যস্পৃশ্য বোধগম্য হইতেছে। উক্ত ছয়টী পান, ভোজন, শ্বাস, প্রশ্বাস, বিচরণ, চৈতনাদির দ্বারা বিদ্যমান আছি। ষষ্ঠাংকও ত্যাগ করিতে পারা যায় না। যদি অন্ন, জল, অগ্নি এই তিনটীকে যত্ন করিলে ত্যাগ করিতে পারি বটে, কিন্তু তাহা করিলে এরূপ বিদ্যমান থাকে না, পূর্ব্ব ভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারি, তাহাও সাধারণের সাধ্য নহে;—সাধন ব্যতীত ঘটে না তখন উক্ত ষষ্ঠময় আমাবধি যে জগৎ তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও দেখিতে হইবে, পান ভোজন কার্য্যের পূর্ব্বে পান-ভোজনের কর্ত্তা, আমাবধি সর্ব্বত্র ব্রহ্মময়। স্বপ্নবৎ স্থূলাভিন্না ব্রহ্মের ন্যূনা প্রকৃতির অস্তিত্বও সত্য, কারণ তাহা না থাকিলে, পান, ভোজন এবং পান ভোজন দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্তি সম্ভবে না। তথাচ—"বাল্যাদ্‌যৌবনমাপশ্য বাল্যাদ্‌গর্ভরুচ্যাদিমম্। বিবেকাৎ পশ্য ভো ধীর হ্যাত্মা দেহাদ্বিলক্ষণং।"

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়া।

পঞ্চীকরণ যোগেতে বর্ত্তমান এ জগত।
পঞ্চত্ব ভাবিয়া দেখ একমাত্র নিরাকৃত॥
জড় সর্ব্বশক্তিমান্, সংযোগে চিত্তবিধান,
সংযোগ পঞ্চীকরণ, উৎপত্তি ধ্বংস বর্জ্জিত॥
চিরকাল আছি আমি, কর্ম্ম বিচারিয়া জানি,
আমি থাক্‌লে সর্ব্ব থাকে, সর্ব্ব দেখি মম মত॥
স্বপ্নোপম মিথ্যাময়, দ্রষ্টারে ত্যজিতে হয়,
চিত্তজাত দ্রষ্টা হয়, চিত্ত সংযোগেতে জাত॥
সুষুপ্তি দেখ বিচারি, আপনি উঠবে প্রচারি,
জড় ধর্ম্মী নির্ব্বিকারি, সিদ্ধ আমি স্বভাবত॥

বিবেক। (সসন্তোষে) হে পিতঃ! আপাততঃ যে সমস্ত অনুভব করিলেন, উহা হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতস্বরে প্রণব বা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ অনুভব করুন। আপনিই অভ্যাস যোগ দ্বারা বাহ্য চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া, দৃষ্টি অন্তরে অর্থাৎ হৃদয়স্থ অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকারে প্রবেশ করিয়া স্থির হইবে অর্থাৎ সবিকল্প সমাধি হইবে। অথবা কুম্ভকের পূর্ণ সাহায্যে সহস্রার পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি হইবে। সেই সমাধির ফলে বহুদর্শী হইবেন। আর কোন কালেও আত্মজ্ঞানাভাব হইবে না। মৃত জাত সংসারীর সঙ্গে আহার বিহার করিয়াও লিপ্ত হইবেন না, অর্থাৎ তাহাদের ভাবের ভাবি হইবেন না, বা তৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে শোকাদি জন্মিবে না। তথাচ জ্ঞানানন্দলহর্য্যাং। "পুরে পৌরান্ পশ্যন্ নরযুবতি নামাকৃতিময়ান্ সুবেশান্ স্বর্ণালঙ্করণকলিতাং চিত্রসদৃশান্ স্বয়ং সাক্ষী দ্রষ্টেত্যপি চ কলয়ন্ স্তৈঃ সহ বসন্ মুনির্ন ব্যামোহং ভজতি গুরুদীক্ষাক্ষততমা ইত্যাদি।........।

রাগিণী ললিত বিভাষ।—তাল আড়া।

প্রাণের সংযম কর পার্শ্ব ছাড়ি মধ্য ধরি।
যোগাসনে জিহ্বা লয়ে, ঊর্দ্ধ জিহ্বায় যোগ করি॥
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর বায়ুস্থান,
বিশুদ্ধ আজ্ঞাখ্যে মন, ক্রমে ক্রমে ভেদ করি॥
হৃদয়গুহায় অষ্টদলে, বৈকুণ্ঠে যাইবে চলে,
ভাগ্য বলে ঊর্দ্ধ হলে, হবে গোলোকবিহারী॥
সেই ধাম সহস্রার, ব্রহ্মরন্ধ্র ঊর্দ্ধ তার,
তদ্ভেদি হয়ে বাহির, শিব শক্তিদ্বয় হেরি॥
ইচ্ছা হলে লয় হবে, সুখ দুঃখ দুই যাবে,
নতু পুনঃ প্রবেশিবে, রবে সুখ দুঃখ ছাড়ি॥

হে পিতঃ! যোগ করিবার কালে মন যদি নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় চিত্তস্থির করিতে না পারেন, তবে যে যে বিষয়ে মন গমন করিবে, সেই সেই বিষয় আত্মানুভবে সমরস বোধে ব্রহ্মময় সর্ব্বত্র দেখিয়া চিত্তে

ধারণা করিবেন। তথাচ ত্রিপঞ্চাঙ্গযোগে।—"যত্র যত্র মনো যাতি,ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ। মনসো ধারণাঞ্চৈব ধারণা সা পরা মতা॥" তাহা করিলে সত্য দরশনের ফলে বিষয় ব্রহ্ম দৈত বোধাভাবে চিত্তের ধারণা বৃদ্ধি পাইয়া শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। এই উপায় ভিন্ন মন জয় করিতে সুলভ উপায় আর নাই।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়াঠেকা।

মন-মরা যোগে চিত্ত মনোযোগ কর।
যত্র যত্র যাতি মন, তত্র ব্রহ্ম বিহার॥
পঞ্চীকরণ নিহারি, লক্ষণানুভব করি,
ভাগে ত্যাগে লক্ষ্য ধরি, স্বপ্নোপম অহঙ্কার॥
শম দম আচরিয়া, নিত্যানিত্য বিচরিয়া,
মিথ্যা ছাড়ি সত্য লয়া, অহঙ্কৃতি বুদ্ধি ছাড়॥
সংযোগে সকলি করে, দেখ সুষুপ্তি বিচারে,
অকর্ত্তা জাগিয়া কর্ত্তা, সত্য কথা মোক্ষ সার॥

আত্মা। তথাস্তু, আর কালবিলম্বের প্রয়োজন কি? এক্ষণে যোগানুনিষ্ঠ হইয়া সমাধি করাই পরম মঙ্গল।

আত্মা। (সমাধিস্থ হইয়া) আমি কে, জগৎ কে, কর্ত্তা কে, কোন দ্রব্য ও কি উপায় দ্বারা এই জগৎ নির্ম্মিত? আমি সর্ব্বশক্তিমান, সচ্চিদানন্দময় আত্মা, অর্থাৎ ব্রহ্মের মূলা প্রকৃতি যাহা, জগতও তাই। আমাদের বাসনাই কর্ত্তা, চৈতন্যই দ্রব্য, আমাদের পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফল উপায়। শৃঙ্গার রস হইতে মৃত জাত, এবং সত্ত্ব, রজ, তমঃ ত্রিগুণাত্মক জগদ্রূপ বিনির্ম্মিত। অতএব বায়ুরোধ দ্বারা সর্ব্বত্র আত্মানুভবে ব্রহ্ম দর্শনে মনোজয় করণানন্তর জ্ঞান ধ্যান ধারণার দ্বারা সমাধি করাই শ্রেয়ঃ।

রাগিণী মল্লার।—তাল আড়া।

সুলভে তরিতে ভব, জীব ভাল যুক্তি আছে।
মনরাজ্য ত্যাগ করি, বস হৃদয়ের মাঝে॥

শিবের শাস্ত্র উকাশি, সোহং বাক্যে তত্ত্বদর্শি,
লক্ষণায় অহং ব্রহ্মাস্মি, পঞ্চীকরণ, তত্ত্ববুঝে।
করিতে নিদিধ্যাসন, প্রাতঃকৃত্য করি ধ্যান,
পুনঃ করি দেবীধ্যান, পূজ আত্মতত্ত্বেমজে॥

হে বিবেক। তব সহ আলাপে অন্তরে যাদৃশ ভাব দৃষ্ট করিলাম, বাহে তাদৃশ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেও বিস্মরণ হইয়া যায়। হে পুত্র! জড়ের এতাদৃশ শক্তি! জড়ই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম।

রাগিণী আলেয়া।—তাল আড়া।

জড়ের শক্তিতে করে এ ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ফিরে।
বলা যায় না সে সব কথা তবু বলি অল্প করে॥
নিয়মে চৈতন্যময়, ভুবন চিরই রয়,
সুষুপ্তিতে দেখতে হয়, সংযোগেতে জড়ে জড়ে॥
বিয়োগে শবে নিহার, যে চৈতন্য ভোগ কয়,
সংযোগে চির জাগ্রত, ব্রহ্মে আর স্বচ্ছশরীরে॥
ব্রহ্মের মলিন ভাগ, আত্মা নামেতে বিভাগ,
মলিন স্বচ্ছ সংযোগ, একবস্তু দ্বিপ্রকারে॥
মরণে দর্শণ পেলাম, ভাগ্যে মলাম সেই বাঁচিলাম,
রণজয়ী শূর হলাম, মনের সনে রণ করে॥

আরও শুন। পূর্ব্বে যে ব্রহ্ম উপাসক ছিলাম, সে উপাসনাই আমাবধি, সাবয়ব পদার্থ মাত্রই প্রকৃতি, অর্থাৎ অংশ। নিরাকার পদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম পূর্ণ পুরুষ ও পূর্ণ প্রকাশক। অংশ-পূর্ণ সূর্য্য প্রকাশের মত এক বস্তু বোধে, অহং ব্রহ্মাস্মীতি মন্ত্রার্থকে ধ্যান ধারণারূপ ব্রহ্ম উপাসনা করিতাম। নির্ব্বান নির্ব্বাণ জ্ঞান ছিল না। এক্ষণে মরণের পরকাল, জন্মের পূর্ব্বকালানুভবে আমাবধি সাবয়ব পদার্থমাত্রই নিরবয়ব পদার্থ ইহা নির্ব্বাণানুভবে, এবং মহা প্রলয়ানুভবে নিঃসংশয় চিত্তে জানিলাম। সাবয়ব পদার্থ অনাদি স্বপ্নবৎ নিরবয়বের মধ্যে বিদ্যমান। নিরবয়বের নিত্যত্বে সাবয়ব এতদ্বিত্ত কার্য্য করিয়াও স্থূল ও সূক্ষ্মে নিত্য বিদ্যমান আছেন।

কেবল নির্ব্বাণ মুক্তিতেই নিরবয়বের মধ্যে লয় হন। তাহাতে অস্তিত্ব বলা যায় না; যেমন জলবিন্দু জলমধ্যে লয় হয়, তাদৃশ। আমাকে মারিতে, তারিতে, আমিই কর্ত্তা। তথাচ ভগবদ্গীতায়াং।—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। বন্ধোরাত্মাত্মনো যস্য যেনৈবাত্মাত্মনাজিতঃ। অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।" এক্ষণে যোগানুষ্ঠান করিয়া, জীবন্মুক্ত হইতে, বা অহঙ্কারাবধি সর্ব্বাশা ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবে, অথবা চিরবদ্ধ যেমন আছি তাহাই থাকিতে, এক আমার কর্ম্মেরই সামর্থ, তাহা অদ্য জানিতে পারিলাম।

রাগিণী ভৈরবী।— তাল আড়া।

মিথ্যা অভিযোগ করা বিধাতার উপরে।
বন্ধ মোক্ষ মরি তরি, দেখি নিজ কর্ম্মে করে॥
হেলায়ে শ্রদ্ধায়ে ইষ্ট, পুজে না পূজিল ইষ্ট,
হেন না দেখিতে পেলাম, জন্ম জুড়ে তর্ক করে॥
চিরকাল হিংসি পরে, সুখী ভুবন ভিতরে,
দেখিতে না পেলাম্ আমি, যা মতিঃ সা গতিঃ ওরে॥
যেই মত ছাত্রগণ, করি সদা অধ্যয়ন,
পাইতে পরীক্ষা পত্র, যায় যেন রাজদ্বারে॥
সেই মত কর্ম্মফল, বিধাতা দেন সকল,
কর্ম্মে কর্ত্তা অহমাত্মা, জানিলাম বিশেষ করে॥

ক্রমশঃ—

বাঙ্গালায় ধর্ম্মপ্রচার।

দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যে একই সামগ্রী নানা রূপ ধারণ করে, ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ এবং সর্ব্বজনবিদিত ব্যাপার। যে সাধ করিয়া, যে উচ্চ-আদর্শ মানসচক্ষে প্রতিফলিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, তাহা লোক-সংঘর্ষে বিশেষ-ম্লান হয় সন্দেহ নাই। তজ্জন্ত মহাপুরুষগণ কখনও কর্ত্তব্য বিষয়ে পশ্চাৎপদ হন নাই। কিন্তু যদি কর্ত্তার উপাদান বোধ না থাকে, কোথায় কি রোচক প্রয়োগে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, তাহা যদি জানা না থাকে, তাহা হইলে প্রাণপাত করিলেও সে কার্য্যের ফল বিষম হইবেই। জাতির ধাতু ছাড়িয়া, প্রকৃতি ভুলিয়া, অবস্থা অবহেলা করিয়া, পরের ভাবে মত্ত হইয়া, পরকীয় বিষয় যদি দেশে প্রচলিত করা যায়, তাহা হইলে উহা হইতে কখনও জাতির উন্নতি হয় না; পক্ষান্তরে দেশের লোক মনুষ্যত্বশূন্য হইয়া পড়ে। অনুচিকীর্ষার অনুপ্রাণিত জাতির অধঃপতন নিশ্চিত। প্রত্যেক মনুষ্যের একটা ধাতু আছে, একটা প্রকৃতি আছে, একটু নিজত্ব আছে; তেমনি প্রত্যেক জাতিরও ধাতু আছে, প্রকৃতি আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে। চিকিৎসক রোগীর প্রকৃতি অবহেলা করিয়া সাধারণভাবে ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সমাজ সংস্কারক, জাতির চিকিৎসক, জাতীয় ভাব, জাতীয় প্রকৃতি, জাতীয় ধারণা বিস্মৃত হইয়া, পরের ভাবে মত্ত হইয়া, পরের দেখিয়া, পরের মত হইবার জন্য, যদি তিনি বিদেশীয় ব্যবহার ও বিদেশীয় প্রকৃতি দেশে প্রচলিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে সে জাতির জাতীয়ত্ব নষ্ট স্থির ব্যাপার। জাতীয়তা বিষয়ে ভাল-মন্দ নাই, উচ্চ-নীচ নাই, যেমন দেশ, যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যেরূপ অতীত ইতিহাস এবং শিক্ষা, জাতির প্রকৃতিও তদ্রূপ হইবে। আমার মন্দ, তোমার ভাল; সুতরাং আমার মন্দ ত্যাগ করিয়া তোমার ভালটী গ্রহণ করিতে হইবে, প্রকৃতি এবং জাতীয়তা বিষয়ে যিনি এইরূপ চেষ্টা করেন, তিনি মহাভ্রান্ত এবং

জাতির পরম শত্রু। ইংরাজের তুহিন-ধবল শ্বেতবর্ণ, চীনের চম্পক-মসৃণ পীতবর্ণ; আর আমার রৌদ্রক্লিষ্ট ধূসরবর্ণ, পরস্পরে এই বর্ণের বিনিময় সম্ভব কি? যদি ইহা অসম্ভব হয়, ত হিন্দু আমি, আমার পক্ষে ইংরাজ হওয়াও খুবই অসম্ভব। ভারতাকাশের নিম্নে ভারতীয় প্রকৃতিই পরিস্ফুট হইবে। ইহার ব্যত্যয় করিলে প্রকৃতির বলাৎকার হয়। দুঃখের বিষয়, দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বাঙ্গালার প্রথম ধর্ম্ম-প্রচারক ও সমাজ-সংস্কারকগণ এইরূপে আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বলাৎকার করিয়াছেন। সমাজও তাই এখন "ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" হইয়া, ইচ্ছৃখলতায় পূর্ণ হইয়াছে, স্বেচ্ছাচারের শশ্মানভূমি হইয়াছে।

মুসলমানদের আমলে বাঙ্গালার হিন্দুগণ আরবী ফার্সী পড়িতেন, মুসলমানী লেবাজ-পোষাক পরিধান করিতেন, মুসলমানী আদব-কায়দা শিক্ষা করিতেন, কথায় কথায় হাফেজের বায়েদ ঝড়িতেন, মুজরা শুনিতেন এবং গজনবী গজল ফরমায়েস করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের সমাজ-ভিত্তি সুদৃঢ় ছিল, ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী সরল এবং স্বাভাবিক ছিল, আচার-ব্যবহার পবিত্র ছিল। আমামা-আবাকাবা জামার ভিতরে প্রকৃত হিন্দু-হৃদয় ধ্বনিত হইত। মুসলমান রাজ্য শাসন করিতেন এবং লড়াই করিতেন আর "অমল" পান করিয়া সপ্তস্বর্গের পরীদিগকে স্বপ্নে দেখিতেন। তিনি বুঝিতেন না যে বিজিত জাতির জাতীয় ভিত্তিকে শিথিল করিয়া, বিদেশীয় উদ্দামভাবে লোক সকলকে শিক্ষা দিয়া তাহাদের সমাজ শৃঙ্খলা গ্রন্থিশূন্য এবং পারিপাট্যশূন্য করিলে, সেই বিজিত জাতি আত্মজ্ঞানহীন হইয়া, চিরদিন দাসের শিকল গলায় পরিয়া, বিজেতার সেবা করিতে পারে। মুসলমান কেবল কোরাণের অভয়বাণী শুনাইয়া, আর উলঙ্গ তরবারির বিদ্যুচ্ছটায় বিজিতগণকে ভীত এবং ব্যথিত করিয়া স্বধর্ম্ম প্রচার এবং স্বসমাজ পত্তন করিত। ফলে বিষম বাধা পাইয়া সদাক্লিষ্ট হিন্দু-সমাজে দেবতার বল আসিয়াছিল। এই দৈববলে বলীয়ান্ থাকায়, আলামগীরের পৈশাচ অত্যাচারেও হিন্দু প্রাণশূন্য—জ্ঞানশূন্য হয় নাই; বরং সেই অত্যাচারের বিষম মন্থনে মহারাষ্ট্র হিন্দু এবং শিখ-সমাজের উদ্ভব হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মুসলমানের আমলে বড় বড় সহর প্রস্তুত হয় নাই, হিন্দুগণ অত্যাচারভয়ে

নাগরিক হইতেন না; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করিয়া কৃষিকর্ম্মে আহারা-চ্ছাদনের সংস্থাবস্থা করিতেন। সেই সকল গ্রাম প্রায়ই হিন্দু-জমীদার এবং জায়গীরদারদের দ্বারা শাসিত হইত। পুরাকালের জায়গীরদারগণ দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন;—শাসক, বিচারক, অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা ছিলেন। তাঁহা-রাই সমাজের কর্ত্তা এবং ব্যবস্থাপক ছিলেন। শীর্ষস্থানীয় হিন্দু জায়গীর-দারগণের তর্জ্জনীতাড়নে বাঙ্গালা হিন্দু-সমাজ উঠিত-বসিত-চলিত। তখন বিলাতী স্বাধীনতার ভাব দেশে আমদানী হয় নাই। তখন বিলাতী উদার-তার কথা লোকের মুখেমুখে ঘুরিত না। সমাজের নেতা ছিল, এবং সামাজিকগণ নেতার বশম্বদ ও অনুচর ছিলেন। বহুদিন-প্রচলিত ব্যাপারে যেমন দোষ জন্মে, তেমনি ইহাতেও দোষ জন্মিয়াছিল। পরন্তু এই দোষের উচ্ছেদ এবং সমাজের সংস্কার হইবার পূর্ব্বেই মুসলমানের অধঃপতন আরম্ভ হইল, লোকে নিজ নিজ প্রাণ লইয়া বিব্রত হইল, অন্য কথা ভুলিল। এই জাতীয় মহা ঝঞ্ঝাবাতের বিরাম হইতে না হইতেই ইংরাজও দেশের মালিক হইলেন।

বহুদিন যাবৎ নিজের বিষয়-ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত থাকিলে, আপনাকে সাবধান করিতে উৎকণ্ঠিত থাকিলে, মানুষ ক্রমে ক্রমে স্বার্থপর হইয়া পড়ে। এত স্বার্থপর হয় যে, পৃথিবীর অন্য তাবৎ ব্যাপারে অন্ধ হয়, অন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হয়, বাধ্যবাধকতা মনে রাখে না। বর্গীর হাঙ্গামায়, পাঠানের অত্যাচারে, অরাজকতার তীব্র বৃশ্চিক-দংশনে, বাঙ্গালী নিজকে লইয়াই ব্যস্ত হইল। ইংরাজ রাজ্য স্থাপন করিলেন বটে, শাসন-শৃঙ্খলা সংযত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু দেশের লোক তাহাদের তখন চিনিত না বাঙ্গালীকে তাঁহারাও চিনিতেন না। নূতন রাজার কাছেও বাঙ্গালীকে বিশেষ সাবধানে থাকিতে হইল। ইহার পর দেবীসিংহের ইজারা-ব্যাপারে, কান্তবাবুর বন্দোবস্তে, হেষ্টিংসের ব্যবহারে, রাজা নন্দকুমারের বিচারে ইংরাজ যে হাত দেখাইলেন, তাহাতেই নিরীহ বাঙ্গালী চমকিত—ভীত হইল। সকল ভুলিয়া সে নিজের প্রাণ লইয়া সামাল সামাল করিতে লাগিল। ফলে, সাত শত বৎসর যাবৎ মুসলমানেরপিষ্ট পেষণেও বাঙ্গালীর যেটুকু জাতীয়তা ছিল, তাহাও এই সময়ে শুকাইয়া গেল। সকল ভুলিয়া, সকল ছাড়িয়া বাঙ্গালী

ঘোর, স্বার্থপরতন্ত্র—পরশ্রীকাতর হইতে লাগিল। বিদেশী সাহেবের দেশের উপর মায়া নাই, সে জলৌকার ন্যায় ভারতের রক্ত শোষণ করিয়া মুষ্টিমেয় নিজ ক্ষুদ্রদ্বীপে ফিরিয়া যায়। শাসন-বুদ্ধি তাহার নাই, ব্যবসায়-বুদ্ধিই কেবল। বাঙ্গালী দেওয়ান, কানুনগোহ, মুৎসদ্দী হইয়া সাহেবের অর্থ-পিপাসা মিটাইল, নিজেরও বিলাস-বাসনের পথ পরিষ্কার করিল। কেহ কাহারও দিকে তাকায় না, সকলেই নিজের কোলে ঝোল টানিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত পুরাতন বুনিয়াদী ঘরের কাহাকেও ইংরাজ পছন্দ করিলেন না; কারণ তাহাদের মান-সম্ভ্রম জ্ঞান আছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ আছে, তাহারা সাহেবের গোলামী করিবে কেন? কাজেই যত মুদী, মুন্সী, তিলি, তামুলি, স্বর্ণবণিক সাহেবের সেবক হইলেন। সাহেব দেশের মাথা; তাঁহারা সাহেবের লেজস্বরূপ, সুতরাং দেশে তাঁহাদেরও বড় প্রতাপ; তাঁহারা দেশের আদর্শস্বরূপ হইলেন। বুনিয়াদি ঘর উচ্ছিন্ন যাইতে লাগিল—প্রবঞ্চিত, অপহৃত হইল; আর ইঁহারা ধনে—মানে—প্রতাপে রাজানুগ্রহে বলীয়ান্ হইলেন। যে দেশের—যে সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক আদর্শ ও নেতা, সে দেশ, সে সমাজ যে কেন এখনও সয়তানের কবলে যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। নূতন বড় মানুষের তেজে, নব্যগণের দম্ভে—স্পর্দ্ধায় বাঙ্গালীর নিজত্ব অপহৃত হইল। বাঙ্গালী পরমুখপ্রেক্ষী—পরপদসেবী, মোসাহেবের জাতি হইল। বালকের ন্যায় সব লইব, সব খাইব, সব পরিব, স্বভাব বাঙ্গালীর হইল। জাতীয়ত্বের মহাপ্রাণ বাঙ্গালী-হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল।

এই সকল নবীন আমীরগণের সন্তানেরা প্রথমেই ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন,—ইংরাজী আদব-কায়দা গ্রহণ করিলেন। পাদ্রীগণও বিস্তর ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিল। আমাদের পৌরাণিক উদ্ভট ব্যাপারগুলি, রূপক আখ্যায়িকাগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কিম্ভূতকিমাকার করিয়া, তাহারা আমাদের ঠাট্টা করিতে লাগিল, আর স্বধর্ম্মের উচ্চাদর্শ গুলি উজ্জল ভাষায় আমাদের সমক্ষে ধরিতে লাগিল। নূতন বাবুর জাতি নূতন ইংরাজী শিখিয়াছেন, নিজের ধর্ম্ম-কর্ম্ম জানেন না, নিজ শাস্ত্র পাঠ করেন না, নিজের সমাজের কোন সমাচার রাখেন না, ইংরাজভক্ত, ইংরাজী ব্যবহারের পক্ষপাতী, তাই

ইংরাজী মুখনিঃসৃত এই নূতন ধর্ম্মের কথা শুনিয়া, তাঁহারা দলে দলে খৃষ্টিয়ান হইতে লাগিলেন। খৃষ্টান হয়, ঘর ছাড়ে, স্ত্রীপুত্র ছাড়ে, পিতামাতা ছাড়ে। দেশময় একটা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। একটা যেন অস্ফুট আর্ত্তনাদের শব্দ মধ্যে মধ্যে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। পারিপার্শ্বিক সঙ্গতি-প্রভাবে সকল সমাজের একটা স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে। সকল সমাজেই খানিকটা টান সয়, কতকটা অত্যাচার ডুবিয়া যায়। কিন্তু যাহা একেবারে সমাজের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, সংস্কার-বিরুদ্ধ, যাহা করিলে সমাজের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়, তাহা কখনও কোন দিনই সমাজে প্রচলিত হইতে পারে না। খৃষ্টান ধর্ম্ম এবং পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহার ভারতপ্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাই ঘাত-প্রতিঘাতের গুণে, এই বিষম বৈদেশিক তরঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব। ইহাতে খৃষ্টানের নিরাকার ঈশ্বর আছে, উপাসনা আছে, সঙ্গীত আছে, নেত্রনিমীলন আছে, স্ত্রীপুরুষে মিশামিশি আছে, জাতিভেদ নাই, পৌত্তলিকতা নাই, কুসংস্কার নাই, আহারে বাছাই নাই, পোষাকের ব্যবস্থা নাই, ব্রতনিয়ম উপবাস নাই। খৃষ্টানের মত সপ্তাহের মধ্যে একবার সমাজে গিয়া নিরাকার অন্ধকার দর্শন, বামা-কণ্ঠ-নিঃসৃত কোমল-সঙ্গীত-স্বরলহরী শ্রবণ, উপনিষদের দেড়খানা ব্রহ্মবাদের শ্লোক ঢং করিয়া পঠন করিলেই সকল পাপ ঘুচিয়া যায়, সকল বালাই দূরে যায়। তাহার পর চস্‌মা পর, দাড়ী রাখ, চড়ি ধর, ঘড়ি ঝোলাও, স্বাধীন প্রেম কর, হোটেলে যাও, মাঠে বেড়াও, কোন ওজর আপত্তি নাই। খৃষ্টানের মত বক্তৃতাও আছে, ধর্ম্মপ্রচারও আছে; হিন্দু সমাজকে গালি দেওয়াও আছে। অথচ ব্রাহ্ম হইলে সমাজশত্রুর দল পুষ্টি করা হয় না। কাজেই মহানুভব রাজা রাধাকান্তদেবের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বাঙ্গালী দলে দলে ব্রাহ্ম হইতে লাগিল। খৃষ্টান না হইয়া খৃষ্টানী সাধ মিটিল। রাজা রামমোহন রায় আদি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে অনেকটা হিন্দুর মৌলিকত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। পরন্তু ইংরাজী শিক্ষার বেগ যতই প্রবল হইতে লাগিল, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হইতে হিন্দু ভাব ততই অন্তর্হিত হইতে লাগিল।

ইংরাজী নবীন কেশবচন্দ্র ছেলেছোকরা লইয়া এক নূতন ব্রাহ্ম সমাজ

প্রতিষ্ঠা করিলেন—নাম হইল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ। তাঁহার অসীম অধ্যবসায়, অসাধারণ বক্তৃত্ব-শক্তি, লোকরঞ্জন প্রভাবের গুণে খৃষ্টান হওয়া দেশ হইতে একপ্রকার উঠিয়া গেল। আদি ব্রাহ্মসমাজে যে বাঁধাবাঁধিটুকু ছিল, কেশব যৌবনের উত্তেজনার তোড়ে তাহাও উড়াইয়া দিলেন। স্ত্রীগণ স্বাধীনতা পাইল, যুবতী-বিবাহ প্রচলিত হইল, গান্ধর্ব্ব প্রথা প্রশংসার ব্যাপার হইল, বিধবার দুঃখ ঘুচিতে লাগিল, পৈতা ছিঁড়িল এবং জাতিভেদ একেবারে উঠিয়া গেল। একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব একাকার ও স্বেচ্ছাচার শিক্ষিত সমাজে পরিব্যাপ্ত হইল। যে স্বার্থপরতার বীজ আমাদের মজ্জাগত হইয়াছে, ধার্ম্মিক সংস্কারক হইলেও, কেশব তাহার প্রভাব এড়াইতে পারিলেন না—কুচবিহারে বিবাহ হইল। দল ভাঙ্গিয়া আর এক দল হইল—সাধারণ সমাজের সৃষ্টি হইল। সাধারণ সমাজে সকলেই নবীন বা যুবক, কেশবের যেটুকু আঁটা-আঁটি ছিল, অভিজ্ঞতা জন্য যেটুকু বাঁধাবাঁধি করিতেছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের অসাধারণ বুদ্ধিপ্রভাবে সে বন্ধনও শ্লথ করিয়া দিলেন। সমাজে পিশাচের রুদ্রতাণ্ডব আরম্ভ হইল। কবিদলের মত দুই দলের মধ্যে বেশ বাছা বাছা কথার আদান-প্রদান হইতে লাগিল। ইহার পর কেশবের নববিধানের উৎপত্তি। ফরাসী কোঁমৎ একটা "ইউনিভারসাল ব্রাদারহুড অব ম্যান" নামক দিল্লির লাড্ডু বাজারে বাহির করিয়াছিলেন। শুনিতে—দেখিতে—বলিতে বেশ। সকল মনুষ্যকে ভাই বলিয়া স্নেহের—ভালবাসার কোল দিতে হইবে। ইংরাজ নিগ্রোদের কোল দিবেন, ফরাসী মুরহাবাসীদিগকে হৃদয়ে ধরিবেন, য়্যানকী চীনেদের আলিঙ্গন করিবে, মুসলমান হিন্দুকে জড়াইয়া ধরিবে, আরবী ও তুর্কী দাসজাতিকে গলায় ঝুলাইবেন। এ ধর্ম্মের এই ব্যবস্থা। কেশব এই ভাব হইতে সকল ধর্ম্মের সার টানিয়া নববিধান প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু উহা দেশে দাঁড়াইল না—কেহ গ্রহণ করিল না। যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম দেশে একতা সংস্থাপন করিবে বলিয়া দর্পের কুঠার উত্তোলন করিয়া জাতিভেদ ছিন্ন ভিন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম উপধর্ম্ম নাশ করিয়া দেশে এক ধর্ম্মের এক পতাকা উড্ডীন করিতে সগর্ব্বে কোমর বাঁধিয়াছিল, এখন সেই ব্রাহ্মধর্ম্মে সাড়ে তিন শাখা এবং আড়াই শত সম্প্রদায়। এক এক জন একটা ধর্ম্মবীর, প্রত্যেকের

ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ। বিনয় নাই, সম্ভ্রম জ্ঞান নাই—আজ্ঞা-পালন চেষ্টা নাই, সকলেই ওস্তাদ, সকলেই পণ্ডিত, সকলেই ঈশ্বর আদেশে আদিষ্ট। যাহার যাহা অভিরুচি, সে তাহাই করে—অথচ দোহাই দেয় ভগবানের। হা ভগবান! নিরাকার হইয়া এমন "কারেও" পড়িয়াছ!! পরন্তু এ ব্যবহার বহুদিন সমাজে তিষ্ঠিতে পারে না, ইহার প্রতিরোধক শক্তি নিশ্চয়ই সমুদ্ভূত হইবে। সকল ক্রিয়ার সীমা আছে—সীমা উত্তীর্ণ হইলেই প্রতিক্রিয়া হইবে; হইলও তাই।

"বিষস্য বিষমৌষধং" এ কথাটা যেমন রোগী-বিশেষের চিকিৎসায় খাটে, তেমনি সমাজ-বিশেষের চিকিৎসায় খাটিয়া থাকে। স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক যে খৃষ্টান ধর্ম্ম, খৃষ্টানী ব্যবহার, খৃষ্টানী আচার হিন্দুসমাজ-প্রকৃতির বিরুদ্ধ, হিন্দু-সমাজ পক্ষে বিষবৎ। সমাজ শরীর হইতে এই বিষ দুরীকরণ জন্য ব্রাহ্মবিষের উদ্ভব হইল। দুইই এক জাতীয় বিষ, কেবল মাত্রায় পৃথক্। ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা ঘরের ছেলে ঘরে থাকিল; তবে বিকলাঙ্গ এবং বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া থাকিল বটে। অতঃপর যখন ব্রাহ্ম-সামাজিক ব্যবহারে উচ্ছৃঙ্খলতার দেখা দিল, যখন সমাজের এবং সামাজিক লোক বিশেষের নিন্দাবাদ প্রকাশিত হইল, তখন স্বতঃই লোকে ইহার দমনক্ষম উপযুক্ত উপায় প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। ভগবানের এমনই ব্যবস্থা যে, সময় মত তাহাই জুটিল। পরন্তু ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দেখা দিল। প্রথম শাখা "থিওজফিকাল সোসাইটি", অন্য শাখা "হরি সভা" এবং "আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা।" প্রথমের নেতৃদ্বয় অলকট সাহেব এবং ম্যাডাম ব্লাবাৎসকী, অপরের মুখপাত্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এবং পণ্ডিত শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি। উদ্দেশ্য দুইয়ের এক, কিন্তু উপায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যাহাতে দেশের লোকের হিন্দুশাস্ত্র প্রতি শ্রদ্ধা হয়, হিন্দু ব্যবহারে প্রতি মর্য্যাদাবুদ্ধি বৃদ্ধি হয়, হিন্দু নামে স্পর্দ্ধা জ্ঞান হয়, দুই শাখাই এই চেষ্টা করিল, এবং দুই শাখাই ইহাতে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছে। এখন আর কেহ রামায়ণকে বানরের ইতিহাস বলে না, পুরাণাদিকে গুলিখোরের গালগল্প বলে না, হিন্দুজাতিকে অসভ্য বর্ব্বর বলে না, হিন্দু দর্শনশাস্ত্রাদিকে মূর্খের মুখরোচক বলে না। রাম আর বানরের সর্দ্দার নহেন, কৃষ্ণ আর শঠ লম্পট নহেন, কালীও এখন রাক্ষসী সর্ব্ব-

প্রাসী নহেন। অনেকে এখন ভাবের চক্ষে দেবদেবীকে দেখিতে শিখিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি লোকের ঘৃণা জন্মিয়াছে। তবে এখনও লোকে বাক্যবাগীশ, বিলাসকামী, বাসনাসক্ত, স্বার্থপর আছে। কেবল ভাষার অদল বদল হইয়াছে মাত্র।

খৃষ্টাব্দ ১৮৭৮।৭৯ সালে বোম্বাই নগরে অলকট এবং ব্লাভাসকী আসিলেন। আসিয়াই প্রথমে কেশবচন্দ্রকে আহ্বান করিলেন যে তাঁহারা জীবে দয়া এবং মানবমাত্রেই ভ্রাতৃত্ব ভাব প্রচারিত করিতে কোমর বাঁধিয়াছেন, ভারতবর্ষ ইহার প্রকৃত ক্ষেত্র, ভারতবাসী এ ধর্ম্মের যথাযোগ্য পাত্র, সুতরাং কেশবচন্দ্রের ন্যায় সমাজ-সংস্কারক মহানুভব ব্যক্তিই সানন্দে তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। বৈদ্যের ঘরের ছেলে, বাঙ্গালী কেশব এ ভুলান কথায় ভুলিবার পাত্র নহেন; শুভক্ষণেই তিনি ইহাদের প্রত্যাখ্যান করিলেন। য়ানকী বীর অলকট হটিবার নহেন, তিনি পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের শরণাগত হইলেন। পণ্ডিতজীর গুজরাটী বুদ্ধি বড় অধিক দূর প্রবেশ করে না, পাশ্চাত্য চালের গুরুত্ব বুঝিলেন না, সাগ্রহে তিনি বিদেশীগণকে আলিঙ্গন দিলেন। সাহেব বিবির ভারতক্ষেত্রে দাঁড়াইবার এবং পরিচয় দিবার স্থল হইল। অমনি চারিদিকে যেন শ্রাবণের ধারার ন্যায় বক্তৃতা বর্ষণ হইতে লাগিল। ভারতবাসী চমকিত হইয়া শুনিল যে সাহেব মেমের শুভ্র অধর-নিঃসৃত বাক্যসুধা কেবল ভারতবাসীর গুণগানে প্রয়োজিত হইয়াছে, ধর্ম্মশাস্ত্রের অপৌরুষেয়তা প্রমাণ করিতে অভিসিঞ্চিত হইতেছে। যাহারা এতাবতা সাহেবের মুখে কেবল ভারতের গ্লানি, ধর্ম্মের অসদ্ব্যাখ্যা ও তৎপ্রতি কুৎসিত বিদ্রূপ এবং ভারতীয়গণের অপমান শুনিয়া আসিতেছিলেন যাহাদের সাহেবেরা শিখাইয়াছিল যে হিন্দুগণ বর্ব্বর পৌত্তলিক ধর্ম্মান্ধ, এবং কাপুরুষ দাসের জাতি, তাহারাই সেই সাদা সাহেবের সাদা মুখে ভারতের যশোগাথা শুনিয়া একাবারে আত্মহারা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইল।

অতি দুঃখী, প্রপীড়িত আর্ত্তকে যদি কেহ মুখের কথায়, বুঝান ভাষায় বলে যে "তোমার ভাবনা কি তুমি এক দিন পৃথ্বীশ্বর ছিলে, অবস্থার দোষে খারাপ হইয়াছ, আবার সেই সুখের দিন আসিতেছে; তোমার ভয় নাই" তাহা হইলে সে সকল ভুলিয়া কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া তাহার পদানুসরণ করে।

দরিদ্রের পক্ষে মিষ্ট কথাই মহামূল্য। দলে দলে শিক্ষিতগণ থিওসফিষ্ট হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মভ্রাতা অভিধান যাইয়া হিন্দু-ভ্রাতা নাম হইল। দীর্ঘকেশ, দীর্ঘনখ, তৈলশূন্য রুক্ষ গাত্র, গৈরীকধারী, নগরবিহারী ব্রহ্মচারীর দল বাড়িতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে হবিষ্যান্ন ভোজনের ধুম পড়িয়া গেল, মেছুনিরা মাথায় হাত দিয়া বসিল। কেবল বিক্রি বাড়িল হংস ডিম্বের—যেহেতু হংসডিম্ব বিজ্ঞান মতে নিরামিষ। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই চসমাধারী যোগীগণ অলাবুপাত্র হস্তে, চতুর্দ্দিকে দিব্যজ্যোতি বিকীর্ণ করিতে করিতে পথ বিচরণ করিতেছেন। যাহার গৃহিণী বৎসরে বৎসরে সূতিকাগার আলোকিত করেন সেও যোগী, যাহাকে ভয় দেখাইলে চমকিয়া মূর্চ্ছা যায় সেও মেস্মেরিষ্ট ঝাড়ফুকের ওঝা। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইয়াছিল যে বুঝিবা এই ঘোর কলিতে, উনবিংশশতাব্দীর প্রদোষ সময়ে আবার পরাশর, বিশ্বামিত্র, ঋষ্যশৃঙ্গ, ব্যাসাদির আবির্ভাব হয়। কোন কোন থিওসফিষ্ট ভায়া আমাদের অতি গোপনে বলিয়াছিলেন যে সত্য সত্যই পরাশরাদি মহাপুরুষগণ ভারতক্ষেত্রে প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া আমরা আকাশপথে মেনকা-উর্ব্বশীর আগমন প্রতীক্ষায় অনিমেষ-নেত্রে তাকাইয়াছিলাম। এমন সময়ে "কুলোম্বকাওয়াল" এবং "হজমন-সন্দান" ব্যাপার মলয়মারুতের সহিত দক্ষিণাপথ হইতে বাঙ্গালীর কর্ণ গোচর হইল। আমাদেরও চক্ষু ফুটিল, সাধ মিটিল, সুখ ফুরাইল। লাভের মধ্যে গীতা প্রকাশকগণ একটু সুবিধা করিয়া লইলেন। মুদীর দোকানেও এখন খোঁজ করিলে গীতা পাওয়া যায়। মাতালের মুখেও নিষ্কামধর্ম্মের কথা শুনা যায়। এখন আর কেহ দশটি রজত মুদ্রা সেলামী দিয়া ইংরাজী তিন অক্ষর নামের পিছনে আঁটিবার প্রয়াস পান না।

মহানুভব রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিবাদ কাল হইতে কয়েক স্থানে ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, দুই একজন পৈতামহ আমলের পণ্ডিত দুই এক স্থানে শাস্ত্রব্যাখ্যান করিতেন। কিন্তু তখন কেহ এমন ঠাওরাইতে পারেন নাই যে খৃষ্টান এবং ব্রাহ্মদের মত আমরাও সনাতন ধর্ম্মপ্রচার করিব অথবা করা উচিত। জামালপুরের রেলকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা। তিনিই জামালপুরের

বাবুদের যুটাইয়া বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করিতে লাগিছেন। তখন কেহ শুনিত না, কেহ হাসিত, কেহ বা উৎসাহ দিত। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর অধ্যবসায় আছে, বৈদ্যের জিদ আছে, অল্পকালের মধ্যে সবক্তা হইলেন। বিদ্যার পুঁজি বড় কম ছিল, কিন্তু ভগবান সে অভাব মিটাইয়া দিলেন। পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় মুঙ্গেরে আসিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার হৃদয় ধর্ম্মপ্রচার জন্য উৎসুক ছিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের ন্যায় উদ্যোগী, মেধাবী এবং অধ্যবসায়পূর্ণ যুবককে সহায় পাইয়া, তিনিও গুরুর ন্যায় দুই বাহু তুলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের উৎসাহে এবং পরামর্শে মহানুভব, উদারচেতা, পরলোকগত ৺ অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর মহাশয়, সভা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এককালীন ৪০০০, টাকা দান করিলেন। ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা সংস্থাপিত হইল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন অকৃত-দার—সুতরাং আপদশূন্য, এই সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগও হইল। তিনি জামালপুরের চাকুরী ছাড়িলেন। পুণ্য দিন অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ধর্ম্ম-প্রচারক হইয়া, সনাতন ধর্ম্মের বিজয়পতাকা হস্তে করিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। প্রথমেই ভাগলপুরে আসিলেন। খুব বক্তৃতা হইল, বড়ই ধুম পড়িয়া গেল, আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা, সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা আদি কত সভা হইল। যাহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে কেরাণী বাবু বলিয়া জানিত তাহারা আবার তাহাকে সাধুবোধে আদর করিল। ইহার পর তিনি বহরমপুর গেলেন। বহরমপুরেও খুব বক্তৃতা; মহারাণী স্বর্ণময়ীর অর্থানুকূল্য; আর বহরমপুরের বালকগণ কর্ত্তৃক দেবতাবোধে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের পূজা। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া কাশী গমন করিলেন। তথায় শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় ও [illegible]হাট নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শ ও উৎসাহ পাইয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা কাশী মহাশ্মশানে প্রতিষ্ঠাপিত হইল। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় সভার আচার্য্য হইলেন। শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় কাশীক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছিলেন। পাকুড়রাজ প্রদত্ত প্রেস বসান, ধর্ম্মপ্রচারক ছাপান, সুনীতি সম্পাদন করা, "মাধুর্য্য-দাও" প্রকাশ করা একা ভূধর বাবুই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মহাবিদুর

সংক্রান্তির দিন সভার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইল। বড় ধুম, বক্তৃতার খুব চোট। ইহার পর কাশী হইতে কুমার মহাশয় বাঁকীপুরে আসিলেন। সেখানেও বক্তৃতা এবং সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। তথাকার ব্রাহ্মসমাজ যেন ডুবিয়া গেল—যেন ম্লান জ্যোতি হইল। ভূধর বাবুর অনুরোধ ও উৎসাহ পাইয়া তাঁহার সঙ্গে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বর্দ্ধমানে আসিলেন, এবং তথা হইতে কলিকাতা মহানগরীতে আগমন করিলেন। বঙ্গের লেখকাগ্রণী অক্ষয় সরকার প্রমুখ যাবৎ শিক্ষিতগণই তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতায় কলিকাতার যুগান্তর উপস্থিত হইল। অনেক আন্দোলন আলোচনা দেখিয়াছি, তেমন ধর্ম্মান্দোলন আর কখনও কলিকাতায় দেখিলাম না। চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা লোকে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল; তাঁহার বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। খুব বিক্রী আরম্ভ হইল। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পত্র লিখিলেন যে, যেহেতু পণ্ডিত শশধর ভারতবর্ষীয়, আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার বেতনভোগী আচার্য্য এবং উক্ত সভার উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহার বক্তৃতা-পুস্তকাদিতে অন্য কাহারও স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে না, উহার লাভালাভ ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার। এইবার গোল বাধিল, পূর্ব্ব হইতে কুমার মহাশয়ের ব্যবহারে চূড়ামণি মহাশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন, এইবার একটু চটিলেন। কালে চূড়ামণি ঠাকুর সভার আচার্য্যপদ ত্যাগ করিলেন। কুমার কথঞ্চিৎ ভগ্নোদ্যম হইলেন এবং নিষ্কণ্টকও হইলেন। বহুকাল পূর্ব্বে তিনি মুঙ্গেরে সদালোচনী সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; এই সভার তিনি "ফাদার কন্‌ফেসর" হইয়াছিলেন। সভ্যগণ পাপপুণ্য, ভাল মন্দ সকল কথাই তাঁহাকে বলিত, তিনি পাকা গোঁসাই হইয়াছিলেন। ইনি কাশী উঠিয়া গেলে এ সভা প্রাণহারা হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে কাশীতে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। পিতা মাতা যে দুই বন্ধন ছিল, এত দিনে তাহা ছিঁড়িল। অদ্ভুত শিষ্য সংসার ত্যাগী হইল। অনেক শিষ্য শাখাও হইল। সেই পুরাতন সদালোচনী সভার ভস্মস্তূপে আনন্দমণ্ডলী মণ্ডলাকার হইয়া বসিল। গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণানন্দ সহস্র সহস্র শিষ্য করিতে লাগি-

লেন। ছেলেরা বাঁপের রাখা, মায়ের দেওয়া নাম ভুলিয়া, কেহ প্রমানন্দ, কেহ প্রেমানন্দ, কেহ আলোকানন্দ, কেহ কেবলানন্দ নাম গ্রহণ করিল। গুরুজী বক্তৃতাদিতে যেখানে দাঁড়াইতেন, মাতা বসুমতীর অর্দ্ধেক মাংস তথা হইতে ভক্তগণ চরণরেণুবোধে ছিঁড়িয়া লইত। যিনি সকল সম্প্রদায় অভিন্নভাবে বিরোধশূন্য করিয়া সমাজ সংস্কার করিবেন, তিনিই আবার এক নূতন দল করিলেন। ব্রাহ্মণতনয়গণ তাঁহার চরণাশ্রয় লইল। শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূত শিষ্য—সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন বাক্য অগ্রাহ্য এবং অবহেলা করিলেন। অনায়াসে শত শত ব্রাহ্মণকুমারকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করিলেন। ভূধর বাবুও পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আনুকূল্যে এক ধর্ম্মমণ্ডলী খাড়া করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কিছু দিন কিছু কিছু পাইলেন। এখন সে ধর্ম্মমণ্ডলীও মাথা মুড়াইয়া সাদা হইয়াছে। চূড়ামণি মহাশয় মণ্ডলির সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। যখন ধর্ম্মমণ্ডলী শত দুন্দুভী ধ্বনি করিয়া বঙ্গসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, রাজা প্যারীমোহন, শশিশেখরেশ্বর আদি মহানুভ ধনী পণ্ডিত দেশের অগ্রণী ব্যক্তিগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন; নানা দিক্ হইতে অন্ন বিস্তর অর্থ-সঞ্চয় হইতে লাগিল তখন মনে হইয়াছিল ইহার বুঝি বিনাশ নাই? একা "ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত" চূড়ামণি মহাশয়ের স্বেচ্ছা-ভিত্তির উপর কেবল ইহা সংস্থাপিত নহে; তিনি অবসৃত হইলে অন্য উপযুক্ত আচার্য্যগণ তাঁহার স্থান অধিকার করিবেন। ভূধরবাবু ইহার সম্পাদক, কৈ তাঁহারও এখন কোন উদ্যোগই দেখি না। চূড়ামণি মহাশয় ছাড়িলেন, মণ্ডলী ও প্রাণ শূন্য হইয়া পড়িয়া গেল;—সভার সম্পাদক কি উহার সংকার জন্য এখন ব্যস্ত? * মহাত্মা ঋষিপ্রতিম ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই কেবল শরীরের রক্ত দিয়াই মণ্ডলীর উদ্দেশ্য সফল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দান শৌণ্ডতা পৃথিবীর অনুকরণ যোগ্য। "এক ভস্ম আর ছার—দোষ গুণ কব কার।"

---

* ধর্ম্মমণ্ডলীর সম্পাদক-পদ আমরা প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ত্যাগ করিয়াছি। সুতরাং ধর্ম্ম-মণ্ডলী সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখিতে পারি নাই। যদি সে ভার পুনরায় গ্রহণ করি তবেই ধর্ম্মমণ্ডলী সম্বন্ধে সকল বিষয় উত্তর দিতে সক্ষম হইব। এখন ধর্ম্ম-মণ্ডলী প্রাণ-শূন্য কি প্রাণবান তাহার উত্তর দিতে আমরা অধিকারী নহি। বেঃ সং।

হা কাল ! তোমার কি অপূর্ব্ব মহিমা ! সোণার চৈতন্য প্রভু প্রাণ দিয়া পারিলেন না, রাজা রামমোহন বুদ্ধি এবং চতুরতায় পারিলেন না, দেবেন্দ্র নাথ বিলাস ছাড়িয়া পারিলেন না, কেশবচন্দ্র অসাধারণ বাক্‌শক্তিবলে পারিলেন না, দয়ানন্দ জীবন উৎসর্গ করিয়া পারিলেন না, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সকল ভুলিয়াও পারিলেন না, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি শাকান্নভোজী হইয়া বিচার-ব্যাখ্যা করিয়াও পারিলেন না, পরমহংস রামকৃষ্ণ সংসার-বিরাগী হইয়া পারিলেন না—আমাদের খাঁটি মানুষ করিতে কেহই পারিলেন না। কেমন সময়ের গুণ, কেমন জল বাতাসের প্রভাব, বৈরাগ্য হইতে আমরা বিলাস টানিয়া আনি, ভক্তি হইতে রতি আকর্ষণ করি, নিষ্কাম হইতে কামনা জুটাইয়া লই। তাই এখন মহাপ্রভুর দলে নেড়ানেড়ির প্রভাব, ব্রাহ্মগণের মধ্যে স্বাধীনতার এবং অবাধ্যতার বিষম ঢেউ উঠিয়াছে, দয়ানন্দের আর্য্যগণের মধ্যে মাংস লইয়া টানাটানি পড়িয়া গিয়াছে, আর ঐ যোগাশ্রমের প্রতি তাকাইয়া দেখ ওখানে কিসের মেলা বসিয়াছে! কি বলিব—কাহাকেই বা বলিব? মনে হয়, যদি সকল হারাইয়া বনবাসী হইয়া খাঁটি মনুষ্যত্ব বজায় রাখিতে পারিতাম তাহা হইলে উহাও আমাদের পক্ষে সহস্রগুণে শ্রেয় ছিল। কেন এমন হয়, এমন নকলনবিশী, এমন প্রবঞ্চনা, এমন লুকা চুরি কেন আইসে? গালি ত সকলেই দেয়, গালি দিয়া ক্ষান্ত হয় না কেন, নিজকে সামলায় না কেন? * সকলেই প্রধান, সকলেই বিবেচক, সকলেই জ্ঞানী; বিনয়ী সেবক, বিশ্বাসী সাধক কেহ নাই কেন? যাহাকে বিশ্বাস করিব, যাহাকে পূজা করিব, সে কেন আমাকে প্রতারিত করিতে চাহে? আশ্রয় আসে যাহার কাছে যাইব, সেই কেন নিজ কার্য্য-সিদ্ধি করিয়া আমাকে পদাঘাতে দূর করে? কেন করে জানি না—কে এমন করায় জানি না, তবে করিয়া থাকে,—কি রাজনীতির আন্দোলনে, কি সমাজ সংস্করণে, কি ধর্ম্মপ্রচারে, সকলেই সকলকে এমনি প্রতারিত করিয়া থাকে। সকলেই বড় হইতে চেষ্টা করে নহিলে ব্রাহ্মসমাজে আজ-কাল, "যত রাক্ষস তত রাম" কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কেহ দেয় না।

---

* পাঁচকড়ি বাবু! আপনার উপর কি এ কথা খাটে না? আপনিই বা কি ক্ষান্ত হইতেছেন ও আপনাকে সামলাইতেছেন?

তবে দেখিতেছি সব যেন ছন্ন-ছাড়া উৎসাহ-মরা, উপহাস ও ব্যঙ্গ-পোরা। বাঙ্গালায় ধর্ম্মপ্রচার মনুষ্যত্বের জন্য নহে, শাস্ত্র বজায় রাখিবার উদ্দেশে নহে। সখ মিটাইবার জন্য, নেশার ঝোঁকে আজগুবী খেয়াল দেখিবার জন্য, চাকুরী না করিয়া টাকা জমা করিবার জন্য, বিদ্যা না শিখিয়া বাহাদুরী লইবার জন্য, সংযমী না হইয়া পরের মাথায় পা তুলিবার জন্য, সাধু না হইয়া অন্যকে সাধুতার খোস গল্প করিবার জন্য। হা ধর্ম্ম কলির প্রভাবে তোমারও কি এই দশা!! হে ভগবান সংহার মূর্ত্তিতে কবে দেখা দিবে? *

---

* বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলন সম্বন্ধে শ্রীমান পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় স্বাক্ষরিত এক প্রবন্ধ বর্ত্তমান বর্ষের প্রথমেই বেদব্যাসে প্রকাশিত হয়। তাহাতে আমাদের চিরসুহৃদ্ ও বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলনের আদি প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়কে বিশেষরূপে কটাক্ষ করা হয়। বেদব্যাসে ওরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় "ধর্ম্মপ্রচারক" আমাদের দুষিয়াছেন। কিন্তু আমরা সম্পাদকীয় ভদ্রতা ও ন্যায়পরতার বশবর্ত্তি হইয়াই পূর্ব্বপ্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধও প্রকাশ করিলাম। বেদব্যাসের জন্মাবধি পাঁচকড়ি বাবু একজন নিয়মিত লেখক। তদ্ব্যতীত তিনি বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলনের একজন প্রধান-উদ্যোগী। সুতরাং তিনি হয়ত তাঁহার মনের ভাব, বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলনের বিষময় পরিণাম দেখিয়া, মনের আবেগে সরল বিশ্বাসের সহিত তাঁহার এই প্রবন্ধদ্বয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝিতে বাধ্য। তবে যে ভাবে ও যে ভাষায় তিনি শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে আক্রমণ করিয়াছেন তাহা কখনই সুরুচির পরিচায়ক নহে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাহা বিচার করা প্রথমবারে আমাদেরই অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। তৃতীয় পক্ষ লোক দ্বারা প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক বোধে আমরা প্রথমবার কোন কথা বলি নাই। ভিতর ভিতর যে বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহা নির্ব্বাণ কারণ এই গণ্ডগোলের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক বোধে প্রতিবাদের অপেক্ষায় ছিলাম। কারণ আমরা শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে অন্তরের সহিতই ভালবাসি। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিলে আমাদের হৃদয়ে প্রবল আঘাত লাগে। শ্রীকৃষ্ণ বাবু বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলনের যে আদি প্রবর্ত্তক তাহা অবিসম্বাদিত সত্য। সমস্ত হিন্দু সমাজ তাঁহার নিকট ঋণী। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত ভাবে আমরাও তাঁহার নিকট ঋণে আবদ্ধ। পাঁচকড়ি বাবু আবার বিশেষরূপে। এমন কি এক সময় পাঁচকড়ি বাবু শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ছায়াবৎ ছিলেন। সুতরাং পাঁচকড়ি বাবুর, যদি প্রকৃতই কোন দোষ শ্রীকৃষ্ণ বাবু দেখিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত যেরূপ তাঁহার সম্বন্ধ তাহাতে, বন্ধু ভাবে-আত্মীয় ভাবে তাঁহাকে বলাই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। আমরা স্বীকার করি যে ধর্ম্মবক্তাগণ সাধারণ চক্ষে যত নিষ্কলঙ্ক থাকিবেন ততই তাঁহাদের দ্বারা সমাজের অধিক পরিমাণে মঙ্গল হইবে। সুতরাং সাধারণ ভাবে তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্যের সমালোচনা হওয়াও বাঞ্ছনীয়। আমরা সেই বিশ্বাসের বশ-

রত্তী হইয়া এবং সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যে দৃষ্টি রাখিয়া উল্লিখিত প্রবন্ধ দ্বয় প্রকাশে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা উপযুক্ত প্রতিবাদে দ্বারা সত্যাসত্য নিরাকৃত হউক শ্রীকৃষ্ণ বাবু চির নিষ্কলঙ্ক থাকুন। তবে ইহাও বলি যে পাঁচকড়ি বাবু কর্ত্তৃক আরোপিত দোষাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ বাবু যদি শত সহস্রগুণ ভীষণ দোষেও দূষিত হন তথাপি শ্রীকৃষ্ণ বাবু হিন্দু সমাজকে যে ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন তাহা চকিতের ন্যায়ও একবার স্মরণ করিলে তাঁহার সমস্ত দোষ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আলিঙ্গন ও সমাদর করা কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর গুণের দিকে যখন আমরা লক্ষ্য করি বাস্তবিক আমরা আত্মহারা হইয়া যাই। তাঁহাকে দেবতার আসনে বসাইতে বাসনা হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বৈদ্য হন আর চণ্ডালই হন সে দিকে দৃষ্টি যায় না। অতএব যাঁহারা নিজের বা সমাজের মঙ্গল কামনা করিতে চাহেন তাঁহারা যেন দোষ দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক অন্যের গুণই দেখিয়া আপনারও জগতের মঙ্গল সাধন করেন। দোষদর্শীর নিকট স্বয়ং ভগবানও এড়াইতে পারেন না। আমরা পাঁচকড়ি বাবুর এরূপ কেবল দোষ দর্শন প্রকৃতির কখনই অনুমোদন করিতে পারি না। তিনি যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে সাধারণ সমুখে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা কখনই শিষ্টানুমোদিত নহে। আমরা সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাঁচকড়ি বাবুর প্রবন্ধ পত্রস্থ করিতে বাধ্য হইলাম বলিয়া আমরা নিতান্তই মর্ম্মাহত হইলাম। আমরা ইহার প্রতিবাদ পাইলেও সাদরে পত্রস্থ করিব। জগদম্বা সকলের সুবুদ্ধি প্রদান করুন ইহাই আমাদের একমাত্র বাসনা। বে, সং।

পদ্যগীতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয়-উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

কহেন সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণ তখন
কৃপাপরবশ বিষণ্ণ-বদন
অশ্রুর ধারায় আকুল-নয়ন
হেরিয়া অর্জ্জুনে লাগেন কহিতে। ১

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২

হে অর্জ্জুন! এই অনার্য্য-সেবিত
অধর্ম্ম্য আর সে অকীর্ত্তি-পূরিত
মোহ কোথা হ'তে হ'ল উপস্থিত
এহেন বিষম সময়ে তোমাতে। ২

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

হ'ও না কাতর হে কুন্তী-কুমার!
উপযুক্ত ইহা নহেক তোমার;
তুচ্ছ কাতরতা করি পরিহার
হও সমুত্থিত ওহে পরন্তপ। ৩

অর্জ্জুন-উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

কহিলেন পার্থ শ্রীমধুসূদনে
পূজ্য ভীষ্ম আর দ্রোণাচার্য্য সনে
বাণাঘাতে এই সমর প্রাঙ্গণে
প্রতিযুদ্ধ আমি কেমনে করিব। ৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

না বধি' মহাত্মা গুরুজনগণে
ভিক্ষান্ন-ভোজনও শ্রেয়ঃ এভুবনে।
গুরুজনে কিন্তু করিয়া নিহত
এই সংসারেই শোণিত-সংলিপ্ত
অর্থকামাত্মক ভোগরাশি যত
উপভোগ কৃষ্ণ। হইবে করিতে। ৫

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

ভিক্ষাবৃত্তি আর যুদ্ধের মধ্যেতে
কোন্‌টি যে শ্রেয়ঃ নারি তা' বুঝিতে।
(কারণ) হ'ক জয় কিম্বা হ'ক পরাজয়
করিয়া নিহত যে আত্মীয়চয়
জীবনেরই আর সাধ নাহি রয়
(সেই) ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ স্থিত সম্মুখেতে। ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছে্রয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ৭
দৈন্য-দোষ-দুষ্ট ভাবে অভিভূত
ধর্ম্ম-বিষয়েতে আমি মূঢ়চিত
এবে হে তোমায় সুধাই অচ্যুত
শ্রেয়স্কর কিবা কহ তা আমায়—
শিষ্য ভাবে তব লইনু শরণ
দাও উপদেশ আমায় এখন॥ ৭

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮
নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য পৃথিবীতে।
(কিম্বা) সৌর আধিপত্য পেলেও স্বর্গেতে
(এই) ইন্দ্রিয়-শোষক শোক দূর যা'তে
হেন কিছু নাহি করি দরশন॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব হ॥ ৯
শত্রু-সন্তাপন কুন্তীর নন্দন
কহি হৃষীকেশে এরূপ বচন
"করিব না আমি আর এই রণ"
বলি তুষ্ণীভূত হলেন রাজন্। ৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত!
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০
শুনহে ভারত হাসিতে হাসিতে
উভয়পক্ষীয় সেনার মাঝেতে

অবসাদ-প্রাপ্ত সেই কুন্তীসুতে

কহিলেন এই কথা জনার্দ্দন। ১০

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১

অশোচ্য জনের তরে বিলাপিছ
বিজ্ঞজন সম আবার কহিছ
পণ্ডিতেরা পার্থ! এই মনে বুঝ
না করেন শোক মৃতামৃত তরে॥ ১১

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥ ১২

তুমি আমি আর এ ভূপালগণ
না ছিলাম আগে নহেক এমন
পরে যে র'ব না নহেক এমন
আগেও ছিলাম রহিবও পরে। ১২

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩

এই দেহেতেই আত্মার যেমন
কৌমার-যৌবন-জরা-সংক্রমণ
তাঁর দেহান্তর-প্রাপ্তিও তেমন
দেহনাশে সুধী তাই মুগ্ধ নয়। ১৩

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়! শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ ১৪

ইন্দ্রিয়বৃত্তি আর তদ্দ্বারা বিজন্ম
বিষয়ের অনুভব সমুদয়
শীত উষ্ণ সুখ-দুঃখ-প্রদ হয়
(তা'রা) আদ্যন্ত-বিশিষ্ট অনিত্যাতে কারণ
সহ সে সকল হে কুন্তীতনয়। ১৪

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫

হে পুরুষর্ষভ! এই সমুদয়
সম-সুখ-দুঃখ যে ধীর-হৃদয়—
জনেরে বেদনা কভু নাহি দেয়
অমরত্ব-লাভে যোগ্য সেই জনঃ॥ ১৫

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্তনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬

অনিত্য বস্তুর নাহিক অস্তিত্ব
নাহিক বিনাশ—তা'র—যাহা নিত্য
তত্ত্বদর্শীগণ এ দুয়ের অন্ত
হেরেছেন কিন্তু হে কুন্তীনন্দন। ১৬

অর্থাৎ :—

"কিছু না" কখন "কিছু" নাহি হয়
"কিছু"ও কখন "কিছু না" না হয়
অন্ত এ দুয়ের হে কুন্তীতনয়
হেরেছেন কিন্তু তত্ত্বদর্শীগণ। ১৬

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭

ব্যাপিয়া এ সব যিনি অবস্থিত
অবিনাশী তাঁয় হও অবগত
বিনাশ করিতে কেহ না সমর্থ—
সেই অব্যয়ের হে কুন্তীনন্দন। ১৭

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥ ১৮

নিত্য—অবিনাশী—ছেদ-বিরহিত
আত্মার এ দেহ শুন হে ভারত—

নশ্বর বলিয়া হয় অভিহিত
অতএব তুমি কর এই রণ। ১৮

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন-হন্যতে ॥ ১৯

আত্মাকে যে জন হন্তা মনে করে
কিম্বা যে নিহত ভাবয়ে ইহাঁরে
উভয়েই তাঁ'রা অজ্ঞ এ সংসারে
(যেহেতু) হন্তা কিম্বা হত নাহি ইনি হন। ১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ,
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

জন্ম কিম্বা মৃত্যু নাহিক ইহঁার
(ইনি) অজ—নিত্য—শাশ্বত—পুরাণ সে আর
দেহের নাশেও হত ইনি নন। ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

যে জন ইহঁাকে অজ ও শাশ্বত
নিত্য অবিনাশী আছেন বিদি
(তিনি) কিরূপে কাহাকে করান নিহত
অথবা হনন করেনই বা কা'রে? । ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যনানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

জীর্ণ-বস্ত্র ত্যজি মানব যেমন
করে পরিগ্রহ নূতন-বসন
জীর্ণ-দেহ ত্যাগ করেও তেমন
আত্মা নব দেহ ধারণ করে। ২২

ক্রমশঃ—

সমালোচনা।

কবি কুঞ্জ। শ্রীমান অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল কর্তৃক বিরচিত। ১১ নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন সিমুলিয়া হইতে শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রয়োবিংশতি কবিতায় ইহা পূর্ণ। কতকগুলি কবিতা পাঠে আমরা প্রকৃতই সুখানুভব করিয়াছি। ভাষার মিষ্টতায়, কবিতার ভণিতায় এবং ভাবের গভীরতায় প্রচলিত অনেক কাব্য গ্রন্থ অপেক্ষা কবিকুঞ্জ যে উৎকৃষ্ট তাহা নিরপেক্ষ ভাবে বলা যাইতে পারে। কাব্যরসাস্বাদ প্রিয় পাঠক উক্ত পুস্তক পাঠে যে সুখানুভব করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্তুতিমালা।—মহাকালী পাঠশালার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বগলাচরণ রায়চৌধুরী কর্তৃক সংগৃহীত ও ১০০।৭ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট উক্ত পাঠশালা হইতে প্রকাশিত। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহাতে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, ব্যাসদেব, মহর্ষি বাল্মীকি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বিরচিত যাবতীয় হিন্দু দেবদেবীর স্তোত্রাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে শ্রেয়স্করী স্তোত্র, শীতলাষ্টক ও জ্বরস্তোত্র প্রভৃতি গৃহস্থের মঙ্গলজনক স্তবরাজি প্রদত্ত হওয়ায় পুস্তকখানি হিন্দু মাত্রেরই পাঠের উপযোগী হইয়াছে। প্রতি গৃহস্থেরই ইহার এক এক খণ্ড গৃহে রক্ষা করা আবশ্যক। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ উত্তম। মূল্য ।০ আনা।

সতীধর্ম্ম। অর্থাৎ সতীত্ব ধর্ম্মসম্বন্ধে মহাভারত হইতে সংগৃহীত প্রধান প্রধান উপদেশাবলী ; উক্ত গ্রন্থকার কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত। "পতিরেকো গুরুস্ত্রিণাম্" এই ঋষি বচনের সার্থকতা পুস্তকখানির প্রতি অক্ষরে অক্ষরে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুমহিলাকেও বিশেষতঃ বালিকাবস্থায় বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে পতিভক্তির বীজ যাহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে এরূপ রমণীর জন্য আমরা এই পুস্তকখানি পাঠের ব্যবস্থা করি। মূল্য সুলভ, ৵০ আনা মাত্র।

আর্য-শিক্ষা।—শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও অনুবাদিত। ইহাতে মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণ হইতে উদ্ধৃত উপদেশাবলী ও তাহার বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানির উপদেশ মত কার্য্য করিতে পারিলে পুরাকালীন হিন্দুগণের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহারের যে পুনঃ প্রচলন হয় তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। যে সমস্ত প্রাচীন রীতিনীতি বঙ্গদেশে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে তাহারও কিয়দংশ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। আশা করি পুস্তকখানি সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইবে। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

প্রশ্নোত্তর মঞ্জরী। মহাকালী পাঠশালার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কিরূপ উপদেশ মত কার্য্য করিলে সুকুমারমতি বালকগণ চরিত্রবান ও স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সমাজের ভূষণ হইতে পারে তাহা ইহাতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানির ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও বালকগণের বোধগম্য। এরূপ পুস্তকের প্রচার যত অধিক হয় ততই সমাজের মঙ্গল। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

প্রশ্নোত্তরমালা।—পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। বালিকাবস্থায় ও বিবাহানন্তর হিন্দু-রমণীগণ কিরূপ আচরণ করিলে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী নামে অভিহিত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে গ্রন্থকার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পুস্তকখানির ভাষা সরল ও মধুর। মূল্য /০ আনা।

নীতিগাথা।—পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকার সঙ্কলিত। ইহাতে কতিপয় সরল ও নীতিমূলক পদ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এখানি তন্মধ্যে যে একখানি উত্তম পাঠ্য এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

বেদব্যাস

দশম বর্ষ।

১০ম ভাগ।	ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০২ সাল।	৬ষ্ঠ স্তবক।

শ্রীভুধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।

জনৈক ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মুকুন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও সম্পাদক।

৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট বেদব্যাস কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দন মিত্রের লেন, "বেঙ্গল প্রেসে"

শ্রীগিরিশচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৩ সাল।

বেদব্যাস

দশম বর্ষ।

১০ম ভাগ। | ফাল্গুন, চৈত্র ১৩০২ সাল। | ৬ষ্ঠ স্তবক।

একাদশ বর্ষের উপহার।

অপূর্ব্ব গ্রন্থ।

যাঁহারা সাধারণ গ্রাহক অনুগ্রহ পূর্ব্বক বেদব্যাসের আগামী বর্ষের অর্থাৎ ১৩০৩ সালের মূল্য ২৲ দুই টাকা এবং উপহার প্রেরণাদি ব্যয় ৷৷৵০ দশ আনা, মোট ২৷৷৵০ দুই টাকা দশ আনা আগামী ২৫ই বৈশাখ মধ্যে পাঠাইবেন, তাঁহারা এবার বৈশাখ মাস মধ্যেই মহামতি কৃষ্ণদাস কবি-রাজ-কৃত চৈতন্যচরিতামৃত নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ উপহার পাই-বেন। উক্ত চৈতন্যচরিতামৃত ৫৲ পাঁচ টাকায় বাজারে বিক্রয় হয়। তাহার এক পয়সাও কমে পাওয়া যায় না। অতএব কিরূপ মহামূল্য উপহার, একবার ভাবুন। ২৫ই বৈশাখের পর টাকা পাঠাইলে কিছুতেই উক্ত পুস্তক দিতে পারিব না। অতএব ২৫ই বৈশাখ মধ্যে কেহ টাকা পাঠাইতে ভুলিবেন না।

* কাশীর আধুনিক ইতিবৃত্ত।

বৌদ্ধগণের আধিপত্যসময়ে শাক্যসিংহ বারাণসীর অন্তর্গত ঋষিপত্তনে মৃগদাব নামক স্থলে আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ দেন। চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে যৎকালে বারাণসীস্থিত বৌদ্ধতীর্থ দর্শনে সমাগত হন, সেইকালে বারাণসী-রাজ্য প্রায় ৩৩৪ ক্রোশ এবং বারাণসী নগরী দৈর্ঘ্যে দেড় ক্রোশ ও বিস্তারে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ ছিল। বারাণসী একটী স্বতন্ত্র বিভাগ, ইহা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ছোটলাটের অধীন এবং একজন কমিসনারের তত্ত্বাবধানে সংস্থিত। আকৃবর বাদশাহের সময়েও ইহা একটী স্বতন্ত্র সরকার ছিল। এখন ইহার ভূমি-পরিমাণ ১৮৩৩৭ বর্গমাইল। এই বিভাগের মধ্যে গাজিপুর, বস্তি, আজমগড়, বালিয়া, বনারস বা বারাণসী এবং গোরক্ষপুর এই কয়টী জেলা আছে। তন্মধ্যে বনারস বা বারাণসী জেলা ৯৯৮ বর্গমাইল বিস্তৃত। এই জেলার উত্তরে গাজিপুর ও জৌনপুর, পূর্ব্বে সাহাবাদ আর পশ্চিমে ও দক্ষিণে জৌনপুর ও মির্জাপুর। এই জেলার প্রধান নগরী কাশীপুরী। এখন এই নগরের আয়তন ৩৪৪৮ একরমাত্র, অক্ষ ২৫।১৮´৩১´´ উঃ, দ্রাঘি ৮৩।৩´৪´´ পূঃ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে আয়ুবংশীয় সুহোত্রনন্দন কাশ এই নগরীর প্রথম রাজা। তাঁহারই পুত্র কাশীরাজ বা কাশ্য। কাশিরাজের পর যথাক্রমে দীর্ঘতমা, ধন্ব, ধন্বন্তরি, কেতুমান্ বা হর্য্যশ্ব, ভীমরথ, ভদ্রশ্রেণ্য, দিবোদাস, দুর্দ্দম, প্রতর্দ্দন, বৎস, অলর্ক, সন্নতি বা সন্ততি, সুনীথ, ক্ষেম, সুকেতু, সত্যকেতু, বিভু, সুবিভু, সুকুমার, ধৃষ্টকেতু, বেণুহোত্র, ভর্গ ও ভার্গভূমি ইহাঁরা

* মৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত "কাশী-মাহাত্ম্য" নামক গ্রন্থ হইতে এই অংশটুকু উদ্ধৃত হইল। ইহা পাঠেই পাঠকগণ বুঝিবেন যে, কাশী-মাহাত্ম্য কিরূপ উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে। পদ্মপুরাণ স্কন্দপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, প্রভৃতি বহুবিধ পুরাণ হইতে কাশীমাহাত্ম্য সম্বন্ধে অপূর্ব্ব কথা সমস্ত অতি সাদরে উক্ত কাশী-মাহাত্ম্যে সানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বে, সং।

কাশীপুরীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ভার্গভূমির পর কে রাজা হয়, তাহার বিশেষ কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বুদ্ধদেবের সময়ে বারাণসীতে দেবদত্ত নামে একজন রাজা ছিলেন। ফলতঃ যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে, তখন কাশীরাজ্য মগধরাজের অধীন ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নাম দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোন্ সময়ে তাঁহার রাজত্ব ছিল, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। মগধরাজকুলের অধঃপতনসময়ে এই স্থান গুপ্তরাজগণের অধীন হয়। এই রাজবংশের মধ্যে কেবল বলাদিত্য-তনয় প্রকটাদিত্যের নামোল্লেখ আছে মাত্র। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইনি কাশীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। অনুমান, তৎ-পরেই কনোজরাজ কাশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কলচুরি ও পালবংশীয়েরা মিলিত হইয়া কনোজরাজ্য আক্রমণ করেন, তৎকালে কাশীরাজ্য গৌড়ের পালবংশীয় নৃপতিদিগের অধীনে ছিল। পালবংশীয়েরা বৌদ্ধমতাবলম্বী। সম্ভবতঃ গৌড়াধিপ মহীপালই কাশীর প্রথম পালবংশীয় রাজা। বারাণসীর অদূরবর্ত্তী সারনাথে ১০২৬ খ্রীঃ অব্দে মহীপাল নৃপতির প্রদত্ত একখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মহীপালের পর ১০৮৩ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্তও তৎপুত্র স্থিরপাল ও বসন্তপালের রাজত্বসময়েও কাশী বৌদ্ধ-পালগণের অধীন ছিল। ১১৯৪ খ্রীঃ অব্দে কনোজরাজ জয়চ্চন্দ্র পরাভূত হইলে শাহাবদ্দীন ঘোরী বারাণসী আক্রমণ করিয়া প্রায় সহস্রাধিক হিন্দু-মন্দির চূর্ণ করেন। আকবর বাদসাহের অধিকারকালে মির্জা চীনকলিজ বারাণসীর ফৌজদার ছিলেন। এই সময় বারাণসী আলাহাবাদ-সুবার অধীন ছিল। আরঙ্গজীব বারাণসী নামের পরিবর্ত্তে মহাম্মদাবাদ নাম রাখেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বারাণসী অযোধ্যা-সুবেদারের অধীন ছিল, কিন্তু তখনও উহা একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া কথিত হইত।

দিল্লীশ্বর মুহম্মদশাহ হিন্দুর পবিত্র স্থান বারাণসী হিন্দুরাজের অধীনে রাখিতে ইচ্ছা করেন, তদনুসারে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি বারাণসীর পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত গঙ্গাপুর নামক গ্রামের জমীদার মনসারামকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। তৎপুত্র বলবন্তসিংহ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়া পুণ্যভূমি বারাণসীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৫৪

খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মুহম্মদশাহের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র আহম্মদশাহ সফদরজঙ্গকে উজীরপদ ও অযোধ্যা প্রদেশ প্রদান করেন। এই সময়ে বারাণসী অযোধ্যা-সুবার অন্তর্গত হয়। বলবন্তের উপর সফদরজঙ্গের চক্ষু পড়িল, তিনি বলবন্তকে অযোধ্যার অধীনে একজন সামান্য জমীদাররূপে পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলেন। এই সময় বলবন্তসিংহ আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সাহস ও যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে সফদরজঙ্গের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সুজাউদ্দৌলা সুবেদার হইলেন। তিনিও পিতার অনুবর্ত্তী হইয়া বলবন্তের পদমর্য্যাদা খর্ব্ব করিতে বিশেষ চেষ্টা পান। এই সময় বলবন্ত অযোধ্যার নবাবের করালকবল হইতে রাজ্য ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য রামনগরে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। তৎপরে আলমগীর বাদশাহের রাজত্বকালে তৎপুত্র মুহম্মদআলি বিদ্রোহী হইয়া অযোধ্যার সুবেদারের সহিত মিলিত হন। তৎকালে মীরজাফর বাঙ্গালার নবাব। মুহম্মদ আলী ও সুজাউদ্দৌলা মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিবার জন্য সসৈন্যে পাটনাভিমুখে যাত্রা করেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মীরজাফর ব্রিটিসসৈন্য সাহায্যে পাটনাক্ষেত্রে উপস্থিত হন। পরবর্ষে সুজাউদ্দৌলা পুনরায় বঙ্গবিজয়ে উদ্‌যোগ করেন। এই সময়ে মীরজাফর বলবন্তসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজা বলবন্তসিংহ সৈন্যদ্বারা বঙ্গেশ্বরের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে বঙ্গেশ্বরের সহিত বলবন্তসিংহের সন্ধি হয়; সেই সন্ধি অনুসারে বঙ্গেশ্বর বলবন্তসিংহের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিপদ্‌কালে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৬এ ডিসেম্বর দিল্লীশ্বর শাহ আলাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বারাণসী রাজ্য প্রদান করেন। সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি হইলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে বারাণসী রাজ্য অযোধ্যার নবাবকে ছাড়িয়া দেন। এই সময় হইতেই বলবন্তসিংহ ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের মিত্ররাজ বলিয়া পরিচিত হন। মধ্যে সুজাউদ্দৌলা বলবন্তসিংহকে হৃতসর্ব্বস্ব করিতে চেষ্টা করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বলবন্তের পক্ষ হওয়ায় অযোধ্যানবাবের আশা পূর্ণ হয় নাই। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ২২এ আগষ্ট বলবন্তসিংহের মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার এক ক্ষত্রিয়া রমণীর গর্ভজাত চেৎসিংহ রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই

সেপ্টেম্বর, অযোধ্যার নবাব চেৎসিংহকে এক সনন্দ প্রদান করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ২১এ মে তারিখ হইতে বারাণসী ব্রিটিস্ গভর্ণমেণ্টের অধীন হইল, তদনুসারে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল, চেৎসিংহ ব্রিটিসগভর্ণমেণ্টের নিকট পুনরায় এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে য়ুরোপে ফরাসীবিপ্লব ঘটে, সনন্দানুসারে যুদ্ধব্যয়নির্ব্বাহার্থ গবর্ণরজেনরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস চেৎসিংহের নিকট তাঁহার দেয় বার্ষিক কর ব্যতীত ৫ লক্ষ টাকা অধিক চাহিয়া পাঠান। প্রথমে চেৎসিংহ ৫ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষে ঐরূপ ৫ লক্ষ টাকা দিবার সময় হইলে চেৎসিংহ ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের নিকট কিছু সময় প্রার্থনা করেন, তাহাতে ওয়ারেণ হেষ্টিংস তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষসৈন্যে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হন। চেৎসিংহ নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থ রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়ারে তাঁহার মৃত্যু হয়। চেৎসিংহ পলায়ন করিলে, বলবন্তসিংহের কন্যা হেষ্টিংসকে জানাইয়া পাঠাইলেন যে, তিনি বলবন্তসিংহের একমাত্র কন্যা এবং তাঁহার পুত্র (বলবন্তের দৌহিত্র) মহীপনারায়ণই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। হেষ্টিংস মহীপনারায়ণকেই বারাণসীর প্রকৃত রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টম্বর মহীপনারায়ণ ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের নিকট বারাণসীর জমিদারী সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। রাজা মহীপনারায়ণের মৃত্যুর পর মহারাজ উদিতনারায়ণ পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উদিতনারায়ণের মৃত্যু হইলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরী প্রসাদনারায়ণ রাজা হন। ইনি একজন কবি ও শিল্পী ছিলেন, ইহাঁর স্বহস্তনির্ম্মিত বিবিধ হস্তিদন্তের কারুকার্য্য রামনগরস্থ রাজবাটীতে রহিয়াছে। গত ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে (জ্যৈষ্ঠ) মাসে ইনি পরলোক গমন করেন। এক্ষণে তৎপুত্র রাজা প্রভুনারায়ণসিংহ বারাণসীর জমিদারী-স্বত্ব ভোগ করিতেছেন।

———

কাশীর লোকসংখ্যা।

কাশীতে হিন্দু ১৪৭২৪৬, মুসলমান ৪৫৫২০ এবং খৃষ্টান ২৭০ জন বাস করে; সুতরাং সর্ব্বসমেত লোকসংখ্যা ১৯৩০৩০ জন।

কাশীস্থ ব্যবসা।

নানাদেশীয় লোকের সমাগম হওয়ায় এখানে বাণিজ্য ব্যবসায়ও মন্দ নহে। সর্ব্বাপেক্ষা নীল, সোরা ও চিনির ব্যবসায়ই এখানে প্রধান বলিয়া গণনীয়। জৌনপুর, গোরক্ষপুর, বস্তি প্রভৃতি স্থান হইতে নানাবিধ উৎপন্ন পণ্যাদি এ স্থানে আনীত ও বিক্রীত হয়। কাশীধামের সাল, নানারূপ জরি ও বারাণসীকাপড়, রেশমীকাপড়, পিত্তল ও তাম্রের দ্রব্য, হীরাজহরতাদি, কাঠের বিবিধ খেলানা, পাথরের জিনিস সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ।

কাশীর প্রধান প্রধান ঘাট।

(১) অসিসঙ্গমঘাট।—(এই স্থানে গঙ্গা ও অসির সঙ্গম হইয়াছে)। (২) তুলসীঘাট। (৩) গণেশঘাট। (৪) শিবালয়ঘাট। (৫) দণ্ডীঘাট। (৬) চৌকিঘাট।—(এই স্থানে নাগপূজা হয়। একটী অশ্বথ বৃক্ষের মূলে অনেক বিগ্রহ এবং সর্পমূর্ত্তি আছে।) (৭)কেদারঘাট। (৮) অমৃতরাওঘাট।—(রাজা অমৃতরাও এই ঘাট নির্ম্মাণ করেন।) (৯) রাণাঘাট।—(উদয়পুরের রাজা এই ঘাট নির্ম্মাণ করেন।) (১০) মুন্‌শীঘাট।—(নাগপুরের রাজার দেওয়ান এই ঘাট নির্ম্মাণ করেন)। (১১) শীতলাঘাট।—(এই স্থানে শীতলাদেবীর মন্দির আছে)। (১২) দশাশ্বমেধঘাট।—(এই স্থানে ব্রহ্মা দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই ঘাটের মাহাত্ম্য প্রয়াগের ত্রিবেণী-তীর্থের তুল্য।) (১৩) মানমন্দিরঘাট। । (১৭) মণিকর্ণিকাঘাট। (১৫) সিন্ধিয়াঘাট।—(গোয়ালিয়ারের মহারাজ দৌলতরাও সিন্ধিয়ার স্ত্রী এই ঘাট নির্ম্মাণ করেন)। (১৬) নাগপুরের রাজাঘাট। (১৭) পঞ্চগঙ্গা-ঘাট। (১৮) দুর্গাঘাট। (১৯) গাভীঘাট বা সুরভিঘাট।—(এই ঘাটে গো অশ্ব প্রভৃতি পশুরা জল পান করে। এই ঘাটের উপর সুরভির একটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আছে)। (২০) ত্রিলোচনঘাট। (২১) রাজঘাট।

(২২) বরুণাসঙ্গমঘাট। (২৩) মীরঘাট।—(গঙ্গার পশ্চিম তটে অবস্থিত, এই ঘাটের উপরেই দিবোদাসেশ্বর মন্দির।), (২৪) পিশাচমোচনঘাট।—(ইহার কিয়দংশ মীরাবাই ও কিয়দংশ গোপালদাস সাধুর ব্যয়ে পাথর দিয়া বাঁধান হয়; ঘাটের দক্ষিণ অংশ প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে রাজা শিবসম্বর ও উত্তর অংশ প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে রাজা মুরলীধর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।) (২৫) পাঁড়েঘাট। (২৬) চোরঘাট। (২৭) রামঘাট। (২৮) জৈন-মন্দিরঘাট। (২৯) অগ্নীশ্বরঘাট। (৩০) সঙ্কটাঘাট। (৩১) যমেশ্বরঘাট। (৩২) ঘোষলাঘাট। (৩৩) চৌষট্টি যোগিনীঘাট।

কাশীস্থ পাঠমন্দির (টোল)।

কাশীই আর্য্যবিদ্যাশিক্ষার প্রধান স্থান। এই স্থানে বুদ্ধদেব আত্মমত প্রচার করেন। কপিলদেব এই স্থানে সাংখ্যদর্শনের মহিমা গান করিয়াছিলেন, রাজা অশোক এই স্থানে তাঁহার নিরুক্ত প্রকাশ করেন। শঙ্করাচার্য্য এই স্থানে পূজ্য হন এবং তিনি শিবমাহাত্ম্য প্রচার করেন। তুলসীদাস এই স্থানে রামায়ণ রচনা করিয়া প্রতিপন্ন হন। কাশীধামে যে কয়টী প্রধান পাঠাগার আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

(১) গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ—(এই কলেজে আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত প্রণালীতে অধ্যাপনা হয়। বৎসরে চারিবার ছাত্রদিগের পরীক্ষা হয়। পরীক্ষাস্থলে রেসিডেণ্ট সাহেব উপস্থিত থাকেন। আর্য্যশাস্ত্রের যে যে শাখা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের পড়িবার বা শুনিবার অধিকার নাই, সেগুলি ঐ পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট থাকে না। এই কলেজের নাম এখন "কুইন্স কলেজ" হইয়াছে। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে এই কলেজ স্থাপিত হয়।) (২) কাশ্মীর মহারাজার স্কুল।—(এই বিদ্যালয়ে ১১ জন পণ্ডিত এবং ২০০ শত ব্রাহ্মণছাত্র আহার ও বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয় দশাশ্বমেধঘাটের নিকট

স্থাপিত)। (৩) দারভাঙ্গা মহারাজার চতুষ্পাঠী।—(ঐই চতুষ্পাঠী স্বর্ণ-মন্দিরের নিকটে স্থাপিত। ইহাতে ৪৫০ জন ব্রাহ্মণছাত্র ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। উহারা দশবর্ষ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করে। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, দর্শন ও বেদ অধ্যয়ন হইয়া থাকে।) (৪) বেদবিদ্যালয়।—(হৌজ্-কাটরা)।

কাশীর দর্শনীয়।

(১) গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ। (২) প্রিন্স অফ্ হস্পিটাল।—(কাশীবাসীরা প্রিন্স অফ্ ওয়েল্সের আগমন স্মরণার্থ ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।) (৩) টাউন্ হল্।—(ইহা বিজানাগ্রামের মহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।) (৪) বিজনাগ্রাম মহারাজার বাটী। (৫) রাজা চৈতসিংহের বাড়ী। (৬) কাশীর মহারাজার বাটী।—(রামনগর)। (৭) মানমন্দির।—(রাজা মানসিংহ-প্রতিষ্ঠিত।) (৮) আরাঙ্গজীবের মন্দির। (৯) বিশ্বেশ্বরমন্দির।—(ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাই কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং মহারাজা রণজিৎসিংহ কর্ত্তৃক স্বর্ণপত্রে মণ্ডিত)। (১০) অন্নপূর্ণার মন্দির।—(পুনার রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।) (১১) মধুদাসের বাগান।—(রাজা চৈৎসিংকে বন্দী করিবার সময় ওয়ারেন্ হেষ্টিংস [১৭৮১ সালে] ঐ বাগানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।) (১২) মিউজিয়ম্ বা চিত্রশালিকা। (১৩) জ্ঞানবাপী। (১৪) রাজা মানসিংহের লক্ষমন্দির। (১৫) দুর্গাবাড়ী। (১৬) আমটী মন্দির। (১৭) কালভৈরব। (১৮) দণ্ডপাণিদেব। (১৯) তিলভাণ্ডেশ্বর। (২০) যোগেশ্বরী বাটী।—(হৌজ-কাটরা।)

কাশীস্থ প্রধান প্রধান মঠ।

মঠের নাম	আশ্রমীর নাম	স্থিতিস্থান
ফণীন্দ্রজ্যোতিঃ গোঁসাই,	আনন্দবার্ বা পরমহংস অথবা গোঁসাই	শিবদত্ত গিরির বাগান।
আত্মানন্দ জীউ	ঐ	কৈলাস, গিরির নিকটে।
,,	,,	৺বৈদ্যনাথ মন্দিরের চতুঃসীমা।
ঠাকুরগিরি	,,	বুধগয়ার বাগান।
আশাগিরি	,,	নাগারবাগান।
ভগবানন্দ	,,	নক্সা।
রামগিরি	,,	অপরনাথের টেক্‌রা।
সচ্চিদানন্দ জীউ	,,	ধ্রুবেশ্বর শিব, মিছির পকুরা।
রামজিত গিরি	,,	দক্ষিণামূর্ত্তিকা মন্দির।
বশিষ্ঠপুরী জীউ,	ভুর্‌বার	সরস্বতী গিরির মঠ।
মূলাপুরী	,,	পাটালুবিকার শিবালয়।
ভগবানন্দ ও ভৌমানন্দ	,,	ইচ্ছাপুরী জিউর ধরমশালা।
শিবলোচন গিরিজীউ,	আনন্দবার্,	হৌজ্‌কট্রা।
আত্মানন্দপুরী,	ভুর্‌বার,	বাঁশ্‌কা কট্‌কা।
আনন্দগিরি,	আনন্দবার্ বা সন্ন্যাসী	বাঁশ্‌কা কট্‌কা।
অনূপগিরি	,,	,,
চিদ্‌ঘনানন্দগিরি	,,	হৌজ্‌কট্রা।
অমরগিরি	,,	,,
নিত্যানন্দস্বামী	,,	কেশবানন্দ জীউর ধরমশালা।
শিবরতনগিরি	,,	গোলাপপুরীকা ধরমশালা।
চিৎঘনানন্দগিরি	,,	টেড়িনিম্।
শঙ্করগিরি	,,	ঐ, উত্তমগিরির ধরমশালা।

মঠের নাম	আশ্রমীর নাম	স্থিতিস্থান।
বলদেবগিরি	"	অপরনাথের মঠ, ঢুণ্ডিগণেশ।
জ্ঞানীজীউ	"	হরিগিরিকা মঠ।
স্বামী জগন্নাথ পর্ব্বতজীউ,	"	কর্ণঘণ্টা।
চিমন্‌গিরি	"	বিকানে উয়ালেকা মন্দির।
সন্তোষগিরি	আনন্দবার্‌	কচুরিগলি।
রাজ্‌গিরি	"	জ্ঞানবাপী।
ব্রহ্মগিরি	"	কচুরিগলি।
হরিহরানন্দজীউ	"	লাহরিটোলা।
স্বামী বসন্তানন্দজীউ	"	নরসিংহ চক, মণিকর্ণিকা।
গোকুলগিরি	"	"
স্বামী হরনামগিরি	"	দত্তাত্রেয়কা চরণপাদুকা।
গঙ্গাগিরি	"	আদি বিশ্বেশ্বর।
মোহন্ত জালমগিরি	আনন্দবার্‌ ভূরবার্‌,	শিবালয়ঘাট।
রামগিরি	"	"
গোপালগিরি	"	তিলভাণ্ডেশ্বর।
শিবরামপুরী	ভূরবার্‌ সম্প্রদায়	অসি।
ভীমসেন	"	চৌকাঘাট।
বিষ্ণুগিরি	আনন্দবার,	গৌঘাট।
কৃষ্ণগিরি	"	কোর্তুয়াপুরা।
ভোলাগিরি	"	ঢুণ্ডিরাজ।
মাধবানন্দস্বামী ভারতী,	ভূরবার,	রামাপুরা।
দণ্ডিস্বামী রামানন্দতীর্থ,	দণ্ডিস্বামী,	দশাশ্বমেধঘাট।
বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী	"	ত্রিপুরাভৈরব।
গৌরস্বামী	"	চতুঃষষ্টিঘাট।

জতীমঠ মহারাষ্ট্রী ও দণ্ডীস্বামী, পঞ্চদ্রাবিড় সম্প্রদায়, দশাশ্বমেধঘাট।

মঠের নাম	আশ্রমীর নাম	স্থিতিস্থান।
বোখাড়ামঠ	,,	স্নানমন্দিরের নিকট।
আগ্নেশ্বরমঠ	,,	সঙ্কটা।
দুধাধারীমঠ	,,	ঘোষলাঘাট।
তারকামঠ	,,	দুর্গাঘাট।
,,	,,	বিন্দুমাধবের ঘাট।
মঙ্গলাগৌরীমঠ	,,	মঙ্গলাগৌরী ঘাট।
নাগেশ্বর মঠ	,,	,,
দত্তাত্রেয় মঠ	,,	নারদঘাট।
রাজগুরু মঠ	,,	হনুমান্ ঘাট।
পূর্ণানন্দমঠ	,,	,,
দক্ষিণামূর্ত্তিকামঠ	,,	,,
অসিমঠ	,,	অসি।
গুজরাটীদিগের মণিমঠ	,,	সঙ্কটা।
কৌশেশ্বরমঠ	,,	মণিকার্ণিকা।
অখণ্ডানন্দমঠ	,,	সুকুটোলা।

নব-নাটক।

৪র্থ অঙ্ক।

বিবেক। আর আমাদের থাকার প্রয়োজন নাই। জননীর সহিত আমাদিগকে অন্তরেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। অবিদ্যাদির প্রতিভা আর খাটিবে না। যদি অবিদ্যা বল প্রকাশ করে, তবে নিত্যানিত্য বিবেচনাস্ত্র, ব্যবহারে নিত্য সুখকর যে আত্মাও তদন্তরজগৎকে, অহমাত্মাবোধে প্রাতঃসূর্য্য দর্শনে দিক্ ভ্রম বিনাশের মত নাশপ্রাপ্ত হইবে। অতএব এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করি। হে পিতঃ! আমাদিগকে অনুমতি করুন, আমরা স্বীয় স্বীয় স্থানে গমন করি।

পিতা। রে পুত্র! যদিও তোমাদিগকে অন্তরেই পাইয়া রাখিয়াছি বটে, তথাচ বিদায় দিতে ইচ্ছা হয় না। যাহাই হউক, তোমরা গমন কর। কিন্তু দেখো, জগদাত্মা আশ্রিতো বটে, আমাকে যে কৌশলে মোক্ষপদ দৃষ্ট করাইলে, সেই কৌশলে জগদাত্মাকে মোক্ষপদ দৃষ্ট করাইবে, যেন অবিদ্যাদির গন্ধও না থাকে।

রাগিণী মল্লার।—তাল আড়া।

জগত প্রকাশ করি মোচন কর আত্মাকে॥
আমি মাত্র এ জগত তাইতে মুক্ত কর মোকে।
ইতঃপূর্ব্বে আমি যেন, জগদাত্মায় দেখিতেন,
শীঘ্র ঘুচাও দুঃখ হেন, আত্মাতে যেন না থাকে॥

বিবেক। হে পিতঃ! আপনি চিরদিন দেবনিষ্ঠ ছিলেন। একারণ আমাদের কথা বুঝিতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন জানিয়া জননী, মহাশয়ের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করাইবার নিমিত্ত আমাকে আজ্ঞা করেন। জগদাত্মার তাদৃশ অধিকার জন্মাইলে, জননী জানিতে পারিবেন এবং আমাদিগকে আজ্ঞা প্রদানও করিবেন। আমরাও স্বীয় স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইব। সে নিমিত্ত মহাশয়কে কোন চিন্তা করিতে হইবে না।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়া।

সকল অন্তরে থাকি কাল পেয়ে উদয় হই।
মোক্ষ পদ দিতে পিতা কেহ নাহি আমা বই॥
শাস্ত্র যোনির কৃপা হলে, গুরু-কৃপা হয় সে বলে,
মাতা তাঁরে করিলে কোলে, তৎপরে আমি বুঝাই॥

পিতা। রে পুত্র! যত্ন করিলে জন্তু সকলের মধ্যে মানবাত্মাকেই মোচন করা যায়। আমার কৌমার কালের কথা মনে হইল। সেকালে আমি খেলারসে বড় নিমগ্ন ছিলাম। কিন্তু সেকালে যিনি আমাকে প্রতিপালন করিতেন, তিনি প্রাহারাদি করিয়া বিদ্যাচর্চ্চার দিকে লইয়া যাইতেন; সুতরাং এক্ষণে যথাকিঞ্চিৎ যাহা জানিয়াছি, সে কেবল সেই মহাত্মার কৃপাবলে। যদি তত্ত্বোপদেশ লাভ করিতাম, তবে তত্ত্বজ্ঞান হইয়া এতদিন মোক্ষ লাভ করিতাম অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাস করিয়া পরিপক্ক জ্ঞানী হইয়া, সুখ-দুঃখ-প্রবাহ হইতে সুখপ্রবাহের যে ব্রহ্ম, তাহাতেইলয় হইতাম। এই অনুভবে জানি, যত্ন করিলে মানবাত্মাকে মোচন করা যায়।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

মানবে দেখিয়া মন ভুলিল ইহ ভুবন।
ঈশ্বরে সমান শক্তি বিচারিয়া দেখ মন॥
বিচারিয়া তন্ন তন্ন, মানবে দেখিলান পূর্ণ,
চিন্মাত্র ব্রহ্ম চৈতন্য, প্রতিবিম্ব অধিষ্ঠান॥
ঈশ্বরে পূজিতে হয়, মানবে উচিত তাই,
পুষ্পযন্ত্র দেবময় মানব হবে না কেন॥

[বিবেকের প্রণামানন্তর প্রস্থান।].

(অপর দিক হইতে অবিদ্যার আগমন।)

অবিদ্যা। প্রাণকান্ত কোথায়? প্রভুকে যেস্থানে রাখিয়া গিয়াছিলাম, সেই স্থানেই যে এক মহাতেজস্বী মমান্তক মূর্ত্তি দেখিতেছি! অহো! উনিই তো প্রাণকান্ত বটেন। শূন্য ঘর পেয়ে বিদ্যা রাক্ষসী চিরকালের রাগে আমার মাথাটা একবারে খেয়ে গিয়েছে। আমি মরিলাম, আবার নির্ব্বংশও

হইলাম। তাহাতেও দুঃখ করিতাম না, যদি কর্ত্তার কোন পক্ষের বংশ থাকিত। হায়! কর্ত্তাকে কে দেখিবে, কর্ত্তাকে কে কর্ত্তা বলিবে, কর্ত্তা আর কার কর্ত্তা হইবেন? কর্ত্তার ত আর অস্তিনাস্তি জ্ঞান নাই। কর্ত্তাকে অকর্ত্তৃত্ব ভাবের ঘোরে ফেলাইয়া বিদ্যারাক্ষসী পাইয়াছে। আর আমার বিদ্যাবুদ্ধি ত চলিল না, রাক্ষসীরই বা স্থান কোথায়? আমি গেলেই আমারই ছায়া পরাভক্তি অধিকার করিবে, সেই সকলই হইবে। কেবল আমারই স্থান নাই। এক্ষণে কি করিব?—ভ্রান্তির পশ্চাৎগামী হওয়াই শ্রেয়ঃ, যদি জীবিত কাল পর্য্যন্তও কাশীবাস ঘটে।

রাগিণী বিভাষ।—তাল যৎ।

সময়ে সকলি করে।
পাটরাণী হয়ে দূর হইতে হইল মোরে।
কারে বা বলিব দুঃখ, কে চাহিবে মোর মুখ,
নির্ব্বাণ স্থানে এ দুঃখ, পাশরিগে কাশীপুরে॥

[এই বলিতে বলিতে বিদ্যার প্রস্থান।]

আত্মা বিবেককে বিদায় দিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

আত্মা। ভক্তি, ভুক্তি, মুক্তি, সকলই জ্ঞানে সিদ্ধ। বাহ্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম সকলে স্তুতি বা নিন্দা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু এরূপ নিরালম্ব হইলে জগদাত্মার প্রতি বিড়ম্বনা করা হয়। তাহার কারণ, ঈশ্বরে অনন্তভক্তি না হইলে মুক্তি কদাচ হইবে না। পাঠাদিও ভক্তি, তথাচ ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ ইতি গীতায়াং। ফল, তাহাতে কোমল শ্রদ্ধা বৈ গাঢ় শ্রদ্ধা হয় না। পণ্ডিত সমাজেই সে দৃষ্টান্ত দেখা যায়। মনে কর, পণ্ডিতেরা সভাতে বসিয়া নানা কথা কহে এবং লোককে নানা বিধিও দিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের নিজের আচরণ দেখিলে বিস্ময় জন্মায়। আবার যে পণ্ডিত ভক্তিরসে আর্দ্রচিত্ত হন, তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তগণাপেক্ষা গাঢ় দেখা যায়। অতএব ভক্তি ভিন্ন আত্মজ্ঞান হয় না, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি কিপ্রকারে হইতে পারে? তথাচ, কর্ম্মণা জায়তে ভক্তির্ভক্তি জ্ঞানস্য কারণং। জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তির্ধর্ম্মশাস্ত্রাদিভির্ণতা। বরঞ্চ, পণ্ডিত অপেক্ষা সদ্‌গুরু দীক্ষিত উপাসক সকলের আত্মজ্ঞান হইবার কথা দীক্ষা-

পদ্ধতিতে দেখা যায়। তথাচ পূর্ণাহুতিদানাৎ প্রাক্ শিষ্যং কুণ্ডসমীপং আনীয়, অর্ঘোদকেন সংপ্রেক্ষ্য প্রাঙ্‌মুখো ভূত্বা প্রত্যঙ্‌মুখং শিষ্যং শিষ্যস্থ চৈতন্যং গুরু-স্বাত্মনি সংযোজ্য আত্মস্থিতং চৈতন্যং শিষ্যে নিবেদয়েৎ ইত্যাদি। পরে উপাসনা দ্বারা জ্ঞান পরিপক হইয়া মোক্ষ হয়। তথাচ অষ্টাবক্রসংহিতায়াং।—যদি দেহং পৃথক্‌কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি। অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধা-মুক্তো ভবিষ্যসি। আমি প্রতিষ্ঠা কামনায় বর্ত্তমান সামাজিক গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া, তাদৃশ শ্রদ্ধাতে ইষ্ট দেবতার উপাসনা করিয়া জ্ঞান-রত্নলাভ করিলাম অর্থাৎ আকার মাত্র নির্ব্বানানুভবে নিরাকার জানিয়া আমি যে আছি সে আছি, নিরাকারময় আছি জানিলাম। যে নিরাকার, সেই ব্রহ্ম। অতএব কামেই বা হউক্, প্রেমেই বা হউক, ইষ্টদেবতার উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। তথা চ,—গুরুলোপো ন কর্ত্তব্যঃ স্বচ্ছন্দং যদি ভাবয়েৎ। ইত্যাদি। গুরু-গীতায়াং।—শিবো ভূত্বা শিবাং যজেৎ। দেবো ভূত্বা যজেদ্দেবং অন্যথা বিকলা ক্রিয়া। ইত্যাদি তন্ত্রে। ব্রহ্মজ্ঞান ঈশ্বরের উপাসনার অধিকারী হইবার নিমিত্ত। যেহেতু, স্বজাতি ভিন্ন অন্যের অন্নজল গ্রহণ করা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞানে ঈশ্বরের স্বজাতি সিদ্ধ হওয়া যায়। অজ্ঞান কালের উপাসনায় চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। পরে জ্ঞান প্রাপ্তে ঈশ্বরের উপাসনাই কর্ত্তব্য হয়। তথাচ ভগবদ্গীতায়াং।—তপস্বীভ্যোধিকো যোগী জ্ঞানীভ্যোপি মতো-ধিকঃ। কর্ম্মিভ্যোশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ। অপর জগদাত্মার রক্ষণার্থেই ভক্তি এমত নহে,—স্বার্থও আছে। সালম্বে নিরালম্বই সিদ্ধ। ত্রিবৃৎকরণ এবং পঞ্চীকরণ বিচারে ভাগলক্ষণা দ্বারা কর্ম্ম-কর্ম্মী বিভাগ করিয়া জহদজহৎ-লক্ষণাতে কর্ম্মভাগ ত্যাগ করিয়া যে অত্যাগ সত্বা কর্ম্মী তাহা দেখাইয়াছি। তখন অহং ব্রহ্মজ্ঞানে যে ফল, কালী ব্রহ্মজ্ঞানেও সেই ফল,—নিরালম্বেও বেশী নয়। আমি যে বিচারে ব্রহ্ম-কালীও সেই বিচারে ব্রহ্ম। ব্যষ্টি আত্মা সকলেরও সেই বিচার সেই গতি। অতএব কালী কালী জপ করাই শ্রেয়, আর ইহা অভ্যাসও আছে। সাধারণেও যে ধর্ম্মের প্রচুর অভ্যাস থাকে, তাহাকে স্বধর্ম্ম কহে,' স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়; পূর্ব্বাচার্য্যেরা কীর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলাম,

এক্ষণে তেমনটী ঠিক থাকিতে পারা হইবে না। কারণ, অবিদ্যা-সংসর্গে কতকগুলি কু-অভ্যাস অভ্যস্ত হইয়াছে। বরং কালী নামে তাহা ত্যাগ হইবে সন্দেহ নাই। তাহার কারণ নামের মহিমা শাস্ত্রে বহুতর শুনিয়াছি। একমাত্র হেলাতে শ্রদ্ধাতে কালী-নাম কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জপিতাম, সেই ফলে আত্মরসে রসজ্ঞ হইয়াছি। যখন আত্মরস হইতে আর কোন রস বেশী আছে এমত নহে, তখন একমাত্র নামের আশ্রয়ে কালাতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ।

রাগিণী মূলতান। তাল একতালা।

কর্ম্ম মম জপি কালীনাম,
দোষগুণ কালী তুমি জ্ঞান।
অভ্যাসেরও বলে, ডাকি কালী বলে,
কালাকালে ফলে, নাহি প্রয়োজন।
জ্ঞানাজ্ঞান যত, বন্ধ মোক্ষ ব্রত,
ছাড়ি কালী ব্রতে কাল কাট মন।
জপে যার নাম, পেলে আত্মজ্ঞান,
জপ তার নাম, মিছে দ্বৈত ভান।
তুমি আমি কেটা, কারে বল সেটা,
সর্ব্ব এক জটা অসিধরা জ্ঞান।
যত শাস্ত্র বল, সর্ব্ব কালী বল,
দ্বেষাদ্বেষী বল কেন করে জ্ঞান।

হে জগদম্বে! তুমি বড় আমি ছোট, এই জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি হয় না। একারণ তোমার ভক্তিতে দ্বৈতদোষ দিয়া অনেকে ভক্তি-দ্বেষী হয়। আমি জানি, যেটা যথার্থ বটে সেটায় দোষ কি। আমি সে দিন তব কৃপাতে আত্মজ্ঞান লাভ করিলাম। তুমি কোন্ কালে আত্মজ্ঞানী হইয়াছ, এমত কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বরঞ্চ তোমার আত্মা তোমার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, এই নিদর্শনই পাওয়া যায়। জানি অপর তোমার অনুষ্ঠান করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি মনে মনে যথেষ্ট, অতএব তুমি অগ্রে বলিয়া বড় আমরা পরে বলিয়া ছোট এবং তুমি অগ্রে, এই কারণ তোমার নিশ্চয় বেশী ব্রহ্মৈশ্বর্য্যও তোমারই বশীভূত।

রাগিণী-ললিত।—তাল আড়া।

মা তোমার ঐ পাদপদ্ম একদা ধ্যান করিব।
কালী ঘুচে ব্রহ্মময়ী নিতান্তই প্রেমী হব ॥
এই মম প্রয়োজন, দেখিব রাঙ্গা চরণ,
তল্লাগি শব সাধন, করিবারে না পারিব ॥
কঠোর করিতে নারি, তুমিই মা মহেশ্বরী,
ইহ যন্ত্রে তব পূজা, করিয়াছি অনুভব ॥
আমার স্নান ভোজন, প্রাতঃকৃত্য আদি শুন,
যোগ ভোগ যত মম, শিবানী সে সব তব॥
তোমা থেকে দেখতে পাই, সেই তোমারে দেখতে চাই,
ত্যাগী অদ্বৈতাভিমানী সম কেন আমি হব ॥
অহংব্রহ্ম যেমন ছিল, কালী ব্রহ্ম তেমনি হল,
তখন দেখি নাই কালী, এক্ষণে মায় কোথা পাব ॥

হে জগদম্বে! আমার এই জন্ম-দেহ অবশ্য ত্যাগ হইবে, সন্দেহ নাই। তখন ত্যাগ হইয়াছে জানিয়া তবপাদপদ্মে শরণাগত আমার বিদ্যমান দেহ অবশ্যই শব। দেহ ভক্ষণে জাত, হংস বিচলনে ভোক্তা আমি। আমার মধ্যে পঞ্চীকরণযোগে দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আবার সেই দেহের মধ্যে ঘটাকাশের মত আমি আছি, সেই আমি অন্তরাত্মা, তব পাদপদ্ম-সেবক। শবারূঢ় সাধকের সেবা যেরূপ, আমারও সেবাও সেইরূপ। তবে কি নিমিত্ত তোমার নিত্যানন্দরূপ দর্শন পাই না? পদার্থ বিচার হইতে তোমার সূক্ষ্মরূপ সর্ব্বত্র সমরস এবং সর্ব্বত্র বিলক্ষণ অরূপ যে ব্রহ্ম, এই সকল বিবেচনা রূপ নেত্রে দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ মনস্থির করিয়াছি। মাগো! আর স্থির থাকিতে পারি না, দয়াময়ি! দয়া প্রকাশিয়া নিজ দাসকে দর্শন প্রদান পূর্ব্বক সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার কর, আর কাল-বিলম্ব করিও না।

রাগিণী ললিত বিভাষ।—তাল আড়া।

কৃপা কর ব্রহ্মময়ি কাতর কিঙ্কর জনে।
করো না অপেক্ষা শ্যামা নিকৃষ্ট শব সাধনে॥
এ নহে বিশুদ্ধ শব, আরোহী আমি তার জীব।
সোহংজ্ঞানে হয়ে শিব শিবানী তব চরণে॥
পতিত পতিত আমি, উদ্ধার কর মা তুমি।
উদ্ধার করেছ তুমি মমাধিক পতিত জনে॥

হে জগদম্বে! ইহ সংসারে কৃপণতা দোষে দোষী হইয়া আরও কতদিন দিনপাত করিব? সকল কষ্টই আমার নিজ দোষ হইতে ঘটিয়াছে। কারণ, আমি কোন যোগাদি করি নাই, বরঞ্চ যোগীদিগকে সর্ব্বদা ধূর্ত্ত গোষ্ঠী বলিয়া নানা দোষ প্রদান করি। হে জগদম্বে! দ্রষ্টা, দৃষ্টি, দৃশ্যমান আর দ্রষ্টা, দৃশ্যমান ভিন্ন দৃষ্টির মত যে ব্রহ্ম, সে সকলটীই তোমারই স্বরূপ। তবানুষ্ঠান হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ভাবীসময়ে বন্ধ বিমোচন হইয়া মুক্ত হইতে তোমার আশ্রয় ব্যতীত কদাচ হইতে পারে না। অতএব তবাশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ; দয়া করা, না করা, স্বকর্ম্ম দোষ গুণে সে তোমার ভার।

রাগিণী ললিত বিভাষ।—তাল আড়া।

তারিতে হবে মা তারা পতিতে, চরণে ধরি।
তব দরশন পেলে কালেরে ছলনা করি॥
দিয়াছ মা ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মধ্যানে পেয়ে ত্রাণ।
এক্ষণে দর্শন কাম, তব তত্ত্ব পান করি॥
তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, তুমি আমার ধ্যানের ধ্যান।
তুমি করণের করণ, আমার আমি তুমি হেরি॥
দেখা দিয়া রাখ প্রাণ, রেখেছ প্রাণ সম্মান।
সেই হেতু রয়েছে প্রাণ, অদ্যাপি সাহস করি॥
অবশ্য পাইব দেখা, মনেতে রয়েছে রাখা।
মনোরথ পূর্ণ কর শীঘ্র করি মহেশ্বরি!

অদর্শনে অতি নিকৃষ্ট কর্ম্মীরাও আমাদিগের মস্তকে পদাঘাত করিয়া গতিবিধি করিতেছে। কি করিব, সহ্য করিতে হইতেছে, কিন্তু আর সহ্য

করিতে পারি; না কারণ তোমার কৃপা কিঞ্চিৎ লাভ করিয়া, অন্তরটী বড় সুখময় হইয়াছে।

রাগিণী ললিত বিভাষ।—তাল আড়া।

সহে না যাতনা মাগো দেখা দিয়া প্রাণ রাখ।
তোমা বিনা বলি কারে বিবেচনা করে দেখ॥
ভারতে সগুণ জানে, সেই হেতু তোমায় মানে,
জানে না মা অন্য জনে, নির্গুণে মা সে সেই দেখ॥
সগুণা নির্গুণা তুমি, আত্মানুভবেতে জানি,
তারিতে নিখিল প্রাণী ভারত ধর্ম্মেতে থাক॥

হে জননি! অন্য সাধন সকলে আমার মন চলে না। কারণ, বিনা পরিশ্রমে কিছুই সিদ্ধ হয় না। পরিশ্রমে আমি তত পারগ নহি। আবার কেনই বা পরিশ্রম করিব? যদিও আমার ধর্ম্ম অতি অলস লোকেদের আদরণীয়, কিন্তু বিবেকবলে জানিয়াছি, নিষ্কাম কর্ম্মই, সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তথাচ ভগবদ্গীতায়াং।—ন চাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। সেই নিষ্কাম কর্ম্ম, তুমি সর্ব্বত্র সমরস; যে রসবোধে জানা যায়, যে সেই রসময়ী প্রতিমা অন্তরে রক্ষা করিয়া, কেবল তোমার নাম গ্রহণ করাই নিতান্ত নিষ্কাম কর্ম্মনামে ভুবনে বিখ্যাত।

রাগিণী ললিত বিভাষ।—তাল আড়া।

যদিও সকল তুমি তথাচ মা তুমি আছ।
নাম জপে ধ্যানে নানারূপ কেন দেখা দিছ॥
যদি বল তোর মন, নহে অদ্যাপি শোধন,
স্বগুণে শোধন কর কার তরে রাখিয়াছ॥
ভজিবা না ভজি তোরে, খ্যাত ভুবন ভিতরে,
আশ্রিত কালীর দাস স্বনামে কি দোষ নিছ॥

রে দুর্নিবার্য্য মন! অদ্যাপি বাল্যলীলা ত্যাগ করিতে পারিলে না? ইতিপূর্ব্বে ভিক্ষাদি করিয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রভৃতি বিষয় রাজাদির মত ভোগ তো করাইয়াছি, এক্ষণে সে সুখাভিলাষ ত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য, ভোগাশা ভোগ সঙ্গে না মিটাইলে পরিণামে দুঃখ বৈ সুখ নাই। এক্ষণকার

অভ্যাস চরমে অবশ্যই উদয় করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব অদ্যই কালীপদে তোমার নিমগ্ন হওয়াই শ্রেয়ঃ, যেহেতু, সেই অভ্যাস চরমে ফল প্রদান করিবে নিঃসন্দেহ।

রাগিণী ললিত বিভাষ।—তাল আড়া।

কালী-পদে মন কবে বিলয় হবে।
কালীরূপ ভিন্ন অন্য নয়ন না দেখিবে॥
ত্যজিয়া বিষয় চিন্তা, কালী-পদে রবে চিন্তা,
ষোড়শী সঙ্গম সম, চিত্ত কালীতে চেতিবে॥

আত্মার বাক্য শ্রবণে অন্তরীক্ষ হইতে অদ্বৈতবাদী হাস্য করিয়া কহিলেন।

অদ্বৈতবাদী। হো, হো, কেঁচে গেল কেঁচে গেল।

হাস্য শুনিয়া আত্মা বলিতেছেন।—

আত্মা। বলিবার প্রয়োজন নাই, তথাচ বলিতে হইল, তোমরা যে, আমিও সে। এইটী জানিয়া পরদুঃখে দুঃখী হই। পরাত্মা অহমাত্মা আমিই জানিয়া কালী নাম জপিতে লাগিলাম, সেই নিমিত্ত কি কেঁচে গেলো বলিয়া হাস্য করিলে? তোমরা যে পাকা সে টেঁসমারা।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল যৎ।

তোমরা যে পাকিয়াছ তা জানিলাম বিশেষ করে।
অদ্বৈতবাদী হইয়া আমায় দেখলে কেমন করে॥
অরে, তোরা মোরে দেখি দ্বৈত না হয়ে বলি অদ্বৈত,
কালী দেখি আমি দ্বৈতবাদী হলেম কেমন করে॥
এ জগতে দেখি নানা, দ্বৈত তায় দেখতে পেলাম না,
ঘটের নানার মত ঘটত্ব একত্ব স্ফুরে॥

হে আত্মন্! তত্ত্বজ্ঞানী সম্বন্ধে আত্মজ্ঞান বা পরাত্মা জ্ঞান, বা আত্মাপরাত্মা ভিন্ন চিৎকারণ ব্রহ্মধ্যান, কিছুতেই চিত্তের বিঘ্ন থাকে না। তাহার কারণ, ত্রিবৃৎকরণ, বা পঞ্চীকরণাধার, অনাদি আত্মার বিশেষজ্ঞানে চিত্তের সংশয় একবারে দূরীভূত হইয়াছে। একারণ যাহা করে তাহাতেই ব্রহ্মবোধ থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহাদের স্বভাব-সিদ্ধ, আমি, তুমি, ঘট, পট, বোধের মতন, ব্রহ্ম বোধ হইয়াছে। তথাচ জ্ঞানানন্দলহর্য্যাং।—কদা ধ্যানাভ্যাসৈঃ

কচিদপি সপর্য্যা বিকসিতৈঃ সুগন্ধৈঃ সৎপুষ্পৈঃ কচিদপি দলৈরের বিমলৈঃ। প্রকুর্ব্বন্ দেবস্য প্রমুদিতমনাঃ সন্নতিপরো মুনির্ব্যামোহং ভজতি গুরুদীক্ষাক্ষতত্তমা। তাহা না হইয়া যখন কালী নাম শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলে, তখন পরিপক্ক জ্ঞান হয় নাই। অতএব সাধুসঙ্গ করা উচিৎ।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়া।

সাধুর সঙ্গ বিহনে জ্ঞান-ধন পাকিবে না॥
এ বিষয়ে সাধু ইষ্ট করে দেখেছি ভাবনা।
পূজা জপ ধ্যান যোগে, সর্ব্বদা থাকিবে লেগে,
পরিপক্ক ক্রম যোগে, যাইবে দুঃখ রবে না॥
ত্রিতাপে রেখেছে ঘিরে, আছ অভিমান করে;
হইলে পরম জ্ঞানী জ্ঞানে অভাব থাকে না॥

ওহে আত্মন্! আরও কিঞ্চিৎ অনুভব কর। বর্ত্তমান সময়ে তোমরা ত ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছি বলিয়া অভিমান করিতেছ, কিন্তু এক্ষণ এক ইচ্ছাসিদ্ধি যে কোন বিষয়ে তোমার হইবে না। তবে যদি কোন জগৎ কার্য্যের শৃঙ্খলা বৃদ্ধি জন্য ইচ্ছাই হয়, তখন যে যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইবে, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। অপর, ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করে ত সাধক সকল সিদ্ধ ফল লাভ করেন। ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিয়া সেই কর্ম্মের অবান্তরফল হইতে জীবন-যাত্রার শেষসময়ে যে ভাব অন্তরে উদয় হয়, সেইরূপ পর-শরীর প্রাপ্ত হয়। তথাচ ভগবদ্গীতায়াং।—যম্যঞ্চাপি স্মরণ্ভাবং ত্যজেসণ্তে কলেবরং। তন্তমে বৈতি কৌন্তেয় সদা মদ্ভাব ভাব্বিতং। তখন সাধারণ জীবও যে একবারে স্বেচ্ছাময় তাহা হইল। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং। অতএব বল দেখি, কোন জ্ঞানী যদি মৃত্যু-জয়ের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ইচ্ছার সিদ্ধশক্তি দ্বারা অবশ্য মৃত্যুকে জয় করেন। মানিতে হয় কি, না? দ্বৈতসুখ উপস্থিতের সময় ঈশ্বর সদাশিব ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিয়া, মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন এবং বিষ্ণু ও ভগবতী মৃত্যুকে বশীভূত করিয়াছেন। তাঁহারা আছেন, আরও দেবতা, যোগী, ঋষি, মুনি অনেক আছেন, এবং তাঁহাদের উপাসনাও শাস্ত্রে আছে। উপাসকগণ তাঁহাদের উপাসনায় সিদ্ধ হন এবং দিব্য জ্ঞানও যে পাইয়া থাকেন, ইহাও শাস্ত্রপ্রমাণে আছে। তখন

এ বিষয়ে কি সন্দেহ হইতে পারে?—কদাচ হয় না। যাঁহারা ঈশ্বরানুষ্ঠান করেন নাই, তাঁহাদেরই অনুভবশক্তি জন্মায় নাই, একারণই যত সন্দেহ। অপর, জ্ঞানদাতার উপাসনা কখনই রোধ কর্ত্তব্য নহে। না করিলে তাঁহার হানি কি আছে? আমাদেরই যত হানি।

রাগিণী আলেয়া।—তাল আড়া।

সাধে কি সাধি রে সদা উমা মহেশ্বর।
যাঁহার কৃপাতে জীবে দেখি উমামহেশ্বর॥
সে কি বলে সাধ মোরে, সাধি সদা নিজ তরে,
পাই সেই সাধি তাঁরে, সদা সুখের সাগর॥

আরও কিছু শ্রবণ করুন্। যে জ্ঞানলাভ করিয়া ভক্তিপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া একদা ব্রহ্মধ্যান দ্বারা নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, সে জ্ঞান ভক্তি ভিন্ন জন্মায় না। আমি সমরস সর্ব্বত্রে তাহার ভুল নাই। যেখানে ঈশ্বরানুষ্ঠান শাস্ত্র পাঠ করি নাই, সেখানে শক্তিহীনতা জন্য জ্ঞান রসে বঞ্চিত আছি। দেখ, পাঠ করিতে অধিকারী হইতে উপনয়নাবশ্যক। সেই উপনয়নের এবং পাঠ করিবার পুস্তক ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃজিত। উপনয়নকে দ্বিতীয় জন্ম বলে। তাহা হইতেই দ্বিজ নাম বিখ্যাত। অতএব জন্মাদ্যস্য যতঃ সূত্রের অর্থ এইস্থলে বোধ করা উচিত। পরে পাঠ করিতে হয়, সেই পাঠ বেদাদি শাস্ত্র, অতএব শাস্ত্রযোনিত্বাৎ সূত্রার্থ এতৎ স্থলে বোধ করা উচিত। দেখ, শাস্ত্র বিনা আকারে প্রস্তুত হয় নাই, সেই নিমিত্ত শাস্ত্রকর্ত্তাকে সকলে ঈশ্বর মানিয়াছেন এবং তাঁহার ঈশ্বরত্বও আছে, অতএব তিনি অকর্ত্তা হইয়াও সর্ব্বকর্ত্তা বটেন। তথাচ,—অকর্ত্তাপি চ কর্ত্তা স্যাৎ ভবত্যেব স্বভাবতঃ। তখন আমরা না মানিলে কোথায় পাইব। তথাচ,—ঋষিভির্নিশ্চিতং তত্বং কিং চিন্তসি মনীষিণঃ। সেই আকারবান্ জ্ঞানের মূলকর্ত্তা, মূল জ্ঞাতার অধীন ব্রহ্মৈশ্বর্য্য। তাঁহার উপাসনা ব্যতীত সিদ্ধ শক্তি বা নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হয় না। সিদ্ধত্ব বা পাণ্ডিত্য তাঁহারই কৃপার ধন। তথাচ যোগবাশিষ্ঠসারে।—যাবন্নানুগ্রহেৎ সাক্ষাৎ জায়তে পরমেশ্বরাৎ। তাবন্ন সদ্গুরুঃ কশ্চিৎ সচ্ছাস্ত্রং বাপি ন লভেৎ। তবেই পাঠও ভক্তি এক মানিতে হইল। ভক্তিমূলক জ্ঞান অবশ্যই বটে। তত্ত্বেয়া উপাসনায় পূর্ব্বেই

দীক্ষাকালে, সদ্‌গুরু দ্বারা ঈশ্বরের স্বজাতি সিদ্ধ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করে। পরে সেই জ্ঞান নিদিধ্যাসনে, অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসকরণে প্রাতঃকৃত্যাবধি সোহংভাবনা পর্য্যন্ত দিন দিন ধ্যান ধারণা করিয়া মোক্ষলাভ করত, ঈশ্বরের কৃপা লাভ করেন, অর্থাৎ দর্শন পান। সেই মহামোক্ষ আবার মুক্তি-ইচ্ছা। তথাচ মহানির্ব্বাণে।—পরমাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু। কিন্ত্বস্য বন্ধনং কস্মান্মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্ধিয়ঃ॥

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

ওহে হরি আরাধিত জন।

মোক্ষের কাঙ্গাল নহে মোক্ষ সদা সর্ব্বক্ষণ॥
প্রথমে সাধুর সঙ্গে, সর্ব্বেশ্বরের প্রসঙ্গে,
যোগে অবিদ্যা বিভঙ্গে, প্রাপ্ত হয়ে চিরন্তন॥
মোক্ষ প্রাপ্ত হয়ে পরে, হরি আরাধনা করে,
হরি সুখ দুঃখ হরে, হয় নির্ব্বাণ-ভাজন॥
সে জনা জীয়ন্তে মরা, মরায় আবার কেমন মরা,
তবে থাকে হরি থাকে, হরিমাত্র এ ভুবন॥
এমন হরিরে পেয়ে, কি কাজ হরি হইয়ে,
এ দাসের মুখ চেয়ে হরি বল সর্ব্বজন॥

অদ্বৈতবাদী। এ আবার কি শুনি? প্রথমত কালিদাস প্রকাশ পাইয়াছিলেন বটে, মধ্যে তাহারা নাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে হরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিলেন, তবে এটার নিষ্ঠাই বা কোথায়? তথাচ জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রে—একং ভূতং পরং ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বচরাচরং। নানা ভাবং মনো যস্য তস্য মুক্তির্ন জায়তে। ওহে পূর্ব্বে যাহা শুনা গিয়াছিল, সেই এই যোগভ্রষ্টের কথা। এক্ষণে চল।

আত্মা। ওহে চটো না, যোগভ্রষ্ট হলেমই বা, তাহার সংশোধন করিতে চাহি না। শুন দেখি, তোমরাও কালী, তারা, হরি, বা নানা দেবতা, বা নানা জগৎ ভিন্ন ভিন্ন দর্শন করিতেছ। আমি যোগভ্রষ্ট বটে, এবং তোমাদের মত দৃষ্টিটা পূর্ব্বে ছিল বটে, এক্ষণে তাদৃশ দৃষ্ট হয় না। একমাত্র পঞ্চীকরণাধার, সচ্চিদানন্দ আত্মাকেই দর্শন করি। সেই আত্মা তুরীয়, মূর্চ্ছা ব্রহ্মসংযোগে জীব

নামে বিখ্যাত এবং অনাদি, অতএব পুরাতন, অবিনাশী, ব্রহ্মের মূলা প্রকৃতি। এক্ষণে মৃত্যু হইতে, কর্ম্মাধীন স্বপ্নবৎ জীবনযাত্রার শেষ কামনাত্মক, প্রাণাদির যোগে, পরমাণু মুক্ত হইয়া সূক্ষ্মশরীর সেই সূক্ষ্মকেই, স্থূল শরীর, তুমি আমি, দেখিতে পাই। মনে কর, মাতৃগর্ভে যে তুমি, গর্ভের পূর্ব্বেও সেই তুমি, প্রসবকাল, বাল্যকাল, পৌগণ্ড, যৌবন, বার্দ্ধক্য সকল কালেই সেই তুমি। বুঝিলে যে, বর্ত্তমানাত্মা, দেহত্রয়, ভিন্ন, তুমিই চতুর্থ; না বুঝ, আমার বুঝায় দোষ নাই। আমি ইদং মধ্যং অন্তং বিচারে, তোমাকে চতুর্থ চৈতন্য অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যময় দেখিয়াছি, তোমাকে দেখিতে আপনাকে দৃষ্ট করিয়াছি, এইরূপই সর্ব্বত্র। তবে আমা-বধি, বর্ত্তমানাত্মা সকলযে আমার উপাস্য নহে, অহং ব্রহ্মাস্মীতি মন্ত্রধ্যানে সর্ব্বত্র পৃথক্ সিদ্ধ না হইয়া, ব্রহ্মই সিদ্ধ আছেন, সেই জ্ঞানই জন্মায়। অতএব আমি তোমাদিগকেও ধ্যান করি, তোমরাও ব্রহ্মাবয় অবশ্য বট, এইরূপই সর্ব্বত্র। সেই ব্রহ্মজ্ঞান গুরুর কৃপায় বুঝিয়াছি, তখন মমাত্ময়ই সিদ্ধ। অতএব তোমরাও আমার উপাস্য মধ্যে ধৃত, এই হেতু এই প্রকার আচরণ করি। সুতরাং কালী, তারা, হরিতে, কি নিমিত্ত দ্বৈতবুদ্ধি হইবে? তথাচ জ্ঞানানন্দলহর্য্যাং।—শিবায়াঃ শম্ভোর্ব্বা কচিদপি চ বিষ্ণোরপি কদা গণাধ্যক্ষস্যাপ্নি প্রকটতপনস্যাপি চ কদা। পঠন্ বৈ নামালিং নয়নরচিতা-নন্দসলিলো মুনির্ন ব্যামোহং ভজতি গুরুদীক্ষাক্ষততমা॥ নিরাকারং কাপি কচিদপি চ সাকারমমলং নিজং শৈবং রূপং বিবিধগুণভেদেন বহুধা। কদা-শ্চর্য্যং পশ্যন্ কিমিদমপি পশ্যন্নপি কদা মুনির্ন ব্যামোহং ভজতি গুরুদীক্ষাক্ষত-তমা॥ কদা দ্বৈতং পশ্যন্ ন বিলমপি সত্যং শিবময়ং মহাবাক্যার্থানামবগতি-সমাভ্যাসবশতঃ। গতো দ্বৈতোভানঃ শিব শিব শিবেত্যেব বিলপন্ মুনির্ন ব্যামোহং ভজতি গুরুদীক্ষাক্ষততমা।

রাগিণী ইমন।—তাল একতালা।

হেলায়ে রতন হারাও না মন হরি হরি বল বদনে।
হরি হরি বল, মিছে কাল গেল, হরি বল বল বল শয়নে স্বপনে জাগরণে॥
যে দেখ সংসার, এ বাজি মায়ার, দৃষ্টান্ত ইহার, দেখ স্বপনে॥
শুয়ে একা ঘরে, বাসনা বিকারে,

দেখি নিদ্রাঘোরে, যেন জাগরণে ॥
সে যেমন সত্য, এ তেমন সত্য,
জ্ঞানীরা এ তত্ত্ব অনুভবে জানে ॥
দ্রষ্টামাত্র এক হয় ঘটনা, মায়া ব্রহ্মোভয় সংযোগে সে জনা,
বিয়োগেতে নাই সুষুপ্তিতে তাই, দেখ ওরে ভাই, অন্তর নয়নে ॥
না জানি কাহার প্রথম রচনা, মন মজাহেতু এস্থলেতে আনা,
আত্মবানে গায় আমি সমুদায়, তাইতে অধিকার করি সর্ব্বস্থানে ॥

ওঃ, তোমরা সঙ্গীত সমস্তের ভাবগ্রাহী হইতে পার নাই। এক্ষণেও যে পারিবে, তাহারই বা বিশ্বাস কি? মিথ্যা বাক্য ব্যয় করা। তবে এরূপ কথায় নিজের আনন্দ হয় বটে, কিন্তু তদপেক্ষা কালীনামেই অধিক। এক্ষণে কালী পূজার যোগাড় করি। যা কালী সৈব কৃষ্ণ স্যাৎ। যঃ কৃষ্ণঃ শিব এ বসঃ। অভেদন স্মরেদ্ স্তু তস্য সিদ্ধিন বিদ্যতে। কৃষ্ণাকৃষ্ণে ন ভেদোক্তি ভেদকৃৎ নরকং ব্রজেৎ ইতি তান্ত্রিকাঃ।

৫ম অঙ্ক।

বর্ত্তমান সময় দুর্গোৎসবেরই কাল, সুতরাং এক্ষণে দুর্গাপূজা করাই কালী-পূজা। ফলতঃ এ জগতে যত কর্ম্ম আছে, সকল কর্ম্মের কর্ত্তা আত্মা। আত্মজ্ঞানী পুরুষেরা এই সম্বন্ধনিবন্ধন সর্ব্বকর্ম্মেই স্বকর্ম্ম জানেন; একারণ অধিক আয়াসের কর্ম্মে হস্তক্ষেপণ করেন না বটে, কিন্তু জপকরায় ও স্তব করায় ক্ষান্ত হইতে পারেন না। যেহেতু অনায়াসেই হইয়া থাকে। আমি সংস্কৃত-প্রাকৃত বাক্যভেদ জানি না, অতএব খেউড় গাই, খেউড়ে জগন্মাতার প্রীতি আছে, কালীপুরাণ এবং তন্ত্রে শুনিয়াছি। তথাচ তন্ত্রে।—লিঙ্গগীতা ভগপ্রীতা ভগলিঙ্গবিভূষণা। ভগলিঙ্গগীতা প্রীতা ভগলিঙ্গসদায়তা॥ ইত্যাদি বহু প্রমাণে শুনিয়াছি। এমত সময়ে যুবতীদের আগমন।

যুবতীরা। ওহে আত্মন্! আপনি জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন, আমরা মহাশয়কে পরীক্ষা করিতে আগমন করিলাম, দেখিব, স্থিরান্তঃকরণে কি প্রকারে স্থির থাকিতে পারেন। আমাদের হস্তে ত্রাণ পাইলে যোগিত্ব জানা যায়।

কবির শুরে।—গড়খেমটা।

যোগী যে যত সকল আমাতে খ্যাত।
পেলে মোদের হস্তে ত্রাণ জানিহে যোগীর যোগিত্ব॥
নিত্য নিত্য বিচার করে, শমাদি অভ্যাস্ করে,
তাহে কত নিন্দাকরে, শেষে দর্প হয় হত॥

আত্মা। ওহে যুবতীগণ! জিতেন্দ্রিয় হইয়াছি বলা কি সহজ ব্যাপার? তোমরা যাহা উক্তি করিলে, তাহাই সত্য, তবে কালবারিণীর কৃপাবলে কি না হইতে পারে? জগৎ-জননীর কৃপাবলে, সকলই হইতে পারে। কামান্তক-কান্তার কৃপায় তোমাদের মদন-মন্দিরের ভয়ে কিছুমাত্র ভয় হয় না। যদিও নবীন পয়োধর-যুগলের জ্বালায় অদ্যাপি প্রাণীগণকে কথন কথন জ্বালাতন করে বটে, কিন্তু ব্রহ্মময়ীর নাম এবং তৎফল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সহজে রক্ষা পাওয়া যায়।

কবিরশুরে।—গড়খেমটা।

তোমাদের মদন মন্দিরের ভয়ে ভয় করি না আর॥
হৃদি সরোবরে দুটি কমল কলি অবতার।
অপূর্ব্ব আগুণ জ্বলে, অন্তর পোড়ায়ে তোলে;
গাত্র লগ্ন হলে পরে, জল ঢালে শুণ্ তার॥
কিন্তু গাত্রে ফোস্কা হয়, জলে যাওয়া ভাল নয়,
মন্ত্রগুণে ঐ আগুণে, সেধেহইবে উদ্ধার॥

যুবতীগণ। ওহে সহচরিগণ! শুনিলেতো, এতো সাধারণ ব্যক্তি বোধ হয় না। যাহার দায় দিলে, তাঁহার কৃপায় সকলই হইতে পারে। আমাদের নিকট, পরিত্রাণ পাইতে একমাত্র মহা মায়ার উপাসকেরাই পারে। তবে সেটা বাহ্যিক কি আন্তরিক, তাহা একবার দেখা উচিত। কথা মাত্র শুনিয়া, ক্ষান্ত পাওয়া অনুচিত। ওহে! কন্দর্পের ফুলধনু তো, আমাদেরই ভ্রুযুগল যুক্ত চক্ষুদ্বয়। তাহাতে কটাক্ষপাততো, মদন, মাদন, শোষন, মোহন, স্তম্ভন, পঞ্চবাণ।

অতএব তাহারই যথাশক্তি আঘাত করিয়া দেখ, সত্ত্ববীর্য্য যাদৃক্, তাহা আপনি প্রকাশ হইয়া উঠিবে।

কবিরগুরে।—গড়খেমটা।

এস প্রাণসখি, কিসে সহ্য করেন বারেক দেখি।
আমরা কটাক্ষবাণে, ব্যস্ত করি পঞ্চাননে,
ষড়ানন জন্মকারণে অপর মোহিনী সখি॥

আত্মা এতদ্দর্শনে বলিতেছেন। ওহে যুবতীগণ! আমি আবিদ্যাপুত্র জীব বা বিদ্যাপতি শিব, এতদুভয়ই নহি। আমি ঈশ্বরীর দাস, আমার নাম আত্মা, নিত্য নিত্য বিচারাস্ত্রে পঞ্চবাণ ব্যর্থ হইল। এই দেখ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সমভাবেই আছে, আর কি জান; প্রকাশ কর।

রাগিণী বেহাগ।—তালআড়া।

তোমরা কি করিতে পার।
কালীর কিঙ্কর আমি সদাশিব সুগোচর।
ব্রহ্মের লম্পট আমি সাধন করি ব্রহ্মযোনি,
প্রাপ্ত হই শান্তিরাণী, আত্মা স্বরাজ্য আমার॥

যুবতীগণ। ওহে সহচরীগণ! এস একবার হৃদয়কমল কোরক-যুগলদ্বারা আঘাত কর, দেখা যাউক, কি প্রকারে মন্ত্রাগ্নিস্বেদে রক্ষা পান। এ তীব্র পরীক্ষাও এ সময় কর্ত্তব্য। নাচিতে এসে ঘোমটা টানা কি ভাল দেখা যায়? যখন আসা গিয়াছে, তখন শেষ দেখাই কর্ত্তব্য।

রাগিণী কবিরগুরে।—গড়খেমটা।

আমরা যৌবনের জোরে পারি মুনি ঋষি মোহিবারে।
ব্রহ্মযোনি সাধন করা, কত শত গেছে মারা,
সাক্ষী তার ইন্দ্র চন্দ্র, গুরুপত্নী হরণ করে॥

আত্মা। আমি মুনি বা ঋষি বা ইন্দ্র চন্দ্রও নহি। তাঁহাদের এবং তোমাদের আত্মা ও আমাকে জানিতেছে। যাহাকে দৃষ্ট করিয়া, যাহা দেখাইয়া ভুলাইতে আসিয়াছ, আমি, তুমি, সেই বটী বট, কিন্তু সে নহি সেও নহ। আমার যে অংশ তোমাদের ভাবগিতে, ভুলে, তোমাদের অংশ ভাব দেখাইয়া ভুলায়, সেটী পূর্ব্বে অবিবেকতঃ শৃঙ্গাররস হইতে হংস-বিচলনে পান ভোজন

হইতে জাত, এক্ষণে প্রারব্ধ ভোগশেষে ধরশায়ী হয়। আমি, তুমি, জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগে নববস্ত্র পরিধানের মত, নূতন শরীর ধারণ করি, বা মোক্ষপ্রাপ্ত হই। অতএব স্থূলাদি দেহত্রয়, তোমার আমার বটে, তুমি আমি নহি। এটী যখন পরিশেষে বিনষ্ট হইবে, তখন বিনষ্ট হইয়াছে জানিয়া, এই শবাসনে শবাসনকে আত্মাতেই প্রত্যক্ষ পাইয়া আত্মজ্ঞান দ্বারা অভিন্ন বোধে স্বকার্য্য সাধন করি। তোমাদের হৃদয় সরোবরের কমল কোরকাধিক কঠিন পয়োধরের আঘাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কৈ ক্ষত হইল? এই দেখ, সমভাবেই আছে।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

প্রলোভন কত দেখাবে।
নই মা আটমেসে ছেলে ভোগা দিয়া ভুলাইবে।
যুবতী যৌবন রসে, উভয় পক্ষ বিনাশে,
রক্ষা করে আত্মোল্লাসে, সেই হেতু তজ্‌তে হবে।
উভয়ে উভয় রাখি, উভয়ে উভয় দেখি,
শ্রুতি স্মৃতি সাক্ষী রাখি, থাকি থাক ব্রহ্মভাবে॥

যুবতীগণ। ওহে সহচরীগণ! লোকটাতো মন্দ লাগে না, যে কথা প্রকাশিল, সে কথা মিথ্যা নহে। আমারা চিরকাল যোগীদিগের যোগ নষ্ট করি বটে, কিন্তু কৈ নিজে রক্ষা পাই? এস সন্ধি করা যাউক।

ওহে আত্মন্! তবে কি আমরা একবারেই অস্মরণীয়।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়া।

ব্রহ্মের লম্পট তুমি আমরা কি হে ব্রহ্ম ছাড়া।
ভেবে ভেবে তপফল, হয়েছে কি উদয় করা॥
তুমি তোমার অন্তর, মায়া ব্রহ্ম তদাকর,
তোমরা ব্রহ্ম আকার, মায়াকার হই মোরা॥
অথবা মায়া দুজনে, ব্রহ্ম মানহে চেতনে,
জ্ঞানীর উক্ত— সে নয় সখী, ব্রহ্ম চিৎ প্রকাশ করা॥

আত্মা। ওহে যুবতীগণ! আমি তোমাদিগকে একবারে অস্মরণীয় বলিনা বা আমা হইতে ভিন্নও বলি না। তোমার ও আমার আকার মায়া, আকারের উপাদান, অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ, ও অধিকরণ, অর্থাৎ আধার ব্রহ্ম

আকারের মধ্যে রক্তাদির স্বচ্ছতা যে পর্য্যন্ত থাকে সে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম প্রীতি বিম্বিতঃ হন। ব্রহ্মপ্রীতি বিম্বিতঃ হওয়াতে যে চৈতন্য, সেই তুমি, আমি, এবং সর্ব্বত্র। অতএব, ব্রহ্ম, ও মায়া, ও চৈতন্য, এই তৃতীয়ের একত্রাবস্থিতির নাম আত্মা। এই আত্মাতে, অনাদি কাল হইতে, স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব প্রাপ্তহন, পুরুষও স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। এইচক্রে আমিও কত বার স্ত্রী হইয়া থাকিব, তোমরাও পুরুষ হইয়া থাকিবে। আবার কর্ম্মাধীন নূতন কির্ত্তি ক্লীবত্ব কতবার প্রাপ্ত হইয়া থাকিব, বা, থাকিবে। তোমাতে আমাতে ভিন্নত্ব কিছুমাত্র নাই, তবে কি নিমিত্ত, ভিন্নজ্ঞান করি তাহা শ্রবণ কর।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

তোমারি স্মরণে অদোষ প্রিয়ে সর্ব্বদা হৃদয়ে থাক
কামরস তেয়াগিয়া।
পূর্ব্বাভ্যাস শীঘ্র ছাড়, যে প্রাণ বিনাশ কর
শিরের অভ্যাসে সদা শান্তি দেবীরে লইয়া॥

ওহে যুবতীগণ! তোমাদের বিচারে যেটা জানিয়াছি, তাহা বর্ণনা করি, শ্রবণ কর।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়া।

সকল মঙ্গল তুমি কেবল সঙ্গম ছাড়া।
ভেবে গুণে চির দিনে করেছি তোমারে সারা॥
সদা শিব সদা জ্ঞানী, মাতৃভাবে ভেবে তারা॥

যুবতীগণ। ওহে আত্মন্! তোমার বাক্য সকল পরম মঙ্গলের বিষয় বটে, কিন্তু ইহা কি হইতে পারে? আমাদেরত ও সাধ্য নাই। যদি মহাশ পারেন, তবে তাহা যুক্তিযুক্ত করিয়া কীর্ত্তন করুন্।

রাগিণী কবিরগুরে।—গড় খেমটা।

আমরাত পারি না যদি পার তুমি হে নাগর।
সে কথা সঙ্গত করে নাথ হে প্রকাশ কর॥
মুখে লোকে কত বলে, দেখিতে তা পাই না ফলে,
ফল ফলে কি ত্বাজির জলে, না পেলে নীরদ-নীর॥

আত্মা। ওহে যুবতীগণ! যিনি আত্মা স্বতঃসিদ্ধ সমরস, অতএব ব্রহ্মময়

সর্ব্বদা একান্ত নিষ্ক্রিয়, এইগুণটী করতল-পদার্থের মত জানিয়া, আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেইহেতু তাঁহার সহজানন্দানুভবে চিত্ত সর্ব্বদা নিমগ্ন আছে। সমাধি বা নির্ব্বাণ মুক্তি না হইয়াও তৎসুখে সুখী হইয়াছেন। প্রারব্ধ ভোগ নিমিত্ত দেহ আছে বটে, কিন্তু তিনি সে দেহের সুখে সুখী, বা দুখে দুঃখী হন না। ভোগশেষে ঘট ভগ্নে ঘটাকাশের মত ব্রহ্মমাত্র আছেন ও থাকিবেন, অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবেন। তথাচ বৈষ্ণবশাস্ত্রে।—দেহ স্মৃতি নাহি যার সংসার কূপ কাঁহা তাঁর। অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞান থাকিয়াও না থাকা অভ্যাসে সকল কার্য্য করেন, মনে ব্রহ্মধ্যান ছাড়েন। তথাচ জীবন্মুক্তি গীতায়াং।—অভ্যাসাৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম মনোধ্যানে লয়ং গতঃ। বন্ধো মুক্তির্দ্বয়ং নাস্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে। ওহে যিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া, ঈশ্বরের শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহার চিত্তকে কি কামরস আর্দ্র করিতে পারে? যেমন কোন ব্যক্তিকে সপ্তাহে বিনাশের আজ্ঞা হইয়াছে, তাঁহার কি চিত্তে কামরস উদয় হইতে পারে?—কখনই হয় না। বরং সে যদি জ্ঞানী হয়, তবে ব্রহ্মজ্ঞানোদয় অবশ্যই হয়। তাহার সাক্ষী সমাধি।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

এ প্রেম বন্ধন যার গলে লেগেছে।
প্রাণের বেদনে প্রাণ সহজে বন্ধন হয়েছে॥
অগ্নি যেন পতঙ্গেরে, আকর্ষিয়া প্রাণে মারে,
সাধুর কর্ষণে তেন এ প্রাণ আছে॥
এ রঙ্গ দেখিয়া ভঙ্গ, দিয়েছে রতি অনঙ্গ,
দেববৃন্দ দিল ভঙ্গ, গণেশে কিঞ্চিৎ আছে॥
ব্রাহ্মণে ঘটে এ রস, আর ভক্তে হয়ওবশ,
অন্যে না ঘটে এরস অনুভব হইতেছে॥
সদানন্দের মন, সাধ শ্যামাশ্রীচরণ,
শ্যামা-পদাম্বুজ ধ্যানে, প্রেমোদয় হইতেছে॥

যুবতীগণ। ওহে আত্মন্! যাহা কীর্ত্তন করিলেন, সেটী একবারে হওয়া সন্দেহ। কাম ও কাঞ্চণ বিনাযুক্তিতে, কদাচ ত্যাগ হয় না। তবে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম একবারে ত্যাগ না করিয়া, দিন দিন কমিয়া কমিয়া, লোপ

করিলে করিতে পারা যায়, নচেৎ হঠাৎ লোপ হয় না। তথাচ ভগবদ্গীতায়াং। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে। তত্রৈব—যুক্তাহারবিহারশ্চযুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা। তত্রৈব,—নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ। শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ। যদি বলেন, আমি তাহাই করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনিয়াছি, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আমরাত বৈরাগিণী বা বিবেকিনী নহি, তবে মহাশয়ের সহিত আলাপে কিঞ্চিৎ বোধোদয় হইয়াছে। কিন্তু এটুকু মহাশয়ের সঙ্গত্যাগে স্থির থাকিবে এমত বোধ হয় না। যে প্রকার লোহা অগ্নিতে ক্ষেপণ করিলে সে যেমন অগ্নিবর্ণ ধারণ করে, আবার অগ্নি হইতে বাহিরে আনিলে নিমিষের মধ্যে নিজবর্ণকেই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কিঞ্চিৎকাল সাধু সঙ্গ করিয়া যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, সেটী সাধুরই গুণ, নিজেদের নহে। বহুকাল সাধুসঙ্গ না করিলে কদাচ ব্রহ্মজ্ঞান স্থির থাকিবে না, যেহেতু আত্মার বিষয় শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ব্যতীত আত্মসুখ সাক্ষাৎকার, কদাচ হইবে না, এই চিরপদ্ধতি আছে। মহাশয় আমাদিগকে ঘৃণা করিবেন না, জিগীষা বুদ্ধিতে যেটুকু দান করিয়াছেন সে টুকু যাহাতে স্থির থাকে, এমত উপায় করুন। তথাচ যোগবাশিষ্ঠসারে জ্ঞানীনাং হৃদয়ঞ্চেৎ কেবলাত্মসুখোদিতং। সত্বা সংসারদুঃখাত্মা, কং যান্তি শরণং তদা। মহাশয় আমাদিগকে ত্রাণ করুন, আমরা নিতান্ত শরণাগত হইলাম।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়া।

কে জানে এমন হবে ফিরে ঘরে না হবে যেতে।
মন চুরি করিয়া নিবে আত্মসুখ সাক্ষাতেতে॥
মিথ্যা সর্ব্ব অহঙ্কার, ক্ষণে হয় ছার খার,
আ মরি ঈশ্বরীপদ দেখিলাম স্বীয় আত্মাতে॥
সাধিলেও সাধাযায়, দেখি না দেখি মাতায়,
মিছে কাযে দিন যায়, বিষয় বিষ অশনেতে॥
মহাত্মা করহে রক্ষা, দেহ মোরে জ্ঞানশিক্ষা,
সহজে সম্পন্ন কর, তুলি অসহজ হাতে॥

সদানন্দ কয় কি ভয় আছে, পড় কালবারিণীর কাছে,
জ্ঞানধ্যান যুটে যাবে কালীনাম কীর্ত্তনেতে॥

গীত।

মন হরি বলরে।
এ ছার মিছার সুখ কেন দেখরে॥
রবে নাযা পরক্ষণ, তার লাগি এত কেন, উত্তযোগ কর মন,
ব্রহ্ম প্রাপ্তোদ্‌যোগ ছেড়ে॥
সুখ দুঃখ দেখনাক, বন্ধমুক্তি কেন দেখ,
স্বপন সমান ইহ, সংযোগে সুকল্পে করে॥
প্রাপ্তির উপায় শুন, দেহ সঙ্কল্প বারণ,
বিচারে কররে মন, ব্রহ্ম সঙ্কল্পেতে করে॥
নাম গুণে জ্ঞান হয়, জপ মন নিঃসংশয়,
সাধনের সার এই, ইন্দ্রিয় বিষয় ছাড়ে॥
পুষ্পাদি পূজনে তুষ্ট, কখন না হন ইষ্ট,
তাঁহার তুষ্টি সাধন, সমে সমাদর কোরে।
সদানন্দ এই কয়, সকল সঙ্কল্প ছাড়,
যখন যা হয় তাইকর প্রারব্ধ ভোগ বিহারে॥

গীত।

আর কেন জঞ্জালে যাবে মন,
পেয়েছ পরম নিধি দেহ বন্ধন বারণ।
নির্জ্জনে অভ্যাস কয়, জিহ্বোপস্থ ভোগ ছাড়,
স্বসুখে সদা বিহর এক সুখ সর্ব্বক্ষণ।
পঞ্চীকরণ বিচারে, দেহ দেহী ভেদ করে,
কামনা কারণ ছেড়ে বিদেহে কর মরণ॥
পূর্ব্বভাব এই হয়, সচিব আনন্দময়,
সদানন্দ যোগবলে সর্ব্বদা স্থিত চেতন।
দ্বৈত সুখেহং মনকে তন্নাগি ভোজন
করে পরিপাকেস্থূল ত্যাগ সূক্ষ্মেদেহের জনম॥

সেই ঘরে সে জন্মায়, সদানন্দ আধার তায়,
বাসনা কারণ হয় তাহারি ত্যাগে নির্ব্বাণ॥

গীত।

চেয়ে নাও জেতের পানে।
ছেলে হলোত কি হলো ময়েষ বিচন উহাই জেনে।
চক্ষের স্বভাব দেখতে পার, স্বস্বরূপ সদা নিহার,
আত্মা ভিন্ন নহে অন্য দৃষ্টান্ত রাখি স্বপনে।
দ্রষ্টারে ছাড় বিচারে, মায়া ব্রহ্ম যোগে হেরে,
জাগ্রতে সুষুপ্তি যদি দেখেছ কেহ নয়নে।
তবেই মানবে আমার কথা, কব না আর তর্ক কথা,
সিদ্ধান্তে সিদ্ধান্ত হয়ে অশরীরে বিদ্যমানে।
থাকবিরে সদানন্দ মন, ছেড়নাক হেন ধন,
কামরসে মগ্ন হয়ে প্রেমেরস বিসর্জ্জন॥ *

সম্পূর্ণ।

বাঙ্গালায় ধর্ম্মপ্রচারের

প্রতিবাদ।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত বেদব্যাস-সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়,

এবারের 'বেদব্যাসে' "বাঙ্গালায় ধর্ম্মপ্রচার" পাঠে বুঝিলাম, উহা 'সাজা' বাঙ্গলায় সার্ব্বভৌমিক 'গালি প্রচার'। নাম শুনিয়া মনে হইয়াছিল, এবার বুঝি বাঙ্গালা ভাষার কপাল ফিরিয়াছে। এই বঙ্গদেশে একে ত ইতিহাসের অভাব, তাহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব ইহার সাহিত্যে নগণ্য স্থান অধিকার করিয়াছে,—'বেদব্যাস' বুঝি সেই অভাব পূর্ণ করিলেন; এতদিনে, বহুশতাব্দী-ব্যাপী যে মহান্ ধর্ম্ম বিপ্লব তরঙ্গমালা, বহুতরঙ্গিনী-তরঙ্গসিঞ্চিত সরস বঙ্গভূমিকে, প্লাবিত করিয়াছিল—তাহার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া-তত্ত্ব বুঝি মাতৃভাষায় "বেদব্যাস" লিপিবদ্ধ করিলেন; তাই অতি আগ্রহেরই সহিত

---

* বাল্যকালের লেখা বলিয়া ভাষার জটিলতা থাকিলেও ভাবের গম্ভীরতা থাকায় যথাযথ প্রকাশিত হইল।

সুশীতল পানীয় আশায়, ইহার আদ্যন্তে কেবল মরীচিকারই অনুকরণ করিলাম। সুধাকূপে অবতরণ করিয়া বিষের গাত্রদাহ মাত্র লাভ হইল। দেখিলাম, প্রবন্ধটী "ধর্ম্মান্দোলন না হুজুগের" যমজ ভ্রাতা। তবে "হুজুগেই" গালিগালাজের যে আমেজ পাইয়াছিলাম, "ধর্ম্ম প্রচারে" 'গালি প্রচারের' নৈকট্য তাদৃশ দেখিতে পাই নাই। প্রথম প্রবন্ধ শিষ্টগণের নিকট যেরূপ হেয়, এমন কি প্রতিবাদরূপ মান্যপ্রাপ্তিরও অযোগ্য প্রতীয়মান হইয়াছিল,— দ্বিতীয় ছদ্মবেশ বশতঃ হঠাৎ সেরূপ ঘৃণ্য হয় নাই। তবে "ধর্ম্মান্দোলনের" নৈসর্গিকত্ব প্রতিপাদন করিয়া "ভারতে ধর্ম্মান্দোলন" শীর্ষক প্রবন্ধ বঙ্গজীবনে দেখা দিয়াছেন। যদিও প্রবন্ধদ্বয় "বেদব্যাসের" কলঙ্কস্বরূপ, এবং কেবল মাত্র পূর্ব্বকৃতজ্ঞতা বশতই "বেদব্যাস" প্রবন্ধ দ্বয়কে স্থান দিতে বাধ্য (?) হইয়াছেন, তথাপি সম্পাদকীয় মন্তব্যেই আপনি প্রবন্ধদ্বয়ের অসারতা, সুরুচি ও শিষ্টাচার-বিরুদ্ধত্ব প্রচার করিয়া সম্পাদকোচিত নিরপেক্ষিতা ও সৎসাহস প্রদর্শনই করিয়াছেন। এরূপ ঘনিষ্ঠতা সত্বেও কয়জন সম্পাদক সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন? অপিচ, প্রথম প্রবন্ধে ভারতের প্রকৃত সুহৃৎ মহদ্‌ব্রত সাধুজীবন পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের প্রতি যে সকল অযথা কটূক্তি প্রয়োগ এবং জঘন্য গ্লানি-প্রচার ছিল, তাহার সমর্থন না করিয়া বরং তাঁহার সদগুণরাশির পরিচয় প্রদানে, আপনি সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। আপনার এই মন্তব্য এবং লক্ষ্ণৌ প্রবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুন্সী প্রচারিত "শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী" নামক পুস্তিকায়, উক্ত স্বামীজী সম্বন্ধীয় অদ্যাবধি উত্থিত সমুদায় প্রশ্নের সদুত্তরাবলী,—সকল প্রকার সন্দেহ-নিরসন পূর্ব্বক তাঁহার জীবনের বিমলবিভা মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রিকার ন্যায় প্রচার করিবে। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত হলাহল নীলকণ্ঠ ব্যতীত আর কে পান করিতে পারিয়াছিল? এই বিপুল ধর্ম্মান্দলনোদ্ভূত সুধা দেবেরই ভোগ্য, অসুরের নহে। আপনি বিষসংহার করিয়া ধন্যার্হ হইলেন। চূড়ামণি মহাশয়ও, "মণ্ডলীকে" যে কটাক্ষ এই প্রবন্ধে করা হইয়াছে, 'বেদব্যাসে' তাহার তীব্র প্রতিবাদ দেখিলে আরও সুখী হইতাম; অগত্যা তাহারও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের প্রতিবাদ লইয়া আপনার সাদর আহ্বানে সমাহূত হইলাম। আশা করি, "বেদব্যাস" কোলে স্থান দিবেন।

প্রবন্ধলেখক কহেন, দেশ কাল পাত্র ভেদে একই সামগ্রী নানারূপ ধারণ করে।" অপিচ "কর্ত্তার যদি উপাদান বোধ না থাকে, কোথায় কি রোচক প্রয়োগে কার্য্য সিদ্ধি হইবে, তাহা যদি জানা না থাকে, তাহা হইলে প্রাণপাত করিলেও সে কার্য্যের ফল বিষময়ই হইবে। পরন্তু "পরের ভাবে মত্ত হইয়া পরকীয় বিষয় যদি দেশে প্রচলিত করা যায়, তাহা হইলে কখনই জাতির উন্নতি হয় না।" বেশ কথা। দৃষ্টান্ত স্বরূপে তিনি মহম্মদীয় ভাবের প্রবর্ত্তন,

খৃষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্মাদির প্রচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এ সকল বিদেশীয় ভাব ভারতে প্রচার করিতে গিয়া ভারতীয় উন্নতি হয় নাই। এখানেই তাঁহার লেখনী বিশ্রাম করিলে অসঙ্গতি দোষ হইত না; তিনি তাহার উপর শ্রীচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণানন্দ, শশধর, রামকৃষ্ণ আদিকেও বিদেশীয় ভাব প্রচার দোষ, ও উপাদানজ্ঞান-শূন্যতাদোষে জড়াইয়া খিচুড়ী পাকাইয়া বসিয়াছেন"। শ্রীচৈতন্যাদি দেশের উপাদান বা জাতীয় প্রকৃতি বুঝেন নাই, যাহা বুঝিয়াছেন, প্রবন্ধ লেখক! যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লঙ্ঘন দোষ দিতে যাও, ইহাতে তবে বর্ণধর্ম্মের প্রধান প্রচারক "চূড়ামণিকে" কেন জড়াও? তাহা যদি না হয়, তবে কি বলিতে চাও, এই সকল মহাত্মারই প্রচার ব্যর্থ? পাঠক! একবার লেখকের কথা শুনুন, "সোণার চৈতন্য প্রভু প্রাণ দিয়া পারিলেন না, রাজা রামমোহন বুদ্ধি ও চতুরতায় পারিলেন না, দেবেন্দ্রনাথ বিলাস ছাড়িয়া পারিলেন না, কেশবচন্দ্র অসাধরণ বাক্‌শক্তিবলে পারিলেন না, দয়ানন্দ জীবন উৎসর্গ করিয়া পারিলেন না, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সকল ভুলিয়াও পারিলেন না, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি শাকান্নভোজী হইয়াও পারিলেন না!" আর যাহা পারিব,—উপাদানতত্ত্বজ্ঞ আমরা? কি ধৃষ্টতা!! কথাটা কি জানেন—রোগভেদে একই ব্যক্তিতে যেমন ঔষধ ভেদের প্রয়োজন হয়, অথবা একই রোগের অবস্থা বা উপসর্গ ভেদে যেমন অনুপানের তারতম্য করিতে হয়,—ধর্ম্ম-জগতের অবস্থাভেদে তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ লইয়া এক এক জন ভববৈদ্য আসিয়াছেন। যখনকার যেরূপ কার্য্য, যখন যেরূপ অভাব, তখনকার ব্যবস্থা তদনুরূপই হইয়াছে। তান্ত্রিক সকাম ষট্‌কর্ম্মবহুল, শুষ্ক ন্যায়াদির কুতর্ক-মলিন যে কালের তামস গতি রোধ জন্য সত্ত্বগুণের উৎস মহামন্ত্র হরিনাম প্রচারে ও ভক্তির বন্যায় অনাচার-জাত্যভিমানাদি ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল,—সেই কালের ব্যবস্থা আর বর্ত্তমান কালের ব্যবস্থা কখনও এক নহে, হইতেও পারে না। কারণ—প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে এক এক গুণের প্রাবল্য এক এক কালে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এককালে সত্ত্বাধিক্য রজো ও তমের মৃদুতা;—তাহা সত্যযুগনামাভিহিত। অন্য কালে রজোগুণের আধিক্য ইত্যাদি। আবার এক এক যুগেই অবান্তরভাবে প্রত্যেক গুণের পর্য্যায় ক্রমে প্রাবল্য দেখিতে পাই। এই হেতু এই কলিযুগেও বিভিন্ন গুণের প্রাবল্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা দেখিয়াছি। এই জন্য ভারতীয় প্রকৃতি এক হইলেও গুণভেদে ব্যবস্থা বা অনুপান-ভেদ লক্ষিত হইয়াছে। অনুপান ভেদ দেখিয়া প্রকৃতিজ্ঞান-রাহিত্য ভ্রমে পড়িও না। পরন্তু আবার একই কালে এক অঙ্গের চিকিৎসায় যে ব্যবস্থা হইবে, অন্য অঙ্গের চিকিৎসায় সে ব্যবস্থা হইবে না। এককালে একই রোগীর চক্ষুরোগ ও উদরের রোগ হইলে উভয়ের ঔষধ এক হইবে না; এ সকল

বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই গুণভেদ কি? প্রকৃতির ক্রিয়াশক্তির অবস্থা বা প্রকাশ ভেদমাত্র। বিজ্ঞানের ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার তত্ত্ব, যাহা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া নামে অভিহিত। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তত্ত্বই, ধর্ম্মান্দোলনের প্রাণ। জড়জগতেই যেরূপ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার লীলা খেলা দেখা যায়, অধ্যাত্মরাজ্যেও তেমনি। জড়জগতে যেমন তাপশক্তির অতিক্রিয়া হইলে, শৈত্যশক্তির প্রকাশ দেখিতে পাই, জড়জগতে যেমন গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, শরতের পর হেমন্ত শীতাদি ঋতুভেদ, ঐ ক্রিয়াতত্ত্ব প্রচার করে মাত্র; অধ্যাত্ম জগতেও তেমনি মানব সমাজে একজাতীয় ভাবের প্রাবল্য দেখিলে, বিপরীত প্রকৃতি ভাব আসিয়া তাহার সংশোধন করে—ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই ইহা জানেন। জড়জগতে যেমন পূতিগন্ধময় মলিন বাষ্পরাশি কোন প্রদেশ সমাচ্ছন্ন করিলে, অমনি কি জানি কোথা হইতে ঝটিকাদি উত্থিত হইয়া, তাহা উড়াইয়া লইয়া যায়; আধ্যাত্ম জগতেও তেমনি অত্যাচার, স্বেচ্ছাচার, স্বার্থপরতা, অজ্ঞানতা, অনাচার, আদির মলিন আচরণে সমাজ-হৃদয় সমাচ্ছন্ন হইলে প্রকৃতির কোন্ গুহ্যগর্ভ হইতে বৈরাগ্য বিবেক ও জ্ঞানের প্রবল বাত্যা আসিয়া শতাব্দী-সঞ্চিত মলিনতারাশি কি জানি কোথায় উড়াইয়া লইয়া যায়। মন্দাকিনীর বিমল বারিধারা বায়ুস্তর ভেদ করিয়া বায়ুদেহের ধূলারাশি বিধৌত ও তরুণতাপ-সন্তপ্ত-ধরিত্রীর বিশুষ্ক হৃদয়ের তাপ ও শুষ্কতা হরণ করিয়া তটিনী-তরঙ্গ ভঙ্গে খেলিতে খেলিতে যখন সাগরসঙ্গমে সমাগত হয়, তখন যেমন তাহার সেই স্বচ্ছতা থাকে না, যেমন কিছু আবিল হইয়া পড়ে; অধ্যাত্ম জগতেও আবার জ্ঞান বৈরাগ্যাদির কিছুকাল ব্যাপীক্রিয়া চলিলে, ঐ সকল শক্তি যেন ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে, পার্থিব ভাব যেন তাহাকে আবিল করিয়া তোলে, আবার প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। তখন হয়ত জ্ঞানবৈরাগ্যের নিশ্চেষ্টতা ও শুষ্কতা সংশোধন জন্য সেই গুহ্য গর্ভ হইতে নূতন প্রতিক্রিয়া প্রবাহ হয়। তখন হয়ত নিষ্কাম সেবা, প্রেম ও ভক্তির সুধাধারায় ধরা নব-জীবন লাভ করে। এইরূপে জগতে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া-তরঙ্গ নিত্যকাল ধরিয়া চলিয়াছে। সৃষ্টিস্থিতি লয়—ইহাও ত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার নামান্তর মাত্র। লয়ের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি, সৃষ্টি-প্রাবল্য ও লয়ের সূচনা লইয়া স্থিতি; আবার তাহারই প্রতিক্রিয়া লয়। আবার

একই কালে হয়ত এই বিশ্বের একাংশে স্থিতি, অপরাংশে লয় চলিতেছে, বিজ্ঞানবিদ্ মাত্রেই ইহা জানেন। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চক্র নিরন্তর বিঘূর্ণিত হইতেছে; তাই নারায়ণ চক্রধর। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তত্ত্ব সনাতন ঐশীবিধি। ইহাকে হুজুগ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার এক একটী প্রকাশককে জগতে ধর্ম্মপ্রচার বলিয়াছে।—কোনও ধর্ম্মান্দোলনই ঐশী নিয়ম-বহির্ভূত নহে। সকলই তাঁহার অলৌকিক বিধানান্তর্গত। এই জগতে একই কালে ইউরোপে লুথার,পঞ্চনদে নানক, বঙ্গভূমিতে শ্রীচৈতন্যের প্রচাররূপ জগদ্ব্যাপী বিশাল প্রতিক্রিয়া তরঙ্গ, তত্ত্ব ইতিহাসবিদ্ অবগত আছেন। একই কালে কর্ম্মজ্ঞান ভক্তির ত্রিধারা বহিয়া জগৎকে পবিত্রতর করিয়াছিল। তুমি কি বলিতে চাও, এই ত্রিধারা হুজুগ মাত্র? সেই ইহুদীভূমিতে এক ইহুদী যুবা দ্বাদশ জন ইতর শ্রেণীর লোকের মধ্যে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের পুত্রভাবরূপ যে অমৃত বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব কি নাই বলিতে চাও? রক্তবীজবংশের ন্যায় আজি যে খৃষ্টীয়গণ যীশুর পবিত্র শোণিতবিন্দু-সমাশ্রয়ে জগৎ ছাইয়া ফেলিল,—তাহা কি হুজুগের ফল? আর ঐ আরব দেশের পর্ব্বতগুহায় বসিয়া অনশনে মহাতপস্যায় ঐ আরব-প্রবর যে একেশ্বর বাদ ও মানবের দাস্যভাব লাভ করিয়া সেই রত্ন বিলাইবার জন্য জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া গেলেন,—যে ধর্ম্মবীরে ধর্ম্মোন্মাদে চীনপ্রান্ত হইতে আটলাণ্টিকোপকূল পর্য্যন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহা কি হুজুগ? আর এই ভারতে কর্ম্ম-ফলতত্ত্ব, সর্ব্বজীবে দয়া এবং তত্ত্ববিচারের যে প্রবল প্রভাব কপিলবস্তুর রাজকুমারকে পথের ভিখারী করিল,—যে বিচারতরঙ্গে পৃথিবীর একতৃতীয়াংশ মানব আজি যুবরাজ সিদ্ধার্থের পূজক,—তাহা কি হুজুগ, তাহা কি ব্যর্থ? এই কন্যাকুমারিকা হইতে ধবলগিরি পর্য্যন্ত, "জয়গদাধর হর হর, জয় হৃষীকেশ দামোদর" "জয় গণপতি বিঘ্ন হর" "জয় জগদম্বে ত্রিলোক-তারিণি" "জয় দিবাকর তমোহর"—আদি বিংশকোটীকণ্ঠ বিনিঃসৃত-মহামন্ত্র ধ্বনির পুরশ্চরণ সঙ্গীত ভারতাকাশে আজি প্রতিধ্বনিত-হইতেছে—তাহা কোন্ হুজুগের ফলে জান? ঐ যে শঙ্করোপম সমাধি শীতল আনন্দময় মূর্ত্তি, মুণ্ডিত-মস্তক ব্রাহ্মণ যুবা দণ্ডকরে বৌদ্ধ কুতর্ক-জাল ছেদ করিয়া ভারত প্রদক্ষিণ

করিতেছেন ; ঘোর নাস্তিক্যের অমানিশা নাশ করিয়া ঐ যে সনাতন ধর্ম্মে তরুণ অরুণ দেখা দিয়াছে—উহা ঐ মহাপুরুষের “হুজুগ” বা প্রচার ফলে ? আর যে করুণাময়ের কৃপায় মূর্ত্তিমতী ভক্তি আসিয়া হরিনামের বন্যায় বাঙ্গলা ভাসাইয়াছিল, তাহা কি ব্যর্থ ? ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে এই সকল বিপুল “প্রচারেই” প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। তাই বলিয়া কি ঐ সকল প্রচার ব্যর্থ বলিতে হইবে ? যে ঐশী-নিয়মে প্রচার ; সেই নিয়মেই প্রতিক্রিয়া। কোনটাই বৃথা নহে। তত্ত্বদর্শীর পবিত্র দৃষ্টির নিকট সকলই মঙ্গলময়ের মঙ্গল করপ্রদত্ত প্রসাদ। মূর্খ তুমি, তাই সকলই গালাগালির উপযুক্ত ঠাওরাইলে। যেখানে অজ্ঞানী বিশৃঙ্খলা দেখে, জ্ঞানী সেখানে শৃঙ্খলা দর্শন ধর্ম্মপ্রচারের পর্য্যায় করেন।

অনন্তরূপে একই ভগবান্ লীলা করিতেছেন ; কালক্রমে এই মহান্ সত্য-ভ্রষ্ট হইয়া যখন হিন্দু দেবদেবীর স্বাতন্ত্র্য নির্দ্ধারণ করিয়া পরস্পর দ্বেষ হিংসা করিতে লাগিল,—তাহার সেই ভ্রম বিনাশ জন্য ভগবান্ এ দেশে প্রতিমা-বিদ্বেষী ঘোর একেশ্বরবাদী মহম্মদীয়গণকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতে জ্ঞানাধিক্য ও বিশ্বাস ভক্তি আদির স্বল্পতা দেখিয়া খৃষ্টীয়গণ বিশ্বাসের ধর্ম্ম লইয়া এখানে আগমন করে। মহম্মদীয় একেশ্বরবাদের প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় একেশ্বর বাদ আদিব্রাহ্মসমাজ নামে প্রকাশিত হয়,—এবং খৃষ্টীয় বিশ্বাস-বাদের প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় ও কেশব পূজা। রামমোহনের একেশ্বরবাদ-শাস্ত্রীয় অদ্বৈতবাদের প্রতিচ্ছায়া দেখাইবার জন্য থিয়সফী বা তত্ত্ববিদ্যার অভ্যুদয়। এবং ভক্তি ও জ্ঞান মিশ্রিত কৈশব ব্রহ্ম-বাদকে শাস্ত্রীয় উপাসনাতত্ত্বে পরিণত করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উদয়। উপাসনা-শীল হইতে গেলে প্রথমে সদাচার ও নিত্যকর্ম্মের প্রয়োজন, তাই চূড়ামণি মহাশয়ের বিপুল প্রচার। কদাচারী হিন্দু সন্তানকে নিষ্ঠাবান্ করিতে চূড়ামণি মহাশয়ের ন্যায়—“তর্কচূড়ামণি,” ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহ পারিত না। কুতর্কী ও অবিশ্বাসীকে স্বধর্ম্মে বিশ্বাসী করিতে যে কূটতর্ক জালের প্রয়োজন এবং স্বীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা যে আচারশিক্ষা দিতে হইবে—তাহা জানাইবার জন্য যেন চক্রধর ভগবান্ চূড়ামণি মহাশয়কে তর্কচূড়ামণি আখ্যা ও ব্রাহ্মণত্ব দিয়াছিলেন। কিন্তু পাছে

হিন্দু আবার কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মাভিমানী ও জাত্যভিমানী হইয়া ভগবদ্-বিমুখ হয়, পাছে সরস বাঙ্গালী-হৃদয় শুষ্ক বিজ্ঞানালোচনায় উষ্ণতায় বিশুষ্ক হইয়া যায়,—আত্মজ্ঞানের অভিমাননাশিনী মহাশক্তি ও ভগবৎ-প্রেমের সুধানির্ঝরিণীর আধার করিয়া অবধূত শিষ্যকে জগতে হরিভক্তি প্রচার জন্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ আখ্যা প্রদান করেন। কলিকালে দুইটী আশ্রম—গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস। গার্হস্থ্যাশ্রম বর্ণ-ধর্ম্মের উপর স্থাপিত। তাহার রক্ষা জন্য চূড়ামণি-মহাশয়ের প্রচার; আর সন্ন্যাস ও ভগবদ্ভক্তিলাভ জন্য শ্রীকৃষ্ণানন্দের প্রচার—এই দ্বিবিধ শক্তি ভারতে কার্য্য করিতেছে। বাঙ্গালী বিশেষরূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়াছে; তাই চূড়ামণি মহাশয়ের প্রচার বাঙ্গলা দেশ লইয়া। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ভ্রষ্টাচার তাদৃশ তীব্র নহে। বিশেষতঃ ভক্তি ও সন্ন্যাস হিন্দু-মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি, বর্ণধর্ম্ম জাতিগত সম্পত্তি, তাই দেখি, শ্রীকৃষ্ণানন্দ সমুদায় আর্য্যাবর্ত্তের প্রচারক। চূড়ামণি বাঙ্গালী গৃহস্থের নিজস্ব ও গুরুকল্প, যে হেতু প্রকৃত ব্রাহ্মণ; শ্রীকৃষ্ণানন্দ আর্য্যাবর্ত্তবাসীর হৃদয়রত্ন, যে হেতু ভক্ত ও সন্ন্যাসী। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যতদিন বৈদ্য ছিলেন, ব্রাহ্মণ পূজা ও বর্ণ ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসী হইয়া জাতিকুল হারাইয়া, সর্ব্ব-বর্ণবন্দ্য হইয়াছেন; কারণ, ব্রাহ্মণ বর্ণ গুরু, সন্ন্যাসী আশ্রম গুরু। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের গুরু শ্রীযুক্ত ঈশ্বরপুরী পূর্ব্বাশ্রমে বৈদ্য ছিলেন, জাননা কি? তবে ব্রাহ্মণ গুরু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণানন্দের দোষ দাও কেন? শ্রীকৃষ্ণানন্দকে সন্ন্যাস-দান যদি শাস্ত্রীয় না হইয়া থাকে, তবে দোষ কি শ্রীকৃষ্ণানন্দের? ব্রাহ্মণেতর (ক্ষত্রিয় জাতি হইবে) সন্ন্যাসী হংসজীকে বিখ্যাত স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী যে সন্ন্যাস দিয়াছেন, তাহা কি অশাস্ত্রীয়? যত শাস্ত্রজ্ঞ তুমি আর আমি? অনন্তলীলাময়ী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মা যোগেশ্বরীর সুরম্য মন্দিরে সেবায়েৎ-রূপে থাকিলে এবং মার বিভূতি স্বরূপিণী মাতৃমণ্ডলীতে বসিয়া মার কথা কহিলে যদি সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস যায়, আমরা অভিশাপ দান করি আজই যেন ভারতের সমুদয় সন্ন্যাসী ঐরূপ ভ্রষ্ট হয়! জানিত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নিজ সংস্কারাদি সহব দুদিন অন্তর্হিত হইয়াছেন; তাঁহার ভস্মস্তূপে দিব্য তেজপূর্ণ মার ছেলে খেলা করিতেছে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নে ডুবিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণানন্দকে চিনিতে পারিবেন না। বিকৃত-মস্তিষ্কের মলিন সংস্কার রাশি

লইয়া অগ্নিসমুজ্জল যোগেশ্বরীর নয়ন মণির নিকট অগ্রসর হইও না।—সাধু-হৃদয় ব্যতীত সাধু চিনিতে কেহ পারে না।—ছায়াভক্ত ছায়া কখনও কায়ার সত্তা লাভ করে না। আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার নিয়মাবলী মধ্যে এইরূপ একটা নিয়ম ছিল যে, ঐ সভার বৃত্তিভোগী (বেতনভোগী নহে) প্রচারকগণ আহারীয় ও পরিধেয় ব্যতীত অন্য যাহা কিছু পাইবেন, তাহা সভারই সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। এই নিয়মের লঙ্ঘন সংঘর্ষে চূড়ামণি মহাশয় কর্ত্তৃক সভার বৃত্তিত্যাগ। তবে তিনি শূদ্রবৃত্তি (বেতন) লইয়া কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, ইহাইমাত্র জানাইয়াছিলেন; সভার সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই; এবং স্বীয় ব্রত ত্যাগও করেন নাই। তাহার অল্পদিন পরে শ্রীকৃষ্ণানন্দও সভার সম্পাদকত্ব ও আর্থিক সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন, তাহা তাঁহার সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের বিরোধী হইল বলিয়া। এই মহানুভব দ্বয়ের মধ্যে বিরোধ কখনও নাই ও হইবেও না। প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে এখনও কার্য্য করিতেছেন। একের ক্ষেত্র বর্ণধর্ম্ম, অপরের ক্ষেত্র সাধন ধর্ম্ম। এই উভয়বিধ কার্য্যই বর্ত্তমান বিধানান্তর্গত, ইহার মধ্যে বৈষম্য দর্শন ভ্রান্তিমাত্র। কোন্ কালে প্রচারকগণের নিজগণ ছিল না? শ্রীশঙ্কর ও শ্রীচৈতন্য সাঙ্গোপাঙ্গ বেষ্টিত হইয়া প্রচার করিতেন। তাহারদ্বারা তাঁহাদের কার্য্যের সহায়তা হইত মাত্র। পিতা দেহের জনক, গুরু আত্মার জনক। তাই শাস্ত্রে পিতৃদত্ত নামাপেক্ষা গুরুদত্ত নামের গৌরব। ইহাই শিষ্টানুকুল রীতি। সিদ্ধার্থ অপেক্ষা বুদ্ধ নাম, নিমাই অপেক্ষা চৈতন্য নাম কি বেশী প্রচারিত নহে? এই সকল চর্ব্বিত চর্ব্বণ আর কত করিব? আমরা বর্ত্তমান কালে হিন্দু নামে পরিচিত হইবার হেতুভূত এই মহাপুরুষ-দ্বয়কে ইতিমধ্যেই যে সমাদর করিতেছি, তাহাতে মর্ম্মান্তিক লজ্জিত না হইয়া সেই বিষোদ্গারের জন্য সংবাদ-পত্রের আশ্রয় গ্রহণ কতই বিড়ম্বনা? হা ধিক! আমাদের।